অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : ইশাইয়া

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনস্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ইশাইয়া

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

কিতাবটির প্রারম্ভিক কথামালা ব্যাখ্যা করে যে, এটি হচ্ছে "আমোজের পুত্র ইশাইয়ার দর্শন" (১:১)। নবী ইয়ারমিয়া তাঁর নিজের জীবনের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন (যেমন ইয়ার ২০:৭-১২), কিন্তু সে তুলনায় নবী ইশাইয়া তাঁর নিজের সম্পর্কে খুব সামান্যই কথা বলেছেন। ইশাইয়া ৬ অধ্যায়ে তাঁর নবী হিসেবে আহ্বান পাওয়ার কথা আমরা দেখি এবং এখানেই তিনি নিজের চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্বকে সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ করেছেন। ৭–৮; ২০ ও ৩৭–৩৯ অধ্যায়ে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে কিছু কথা রয়েছে। এই ঘটনা-প্রবাহের সমকালীন হচ্ছে ২ বাদশাহ্ ১৯-২০ অধ্যায়। ইঞ্জিল শরীফে নবী হিসেবে ইশাইয়ার দূরদৃষ্টি (ইউহোন্না ১২:৩৭-৪১) এবং সাহসিকতার (রোমীয় ১০:২০) বিশেষ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসের ভাবধারা নবী ইশাইয়ার কিতাবে খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুত ইশাইয়া নামের মধ্যেই রয়েছে কালামের নিগূঢ় তত্ত্ব: "ইয়াহ্ওয়েহ্ই আমাদের নাজাত।"

ইশাইয়ার পিতার নাম আমোজ (ইশা ১:১), কিন্তু পাক-কিতাবে আমোজ সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহুদী প্রথা অনুসারে আমোজ ছিলেন এহুদার বাদশাহ্ অমৎসিয়ের ভাই। এ কারণে অনেকে নবী ইশাইয়াকে রাজপরিবারের একজন বলে মনে করেন। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, নবী ইশাইয়া বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তানের পিতা হয়েছিলেন (৭:৩; ৮:৩,১৮)। তিনি আপাতদৃষ্টিতে জেরুশালেমের অধিবাসী ছিলেন (৭:৩)। ইবরানী ১১:৩৭ আয়াত ("করাত দ্বারা বিদীর্ণ"; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) এই প্রচলিত ধার-ণাকে সমর্থন করে যে, এহুদার বাদশাহ্ মানাশা নবী ইশাইয়াকে করাত দিয়ে কেটে হত্যা করেছিলেন (৬৮৭-৬৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; এ প্রসঙ্গে দেখুন *নবীদের জীবনগাঁথা*, ১.১; *ইশাইয়া শহীদ হলেন*, ৫.১-১৪)।

বাদশাহ্ উষিয়ের আমলে নবী ইশাইয়ার বর্ণনার সাথে (২ খান্দান ২৬:২২) নবী ইশাইয়ার এই কিতাবকে কোনভাবে সম্পৃক্ত করা যায় না।

শিরোনামে কিতাবটিকে বলা হয়েছে "আমোজের পুত্র ইশাইয়ার দর্শন" (ইশা ১:১)। ইসরাইলের নবীরা নিঃসন্দেহে প্রত্যেকেই স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন (২ বাদশাহ্ ৬:১৫-১৭; ১৭:১৩; ইশা ২৯:১০; ৩০:১০)। ইশাইয়া নিজে মাবুদকে দেখেছিলেন (৬:১), কিন্তু তাঁর দর্শনের এই চিত্র মানুষের কাছে প্রকাশযোগ্য করা হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে: "আমোজের পুত্র ইশাইয়া এহুদার ও জেরুশালেমের বিষয়ে এই কালামের দর্শন পান" (২:১)। নবী ইশাইয়ার কিতাব হচ্ছে একটি দর্শনের বর্ণনা, যেখানে

বিভিন্ন চিহ্ন ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ কেন্দ্রিক জীবন ধারণ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রত্যেকের জন্য দুনিয়ার ভ্রান্ত রূপের বিপরীতে এর সত্যিকার চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

সময়কাল

নবী ইশাইয়া "এহুদার বাদশাহ্ উষিয়, যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের সময়ে" তাঁর পরিচর্যা কাজ করেছিলেন (১:১)। যে বছর বাদশাহ্ উষিয় মৃত্যুবরণ করেন সে বছরে, অর্থাৎ ৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে তিনি পরিচর্যা কাজের জন্য আহ্বান পান (৬:১)। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং তিনি বাদশাহ্ সনহেরীবের মৃত্যুর ঘটনা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করে যেতে পেরেছিলেন, যার সময়কাল ৬৮৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (৩৭:৩৮)। ইশাইয়ার পরিচর্যা কাজের কিছু কিছু ঘটনার সময়কাল সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায়, যা নোটে পাওয়া যাবে। যেমন, ৭ অধ্যায়ের ঘটনাগুলো ৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে; ৩৬-৩৮ অধ্যায়ের ঘটনাগুলো ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয়দের আক্রমনের সময়কার। অবশিষ্ট অংশগুলোকে অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ের হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, কারণ এছাড়া আর তেমন কোন সুস্পষ্ট তথ্য নেই।

কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে এই কিতাবটি রচনার পেছনে একাধিক ব্যক্তি অবদান রেখেছেন। এই পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রায় ২০০ বছর ব্যাপ্তিকালের বিভিন্ন হাতের লেখা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন। এই ধারণা অনুসারে ১-৩৯ অধ্যায় স্বয়ং নবী ইশাইয়া লিখেছেন, ৪০-৬৬ অধ্যায় লিখেছেন ব্যাবিলনের বন্দীদশায় অবস্থানকালে কোন অজ্ঞাত নবী, যা ইশাইয়ার সময়কার এক শতাব্দী পরের ঘটনা। অনেকে বলে থাকে ৫৬-৬৬ অধ্যায় আরও পরে অন্য কোন নবী রচনা করেছেন। এর ভিত্তিতে ইশাইয়া কিতাবটিকে পণ্ডিতরা কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করেছেন: প্রথম ইশাইয়ার সময়কাল (অধ্যায় ১-৩৯) খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ; দ্বিতীয় ইশাইয়া (অধ্যায় ৪০-৫৫), ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়; এবং তৃতীয় ইশাইয়া (অধ্যায় ৫৬-৬৬), পঞ্চম

শতাব্দীর কোন এক সময়। মূলত তিনটি কারণে ৪০-৬৬ অধ্যায় আমোজের পুত্র ইশাইয়া রচিত নয় বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়: (১) ৪০-৬৬ অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে এর পটভূমি হচ্ছে ব্যাবিলনের বন্দীদশা। (২) ১-৩৯ অধ্যায়ের তুলনায় ৪০-৬৬ অধ্যায়ের রচনাশৈলী আলাদা। (৩) কিতাবটির পরবর্তী অংশে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং বেশ কিছু সুস্পষ্ট পূর্বাভাস রয়েছে, যা এহুদার বন্দীদশা ও তার পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলীকে নির্দেশ করে, কিন্তু এই ধারণা অনুসারে ঘটনাগুলো সম্পর্কে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ পূর্বাভাস দেওয়া নবী ইশাইয়ার সময়ে সম্ভব ছিল না।

কিতাবটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করার পেছনে এই যুক্তিগুলোর বেশ কিছু দুর্বলতা আছে এবং সেক্ষেত্রে কিতাবটির প্রথম কথা (১:১) নির্দেশ করে যে, পুরো কিতাবটি রচনা করেছেন আমোজের পুত্র ইশাইয়া।

১. কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য কিতাবে কিতাবটির রচয়িতা যে মাত্র একজন, সে ব্যাপারে সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। (১) ইঞ্জিল শরীফের বিভিন্ন অংশে কিতাবটিকে নবী ইশাইয়ার রচনা বলা হয়েছে (মথি ৩:৩; ৪:১৪-১৬; ৮:১৭; ১২:১৭-২১; ১৩:১৪-১৫; ১৫:৭-৯; মার্ক ৭:৬-৭; লূক ৩:৪-৬; ৪:১৭-১৯; ইউহোন্না ১:২৩; ১২:৩৭-৪১; প্রেরিত ৮:২৭-৩৫; ২৮:২৫-২৭; রোমীয় ৯:২৭-২৯; ১০:১৬, ২০-২১; ১৫:১২ দেখুন)। ইঞ্জিল শরীফে আর অন্য কোন লেখকের কথা উল্লেখ করা হয় নি। ইউহোন্না ১২:৪১ আয়াতে ইউহোন্নার সাক্ষ্য এক্ষেত্রে বেশ সহায়ক: "ইশাইয়া এ সব বলেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর মহিমা দেখেছিলেন, আর তাঁরই বিষয় বলেছিলেন।" বলা হয়েছে "এ সব বলেছিলেন," অর্থাৎ বহুবচনে কয়েকটি ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। এই কয়েকটি ঘটনা হচ্ছে ইউহোন্না ১২:৩৮ আয়াতে উদ্ধৃত একটি ঘটনা, যা নেওয়া হয়েছে তথাকথিক দ্বিতীয় ইশাইয়া ৫৩:১ আয়াত থেকে; এবং আরেকটি অংশ হচ্ছে ইউহোন্না ১২:৪০ আয়াতে উদ্ধৃত তথাকথিত প্রথম ইশাইয়া ৬:১০ আয়াত। কিন্তু ইউহোন্না এই দুই অংশের রচয়িতাকে একই ব্যক্তি, অর্থাৎ ইশাইয়া নামে অভিহিত করেছেন, যিনি একই সাথে প্রভুর কথা "শুনেছিলেন" এবং "তাঁর মহিমা দেখেছিলেন"। (২) পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যবর্তী সময়কার কিতাব সিরাক (৪৮:২৪-২৫) এবং প্রথম শতাব্দীর ইহুদী ঐতিহাসিক যোসেফাস (জুয়িশ এন্টিকুইটিস ১১.৫-৬) এই কিতাবটির লেখক হিসেবে ইশাইয়ার নাম সত্যায়ন করেছেন। (৩) ডেড সী স্ক্রোলে নবী ইশাইয়ার একটি হিব্রু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় যেখানে সমগ্র কিতাবটির লেখক হিসেবে একমাত্র ইশাইয়ার নামই পাওয়া যায়। (৪) এটি কল্পনা করা দুরূহ ব্যাপার যে, কীভাবে নবীরা ইশাইয়া ৪০-৬৬ অধ্যায়ের মত এহুদা রাজ্যের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো করলেন কিন্তু তাদের নাম সুস্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করা হল না। (৫) পুরাতন নিয়মের পরবর্তী সময়ের কিতাবগুলোর লেখকগণ ৪০-৬৬ অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছেন, যা তারা করতে পারতেন না যদি কিতাবটি এভাবে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত থাকত (যেমন, ৬০:৭ আয়াতের নোট দেখুন, যা উযায়ের ৭:২৭ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে)।

২. ইশাইয়ার কিতাবের বেশ কিছু সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে যা কিতাবের তথাকথিত তিনটি খণ্ডেই বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, মাবুদের প্রতি ইশাইয়ার বিশেষ সম্বোধন হচ্ছে "ইসরাইলের পবিত্র জন," যা পুরো কিতাবটি জুড়ে মোট ২৫ বার দেখা যায় (ইশা ১-৩৯ অধ্যায়ে ১২ বার; ৪০-৫৫ অধ্যায়ে ১১ বার এবং ৫৬-৬৬ অধ্যায়ে ২ বার)। ইশাইয়া কিতাব ব্যতিরেকে মাত্র ছয় বার এই সম্বোধনটি দেখা যায়: ইয়ারমিয়া কিতাবে দুই বার, জবুর শরীফে তিন বার এবং ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২২ আয়াতে একবার (এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৩৭:৩৩ আয়াত)। "উঁচু এবং যা কিছু উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছে" এই কথাটি ইশাইয়া কিতাবে বিশেষভাবে দেখা যায়, যা ২:১২-১৪; ৬:১; ৫২:১৩; ৫৭:১৫ আয়াতে এসেছে (অর্থাৎ তিনটি খণ্ডের প্রত্যেকটিতে এসেছে; ৬:১ আয়াতের নোট দেখুন)। নোটগুলোতে দেখা যাবে যে, পুরো ইশাইয়া কিতাবে আর কী কী প্রাসঙ্গিক চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গি রয়েছে। রচনা-শৈলীতে যদি কোন পার্থক্য থেকেই থাকে তাহলে সেটি ঘটনাপ্রবাহের ভিন্নতার কারণে ঘটেছে (যেমন সম্ভবত ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয়দের আক্রমণের পর ইশাইয়া ৪০-৬৬ অধ্যায় রচনা করেছেন)।

৩. ৪০-৬৬ অধ্যায়ে যে অনুমেয় অংশটি রয়েছে তা বন্দীদশার সময়কার ও ইশাইয়ার নিজের সময়কার, অর্থাৎ উভয় যুগের মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক ছিল। নিঃসন্দেহে এখানে ইতিহাসের প্রতিটি যুগে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই অধ্যায়গুলো এই উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে প্রকাশ পায় (যেমন ৪১:২১-২৯) এবং যোসেফাস (জুয়িশ এন্টিকুইটিস ১১.৫-৭) কাইরাস সম্পর্কিত একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন (ইশা ৪:২৮), যা পারস্য রাজবংশের সময়কালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অর্থাৎ বাস্তব ঘটনাটির প্রায় ১৫০ বছর আগে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দস ভিত্তিক বিশ্ব দর্শন সূচিত হয়েছে মহান সৃষ্টিকর্তা মাবুদের মধ্য দিয়ে, কাজেই সেখানে এই ঘটনাটি খুবই প্রাসঙ্গিক। তাছাড়া ৪০-৬৬ অধ্যায়ে অনেক সময় পৌত্তলিক ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু বিশেষভাবে ব্যাবিলনীয় বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না (৪৬:১); অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখানে কেনানীয় পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, যা এহুদার লোকেরা ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র এবাদতের সাথে মিশিয়ে নিয়েছিল (যেমন ৫৭:৫; ৬৬:৩,১৭; এর সাথে তুলনা করুন ৪০:১৯; ৪১:৭, ২৯; ৪২:১৭; ৪৫:১৬-২০; ৪৬:৬; ৪৮:৫)। এছাড়া পৌত্তলিকতার উপরে বিধৃত

উপহাসমূলক বক্তব্য দেখুন ৪৪:৯-২০ আয়াতে। তবে জেরুশালেমের পতনের পর এহুদায় আর এই সমস্যাটি ছিল না।

তবে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে আরও বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে। সমগ্র কিতাবটি এহুদা রাজ্যের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে ব্যক্ত করে, যা একটি কাহিনীর মত ধারাবাহিকভাবে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে দাউদের সর্বশেষ বংশধরের আগমন, যিনি অ-ইহুদীদের মধ্যে আলো জ্বালাবেন। ইসরাইল জাতিকে এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল, আর এর জন্য তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র মনোনীত লোক হিসেবে পবিত্র হয়ে উঠতে হবে, যেন এই লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যেকে সচেষ্ট হয় (১:২৪-২৮ আয়াতের নোট দেখুন)। গৌরবময় ভবিষ্যতের এই দর্শনটি প্রত্যেক ঈমানদার পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে তোলে যেন তারা নিজেদেরকে বিশ্বস্ততায় জীবন ধারণ করতে প্রেরণা দেয় এবং এই মহান পরিকল্পনা অংশ হিসেবে নিজেদেরকে গর্বিত বোধ করে (২:৫ আয়াত দেখুন)।

নবী ইশাইয়ার বার্তা হচ্ছে গুনাহ্‌গারদের জন্য আল্লাহ্‌র মহান পরিকল্পনা। যদি এই মহা অলৌকিক কাজ আমরা গ্রহণ করে নিতে পারি – বস্তুত কেউই এই মহান কাজকে গ্রহণ না করে ঈসায়ী ঈমানদার হয়ে উঠতে পারে না – তাহলে আর কোন অলৌকিক কাজই আর আমাদের কাছে বিঘ্নজনক মনে হবে না। একজন নবী অবশ্যই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন, কিন্তু তা হতে হবে নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর মত, যা এই গুনাহ্‌পূর্ণ দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সার্বজনীন নাজাতের মহা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে।

বিষয়বস্তু

কিতাবটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌, যিনি তাঁর নিজ পরিকল্পনা সাধনের জন্য সমস্ত কাজ সাধন করেছেন (৪৮:১১)। ইশাইয়া আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের দ্বারা অবশিষ্ট সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনিই সমস্ত বাস্তবতার কেন্দ্রবিন্দু ও মহিমার আকর (৪৫:২২-২৫)। আল্লাহ্‌ হলেন ইসরাইলের পবিত্র জন (১:৪), যিনি উচ্চ ও উন্নত, কিন্তু সেই সাথে তিনি "চূর্ণ ও নম্র রূহ্‌ সম্পন্ন মানুষের সঙ্গেও" অবস্থান করেন (৫৭:১৫)। তিনি এই সমগ্র দুনিয়ার উপরে সার্বভৌম ক্ষমতাশালী আল্লাহ্‌ (১৩:১–২৭:১৩), যাঁর ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ানক (৯:১২,১৭,২১; ১০:৪), তিনিই আবার দুনিয়ার সমস্ত মানুষের গুনাহ্‌ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করেছেন (৬:৭), যার কাছে রয়েছে নাজাতের অপরিসীম উৎস (১২:৩), যাঁর সুসমাচার হচ্ছে "আনন্দের সুখবর" (৫২:৭), যিনি তাঁর মনোনীত লোকদের রহমত দানের এক জীবন্ত ইতিহাস (৪৩:৩-৭) এবং তিনিই একমাত্র এবাদতের দাবীদার (২:২-৪)। তিনিই একমাত্র নাজাতদাতা (৪৩:১০-১৩) এবং সমগ্র দুনিয়া এই কথা জানবে (৪৯:২৬)। আল্লাহ্‌র ওয়াদার নিশ্চয়তায় জীবন ধারণ করাই তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের প্রধান শক্তি (৩০:১৫)। তাঁর কালামে নিজেদেরকে আনন্দিত করাই তাদের পাথেয় (৫৫:১-২)। তাঁর সেবা ও পরিচর্যা করার মধ্য দিয়েই আমরা তাঁর যথাযোগ্য সেবা করতে পারি (অধ্যায় ৬২)। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে নাজাতবিহীন মৃত্যু (৬৬:২৪)।

১:২–২:৫ আয়াতে কিতাবটির সারসংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। মাবুদ আল্লাহ্‌ লোকদের বিরুদ্ধে তাঁর মূল অভিযোগ এখানে ব্যক্ত করেছেন: তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এত বেশি সুযোগ ও অধিকার পেয়েছে যে, তাদের হওয়া উচিত ছিল আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ সন্তান। কিন্তু তারা ইসরাইলের পবিত্র জনকে অসম্মানিত করেছে (১:২-৪)। তারা যে সমস্ত শাস্তি ভোগ করবে সেগুলোকে তিনি বর্ণনা করেছেন। এই শাস্তিগুলোর অধিকাংশই মূলত তাদের অনুতাপ করার জন্য বা অন্ততপক্ষে যেন কিছু সংখ্যক মানুষ মন ফেরায় তার জন্য সতর্কবার্তা (১:৫-৯)। এহুদা এই বেহেশতী কোরবানী সাধন করার জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিল, কিন্তু লোকদের অন্তর আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনেক দূরবর্তী ছিল এবং তারা তাদের নিজেদের দুর্বল ভাইদেরকে সাহায্য করতে চায় নি (১:১০-২০)। মাবুদ তাঁর লোকদেরকে এই দুনিয়ার ঈমানদার হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু তথাপি তারা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে, ধর্মীয়ভাবে ও সামাজিকভাবে গুনাহ্‌গারিতায় নিজেদেরকে পূর্ণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌ সিয়োনকে তার গুনাহ্‌গারদের অধিবাসীদের কারণে সংস্কার করবেন এবং তাকে পরিশুদ্ধ করে সারা দুনিয়ার জন্য একটি আলোক বর্তিকা করে তুলবেন। এই গৌরবময় ভবিষ্যতের আলোকে নবী ইশাইয়া এই কিতাবটি রচনা করেছেন, যেন লোকেরা মাবুদের আলোতে পথ চলার জন্য দিক নির্দেশনা খুঁজে পায় (১:২১–২:৫)।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

ইশাইয়া আল্লাহ্‌র বিদ্রোহী লোকদের জন্য ও এই সমগ্র দুনিয়ার জন্য এক অভাবনীয় পরিকল্পনা ও গৌরব সাধনের কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাঁর বংশের মধ্য দিয়ে সারা দুনিয়া রহমত লাভ করবে (পয়দা ১২:১-৩)। আল্লাহ্‌ দাউদকে এই ওয়াদা করেছিলেন্ যে, তাঁর সিংহাসনই এই দুনিয়াকে নাজাত দানের পথে পরিচালনা করবে (২ শামু ৭:১২-১৬; জবুর ৮৯:১৯-৩৭)। কিন্তু ইশাইয়ার সময়ে এসে ইব্রাহিমের বংশ এবং দাউদের রাজবংশের অনেকেই আর আল্লাহ্‌র এই ওয়াদায় বিশ্বাস স্থাপন করে নি। তারা আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রতি আস্থা রাখে নি, ভীত হয়েছে এবং এই অসার দুনিয়ার মোহে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি এহুদার অবিশ্বাসের কারণে নবী ইশাইয়ার সময়কালে

তারা ভবিষ্যতের সমস্ত সুখ ও সমৃদ্ধির পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে চূড়ান্ত অনন্তকালীন বিচারের পথে ধাবিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নে এহুদা জাতি আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অধীনে থেকে স্বাধীনতা ভোগ না করে নিজেদেরকে পৌত্তলিক জাতিগণের অধীনতায় সমর্পণ করেছে।

তাহলে আল্লাহ্‌র প্রাচীন সেই ওয়াদার কী হল? আল্লাহ্‌র মহিমামণ্ডিত পরিকল্পনা কি এহুদার গুনাহ্‌র কাছে পরাজিত হল? নবী ইশাইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ১-৫ অধ্যায়ে প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর ৬-২৭ অধ্যায়ে তিনি এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন এবং এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন। কিতাবটির বাকি অংশে কিছুটা গুরুতর বক্তব্য এবং কিছুটা আশাব্যঞ্জক বক্তব্য রাখা হয়েছে। ইশাইয়ার উত্তর হচ্ছে, যদিও আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে বিচারের মধ্য দিয়ে পবিত্রীকৃত করবেন, তথাপি তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের এক সার্বজনীন উদ্দেশ্য রয়েছে, যা শুরু হয়েছে স্বয়ং ইশাইয়াকে দিয়ে (অধ্যায় ৬) এবং তা বিস্তৃত হয়েছে এহুদা (৭:১–৯:৭) এবং ইসরাইলের প্রতি (৯:৮–১১:১৬) এবং তা সৃষ্টি করেছে অপরিসীম আনন্দের (১২:১-৬)। এমনকি পৃথিবীর সমস্ত জাতিগণকেও এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়েছে (১৩:১–২৭:১৩)। এ কারণে ইশাইয়া কিতাবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সুখবর প্রচার করা যে, আল্লাহ্‌ নিজেকে তাঁর লোকদের পুনরুজ্জীবিত করা ও পবিত্র করে তোলার মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত করবেন, যা অন্যান্য সকল জাতিকে আকৃষ্ট করবে। ইশাইয়া কিতাবটি হচ্ছে মসীহের আগমনের মধ্য দিয়ে গুনাহ্‌গারদের জন্য রক্ষিত আশার দর্শন। এ যেন আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য এক নতুন দুনিয়ার জামিন, যেখানে গুনাহ্‌ ও দুঃখ কষ্ট আরও কারও স্মৃতিতে স্থান পাবে না (৩৩:১০; ৫১:১১)।

নবী ইশাইয়ার কিতাবে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান পেয়েছে: (১) ১-৩৯ অধ্যায়ে আমরা দেখি নবী ইশাইয়ার নিজের সময়কার বেশ আগের, অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগের পটভূমি; (২) ৪০-৫৫ অধ্যায়টির পাঠক হিসেবে ধরা হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনে বন্দীদশায় অবস্থানকারী ইসরাইলীয়দেরকে; এবং (৩) ৫৬-৬৬ অধ্যায়টিতে আমরা দেখি বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা লোকেরা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থান। তবে এই তিনটি অংশের ধারণাকৃত শ্রোতাদের বিবেচনা করে তাদের মধ্যেই শুধু সংযুক্তি রয়েছে তা মনে করলে ভুল হবে। ৪০-৬৬ অধ্যায়ে বেশ বড় অংশে জুড়ে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেখানে ইশাইয়ার সময়কার এহুদা রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীকে এমন একটি কাহিনীতে তাদের ভূমিকা গ্রহণ করে নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে যা একটি গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে বিশ্বস্ততার সাথে আলোতে বসবাস করার জন্য এগিয়ে চলছে (এর সাথে তুলনা করুন ২:৫)। তাছাড়া পুরো কিতাবটি ক্যাননভুক্ত একটি কিতাব হিসেবে মসীহের আগমনের আগ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির সমস্ত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে।

প্রথমত, নবী ইশাইয়া তাঁর নিজের সময়ে “এহুদার বাদশাহ্‌ উষিয়, যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের সময়ে” ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (১:১)। যে বছর বাদশাহ্‌ উষিয় মৃত্যুবরণ করেন সেই বছর ইশাইয়া আল্লাহ্‌র কাজের জন্য আহ্বান পান, অর্থাৎ ৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর এই দীর্ঘ পরিচর্যা কাজ শুরু হয়। ইশাইয়ার সময়ে আশেরীয় সাম্রাজ্য তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছিল এবং পূর্ব দিকে তারা সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল। এই হুমকির ফলে এহুদা সবচেয়ে বড় যে আশঙ্কার মুখে পড়ে তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের বিশ্বাস: আল্লাহ্‌ কিসের মাধ্যমে তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করবেন– মানবীয় কৌশলের মধ্য দিয়ে, না কি তাঁর বেহেশতী দোয়ার নবীয়তী ওয়াদার মধ্য দিয়ে?

অন্তত দুটি ক্ষেত্রে কার উপরে আস্থা রাখা সম্ভব এ বিষয়ক প্রশ্নের অবতারণা ঘটেছে। প্রথমটি দেখা দেয় ৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, বাদশাহ্‌ আহসের সময়কালে। আশেরিয়ার কাছ থেকে অনেক বেশি চাপ আসতে থাকার কারণে ইসরাইলের উত্তর রাজ্য সিরিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করে এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি করে। পরবর্তীতে তারা এহুদা রাজ্যকে তাদের এই মিত্রতায় অংশ নিতে বাধ্য করে (অধ্যায় ৭)। কিন্তু আল্লাহ্‌ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি দাউদের সিংহাসনকে রক্ষা করবেন এবং ওয়াদায় অবশ্যই বিনা বাক্যে আস্থা রাখা উচিত। সে অনুসারে নবী ইশাইয়া বাদশাহ্‌ আহসকে আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাত করেছিলেন। কিন্তু আহস আল্লাহ্‌র এই পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আশেরিয়ার শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পৌত্তলিক জাতিদের সাথে মিত্রতা স্থাপনের জন্য বেশি আগ্রহী হন (২ বাদশাহ্‌ ১৬:৫-৯)। এভাবে আহস দাউদের সিংহাসনের সার্বভৌমত্বকে পৌত্তলিক পরজাতির কাছে সমর্পণ করেন, যারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিরুদ্ধ শক্তি, অথচ এর বিনিময়ে তিনি বঞ্চিত হন সমস্ত কিছু থেকে। এহুদার সাথে মিত্রতা স্থাপন ব্যর্থ হয়, কারণ সিরিয়া ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং ইসরাইল ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পরাজিত হয়, যেভাবে আল্লাহ্‌ তাদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (ইশা ৭:১৬; ৮:৪)।

দ্বিতীয় সমস্যাটি দেখা দেয় ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের শাসনামলে। এই সময়ে আশেরিয়া ছিল ইসরাইলের সবচেয়ে বড় হুমকি। আগের মতই ইসরাইল জাতি মানবীয় শক্তির কাছে প্রতিরক্ষার জন্য আপোষ করার চিন্তা করে, কিন্তু এবার সেই মিত্র দেশটি ছিল মিসর (৩০:১-৭; ৩১:১-৩; ৩৬:৬)। এহুদা জাতি মাবুদ আল্লাহ্‌র “সুনিশ্চিত ভিত্তির” উপরে ভরসা না করে মিথ্যা মানবীয় ওয়াদার উপরে ভরসা করতে শুরু করে (২৮:১৪-২২)। এর পর আশেরিয়া মিসরের সাথে মিত্রতা স্থাপন

করার জন্য এহুদা রাজ্যকে পীড়ন দিতে শুরু করে। বাদশাহ্ হিষ্কিয় আশেরীয়দের সাথে শান্তি চুক্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৮:১৩-১৬), কিন্তু তারা তাঁর বিপক্ষে অবস্থান নেয় (ইশা ৩৩:১)। মারাত্মক চাপের সম্মুখীন হয়ে বাদশাহ্ হিষ্কিয় অবশেষে মাবুদের উপরে আস্থা রাখেন এবং তিনি তাঁকেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত হিসেবে দেখতে পান (অধ্যায় ৩৬-৩৭)।

হিষ্কিয় যখন ব্যাবিলনীয়দের প্রভাবের ব্যাপারে অসতর্কতা প্রকাশ করেছিলেন, তখনই মূলত এহুদার আসন্ন পতনের সুর বেজে উঠেছিল (অধ্যায় ৩৯)। আল্লাহ্‌র লোকদেরকে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হিষ্কিয় যে আগেই সন্দেহ করেছিলেন এ ব্যাপারে ইশাইয়া মত দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নবী ইশাইয়া ইহুদী বন্দীদের কাছে কথা বলার জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর মহিমার এক দুনিয়া বদলে দেওয়া প্রকাশ ঘটাতে চলেছেন (৪০:৫)। তাঁর আগমনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বন্দীদশার সমস্ত লোককে অবশ্যই তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরে আসতে হবে (৪৮:২০)। তারা যে অসার পৌত্তলিকতার সংস্কৃতির মাঝে বসবাস করছে তার প্রভাবে নিজেদের নীতিকে কখনোই জলাঞ্জলি দেওয়া যাবে না (৪১:২১-২৪)। একই সাথে পৌত্তলিক অধিপতি মহান সাইরাসকে কোনভাবে তাদের এই উদ্ধারের নায়ক হিসেবে আখ্যা দেওয়া উচিত হবে না, কারণ স্বয়ং আল্লাহ্ তাদেরকে এই বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছেন (৪৪:২৪-২৮)। তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসের সাথে অপেক্ষা করতে হবে, কারণ আরও মহান একজন উদ্ধারকর্তা তাদের জন্য আসছেন, যিনি হবেন তাদের মসীহ্ (৪২:১-৯ আয়াতের নোট দেখুন)। তিনি জাতিগণের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন (৪২:১-৪) এবং প্রকৃত বন্দীত্ব, অর্থাৎ গুনাহ্‌র দায় থেকে তাঁর লোকদেরকে মুক্ত করবেন (৫২:১৩–৫৩:১২)। যেহেতু আল্লাহ্‌র লোকদের ঈমান ইতোমধ্যে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে, সে কারণে আল্লাহ্ পরিকল্পনা করেছেন যে, তিনি একাকী এই কাজ সম্পন্ন করবেন যেন তাঁর গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় (৪৮:৯-১১)।

তৃতীয়ত, নবী ইশাইয়া বন্দীদশা থেকে আগত লোকদেরকে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ ও নতুন আশার বার্তা শুনিয়েছেন, যেন তারা তাদের ঈমানে স্থির থাকে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্যতায় নিজেদেরকে ধরে রাখে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করেন। ইশাইয়া আল্লাহ্‌র প্রকৃত লোকদের রূহানিক ও সার্বজনীন স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিষ্কার করে তুলেছেন (৫৬:৩-৮; ৬৬:১৮-২৩)। তিনি সেই ব্যক্তিকে জয়ী হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন, যিনি মানুষকে নাজাত দিতে সক্ষম (৬৩:১)। এই দুনিয়ার সমস্ত পঙ্কিলতাকে ভেদ করে ইশাইয়া তাঁর নবীয়তী দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির লোকদের এক নতুন দুনিয়া দেখতে পাচ্ছেন (৬৫:১৭; ৬৬:২২)। "অতএব অকম্পনীয় রাজ্য পাবার অধিকারী হওয়াতে, এসো, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ হই, যা দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে আল্লাহ্‌র প্রীতিজনক এবাদত করতে পারি" (ইব ১২:২৮)।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

স্বয়ং আল্লাহ্ হলেন ইশাইয়া নবীর এই কিতাবের প্রধান আলোচ্য ব্যক্তি, যাঁকে ঘিরে বেশ কয়েকটি সহায়ত প্রসঙ্গ আবর্তিত হয়েছে:

১. ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে যদি শুধুই আড়ম্বর থাকে, কিন্তু তার আড়ালে থাকে অসার হৃদয় ও বিশৃঙ্খল জীবন, তখন আল্লাহ্‌র অবমাননা করা হয় (১:১০-১৭; ৫৮:১-১২; ৬৬:১-৪)।

২. আল্লাহ্‌র প্রকৃত লোকেরা অনন্তকালের জন্য এবাদত বন্দেগী ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক বহুজাতিক সমাজ হয়ে গড়ে উঠবে (২:২-৪; ১৯:১-২৫; ২৫:৬-৯; ৫৬:৩-৮; ৬৬:১৮-২৩) এবং এক নতুন দুনিয়ার সংস্কৃতি (১৪:১-২; ৪১:৮-১৬; ৪৩:৩-৭; ৪৫:১৪-১৭; ৪৯:১৯-২৪; ৬০:১-২২)।

৩. আল্লাহ্ মানুষের সমস্ত গর্ব ও অহঙ্কারের প্রতি তিরস্কার করেন (২:১০-১৭; ১০:৩৩-৩৪; ১৩:১১; ১৬:৬; ২৩:৯; ২৮:১-৪)।

৪. মানুষ যে সকল নির্বাক জড় মূর্তি নির্মাণ করে তার নিয়তি কেবলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া (২:২০-২১; ১৯:১; ৩১:৬-৭; ৪৪:৯-২০; ৪৬:১-৭)।

৫. যদিও আল্লাহ্‌র বিচারের কারণে তাঁর লোকেরা সংখ্যায় হ্রাস পেয়ে খুবই সামান্য অবশিষ্টাংশে পরিণত হয়েছে, তথাপি তাঁর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে বিজয়ী ও উল্লসিত করে তোলা (১:৯; ৬:১–১২:৬; ৩৫:১-১০; ৪০:১-২; ৪৯:১৩-১৬; ৫১:৩; ৫৪:৭-৮; ৫৫:১২-১৩)।

৬. আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে তাঁর নাজাত দানকারী কালামের প্রতি বধির ও অন্ধ করে তোলার মধ্য দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন (৬:৯-১০; ২৮:১১-১৩; ২৯:৯-১৪; ৪২:১৮-২৫)।

৭. এই দুনিয়ার একমাত্র আশা ও ভরসা একজন মাত্র মানুষের উপরে ন্যাস্ত করা হয়েছে – তিনি হলেন সেই প্রতিজ্ঞাত দাউদের বংশে জন্মগ্রহণকারী বাদশাহ্ (৪:২; ৭:১৪; ৯:২-৭; ১১:১-১০), আল্লাহ্‌র গোলাম (৪২:১-৯; ৪৯:১-১৩; ৫০:৪-৯; ৫২:১৩–৫৩:১২), সুসমাচারের অভিষিক্ত তবলিগকারী (৬১:১-৩), এবং সমস্ত মন্দতার উপরে একক বিজয় লাভকারী (৬৩:১-৬)।

৮. আল্লাহ্ তাঁর নিজ গৌরব ও মহিমা প্রকাশের জন্য সৃষ্টি ও ইতিহাসকে, এমন কি মানবীয় ভুল ত্রুটিকেও ব্যবহার করে থাকেন (১০:৫-১৯; ১৩:১-২৭:১৩; ৩৬:১-৩৯:৮; ৪০:১২-২৬; ৪৪:২৪-৪৫:১৩)।

৯. পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ দুনিয়া ও তার উপরিস্থ সমস্ত কিছুর কর্তৃত্বকারী, সে কারণে মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে নিজ মন পরিবর্তন করে তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করা (৭:৯; ১০:২০; ১২:২; ২৬:৩-৪; ২৮:১২,১৬; ৩০:১৫-১৮; ৩১:১; ৩২:১৭-১৮; ৩৬:১–৩৭:৩৮; ৪০:৩১; ৪২:১৭; ৫০:১০; ৫৫:১-৭; ৫৭:১৩,১৫; ৬৬:২)।

১০. আল্লাহ্‌র লোকেরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পরিত্যক্ত বলে অনুভব করেছিল (৪০:২৭; ৪৯:১৪; ৫১:১২-১৩), কারণ তারা বোকার মত নিজেদেরকে দুনিয়াবী কর্তৃত্বের হাতে সমর্পণ করেছিল (৭:১–৮:২২; ২৮:১৪-২২; ৩০:১-১৭; ৩১:১-৩; ৩৯:১-৮)।

১১. আল্লাহ্ তাঁর গৌরব ও মহিমা পুরো দুনিয়াতে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে নিজেকে উচ্চীকৃত করবেন (৪:২-৬; ১১:১০; ৩৫:১-২; ৪০:৩-৫; ৫২:১০; ৫৯:১৯; ৬০:১-৩; ৬৬:১৮)।

১২. আল্লাহ্‌র হাত মানবীয় ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করছে এটি প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ নবীদের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (৪১:১-৪, ২১-২৯; ৪৪:৬-৮; ৪৪:২৪–৪৫:১৩; ৪৬:৮-১১; ৪৮:৩-১১)।

১৩. অতীতে আল্লাহ্‌র সমস্ত বিশ্বস্ততা এবং তাঁর চূড়ান্ত বিজয় লাভের সুনিশ্চয়তার কারণে তাঁর লোকেরা মুনাজাতে ও বাধ্যতায় তাঁর কাছে একত্রিত হয়েছে (৫৬:১ -২; ৬২:১–৬৪:১২)।

১৪. সমস্ত কিছু উপরে আল্লাহ্ ভয়াবহ ক্রোধকে ভয় করা প্রয়োজন (৫:২৫; ৯:১২,১৭,১৯,২১; ১০:৪-৬; ১৩:৯,১৩; ৩০:২৭; ৩৪:২; ৫৯:১৮;৬৩:১-৬; ৬৬:১৫-১৬,২৪)।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

নবী ইশাইয়া তাঁর কিতাবে ইসরাইল জাতির বিশেষ পরিকল্পনাকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ ইব্রাহিম ও তাঁর পরিবারকে সারা দুনিয়ার কাছে আল্লাহ্‌র দোয়া ও রহমতের উৎস করে তোলার জন্য আহ্বান করেছেন, যেন তাদের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আল্লাহ্‌কে জানতে পারে (পয়দা ১২:১-৩)। ইসরাইল জাতির জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে বার বার তাদের অবিশ্বস্ত হয়ে পড়া, যে কারণে তারা অ-ঈমানদারদের কাছে আল্লাহ্‌র নূর প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে আল্লাহ্‌র মহান পরিকল্পনা ব্যাহত হবে না। অ-ঈমাদারদেরকে রহমতের অংশীদার করে তোলার জন্য তিনি তাঁর লোকদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে তুলবেন (ইশা ১:২৪-২৮) এবং তিনি তাদের মধ্য থেকেই দাউদের উত্তরাধিকারীকে উঠাবেন।

যদিও ইশাইয়া ভণ্ডামি, লোভ ও মূর্তিপূজাকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মারাত্মক গুনাহ্ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, সেই সাথে তিনি এই গুনাহ্‌কারীদের নাজাত দানকারী হিসেবে প্রভু ঈসা মসীহের ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। কারণ তিনিই হবেন আমাদের সাথে আল্লাহ্ (৭:১৪), তিনিই সেই সন্তান যিনি চিরকাল আমাদের উপরে রাজত্ব করবেন (৯:৬-৭), দাউদের সিংহাসনের আশা (১১:১), মাবুদের মহিমা (৪০:৫), মাবুদের কষ্টভোগকারী গোলাম (৪২:১-৯; ৪৯:১-৬; ৫০:৪-৯; ৫২:১৩–৫৩:১২), সুসমাচারের অভিষিক্ত তবলিগকারী (৬১:১-৩), সমস্ত মন্দতার উপরে রক্তাক্ত বিজেতা (৬৩:১-৬) এবং প্রভৃতি। ইঞ্জিল শরীফে প্রায় ২০ বারের উপরে ইশাইয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেসব স্থানে বিশেষভাবে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, কারণ তিনি যে বার্তা ঘোষণা করেছেন তা ঈসা মসীহ্ এবং প্রেরিতদের তবলিগকৃত সুসমাচারকেই ঘোষণা করে।

নবী ইশাইয়ার বার্তা প্রত্যেক পাঠককে দুটি উপায়ের যে কোন একটি দ্বারা প্রভাবিত করে। হয় কিতাবটি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে পাঠকের আত্মগরিমাকে আরও কঠিন করে তোলে (৬:৯-১০; ২৮:১৩; ২৯:১১-১২) কিংবা পাঠক নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে পূর্ণ রূপে সমর্পণ করবে এবং তাঁর প্রতি নিজ আস্থা ও নির্ভরতা প্রকাশ করবে (৫৫:১-৩; ৫৭:১৫; ৬৬:২)। ইশাইয়ার দর্শনের মধ্য দিয়ে ঈমানদারের চোখ তার সমস্ত গুনাহ্ ও অপরাধের ভার এক পবিত্র ব্যক্তির উপরে পতিত হতে দেখে (৫৩:৬), তারা অপার আনন্দে পূর্ণ এক নতুন জেরুশালেম দেখে (৬৫:১৭-১৮), তারা দেখে সমস্ত মানবতা আল্লাহ্‌কে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব দান করছে (৬৬:২২-২৩) এবং নবী ইশাইয়ার দর্শন তাদের সমস্ত আশা ও প্রত্যাশাকে জীবন্ত রাখে। পুরাতন নিয়মের অন্য সকল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই কিতাবেরও মূল ভাব হচ্ছে, “কারণ আগেকার দিনে যা যা লেখা হয়েছিল, সেসব আমাদের শিক্ষার জন্যই লেখা হয়েছিল, যেন কিতাব অনুযায়ী ধৈর্য ও উৎসাহ দ্বারা আমরা প্রত্যাশা পাই” (রোমীয় ১৫:৪)। (“নাজাতের ইতিহাস” এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

কিতাবটি সার্বিক বিচারে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কিতাব। যদিও কিতাবুল মোকাদ্দসের নবীগণ সাধারণত তাদের সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী বলেন এবং দূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা বেশ কমই ভবিষ্যদ্বাণী বলে থাকেন, তথাপি ইশাইয়া কিতাবটিকে সমান তিনটি খণ্ডে ভাগ করলে শেষ খণ্ডে দূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই তিনি পূর্বাভাস দিয়েছেন, তথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তত দুটি সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন: প্রথমত, কিতাবটির বর্ণনা একটি দর্শন হওয়ার কারণে এখানে প্রচুর রূপকার্থক উপকরণ রয়েছে; এবং দ্বিতীয়ত,

এই দর্শনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা নয়, বরং সেই সাথে দুনিয়ার প্রতি আল্লাহ্‌র নাজাত দানের সামগ্রিক পরিকল্পনায় ইসরাইলের অবস্থান সম্পর্কে লেখকের উপলব্ধির প্রকাশও বটে।

কিতাবটির পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। তথাপি এতে বর্ণনামূলক অনুচ্ছেদের যথেষ্ট ঘাটতি থাকায় মনে করাই যেতে পারে যে, এই কিতাবটি একাধিক কাব্যের সঙ্কলন বা কাব্যগাঁথা। অনেক সময় একটি অধ্যায়ের সাথে আরেকটি অধ্যায়ের সামঞ্জস্য খুঁজে পেতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়। কিতাবটির বর্ণনায় বার বার মহা বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে চলে গেছে নাজাতের ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং আবারও ফিরে এসেছে বিচারের বর্ণনায়। সার্বিকভাবে বিচার করলে কিতাবটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মন্দতা ও আল্লাহ্‌র বিচার এবং সেখান থেকে আসন্ন নাজাতের বিশেষ দর্শন, অর্থাৎ মন্দতা থেকে উত্তমের দিকে অগ্রসর হওয়া। এই কিতাবটির মূল আলোচনার ধারা এমন হলেও কাহিনীর ধারাবাহিকতায় মন্দতা ও বিচার, এবং উদ্ধার ও নাজাতের বাইরে যে সকল ছোট খাট বাঁক রয়েছে সেগুলো পাঠকদের চোখ এড়িয়ে গেলে চলবে না। এ কারণে আমাদের উচিত সমস্ত বিষয়গুলোকে সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করে এই কিতাবটিকে বিশ্লেষণ করা।

কিতাবটির শুরুতে ভবিষ্যতের বিষয়াবলী সম্পর্কে যত না কথা রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে গুনাহ্‌ সম্পর্কে সতর্ক বার্তা। নবী ইশাইয়া তাঁর সময়কার দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত মন্দতা ও অপবিত্রতার কথা ব্যক্ত করেছেন, মন্দতার প্রতি ভর্ৎসনা করেছেন এবং মন্দদের উপরে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন। এই তিন ধরনের বক্তব্যকে সমন্বয় করেই মূলত আল্লাহ্‌র মহা বিচারের ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্রপাত, বর্তমান দুনিয়ার সমস্ত মন্দতার প্রতি বেহেশতী প্রতিরোধ। এছাড়া কিতাবুল মোকাদ্দসের নবীরা তাদের কিতাবে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন ধরনের দর্শনের বর্ণনা দেন, যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা প্রকাশ পায়। এই দর্শনগুলো উদ্ধারের ভবিষ্যদ্বাণী (অনেক ক্ষেত্রে নাজাতের ভবিষ্যদ্বাণীও বলা হয়) এবং অনুগ্রহের ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ব্যক্ত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্‌র বিচার সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর নির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে: তাতে আক্রমণের জন্য একটি লক্ষ্যবস্তু স্থির করা হয়, আক্রমণকে মাধ্যমটিকে সুসজ্জিত করা হয়, নির্দিষ্ট একটি পন্থা অবলম্বন করে সমালোচনা ও তিরস্কারের পর্ব শুরু হয় এবং পরিশেষে তাতে পরিহাস বা ঘৃণার সুর বেজে ওঠে। ইশাইয়া কিতাবের অধিকাংশই এমন ঘটনার কথা বর্ণনা করে যা এখনও ঘটে নি বা যা আক্ষরিক অর্থে ঘটবে না। বিভিন্ন আসন্ন ঘটনাকে রূপকার্থক চিহ্নের মধ্য দিয়ে এই কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নবী ইশাইয়ার কিতাবের প্রায় পুরোটা জুড়ে দর্শনমূলক বক্তব্যের প্রাধান্য দেখা যায়। এই দর্শনগুলোতে লেখক এমন সব বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন যার আক্ষরিক অর্থে কোন অস্তিত্ব নেই বা যা এখনো ঘটে নি। পুরো কিতাবটি সাজানো হয়েছে কাব্যগ্রন্থের আদলে। এ কারণে পাঠকদেরকে তাদের কাব্য সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণাও এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে, যেমন প্রতিচ্ছবি, উপমা, সদৃশতা, রূপক ও দৃষ্টান্ত। ইশাইয়ার কিতাবের তিনটি খণ্ডের শেষ খণ্ডের দর্শনগুলোর অধিকাংশই রয়েছে গজল ও কাব্যের আকারে। ২৪-২৭ অধ্যায়ে শেষ বিচার সংক্রান্ত বর্ণনার প্রভাব স্পষ্ট। আল্লাহ্‌ অনেক সময় একজন মাত্র ব্যক্তির সাথে কথা বলেন না, কখনো কখনো তিনি পুরো জাতিকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন। এ কারণে অনেক সময় কিতাবের বর্ণনায় বহুবচনের আভাস স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকেও নির্দেশ করে। সবশেষে বলা যায়, কিতাবটিতে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ উপকরণের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এমন কি বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় ও নবী ইশাইয়াকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ বীরগাঁথাও এখানে দৃশ্যনীয় (৩৬-৩৯ অধ্যায়)।

ইশাইয়া কিতাবের সমসাময়িক মধ্য প্রাচ্য

নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো প্রকাশ পেয়েছে নব্য আশেরীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে। প্রাচীন এই সভ্যতার পুনর্জাগরণ ইসরাইল ও এহুদা রাজ্যকে এক চরম হুমকির মুখে ফেলেছিল। আশেরীয় সাম্রাজ্য উর থেকে শুরু করে আরারাত ও মিসর পর্যন্ত প্রায় পুরো মধ্য প্রাচ্যকে গ্রাস করে ফেলার মত অবস্থায় উপনীত হয়েছিল।

কিতাবটির প্রধান আয়াত: "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের জন্য বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের জন্য চূর্ণ হলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁর উপরে বর্তিল এবং তাঁর ক্ষতগুলো দ্বারা আমাদের আরোগ্য হল" (৫৩:৫)।

কিতাবটির প্রধান প্রধান চরিত্র: নবী ইশাইয়া, ইশাইয়া নবীর দু'জন ছেলে– শার-যাশূব, মহের-শালল-হাশ-বস।

কিতাবটির রূপরেখা:

(ক) হযরত ইশাইয়ার সময়ে শাস্তি ও দোয়ার ভবিষ্যদ্বাণী (১–৩৫ অধ্যায়)

(১) এহুদা ও জেরুজালেমের শাস্তি (১–৫ অধ্যায়)

(২) হযরত ইশাইয়ার আহ্বান ও কাজের ভার দান (৬ অধ্যায়)

৩) ইম্মানূয়েল সম্বন্ধে (৭–১২ অধ্যায়)

(৪) জাতিদের শাস্তি সম্বন্ধে (১৩–২৪ অধ্যায়)

(৫) কতগুলো কাওয়ালী (২৫–২৭ অধ্যায়)

(৬) দুর্দশা ও পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে (২৮–৩৫ অধ্যায়)

(খ) ইশাইয়া কিতাবের ঐতিহাসিক অংশ: বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের সম্বন্ধে (৩৬–৩৯ অধ্যায়)
(গ) ভবিষ্যতের বন্দীত্বের দৃষ্টিভংগি থেকে সান্ত্বনা দানকারী-ভবিষ্যদ্বাণী (৪০–৬৬ অধ্যায়)
(১) ভবিষ্যতে বনি-ইসরাইলদের উদ্ধার (৪০–৪৮ অধ্যায়)
(২) মসীহের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী এবং বনি-ইসরাইলরা তাঁকে অস্বীকার করবে (৪৯–৫৭ অধ্যায়)
(৩) বনি-ইসরাইলদের গুনাহ্, বিচার, তওবা এবং পুনরুদ্ধার (৫৮–৬৬ অধ্যায়)

ইশাইয়া কিতাবের একটি সরলীকৃত তথ্য বিবরণী

	ইশাইয়া ১-৩৯ অধ্যায়	**ইশাইয়া ৪০-৫৫ অধ্যায়**	**ইশাইয়া ৫৬-৬৬ অধ্যায়**
সময় ও প্রেক্ষাপট	খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী (৭০০ শতক); আশেরীয়দের হুমকি।	খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী (৫০০ শতক) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী; ব্যাবিলনের বন্দীদশা।	সৃষ্টির বিনাশের আগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও কাল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।
পাঠক	আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্রোহী লোকেরা যারা দুনিয়াবী নিরাপত্তা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিল।	দুনিয়াবী ক্ষমতার অধীনে থাকা লোকেরা, যাদেরকে আল্লাহ্ পরাজিত করলেন।	যারা আল্লাহ্‌র চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।
বিষয়বস্তু	আল্লাহ্ বিচারের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিচ্যুত মানুষদেরকে পবিত্রীকৃত করেছেন।	আল্লাহ্ তাঁর নিরাশাগ্রস্ত লোকদেরকে বন্দীদশায় সান্ত্বনা দেন।	আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত প্রকৃত পরিচর্যাকারীকে তাঁর প্রতিজ্ঞাত নাজাত দানের জন্য প্রস্তুত করেন।
বার্তা	“ফিরে এসে শান্ত হলে তোমরা নাজাত পাবে, সুস্থির থেকে বিশ্বাস করলে তোমাদের পরাক্রম হবে; কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না” (৩০:১৫)।	“আর মাবুদের মহিমা প্রকাশ পাবে, আর সমস্ত মানুষ একসঙ্গে তা দেখবে, কারণ মাবুদ এই কথা বলেছেন” (৪০:৫)।	“তোমরা ন্যায়বিচার রক্ষা কর, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কর, কেননা আমার উদ্ধার আগতপ্রায় এবং আমার ধার্মিকতার প্রকাশ সন্নিকট।” (৫৬:১)

নবী ইশাইয়া

হযরত ইশাইয়া ৭৪০-৬৮১ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত তিনি এহুদায় নবী হিসেবে কাজ করেছেন।

সেই সময়কার অবস্থা	সমাজ তখন এক বিরাট অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। বাদশাহ্ আহাব এবং বাদশাহ্ মানাশার অধীনে তারা পূর্বের মূর্তিপূজার দিকে ফিরে গিয়েছিল, এবং এমনকি সেখানে শিশু কোরবানীও ছিল।
মূল বার্তা	যদি অন্য জাতির মধ্য দিয়ে বিচারদন্ড নেমে আসা ছিল অনিবার্য, তারপরও লোকেরা আল্লাহ্র সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে পারে।
বার্তার গুরুত্ব	মাঝে মাঝে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসার আগে আমাদের অবশ্যই বিচারদন্ড এবং শাসন ভোগ করা উচিত।
সমসাময়িক নবীগণ	হোসিয়া (৭৫৩-৭১৫ খ্রীঃপূঃ), মিকাহ্ (৭৪২-৬৮৭ খ্রীঃপূঃ)

১ ১ আমোজের পুত্র ইশাইয়ার দর্শন, যা তিনি
এহুদার বাদশাহ্‌ উষিয়, যোথম, আহস ও
হিষ্কিয়ের সময়ে এহুদার ও জেরুশালেমের বিষয়ে
দেখতে পেয়েছিলেন।

এহুদার দুষ্টতা

২ হে আসমান শোন, হে দুনিয়া কান দাও,
কেননা মাবুদ বলেছেন। আমি সন্তানদের লালন-
পালন করেছি ও বড় করে তুলেছি, আর তারা
আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ৩ গরু তার
মালিককে জানে, গাধা তার মালিকের যাবপাত্র
চেনে, কিন্তু ইসরাইল জানে না, আমার লোকেরা
বিবেচনা করে না। ৪ আহা গুনাহ্‌গার জাতি,
অপরাধে ভারগ্রস্ত লোক, দুষ্কর্মকারীদের বংশ,
ভ্রষ্টাচারী সন্তানেরা; তারা মাবুদকে ত্যাগ করেছে,
ইসরাইলের পবিত্রতমকে অবজ্ঞা করেছে, বিপথে
গেছে, বিমুখ হয়েছে।
৫ তোমারা আর কেন মার খাবে? কেন বিদ্রোহ
করতেই থাকবে? তোমাদের গোটা মাথাটাই
অসুস্থ ও গোটা হৃদয়টাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।
৬ পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত কোন স্থানে
স্বাস্থ্য নেই; কেবল আঘাত ও প্রহারের চিহ্ন ও
নতুন ক্ষত; তা পরিষ্কার করা কি বাঁধা হয় নি
এবং তেল দিয়ে কোমলও করা হয় নি।
৭ তোমাদের দেশ ধ্বংসস্থান, তোমাদের সমস্ত
নগর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে;
তোমাদের ভূমি বিদেশী লোকেরা তোমাদের
সাক্ষাতে ভোগ করছে, তা বিদেশীদের দ্বারা
বিনষ্ট ভূমির মত ধ্বংসস্থান হয়েছে। ৮ আঙ্গুর-
ক্ষেতের কুটির, শশা-ক্ষেতের কুঁড়ে-ঘর কিংবা
অবরুদ্ধ নগর যেমন, সিয়োন-কন্যা তেমনি হয়ে
পড়েছে। ৯ বাহিনীগণের মাবুদ যদি আমাদের
জন্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট না রাখতেন, তবে
আমরা সাদুমের মত হতাম, আমুরার মত
হতাম।
১০ সাদুমের শাসনকর্তারা, মাবুদের কালাম
শোন,; আমুরার লোকেরা, আমাদের আল্লাহ্‌র

[১:১] ১শামু ৩:১; ওব ১:১।
[১:২] কাজী ১১:১০; ইয়ার ৪২:৫।
[১:৩] দ্বি:বি ৩২:২৮; হোশেয় ৪:৬; ৭:৯।
[১:৪] দ্বি:বি ৩২:১৫; জবুর ১১৯:৮৭।
[১:৫] মেসাল ২০:৩০।
[১:৬] দ্বি:বি ৮:৩৫।
[১:৭] লেবীয় ৬:৩৪।
[১:৮] জবুর ৯:১৪; ইশা ১০:৩২।
[১:৯] রোমীয় ৯:২৯।
[১:১০] পয়দা ১৩:১৩।

১:১–৬:১৩ নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম খণ্ড, যেখানে মূল বিষয়বস্তু হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিচার এবং নবী হিসেবে ইশাইয়ার দায়িত্ব লাভ (অধ্যায় ৬; এর সাথে তুলনা করুন ৭:১–১২:৬ আয়াত)।

১:১–৩১ অধ্যায় ১ এর বিবৃতির সাথে অধ্যায় ৫ এর বিবৃতির তুলনা করুন। এই দুটি অধ্যায় নবী ইশাইয়া প্রদত্ত বার্তার প্রথম সঙ্কলনকে একটি কাঠামোতে আবদ্ধ করেছে। এছাড়া অধ্যায় ১ পুরো কিতাবটির একটি ভূমিকা হিসেবেও কাজ করেছে।

১:১ কিতাবটির শিরোনাম। এ ধরনের আরও শিরোনাম দেখা যায় ২:১; ১৩:১; ১৪:২৮; ১৫:১; ১৭:১; ১৯:১; ২১:১, ১১, ১৩; ২২:১; ২৩:১ আয়াতে। *দর্শন*। এখানে শব্দটি “প্রত্যাদেশ” বা “ভবিষ্যদ্বাণী” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (মেসাল ২৯:১৮; ওবদিয়া ১ অধ্যায় ও নোট দেখুন; এর সাথে ১ শামু ৩:১ আয়াত দেখুন)।

আমোজ। ইনি এবং নবী আমোস একই ব্যক্তি নন। উষিয়, যোথম, আহস ও হিষ্কিয়। এই সকল বাদশাহ্‌র রাজত্বকাল ছিল ৭৯২ থেকে ৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। নবী ইশাইয়া দক্ষিণ রাজ্যে তথা এহুদায় প্রাথমিকভাবে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করার পর থেকে ইসরাইলের আর কোন বাদশাহ্‌র নাম উল্লেখ করা হয় নি।

১:২ ইশাইয়ার কিতাবটি শুরু এবং শেষ করা হয়েছে (৬৬:২৪) আল্লাহ্‌র প্রতি বিরোধিতাকারীদের প্রতি অভিযোগ ও দোষারোপ করার মধ্য দিয়ে। নবী ইশাইয়া বেহেশত ও দুনিয়াকে আহ্বান করছেন যেন তারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র অভিযোগ ও তাঁর বিচারের যথার্থতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় – কারণ এরাই তাঁর নিয়মের সাক্ষী (দ্বি.বি. ৩০:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩১:২৮; ৩২:১; জবুর ৫০:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:৩ যাবপাত্র। গবাদি পশুর খাবার পাত্র। *জানে না*। অর্থাৎ তারা জানতে ও বুঝতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যে কারণে আল্লাহ্‌ এহুদাকে তার নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে বন্দীদশায় পাঠিয়েছে (৫:১৩ আয়াত দেখুন)।

১:৪ ইসরাইলের পবিত্রতম। নবী ইশাইয়ার কিতাবের এই কথাটি ২৬ বার দেখা যায় (বিশেষ করে ৫:২৪ আয়াত দেখুন) এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য স্থানে আর মাত্র ৬ বার দেখা যায় (ভূমিকা: রচয়িতা দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২২ আয়াতের নোট দেখুন)। *পবিত্রতম*। হিজ ৩:৫; লেবীয় ১১:৪৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১:৫-৬ ইসরাইলের শোচনীয় নৈতিক ও রূহানিক অবস্থা স্থানান্তরিত হয়েছে ৫৩:৪-৫ আয়াতের কষ্টভোগকারী গোলামের উপরে। “আঘাত,” “প্রহার” এবং “অসুস্থ” শব্দগুলোর সাথে “বিদ্ধ,” “চূর্ণ” ও “ক্ষত” শব্দগুলোর মিল রয়েছে।

১:৬ পায়ের তলা থেকে ... স্বাস্থ্য নেই। এই রোগের কারণে সমস্ত দেহ আক্রান্ত হয়েছিল, যেমনটা হয়েছিল হযরত আইউবের ক্ষেত্রে (আয়াত ২:৭)। *তেল*। জলপাই তেল; সাধারণত ক্ষত সারানোর জন্য ওষুধ হিসেবে জলপাই তেল ব্যবহার করা হত (লূক ১০:৩৪ আয়াত দেখুন)।

১:৭-৯ এহুদাকে বিদেশী পরাশক্তির হাতে বন্দী হতে দিয়ে এহুদার ভূমি তথা দেশ হাতছাড়া হয়ে যায়। এই সকল পরা-শক্তির মধ্যে ছিল অরাম, ইসরাইলের উত্তরের রাজ্য, ইদোম ও ফিলিস্তিয়া (২ খান্দান ২৮:৫-১৮); পরবর্তীতে (৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) বাদশাহ্‌ সনহেরীব এবং আশেরীয় বাহিনী (৩৬:১-২); এবং তারও পরে (৬০৫-৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার ও নব্য ব্যাবিলনীয় সৈন্যবাহিনী।

১:৮ সিয়োন-কন্যা। এখানে জেরুশালেম নগরীকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

কুটির ... কুঁড়ে-ঘর। পাহারাদারদের থাকার জন্য তৈরি করা সাময়িক আবাসস্থল (আইউব ২৭:১৮), যারা চোর ও ডাকাতদের হাত থেকে শস্যের ক্ষেত ও বাগান রক্ষা করতো। এমনই কারণে জেরুশালেম নগরী খুব একটা সুরক্ষিত ছিল না।

১:৯-১০ সাদুম ও আমুরা। গুনাহ্‌পূর্ণ নগরের উদাহরণ যা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (৩:৯; পয়দা ১৩:১৩; ১৮:২০-২১; ১৯:৫, ২৪-২৫ আয়াত দেখুন)। ঠিক যেভাবে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ এমনভাবে পিতরকে সম্বোধন করেছিলেন যেন তিনি শয়তানকে সম্বোধন করছেন (মথি ১৬:২৩) সেভাবেই নবী ইশাইয়া তাঁর স্বজাতীয় ইসরাইলীয়দেরকে এমনভাবে সম্বোধন করছেন যেন তারা “সাদুমের শাসনকর্তারা” এবং “আমুরার লোকেরা”।

শরীয়তে কান দাও। ১১ মাবুদ বলছেন, তোমাদের
অনেক কোরবানীর আমার প্রয়োজন কি? ভেড়ার
পোড়ানো-কোরবানীতে ও পুষ্ট পশুর মেদে আমার
আর রুচি নেই; ষাঁড়ের বা ভেড়ার, বা ছাগলের
রক্তে আমি কোন আনন্দ পাই না। ১২ তোমরা যে
আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হয়ে আমার সমস্ত
প্রাঙ্গণ পদতলে দলিত কর, তা তোমাদের কাছে
কে চেয়েছে? ১৩ অসার নৈবেদ্য আর এনো না;
ধূপ জ্বালানো আমার কাছে ঘৃণা লাগে; অমাবস্যা,
বিশ্রামবার, মাহ্‌ফিলের আহ্বান– আমি অধর্মযুক্ত
ঈদের সভাগুলো সইতে পারি না। ১৪ আমার প্রাণ
তোমাদের অমাবস্যা ও নিরূপিত উৎসবগুলো ঘৃণা
করে; সেসব আমার পক্ষে বোঝার মত হয়েছে,
আমি সেসব বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে
পড়েছি। ১৫ তোমরা মুনাজাতের জন্য হাত
তুললে আমি তোমাদের থেকে আমার চোখ বন্ধ
করে রাখব; যদিও অনেক মুনাজাত কর, তবুও
শুনব না; তোমাদের হাত রক্তে পরিপূর্ণ।
১৬ তোমরা নিজেদের ধুয়ে নাও, বিশুদ্ধ কর,
আমার দৃষ্টিসীমা থেকে তোমাদের নাফরমানী
কাজ দূর কর; কদাচরণ ত্যাগ কর; ১৭ সদাচরণ
শিক্ষা কর, ন্যায়বিচারের অনুশীলন কর,
জুলুমবাজ লোককে শাসন কর, এতিম লোকের

[১:১১] জবুর ৫০:৮; আমোস ৬:৪।
[১:১২] হিজ ২৩:১৭।
[১:১৩] মেসাল ১৫:৮।
[১:১৪] হিজ ১২:১৬; লেবীয় ২৩:১-৪৪।
[১:১৫] হিজ ৯:২৯।
[১:১৬] মথি ২৭:২৪।
[১:১৭] দ্বি:বি ১৪:২৯।
[১:১৭] ইয়াকুব ১:২৭।
[১:১৮] ১শামু ২:২৫।
[১:১৯] আইউ ৩৬:১১।
[১:২০] শুমারী ২৩:১৯।
[১:২১] ইয়ার ২:২০; ৩:২।
[১:২২] জবুর ১১৯:১১৯।
[১:২৩] মীখা ২:১-২; ৬:১২।
[১:২৪] পয়দা ৪৯:২৪।

বিচার নিষ্পত্তি কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর।
১৮ মাবুদ বলছেন, এসো, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর
করি; তোমাদের সমস্ত গুনাহ্‌ লাল রংয়ের হলেও
তুষারের মত সাদা রংয়ের হবে; রক্তের মত লাল
হলেও ভেড়ার লোমের মত সাদা হবে।
১৯ তোমরা যদি সম্মত ও বাধ্য হও, তবে দেশের
ভাল ভাল ফল ভোগ করবে। ২০ কিন্তু যদি
অসম্মত ও বিরুদ্ধাচারী হও, তবে তলোয়ার
তোমাদের ধ্বংস করবে; কেননা মাবুদের মুখ
এই কথা বলেছে।

পতিতা নগরী

২১ সতী নগরী কেমন পতিতা হয়েছে; সে তো
ন্যায়বিচারে পূর্ণা ছিল। ধার্মিকতা তাতে বাস
করতো, কিন্তু এখন হত্যাকারী লোকেরা থাকে।
২২ তোমার রূপা খাদ হয়ে পড়েছে, তোমার
আঙ্গুর-রস পানিতে মিশানো হয়েছে। ২৩ তোমার
শাসনকর্তারা বিদ্রোহী এবং চোরদের সখা;
তাদের প্রত্যেকে ঘুষ ভালবাসে ও আর উপহার
পেতে চায়; তারা এতিম লোকের বিচার নিষ্পত্তি
করে না এবং বিধবার ঝগড়া তাদের কাছে
আসতে দেওয়া হয় না।
২৪ এজন্য প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের
বীর বলেন, আহা, আমি বিপক্ষদের উপর গজব

১:৯ রোমীয় ৯:২৯ আয়াতে এই আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে তা ইশা ১০:২২-২৩ আয়াতের সাথে সংযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। নবী ইশাইয়া অনেক সময় অবশিষ্ট মানুষদের কথা বলেছেন যারা ইসরাইল জাতির উপরে আল্লাহ্‌র বিচার থেকে বেঁচে যাবে এবং সেই দেশের অধিকার নিয়ে নেবে (৪:৩; ১০:২০-২৩; ১১:১১, ১৬; ৪৬:৩ আয়াত দেখুন)।

১:১১-১৫ এবাদতকারীদের নৈতিক চরিত্র ও আচরণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাদের কার্যক্রমের বিস্তৃতি ও পরিমাণ নয় (৬৬:৩; ইয়ার ৬:২০; ৭:২২-২৩; হোসিয়া ৬:৬; আমোস ৫:২১-২৪; মিকাহ্‌ ৬:৬-৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:১১ পুষ্ট পশু। কোরবানীর জন্য যে সমস্ত প্রাণীকে নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রেখে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করা হয়।

১:১৩ অসার নৈবেদ্য। ১ শামু ১৫:২২; জবুর ৫১:১৬-১৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

১:১৪ অমাবস্যা। অন্য কথায় নতুন চাঁদের ভোজ উৎসব, যা প্রত্যেক হিব্রু মাসের প্রথম দিনে পালন করা হত। এই উৎসবের অন্যতম প্রধান অংশ ছিল বিশেষ কোরবানী উৎসর্গ এবং ভোজ (শুমারী ২৮:১১-১৫ আয়াত দেখুন)।

নিরূপিত উৎসব। এর মধ্যে ছিল বার্ষিক ঈদ উৎসবগুলো, যেমন ঈদুল ফেসাখ, পঞ্চাশত্তমীর সপ্তাহ এবং শরীয়ত তাঁবুর ঈদ (হিজ ২৩:১৪-১৭; ৩৪:১৮-২৫; লেবীয় ২৩ অধ্যায়; দ্বি.বি. ১৬:১-১৭ আয়াত দেখুন)।

১:১৫ আমার চোখ বন্ধ করে রাখব। ৮:১৭; ৫৯:২ আয়াতে আছে, আল্লাহ্‌ ইসরাইলের কাছ থেকে তাঁর মুখ সরিয়ে রেখেছিলেন (এর সাথে মিকাহ্‌ ৩:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:১৭ ইয়ার ২২:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ইয়াকুব ১:২৭ আয়াত দেখুন।

এতিম ... বিধবা। এর মধ্য দিয়ে সমাজের অসহায় ও দুর্বল লোকদের কথা বলা হয়েছে। শাসনকর্তাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যেন তারা এই ধরনের লোকদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা না করে (আয়াত ২৩; ১০:২; হিজ ২২:২১-২৭ ও নোট দেখুন; ইয়ার ২২:৩ আয়াত দেখুন)।

১:১৮ গুনাহ্‌ লাল রংয়ের ... রক্তের মত লাল। এখানে একজন খুনীর হাতে যেমন লাশের রক্ত লেগে থাকে তেমনি বোঝানো হয়েছে (আয়াত ১৫, ২১ দেখুন)।

তুষারের মত সাদা। আল্লাহ্‌র ক্ষমা দানের এক শক্তিশালী দৃষ্টান্ত (জবুর ৫১:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। ১৯ আয়াতে এই ক্ষমা দানের প্রস্তাবের পূর্বশর্ত হিসেবে মন পরিবর্তন ও গুনাহ্‌ থেকে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১:১৯-২০ ফল ভোগ করবে ... তোমাদের ধ্বংস করবে। একই হিব্রু শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

১:২১ পতিতা হয়েছে। জেরুশালেম নগরী (এখানে সমগ্র এহুদা রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে) মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে। তার অবিশ্বস্ততাকে এখানে দেখানো হয়েছে সামাজিক অনৈতিকতা, দুর্বলের বিপক্ষে ক্ষমতা জাহির এবং প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পেশীশক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে – যা আল্লাহ্‌র লোকদের সমাজে শান্তি ও ন্যায় বিচার ক্ষুণ্ন করছে (জবুর ৭৩:২৭; আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিজ ৩৪:১৫ আয়াতের নোট)।

১:২২ তোমার রূপা খাদ হয়ে পড়েছে। জবুর ১২:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

১:২৪ প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের বীর। এখানে একজন বিচারক হিসেবে মাবুদ আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৫০:১, ৬ আয়াত; আরও দেখুন ইউসা ২২:২২ আয়াত ও

ঢেলে দিয়ে শান্তি পাব ও আমার দুশমনদেরকে
প্রতিশোধ দেব। ২৫ আর তোমার বিরুদ্ধে আমার
হাত তুলব, ক্ষার দ্বারা তোমার খাদ উড়িয়ে দেব
ও তোমার সমস্ত সীসা দূর করবো। ২৬ আর
আগে যেমন ছিল, তেমনি পুনর্বার তোমাকে
শাসনকর্তাদের দেব; প্রথমে যেমন ছিল, তেমনি
মন্ত্রিদের দেব; এর পরে তুমি ‘ধার্মিকতার পুরী,
সতী নগরী’ নামে আখ্যাত হবে।
২৭ সিয়োন ন্যায়বিচার দ্বারা ও তার যে
লোকেরা ফিরে আসে, তারা ধার্মিকতা দ্বারা মুক্তি
পাবে। ২৮ কিন্তু অধর্মাচারী ও গুনাহ্‌গার সকলের
বিনাশ একসঙ্গে ঘটবে ও যারা মাবুদকে ত্যাগ
করে, তারা বিনষ্ট হবে। ২৯ বস্তুত লোকে
তোমাদের আনন্দদানকারী এলা গাছগুলোর
বিষয়ে লজ্জা পাবে এবং তোমরা নিজেদের
মনোনীত বাগানগুলোর বিষয়ে হতাশ হবে।
৩০ কেননা তোমরা এলা গাছের শুকনো পাতা ও
পানিহীন বাগানের মত হবে। ৩১ আর শক্তিশালী
ব্যক্তি শুকনো খড়ের মত ও তার কাজ আগুনের
ফুলকির মত হবে; উভয়ই একসঙ্গে জ্বলতে
থাকবে, কেউ নিভাতে পারবে না।

মাবুদের গৃহের পর্বত

২ ১ আমোজের পুত্র ইশাইয়া এহুদার ও
জেরুশালেমের বিষয়ে এই কালামের দর্শন
পান।
২ শেষকালে এরকম ঘটবে; মাবুদের গৃহের পর্বত
পর্বতমালার মস্তক হিসেবে স্থাপিত হবে,
উপপর্বতগুলো থেকে উঁচুতে তোলা হবে এবং
সমস্ত জাতি তার দিকে স্রোতের মত প্রবাহিত
হবে। ৩ আর অনেক দেশের লোক যাবে, বলবে,
চল, আমরা মাবুদের পর্বতে, ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র
গৃহে গিয়ে উঠি; তিনি আমাদেরকে নিজের
পথের বিষয়ে শিক্ষা দেবেন, আর আমরা তাঁর
পথে গমন করবো, কারণ সিয়োন থেকে শরীয়ত
ও জেরুশালেম থেকে মাবুদের কালাম বের
হবে। ৪ আর তিনি জাতিদের বিচার করবেন
এবং অনেক দেশের লোক সম্বন্ধে নিষ্পত্তি
করবেন; আর তারা নিজ নিজ তলোয়ার ভেঙ্গে
লাঙ্গলের ফাল গড়বে ও নিজ নিজ বর্শা ভেঙ্গে
কাস্তে গড়বে; এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে
আর তলোয়ার তুলবে না, তারা আর যুদ্ধ শিখবে
না।

প্রভুর দিন

৫ ইয়াকুবের কুল, চল, আমরা মাবুদের নূরে
চলাফেরা করি।
৬ বস্তুত তুমি নিজের লোকদের, ইয়াকুবের
কুলকে ত্যাগ করেছ, কারণ তারা পূর্বদেশের
প্রথায় পরিপূর্ণ ও ফিলিস্তিনীদের মত গণক

[১:২৫] দ্বি:বি ২৮:৬৩।
[১:২৬] ইয়ার ৩৩:৭, ১১; মীখা ৪:৮।
[১:২৭] ইহি ১৮:৩০।
[১:২৮] ইয়ার ৪:১৮।
[১:২৯] জবুর ৯৭:৭; ইয়ার ১০:১৪।
[১:৩০] জবুর ১:৩।
[১:৩১] ইয়ার ৫:১৪; ৭:২০; ২১:১২; ওব ১:১৮; মালা ৩:২; ৪:১; মথি ২৫:৪১।
[২:১] ইশা ১:১।
[২:২] প্রেরিত ২:১৭; ইব ১:২।
[২:২] জাকা ১৪:১০।
[২:৩] লূক ২৪:৪৭; ইউ ৪:২২।
[২:৪] জবুর ৪৬:৯; ইয়ার ৩০:১০; দানি ১১:৪৫; হোশেয় ২:১৮; মীখা ৪:৩।
[২:৫] ১ইউ ১:৫, ৭।
[২:৬] ২বাদশা ১৬:৭; মীখা ৫:১২।

নোট)। *বাহিনীগণের মাবুদ।* ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১:২৫-২৬ তোমার বিরুদ্ধে আমার হাত তুলব ... আগে যেমন ছিল ... পুনর্বার দেব। এখানেও একই হিব্রু শব্দ ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে (১৯-২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:২৫ তোমার খাদ উড়িয়ে দেব। ৪:৪; ৪৮:১০ আয়াতেও বিশুদ্ধকারী আগুনের কথা বলা হয়েছে।

১:২৬ সতী নগরী। আয়াত ২১ দেখুন। একটি সম্পর্কযুক্ত হিব্রু বিশেষ্য শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জাকারিয়া ৮:৩ আয়াতেও ভবিষ্যতের জেরুশালেম নগরীকে “সত্য পুরী” নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১:২৭-২৮ সামগ্রিক অর্থে সিয়োনের তথা জেরুশালেম নগরীর সাথে পার্থক্য করা হয়েছে সেই সমস্ত লোকদের যারা মন পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যা আরও বিধৃত করা হয়েছে ৬৫:৮-১৬ আয়াতে।

১:২৯ আনন্দদানকারী এলা গাছগুলো ... বাগানগুলো। এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১:৩; ইয়ার ১৭:৮ আয়াত।

১:৩১ আগুনের ফুলকি। শাস্তির একটি রূপক চিত্র (৩৩:১-১৪; ৩৪:৯-১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে মাতম ১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১ দ্বিতীয় একটি শিরোনাম, সম্ভবত এটি ২-৪ অধ্যায়ের সাথে বা ২-১২ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (১৩:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:২-৫ ৪:২-৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২-৪ মিকাহ্‌ ৪:১-৩ আয়াতের সাথে এই অংশটি প্রায় মিলে যায়। “মাবুদের গৃহের পর্বত” (সিয়োন পর্বত) বিষয়টি নবী ইশাইয়ার কিতাবে প্রায়শই পাওয়া যায়; বিশেষ করে শেষ দিনগুলোতে ইহুদীদের ও অ-ইহুদীদের জেরুশালেমে (সিয়োনে) প্রত্যাবর্তনের বা ফিরে আসার বিষয়টি যে সকল অংশে রয়েছে (১১:৯; ২৭:১৩; ৫৬:৭; ৫৭:১৩; ৬৫:২৫; ৬৬:২০ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬০:৩-৫; জাকা ১৪:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এই অংশে যে শান্তির কথা বলা হয়েছে তা মসীহের আগমনের মধ্য দিয়ে ও সুসমাচার তবলিগের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এবং তা পূর্ণতা লাভ করবে মসীহের দ্বিতীয় আগমনের মধ্য দিয়ে। অন্যান্যরা মনে করেন এটি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে মসীহের ভবিষ্যৎ রাজত্বের ভবিষ্যদ্বাণী, যখন তিনি পুনরাগমন করে এই দুনিয়াতে শাসন ও কর্তৃত্ব করবেন।

২:২ শেষকালে। এখানে সাধারণভাবে ভবিষ্যতের কথা বোঝানো হতে পারে (পয়দা ৪৯:১ আয়াত দেখুন), কিন্তু সাধারণত মসীহের যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথাটিকে বিচার করা হয়ে থাকে। সত্যিকার অর্থে মসীহের প্রথম আগমনের মধ্য দিয়ে শেষ কালের সূচনা ঘটেছে (প্রেরিত ২:১৭; হাবাক্কুক ১:১-২ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

২:৩ এই শিক্ষা বা শরীয়ত পাওয়া যাবে সিয়োন থেকে। জাকা ১৪:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

২:৪ তলোয়ার ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফাল গড়বে। যোয়েল ৩:১০ আয়াতে ঠিক এর বিপরীত কাজটি ঘটেছে। এখানে যাকে লাঙ্গলের ফাল বলা হচ্ছে সেটি মূলত লোহার তৈরি আঁকড়া যা কাঠের লম্বা হাতলে বসানো থাকতো। প্রাচীনকালে কৃষকদের উপযুক্ত লাঙ্গল ছিল না।

২:৬ পূর্বদেশ। সম্ভবত এখানে অরাম (সিরিয়া) ও

হয়েছে এবং বিজাতি সন্তানদের হাতে হাত
মিলিয়েছে। ৭ আর তাদের দেশ রূপা ও সোনায়
পরিপূর্ণ, তাদের ধনরাশির সীমা নেই; তাদের
দেশ ঘোড়ায় পরিপূর্ণ এবং রথ যে কত তার
হিসেব নেই। ৮ আর তাদের দেশ মূর্তিতে
পরিপূর্ণ, তারা নিজেদের হাতে তৈরি বস্তুর কাছে
সেজদা করে, তা তো তাদেরই আঙ্গুল দিয়ে তৈরি
করেছে। ৯ আর সামান্য লোক অধোমুখ হয়,
মান্য লোক অবনত হয়; অতএব তুমি তাদেরকে
মাফ করো না।
১০ তোমরা শৈলে প্রবেশ কর ও ধূলিতে
লুকাও,
মাবুদের ভয়ংকরতা এবং তাঁর মহিমার
উজ্জ্বলতা থেকে।
১১ গর্বিত লোকের চাহনি অবনত করা হবে,
মান্য লোকদের গর্ব খর্ব হবে,
আর সেদিন কেবল মাবুদই উন্নত হবেন।
১২ বস্তুত যা কিছু অহংকারী ও উদ্ধত এবং যা
কিছু উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছে, সেই সবকিছুর
প্রতিকূলে বাহিনীগণের মাবুদের একদিন আসছে;
সেসব নত হবে। ১৩ সেদিন লেবাননের উঁচু ও
উন্নত সমস্ত এরস গাছের বিরুদ্ধে, বাশনের সমস্ত
অলোন গাছের বিরুদ্ধে, ১৪ সমস্ত উঁচু পর্বতের

[২:৭] পয়দা ৪১:৪৩; মীখা ৫:১০।
[২:৮] প্রকা ৯:২০।
[২:১০] জবুর ১৪৫:১২; ২থিষ ১:৯; প্রকা ৬:১৫-১৬।
[২:১১] নহি ৯:২৯; হবক ২:৫।
[২:১২] ইয়ার ৩০:৭; সফ ১:১৪।
[২:১৩] কাজী ৯:১৫; ইহি ২৭:৫।
[২:১৫] সফ ১:১৬।
[২:১৬] পয়দা ১০:৪।
[২:১৭] আইউ ৪০:১১।
[২:১৮] ১শামু ৫:২।
[২:১৯] লূক ২৩:৩০।
[২:২০] আইউ ২২:২৪; ইহি ৩৬:২৫; প্রকা ৯:২০।
[২:২১] হিজ ৩৩:২২।
[২:২২] পয়দা ২:৭; জবুর ১৪৪:৪।

বিরুদ্ধে, সমস্ত উন্নত পাহাড়ের বিরুদ্ধে, ১৫ সমস্ত
উঁচু উচ্চগৃহের বিরুদ্ধে, ১৬ সমস্ত দৃঢ় প্রাচীরের
বিরুদ্ধে, তর্শীশের সমস্ত জাহাজের বিরুদ্ধে এবং
সমস্ত মনোহর শিল্পকর্মের বিরুদ্ধে যাবে।
১৭ আর মানুষের অহংকার অধোমুখ হবে,
মান্য লোকদের গর্ব খর্ব হবে;
১৮ আর সেদিন কেবল মাবুদই উন্নত হবেন।
১৯ আর সকল মূর্তি নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে।
আর লোকেরা শৈলের গুহা ও ধূলির গর্তে
প্রবেশ করবে,
মাবুদের ভয়ংকরতার দরুন ও তাঁর মহিমার
উজ্জ্বলতার দরুন,
যখন তিনি দুনিয়াকে কাঁপাতে উঠবেন।
২০ সেদিন মানুষ এবাদতের জন্য তৈরি নিজের
রূপার ও সোনার সকল মূর্তি ইঁদুর ও চামচিকার
কাছে নিক্ষেপ করবে;
২১ আর পাহাড়ের গহ্বরে ও শৈলগুলোর ফাটলে
প্রবেশ করবে,
মাবুদের ভয়ানকতার দরুন,
ও তাঁর মহিমার উজ্জ্বলতার দরুন,
যখন তিনি দুনিয়াকে কাঁপাতে উঠবেন।
২২ তোমরা মানুষের আশ্রয় ছেড়ে যাও, যার
নাকের আগায় তার প্রাণবায়ু থাকে; ফলে সে

মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) বোঝানো হয়েছে। *ফিলিস্তিনীদের মত গণক।* ১ শামু ৬:২ আয়াত ও নোট দেখুন; এ ধরনের কার্যক্রমের চর্চা সম্পর্কে জানতে দেখুন দ্বি.বি. ১৮:১০-১১ আয়াত এবং ১৮:৯ আয়াতের নোট।

২:৭ রূপা ও সোনায় পরিপূর্ণ ... ঘোড়ায় পরিপূর্ণ। এই সকল উপাদান প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা একজন বাদশাহ্‌র জন্য নিষিদ্ধ ছিল (দ্বি.বি. ১৭:১৬-১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। সাধারণত তারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয় (৩০:১-৩, ৭; ৩১:১-৩ আয়াত দেখুন)।

২:১০, ১৯, ২১ এই আয়াতগুলোতে কিছু কোরাস বা ধূয়া রয়েছে যা ২১ আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

২:১০ শৈলে ... ধূলিতে। ভয়ঙ্কর নির্যাতনের সময় ইসরাইলীয়রা পাহাড়ের গুহায় ও মাটিতে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থেকেছিল (কাজী ৬:১-২; ১ শামু ১৩:৬ আয়াত দেখুন)।

মহিমা। এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দটি হচ্ছে "অহঙ্কারী," বিশেষ করে যখন তা মানুষের ক্ষেত্রে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অহঙ্কারের কারণে মানুষ নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে আর দায়বদ্ধ বলে মনে করে না (১৪:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)।

২:১১, ১৭, ২০ সেদিন। এই কথাটির মধ্য দিয়ে মাবুদের দিন বোঝানো হয়েছে এবং ২-৪ অধ্যায়ে (৩:৭, ১৮; ৪:১-২ আয়াত দেখুন) ও ২৪-২৭ অধ্যায়ে (২৪:২১ আয়াতের নোট দেখুন) এই কথাটি সাত বার উল্লেখ করা হয়েছে। মাবুদের দিন (এর সাথে ১২ আয়াতও দেখুন) হচ্ছে মাবুদের বিচার অথবা একই সাথে তাঁর অনুগ্রহের সময়, কারণ তখন আল্লাহ্‌ সমস্ত জাতিগণের কাছ থেকে সমস্ত বিষয়ের হিসাব নেবেন (যোয়েল ১:১৫; আমোস ৫:১৮ ও নোট দেখুন)। আশেরিয়া ও ব্যাবিলন নবী ইশাইয়ার সময়ে ইসরাইল জাতির মধ্যে বিচারের ভীতি সঞ্চার করেছিল (৫:৩০ আয়াত দেখুন)।

২:১৩ লেবাননের ... এরস গাছ। সোলায়মান ৫:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। এমন কি যে সমস্ত জড় বস্তু প্রকৃতিতে প্রকাণ্ড আকৃতি নিয়ে বিস্তার লাভ করেছে সেগুলোও মহান বাহিনীগণের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে নত হবে (আয়াত ১১)।

বাশন। জর্ডানের পূর্ব দিকে ও গিলিয়দের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলটি অল্লোন বা ওক গাছের জন্য বিখ্যাত ছিল (ইহি ২৭:৬) এবং এখানে সুপুষ্ট গবাদি পশু পাওয়া যেত (ইহি ৩৯:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:১৬ তর্শীশের সমস্ত জাহাজ। এই সমস্ত জাহাজগুলো অত্যন্ত বৃহৎ আকৃতির হত এবং তা সাধারণত বাদশাহ্‌ সোলায়মান ব্যবহার করতেন (১ বাদশাহ্‌ ১০:২২) এবং এর সাথে ফিনিশীয়রা ব্যবহার করতো (ইশা ২৩:১, ১৪) দূর দূরান্তে বাণিজ্য যাত্রার জন্য। তর্শীশের অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য ২৩:৬; ইহি ২৭:১২; ইউনুস ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২০ মূর্তির পূজা করার অসারতা সম্পর্কে নবী ইশাইয়া বারবারই কথা বলেছেন (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ৩০:২২; ৩১:৭; ৪০:১৯-২০; ৪৪:৯-২০ আয়াত)। এর সাথে ৪০:১৮-২০ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২২ তোমরা মানুষের আশ্রয় ছেড়ে যাও। আক্ষরিক অর্থে "বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা"। এখানে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি ৫৩:৩ আয়াতে মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করা বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যাকে লোকদের বিশ্বাস করা ও আস্থার পাত্র করে তোলা উচিত ছিল, তাকেই তারা প্রত্যাখ্যান করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে। একমাত্র তিনিই সেই মহিমা ও গৌরবের প্রাপ্য বা অধিকারী, যা মানুষেরা মিথ্যা দেবতাদেরকে দিয়েছে।

কিসের মধ্যে গণ্য?

এহুদা ও জেরুশালেমের বিচার

৩ [1] বস্তুত দেখ, প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ জেরুশালেম ও এহুদা থেকে সাহায্য ও সাহায্যকারী, খাদ্য ও পানির সমস্ত সাহায্য দূর করবেন। [2] বীর ও যোদ্ধা, বিচারকর্তা, নবী, মন্ত্রজ্ঞ ও বৃদ্ধ, [3] পঞ্চাশপতি, সম্ভ্রান্ত লোক, মন্ত্রী, নিপুণ শিল্পী ও বশীকরণে জ্ঞানী, সকলেই দূর করে দেওয়া হবে। [4] আর আমি বালকদেরকে তাদের অধিপতি করবো, শিশুরা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করবে। [5] লোকেরা নির্যাতিত হবে, প্রত্যেকে অন্যের দ্বারা হবে, প্রত্যেক জন প্রতিবেশীর দ্বারা হবে; বালক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে ও নিচ লোক সম্মানিত লোকদের বিরুদ্ধে অসম্মানের কাজ করবে। [6] মানুষ নিজের পিতৃকুলজাত ভাইকে ধরে বলবে, তোমার চাদর আছে, তুমি আমাদের শাসনকর্তা হও, এই বিনাশের অবস্থা তোমার শাসনের অধীন হোক; [7] সেদিন সে উচ্চৈঃস্বরে বলবে, আমি চিকিৎসক হব না, কারণ আমার বাড়িতে খাদ্য কিংবা কাপড় কিছুই নেই; আমাকে লোকদের শাসনকর্তা করো না।

[8] বস্তুত জেরুশালেম বিনষ্ট হল ও এহুদা পড়ে গেল, কেননা তাদের জিহ্বা ও কাজ মাবুদের বিরুদ্ধে, তাঁর গৌরবময় উপস্থিতি তারা অগ্রাহ্য করে। [9] তাদের মুখের চেহারা তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে; সাদুমের মত তারা নিজেদের গুনাহ্ প্রচার করে, গোপন করে না। ধিক্ তাদের প্রাণকে! কেননা তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে। [10] তোমরা ধার্মিকের বিষয় বল, তার মঙ্গল হবে; কেননা তারা নিজ নিজ কাজের ফলভোগ করবে। [11] ধিক্ দুষ্টকে! অমঙ্গল ঘটবে; কেননা তার কৃতকর্মের ফল তাকে দেওয়া হবে। [12] আমার লোকেরা! বালকেরা তাদের প্রতি জুলুম করে ও স্ত্রীলোকেরা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। হে আমার লোক, তোমার পথপ্রদর্শকেরাই তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, ও তোমার চলাচলের পথ নষ্ট করে।

[13] মাবুদ ঝগড়া করতে উঠেছেন, তিনি জাতিদের বিচার করতে দাঁড়িয়েছেন। [14] মাবুদ তাঁর লোকদের প্রাচীনবর্গকে ও শাসনকর্তাদেরকে বিচারে আনবেন; বলবেন, তোমরাই আঙ্গুরক্ষেত গ্রাস করেছ, দুঃখী লোক থেকে অপহৃত বস্তু তোমাদের বাড়িতে আছে। [15] তোমরা কি জন্য আমার লোকদেরকে নিপীড়ন করছো ও দুঃখীদের মুখ চুর্ণবিচুর্ণ করছো? বাহিনীগণের আল্লাহ্ মালিক, এই কথা বলছেন।

[16] মাবুদ আরও বললেন, সিয়োনের কন্যারা গর্বিতা, তারা গলা বাড়িয়ে কটাক্ষ করে বেড়ায়, ছোট ছোট পদক্ষেপে চলে ও পায়ে রুণু রুণু আওয়াজ তোলে। [17] অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাদের মাথা কেশহীন করবেন ও মাবুদ তাদের মাথায় টাক পড়াবেন।

[18] সেদিন প্রভু তাদের নূপুর, জালিবস্ত্র, চন্দ্রহার, [19] ঝুম্‌কা, চুড়ি, ঘোমটা, [20] ললাটভূষণ, পায়ের মল, কোমরের রেশমী ফিতা, আতরের শিশি,

[৩:১] জবুর ১৮:১৮।
[৩:২] ইহি ১৭:১৩।
[৩:৩] ২বাদশা ১:৯।
[৩:৪] হেদা ১০:১৬।
[৩:৫] জবুর ২৮:৩।
[৩:৭] ইয়ার ৩০:১২।
[৩:৮] ২খান্দান ৩৩:৬।
[৩:৯] রোমীয় ৬:২৩।
[৩:১০] ইয়ার ২২:১৫।
[৩:১১] আইউ ৯:১৩।
[৩:১২] মীখা ৩:৫।
[৩:১৩] আইউ ১০:২।
[৩:১৪] ইয়াকুব ২:৬।
[৩:১৫] আইউ ২৪:১৪।
[৩:১৬] সোলায় ৩:১১।
[৩:১৭] আমোস ৮:১০।
[৩:১৮] ইশা ২:১১।
[৩:১৯] পয়দা ২৪:৪৭।
[৩:২০] হিজ ৩৯:২৮।
[৩:২১] পয়দা ২৪:২২।

৩:১-৩ মৃত্যু বা বন্দীত্বের মধ্য দিয়ে সমস্ত নেতাদেরকে দূর করে দেওয়া হবে (২ বাদশাহ্ ২৪:১৪; ২৫:১৮-২১ আয়াত দেখুন)।

৩:২-৩ মন্ত্রজ্ঞ ... বশীকরণে জ্ঞানী। প্রেত সাধক থেকে শুরু করে ওঝা (দ্বি.বি. ১৮:১০ আয়াত দেখুন এবং ১৮:৯; ইয়ার ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন), যাদের কার্যক্রম আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছিলেন। আইনসঙ্গত ও নিষিদ্ধ সমস্ত কার্যক্রমই বন্ধ করা হবে এবং দূর করে দেওয়া হবে (২ বাদশাহ্ ২৪:১৪-১৬; ২৫:১২; হোসিয়া ৩:৪ আয়াত দেখুন)।

৩:৩ পঞ্চাশপতি। তৎকালে সামরিক বাহিনীতে ৫০ জনের একটি বাহিনী খুব প্রচলিত একটি একক ছিল (২ বাদশাহ্ ১:৯ আয়াত দেখুন)। গণ সমাবেশে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও অনেক সময় জনগণকে এভাবে ভাগ করে দেওয়া হত (হিজ ১৮:২৫ আয়াত দেখুন)।

৩:৬ সাধারত কাউকে জোর করে শাসনকর্তা হতে বলাটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ৪:১ আয়াতেও প্রায় একই ধরনের একটি সামাজিক অসঙ্গতি দেখা দেয়, যেখানে সাত জন নারী একজন পুরুষকে ধরে তাদের স্বামী হতে বলবে। *তোমার চাদর আছে।* সম্ভবত সে তার অন্যান্য ভাইদের মত ততটা দরিদ্র ছিল না। *বিনাশের অবস্থা।* আক্ষরিক অর্থে ধ্বংসস্তূপ। সম্ভবত জেরুশালেম নগরী বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৮)।

৩:৭, ১৮ সেদিন। ২:১১, ১৭, ২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৮ এহুদা পড়ে গেল। প্রায় ১৫০ বছর পর ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল।

৩:৯ সাদুম। ১:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১১ তার কৃতকর্মের ফল তাকে দেওয়া হবে। এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ২৬:২৭ আয়াত ও নোট; গালা ৬:৭-৯ আয়াত ও ৬:৭ আয়াতের নোট।

৩:১২ মধ্য প্রাচ্যে যুবকদের বা নারীদের শাসন কখনোই মান্য করা হত না।

৩:১৪ আঙ্গুরক্ষেত। এখানে ইসরাইল জাতিকে বোঝানো হয়েছে (৫:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:১৫ নেতারা দরিদ্রদেরকে শোষণ করে চূর্ণ বিচূর্ণ করছিল, যেভাবে নারীরা দুটো পাথরের মধ্যে শস্য রেখে চাপ দিয়ে পিষ্ট করে (কাজী ৯:৫৩ আয়াত দেখুন)।

৩:১৬-২৪ বাহ্যিক পোশাক পরিচ্ছদের আধিক্যের প্রতি ইঞ্জিল শরীফে প্রদত্ত সতর্কবাণী দেখুন ১ তীমথি ২:৯-১০; ১ পিতর ৩:৩-৫ আয়াত ও নোট।

৩:১৭ টাক। সাধারণত কোন দুঃখজনক ঘটনার পর শোক প্রকাশের জন্য মাথার চুল ফেলে দেওয়া হত (আয়াত ২৪; ১৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:১৮ চন্দ্রহার। সম্ভবত অর্ধচন্দ্রাকৃতি গলার হার; সাধারণত এর মধ্য দিয়ে চন্দ্র দেবতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করা হত।

৩:২০ ললাটভূষণ। সম্ভবত টায়রা জাতীয় কোন অলঙ্কার (ইহি ২৪:১৭, ২৩ আয়াত দেখুন)।

৩:২১ আংটি। সাধারণত আংটির মধ্য দিয়ে শাসনকর্তারা

বাজু, ২১ আংটি ও নাকের নোলক, ২২ চিত্রিত
কোর্তা, ঘাগরা, শাল, টাকার থলি, ২৩ আয়না,
মসীনার কাপড়, পাগড়ী ও ওড়না কেড়ে নেবেন।
২৪ আর সুগন্ধির পরিবর্তে দুর্গন্ধ, ফিতার পরিবর্তে
দড়ি, সুন্দর কেশবিন্যাসের পরিবর্তে কেশহীন
মাথা, চাদরের পরিবর্তে চটের কাপড় ও
সৌন্দর্যের পরিবর্তে দাগ হবে। ২৫ তোমরা
পুরুষেরা তলোয়ার দ্বারা ও তোমার শক্তিশালী
লোকেরা যুদ্ধে মারা পড়বে। ২৬ তার
তোরণদ্বারগুলো কান্নাকাটি করবে ও মাতম
করবে; আর সে উৎসন্না হয়ে ভূমিতে বসবে।
৪ ১ আর সেদিন সাত জন স্ত্রীলোক এক জন
পুরুষকে ধরে বলবে, আমরা নিজেদেরই
অন্ন ভোজন করবো, নিজেদেরই পোশাক পরবো;
কেবল আমাদেরকে তোমার নামে আখ্যাত হবার
অনুমতি দাও, তুমি আমাদের অপমান দূর কর।

সিয়োনের অবশিষ্টাংশদের ভবিষ্যতের মহিমা

২ সেদিন ইসরাইলের মধ্যে যারা বাঁচবে,
তাদের পক্ষে মাবুদের তরুশাখা খুব সুন্দর ও
মহিমাযুক্ত হবে এবং দেশের ফল শোভাময় ও
সৌন্দর্য মণ্ডিত হবে। ৩ আর সিয়োনে যে কেউ
অবশিষ্ট থাকবে ও জেরুশালেমে যে কেউ বাকী
থাকবে– জেরুশালেমে জীবিতদের মধ্যে যার
যার নাম লেখা আছে– সে পবিত্র বলে আখ্যাত
হবে। ৪ আগে প্রভু বিচারের রূহ্‌ ও পুড়িয়ে
দেবার রূহ্‌ দ্বারা সিয়োনের কন্যাদের ময়লা ধুয়ে
ফেলবেন এবং জেরুশালেমের মধ্য থেকে তার
রক্ত দূর করে দেবেন। ৫ আর মাবুদ সিয়োন
পর্বতস্থ সমস্ত আবাস ও তার সভাগুলোর উপরে
দিনের বেলা মেঘ ও ধোঁয়া এবং রাতে প্রজ্বলিত
আগুনের তেজ সৃষ্টি করবেন, বস্তুত সকল
প্রতাপের উপরে চন্দ্রাতপ থাকবে। ৬ আর দিনের
বেলা রৌদ্র থেকে ছায়া দেবার জন্য এবং ঝড় ও
বৃষ্টির সময়ে আশ্রয় ও আচ্ছাদন-স্থান হবার জন্য
একটি তাঁবু থাকবে।

আল্লাহ্‌র আঙ্গুরক্ষেতের দৃষ্টান্ত

[৩:২৪] ইষ্টের ২:১২। [৩:২৫] ইশা ১:২০। [৩:২৫] ইয়ার ১৫:৮। [৩:২৬] ইশা ১৪:৩১; ২৪:১২; ৪৫:২। [৪:১] ইশা ২:১১। [৪:২] ইশা ২:১১। [৪:৩] লূক ১০:২০। [৪:৪] মথি ৩:১১; লূক ৩:১৭। [৪:৫] প্রকা ১৪:১। [৪:৬] লেবীয় ২৩:৩৪-৪৩। [৫:১] জবুর ৮০:৮-৯; ইশা ২৭:২; ইউ ১৫:১।

তাদের সীলমোহর ও কর্তৃত্বের চিহ্ন ধারণ করতেন (পয়দা ৪১:৪২; হগয় ২:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *নাকের নোলক।* সাধারণত স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করা হত এবং বিয়ের কনেরা তা পরতো (পয়দা ২৪:২২, ৫৩ আয়াত দেখুন)।

৩:২৪ দড়ি ... দাগ। বন্দীদেরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হত (৩৭:২৯; ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২৮; আমোস ৪:২ আয়াত দেখুন) এবং কোন কোন সময় শরীরে বিশেষ চিহ্ন এঁকে দেওয়া হত।

৩:২৬ তোরণদ্বার। সিয়োনের তোরণদ্বার; এখানে নগরে প্রধান দ্বারগুলোকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় জবুর ২৪:৭, ৯ আয়াতে। যে লোকেরা আগে তোরণদ্বারের নিচে এসে সমবেত হত তাদের সকলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেই দ্বারগুলো কান্নাকাটি করছে।

৪:১-২ সেদিন। ২:১১, ১৭, ২০ আয়াতের নোট দেখুন। বিচারের পর নাজাত আসবে।

৪:১ ৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন। যুদ্ধের কারণে দেশে পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস পাবে (৩:২৫; ১২:১২ আয়াতের নোট দেখুন), ফলে বহু সংখ্যক নারীরা বিধবা ও সন্তানহীনা হওয়ার অপবাদে ভুগতে থাকবে। ৫৪:৪ আয়াত দেখুন।

৪:২-৬ অধ্যায় ৫-এ মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচার ও শাস্তির বিস্তৃত বর্ণনার ঠিক আগে উদ্ধারের এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এটি ২:২-৫ আয়াতের বক্তব্যের সাথে ভারসাম্য সাধন করেছে, যা অধ্যায় ১ এর বিচার ও শাস্তির বর্ণনার পরে বর্ণিত হয়েছে (১:১ -৩১ আয়াতের নোট দেখুন)। এই দুটো ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য ছিল একটিকে অপরটির সম্পূরক হিসেবে প্রয়োগ করা। এর সাথে তুলনা করুন ২৮:৫-৮, ১৫-১৭; ৬৫:১৮ আয়াত।

৪:২-৩ যারা বাঁচবে ... যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে। ১:৯ আযাতের নোট দেখুন।

৪:২ তরুশাখা। মসীহের প্রতি আরোপিত একটি উপাধি যা "মূল" এবং "শাখা" শব্দগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (১১:১; ৫৩:২) যিনি দাউদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে (ইয়ার ২৩:৫ আয়াত ও নোট; ৩৩:১৫; জাকা ৩:৮; ৬:১২ ও নোট দেখুন) – কিন্তু কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, এখানে "তরুশাখা" বলতে মূলত এহুদা জাতিকেই বোঝানো হয়েছে।

মহিমাযুক্ত। এখানে গর্ব অর্থে কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত প্রতিজ্ঞাত দেশের ফলবন্ততার কারণে আল্লাহ্‌র চোখে উত্তম গর্বের কথা বোঝায় (জবুর ৭২:৩, ৬, ১৬ আয়াত দেখুন ও ৭২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এর সাথে ২:১১; ১৭ আয়াতের গর্বের তুলনা করুন।

সৌন্দর্য মণ্ডিত। এখানে বোঝানো হয়েছে দেশটির ফলবন্ততা হবে ইসরাইলের গৌরব; ৪৬:১৩ আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র নাজাত হবে তার গৌরব; ৬০:১৯ আয়াতে বলা হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ্‌ই হবেন তার গৌরব।

৪:৩ পবিত্র। এর অর্থ হচ্ছে "আল্লাহ্‌র জন্য পৃথকীকৃত"। ১:২৬; ৬:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে লেবীয় ১১:৪৪; জাকা ১৪:২০-২১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪:৪ বিচারের ... পুড়িয়ে দেবার রূহ্‌। ১:২৫ আয়াতেও পুড়িয়ে খাঁটি করার আগুনের কথা বলা হয়েছে (এর সাথে ৪৮:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪:৫-৬ মেঘ ... আগুন ... আচ্ছাদন-স্থান। এখানে ইসরাইলের প্রান্তরে ভ্রমণের কথা স্মরণ করা হয়েছে যখন মেঘ ও আগুনের স্তম্ভ লোকদেরকে নিরাপত্তা দিত (হিজ ১৩:২১ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৪:২১-২২)। নবী ইশাইয়া অনেক সময় হিজরতের সময়কার কথা উল্লেখ করেছেন (১১:১৫-১৬; ৩১:৫; ৫১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪:৫ তেজ। আল্লাহ্‌র উপস্থিতির প্রকাশ, যা সাধারণত আগুনের শিখা বা উজ্জ্বলতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় (হিজ ১৬:১০; ২৪:১৭; ৪০:৩৪-৩৫ আয়াত দেখুন)। *চন্দ্রাতপ।* ধোঁয়ার মেঘ।

৪:৬ মেঘ ও আগুনের মধ্যে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি সিয়োনকে রক্ষা করবে ও উদ্ধার করবে (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১২১:৫-৬ আয়াত)।

৫:১-৩০ ১:১-৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১ আমার প্রিয়। আল্লাহ্‌।

৫ ১ আমি আমার প্রিয়ের উদ্দেশে তাঁর
আঙ্গুরক্ষেতের বিষয়ে আমার প্রিয়ের একটি
গজল-গান করি।
আমার প্রিয়ের একটি আঙ্গুরক্ষেত ছিল,
অতি উর্বর একটি পাহাড়ের চূড়ায়।
২ তিনি তার চারদিকে খনন করলেন,
তার পাথরগুলো তুলে ফেললেন,
সেই স্থানে উত্তম আঙ্গুরলতা রোপণ
করলেন,
তার মাঝখানে উঁচু পাহারা-ঘর নির্মাণ
করলেন,
আর আঙ্গুর মাড়াবার একটি কুণ্ডও খনন
করলেন;
আর অপেক্ষা করলেন যে, আঙ্গুর ফল
ধরবে,
কিন্তু ধরলো বন্য আঙ্গুর।
৩ এখন হে জেরুশালেম-নিবাসীরা ও এহুদার
সমস্ত লোক, আরজ করি, তোমরা আমার ও
আমার আঙ্গুর-ক্ষেতের মধ্যে বিচার কর;
৪ আমার আঙ্গুর-ক্ষেতে এমন আর কি করা যেত,
যা আমি করি নি? আমি যখন অপেক্ষা করলাম
যে, আঙ্গুর ফল ধরবে, তখন কেন তাতে বন্য
আঙ্গুর ধরলো? ৫ এখন শোন, আমি আমার
আঙ্গুর-ক্ষেতের প্রতি যা করবো তা তোমাদেরকে
জানাই; আমি তার বেড়া দূর করবো, তা ধ্বংস
হবে, আমি তার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবো, তা দলিত
হবে। ৬ আমি তা উৎসন্ন-স্থান করবো, তার লতা
পরিষ্কার বা ভূমি খনন করা যাবে না, আর তা

[৫:২] মথি ২১:১৯; মার্ক ১১:১৩; লূক ১৩:৬।
[৫:৩] মথি ২১:৪০।
[৫:৪] মীখা ৬:৩-৪; মথি ২৩:৩৭।
[৫:৫] জবুর ৮০:১২; ইশা ২২:৫।
[৫:৫] মীখা ৭:১০; মালা ৪:৩; লূক ২১:২৪।
[৫:৬] হোশেয় ২:১২; ইব ৬:৮।
[৫:৭] জবুর ৮০:৮।
[৫:৮] ইশা ৬:৫; ১০:১; ২৪:১৬; ইয়ার ২২:১৩।
[৫:৯] মথি ২৩:৩৮।
[৫:১০] জাকা ৮:১০।
[৫:১১] ১শামু ২৫:৩৬; মেসাল ২৩:২৯-৩০।
[৫:১২] আইউ ২১:১২।
[৫:১৩] ইশা ৪৯:২১।
[৫:১৩] মেসাল ১০:২১; ইশা ১:৩; হোশেয় ৪:৬।

কাঁটাঝোপ ও কাঁটাগাছের জঙ্গল হবে এবং আমি
মেঘমালাকে হুকুম দেব, যেন তাদের উপরে
পানি বর্ষণ না করে। ৭ ফলত ইসরাইল-কুল
বাহিনীগণের মাবুদের আঙ্গুর-ক্ষেত এবং এহুদার
লোকেরা তাঁর রমণীয় চারা; তিনি ন্যায়বিচারের
অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু দেখ, রক্তপাত; তিনি
ধার্মিকতার অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু দেখ,
দুঃখের কান্না।
৮ ধিক্ তাদেরকে, যারা বাড়ির সঙ্গে বাড়ি যোগ
করে,
ক্ষেতের সঙ্গে ক্ষেত সংযোগ করে,
অবশেষে আর স্থান থাকে না,
তোমাদেরকে দেশমধ্যে একাকী বাস করান
হয়!
৯ বাহিনীগণের মাবুদ আমাকে জানিয়ে বলেন,
নিশ্চয়ই অনেক বাড়ি ধ্বংসস্থান হবে, বড় ও
সুন্দর হলেও সেই স্থানে কেউ বাস করবে না।
১০ কারণ দশ বিঘা আঙ্গুর-ক্ষেতে এক বাৎ
আঙ্গুর-রস উৎপন্ন হবে,
ও এক হোমর বীজে এক ঐফা মাত্র শস্য
উৎপন্ন হবে।
১১ ধিক্ তাদেরকে, যারা খুব সকালে ওঠে,
যেন সুরা পান করতে পারে;
যারা অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকে,
যতক্ষণ না আঙ্গুর-রস তাদেরকে উত্তপ্ত করে!
১২ বীণা ও নেবল, তবল ও বাঁশী ও আঙ্গুর-রস,
এসব তাদের ভোজে বিদ্যমান;
কিন্তু তারা মাবুদের কাজ লক্ষ্য করে না,

আঙ্গুর-ক্ষেত। ইসরাইল জাতি (আয়াত ৭; ৩:১৪; জবুর ৮০:৮-১৬ আয়াত দেখুন)। আঙ্গুর ক্ষেত ভাড়া নেওয়া কৃষকদের যে উপমা প্রভু ঈসা মসীহ্ বলেছিলেন (মথি ২১:৩৩-৪৪; মার্ক ১২:১-১১; লূক ২০:৯-১৮) তা সম্ভবত এই গজলের উপর ভিত্তি করে তিনি বলেছিলেন। ইউহোন্না ১৫:১-১৭ আয়াত দেখুন।

৫:২ পাহারা-ঘর। এর সাথে ১:৮ আয়াতের "কুটির" এর সাথে তুলনা করুন। আল্লাহ্‌র আঙ্গুর ক্ষেতে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল (মথি ২১:৩৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আঙ্গুর মাড়াবার একটি কুণ্ড।* কিংবা বলা যায় "আঙ্গুর পেষণ যন্ত্র", যার মধ্য দিয়ে আঙ্গুর পিষে রস বের করা হত (১৬:১০; হগয় ২:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *অপেক্ষা করলেন ... কিন্তু ...।* এর ব্যাখ্যাতেও (আয়াত ৭) একই ধরনের প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় (এর সাথে তুলনা করুন ৫৯:৯, ১১ আয়াত)।

৫:৬ কাঁটাঝোপ ও কাঁটাগাছের জঙ্গল। এই শব্দগুচ্ছটি এক সাথে আরও পাঁচ বার দেখা যায় (৭:২৩, ২৪, ২৫; ৯:১৮; ২৭:৪ আয়াত দেখুন)। *যেন তাদের উপরে পানি বর্ষণ না করে।* কোন একটি দেশে দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ার অর্থ তার উপরে বদদোয়া আছে। দ্বি.বি. ২৮:২৩-২৪; ২ শামু ১:২১; ১ বাদশাহ্ ১৭:১ আয়াত দেখুন।

৫:৭ এখন আঙ্গুর ক্ষেতের গজলটির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে (আয়াত ১-৬)। এখানে শব্দের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে: "ন্যায়বিচার" ও "রক্তপাত" শব্দ দুটি (মিসপা ও মিপা) উচ্চারণ প্রায় একই রকম, একই রকম বিষয় লক্ষ্যণীয় "ধার্মিকতা" (এদাকাহ্) এবং "দুঃখ" (এ'য়াকাহ্) শব্দ দুটির ক্ষেত্রে।

৫:৮-২৩ আল্লাহ্‌র সাথে নিয়ম ভঙ্গকারী লোকদের নিয়তি নিয়ে ছয়বার ধিক জানানো হয়েছে (আয়াত ৮, ১১-১২, ১৮-১৯, ২০, ২১, ২২-২৩), যার পরে রয়েছে তিনটি বিচারের বর্ণনা (৯-১০, ১৩-১৫, ২৪-২৫ আয়াত দেখুন)।

৫:৮ বাড়ির সঙ্গে বাড়ি ... ক্ষেতের সঙ্গে ক্ষেত। ইসরাইলের ভূমি কেবল মাত্র ভাড়া নেওয়া যেত, বিক্রি করা যেত না, কারণ সমস্ত ভূমি বিভিন্ন পরিবারকে চিরকালের জন্য বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছিল (শুমারী ২৭:৭-১১; ১ বাদশাহ্ ২১:১-৩ আয়াত দেখুন ও ২১:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:১০ ঐফা। এক হোমরের দশ ভাগের এক ভাগ (ইহি ৪৫:১১ আয়াত দেখুন। অনেক সময় জাতিগত গুনাহের কারণে শস্য ফলনে মন্দা দেখা দিত (দ্বি.বি. ২৮:৩৮-৩৯; হগয় ২:১৬-১৭ আয়াত দেখুন)। আঙ্গুররস এবং শস্যের যে পরিমাণ এখানে দেওয়া হয়েছে তা "দশ বিঘা আঙ্গুর-ক্ষেত" এবং "এক হোমার বীজ"-এ যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হওয়ার কথা তার একটি ভগ্নাংশ মাত্র।

৫:১১-১৩ আমোস ৪:১-৩; ৬:৪-৭ আয়াত দেখুন, যেখানে মাতলামি ও ভোগ বিলাসে পূর্ণ জীবন যাপনকারীদের আল্লাহ্ একই ভাবে অভিযুক্ত করেছেন।

তাঁর হাতের কাজ দেখলো না।
১৩ এই কারণে আমার লোকেরা জ্ঞানের
অভাবের দরুন বন্দী হিসেবে নীত হয়, তাদের
নেতৃবর্গ ক্ষুধার্ত ও তাদের জনগণ তৃষ্ণায়
নিঃশেষিত হয়। ১৪ এই কারণ পাতাল তার উদর
বিস্তার করেছে, অপরিমিতরূপে মুখ খুলে হা
করেছে; আর ওদের আভিজাত্য, ওদের
লোকারণ্য, ওদের কলহ এবং যারা ওদের মধ্যে
উল্লাস করে সকলে সেখানে নেমে যাচ্ছে।
১৫ আর সামান্য লোক অধোমুখ হয়,
মান্য লোক অবনত হয় এবং
অহংকারীদের দৃষ্টি অবনত হয়।
১৬ কিন্তু বাহিনীগণের মাবুদ বিচারে উন্নত হন,
পবিত্রতম আল্লাহ্‌ ধর্মশীলতায় পবিত্র বলে
মান্য হন।
১৭ আর ভেড়ার বাচ্চাগুলো যেমন নিজেদের
চারণভূমিতে চরে, তেমনি চরবে,
বিদেশীরা হৃষ্টপুষ্ট লোকদের ধ্বংসস্থানগুলো
উপভোগ করবে।
১৮ ধিক্‌ তাদেরকে, যারা মিথ্যার দড়ি দিয়ে
অপরাধকে টেনে আনে,
আর যেন ঘোড়ার গাড়ির দড়ি দিয়ে গুনাহ্‌
টেনে আনে,
১৯ বলে, 'তিনি তাড়াতাড়ি করুন,
নিজের কাজ তাড়াতাড়ি করুন,
যেন আমরা তা দেখতে পাই;
ইসরাইলের পবিত্রতমের মন্ত্রণা কাছে
আসুক,
যেন আমরা তা জানতে পাই!'
২০ ধিক্‌ তাদেরকে, যারা মন্দকে ভাল, আর
ভালকে মন্দ বলে,
আলোকে আঁধার ও আঁধারকে আলো বলে
ধরে,
মিষ্টিকে তিক্ত, আর তিক্তকে মিষ্ট মনে করে!
২১ ধিক্‌ তাদেরকে, যারা নিজ নিজ চোখে
জ্ঞানবান,
নিজ নিজ দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান!
২২ ধিক্‌ তাদেরকে, যারা আঙ্গুর-রস পান করতে
বীরপুরুষ,
আর সুরা মিশাতে বলবান;
২৩ যারা উৎকোচের জন্য দুষ্ট লোককে নির্দোষ
করে,
আর ধার্মিককে তার ন্যায্য অধিকার থেকে
বঞ্চিত করে!

দূরবর্তী জাতিদের আক্রমণের ভবিষ্যদ্বাণী

২৪ অতএব আগুনের জিহ্বা যেমন নাড়া গ্রাস
করে, শুকনো ঘাস যেমন আগুনের শিখায়
পরিণত হয়, তেমনি তাদের মূল পচে যাওয়া
কাঠের মত হবে ও তাদের ফুল ধুলার মত উড়ে
যাবে। কেননা তারা বাহিনীগণের মাবুদের
ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করেছে, ইসরাইলের পবিত্রতমের
কালাম অবজ্ঞা করেছে। ২৫ এই কারণে নিজের
লোকদের বিরুদ্ধে মাবুদের ক্রোধে জ্বলে
উঠেছেন, তিনি তাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে
আছেন এবং তাদেরকে আঘাত করেছেন; তাই
উপপর্বতগুলো কেঁপে উঠলো ও ওদের লাশ
সড়কের মধ্যে জঞ্জালের মত পড়ে রইলো।
এতেও তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নি,
কিন্তু এখনও তিনি তাঁর হাত বাড়িয়েই
রেখেছেন।

[৫:১৪] মেসাল ৩০:১৬।
[৫:১৫] ইশা ১০:৩৩।
[৫:১৬] লেবীয় ১০:৩; ইশা ২৯:২৩; ইহি ৩৬:২৩।
[৫:১৭] ইশা ৭:২৫; ১৭:২; ৩২:১৪; সফ ২:৬, ১৪।
[৫:১৮] ইশা ৫৯:৪-৮; ইয়ার ২৩:১৪।
[৫:১৯] ইশা ৬০:২২।
[৫:১৯] ইয়ার ১৭:১৫; ইহি ১২:২২; ২পিতর ৩:৪।
[৫:২০] মথি ৬:২২-২৩; লূক ১১:৩৪-৩৫।
[৫:২১] মেসাল ৩:৭; ইশা ৪৭:১০; রোমীয় ১২:১৬; ১করি ৩:১৮-২০।
[৫:২২] মেসাল ৩১:৪; ইশা ৬৫:১১; ইয়ার ৭:১৮।
[৫:২৩] ইয়াকুব ৫:৬।
[৫:২৪] ২বাদশা ১৯:৩০।
[৫:২৫] ২বাদশা ২২:১৩।
[৫:২৬] জবুর ২০:৫।
[৫:২৭] ইশা ১৪:৩১; ৪০:২৯-

৫:১৪ অধোমুখ। এখানে মৃত্যুবরণ বা কবরে শায়িত হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে (পয়দা ৩৭:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)। কবরের ক্ষুধা কখনো মেটানো সম্ভব নয় (২৫:৮; জবুর ৪৯:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫:১৬ পবিত্র বলে মান্য হন। লেবীয় ১০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:১৮ মিথ্যার দড়ি। মেসাল ৫:২২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:১৯ "ত্বরা" এভং "তাড়াতাড়ি" শব্দ দুটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ দুটি বুৎপত্তিগতভাবে মহের-শালল-হাশ-বস নামের প্রথম ও তৃতীয় উপাদানের সাথে সংযুক্ত (৮:১ আয়াত দেখুন)। নবী ইশাইয়া যখন তাঁর ছেলের নাম রাখেন (আয়াত ৮:৩) তখন তিনি সম্ভবত এই সকল গুনাহ্‌গারদের কথা মাথায় রেখে এই অদ্ভুদ নাম রেখেছিলেন। ৫:২৬ আয়াত অনুসারে আল্লাহ্‌ খুব দ্রুত বিচার করেছিলেন। *ইসরাইলের পবিত্রতম*। ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:২২ সুরা মিশাতে বলবান। আঙ্গুর-রস ও মদে মশলা মেশানো হত (জবুর ৭৫:৮; মেসাল ২৩:৩০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫:২৩ ১:২৩; ১০:১-২ আয়াত দেখুন।

৫:২৪ ইসরাইলের পবিত্রতমের কালাম অবজ্ঞা করেছে। আয়াত ১৯ দেখুন; এর সাথে ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:২৫ উপপর্বতগুলো কেঁপে উঠলো। যখন আল্লাহ্‌ কাজ করেন তখন পর্বত কেঁপে ওঠে (৬৪:৩; জবুর ১৮:৭; ইয়ার ৪:১৪-১৬; মিকাহ্‌ ১:৪; নহিমিয়া ১:১৫; হাবা ৩:৬, ১০ আয়াত দেখুন)। *এতেও ... হাত বাড়িয়েই রেখেছেন*। এই কথাটি ৯:১২, ১৭, ২১; ১০:৪ আয়াতে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

৫:২৬ নিশান তুলবেন। অনেক সময় পাহাড়ের উপরে কোন দণ্ডের মাথায় নিশান টানিয়ে সৈন্যবাহিনীকে সমবেত হওয়ার সঙ্কেত প্রদান করা হত (১৩:২) কিংবা এক্ষেত্রে হয়তোবা জাতিগণকে সঙ্কেত দেওয়া হচ্ছে ইসরাইলকে তার বাসস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য (১১:১০, ১২; ৪৯:২২; ৬২:১০ আয়াত দেখুন)।

দূরবর্তী জাতি। দূরবর্তী স্থানের জাতিগুলো, যেমন আশেরিয়া, যাদের সৈন্যবাহিনী ৭২২ ও ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইসরাইল ও এহুদায় আক্রমণ চালিয়েছিল এবং ব্যাবিলন, যারা ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আক্রমণ করতে শুরু করে। *দুনিয়ার প্রান্তবাসী*। মিসর ও আশেরিয়ার মত জাতিগুলো।

৫:২৭ কেউ ক্লান্ত হবে না, হোঁচট খাবে না। ৪০:২৯-৩১ আয়াতে দেখুন এই কথাগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করা

[২৬] তিনি দূরবর্তী জাতিদের প্রতি নিশান
তুলবেন, দুনিয়ার প্রান্তবাসীদের জন্য শিস্
দেবেন; আর দেখ, তারা অতি দ্রুত আসবে।
[২৭] তাদের মধ্যে কেউ ক্লান্ত হবে না, হোঁচট খাবে
না, কেউ ঢলে পড়বে না, ঘুমিয়ে পড়বে না;
তাদের কোমরবন্ধনী খুলে যাবে না, তাদের
জুতার ফিতা ছিঁড়বে না। [২৮] তাদের তীরগুলো
ধারালো, তাদের সমস্ত ধনুকে চাড়া দেওয়া;
তাদের ঘোড়াগুলোর খুর চক্‌মকি পাথরের মত,
তাদের রথের চাকাগুলো ঘূর্ণিবাতাসের মত গণ্য
হবে। [২৯] তাদের হুঙ্কার সিংহীর মত হবে; তারা
সিংহের বাচ্চার মত হুঙ্কার করবে, হ্যাঁ, তারা
গর্জে শিকার ধরবে, অবাধে নিয়ে যাবে, কেউ
উদ্ধার করবে না। [৩০] তারা সেদিন এদের উপরে
সমুদ্রগর্জনের মত গর্জে উঠবে; আর, কেউ যদি
দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, দেখ, অন্ধকার ও
সঙ্কট, আর আলোও মেঘমণ্ডলে অন্ধকারময়
হয়েছে।

৩১।
[৫:২৮] আইউ ৩৯:২৩; জবুর ৪৫:৫।
[৫:২৯] জাকা ১১:৩।
[৫:৩০] ইশা ২:১১।
[৫:৩০] লূক ২১:২৫।
[৬:১] হিজ ২৪:১০; শুমারী ১২:৮; ইউ ১২:৪১।
[৬:২] ইহি ১:৫; ১০:১৫; প্রকা ৪:৮।
[৬:৩] প্রকা ৪:৮।
[৬:৪] প্রকা ১৫:৮।
[৬:৫] হিজ ৬:১২; লূক ৫:৮।

হযরত ইশাইয়ার উপর কাজের ভার অর্পণ

৬ [১] যে বছর বাদশাহ্‌ উষিয়ের মৃত্যু হয়,
আমি প্রভুকে একটি উঁচু ও উন্নত
সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখলাম; তাঁর রাজ-
পোশাকের নিচের অংশে এবাদতখানা পূর্ণ
হয়েছিল। [২] তাঁর কাছে সরাফগণ দণ্ডায়মান
ছিলেন; তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক জনের ছয়টি করে
পাখা, প্রত্যেকে দু'টি পাখা দিয়ে নিজের মুখ
আচ্ছাদন করেন ও দু'টি পাখা দ্বারা পা অচ্ছাদন
করেন ও দু'টি পাখা দ্বারা উড়ে বেড়ান। [৩] আর
তাঁরা পরস্পর ডেকে বলতে লাগলেন,
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের মাবুদ;
সমস্ত দুনিয়া তাঁর প্রতাপে পরিপূর্ণ।'
[৪] তখন ঘোষণাকারীর আওয়াজে প্রবেশ-দ্বারের
কবাটগুলো কাঁপতে লাগল ও গৃহ ধোঁয়ায়
হয়েছে।

৫:৩০ সেদিন। ২:১১, ১৭, ২০ আয়াতের নোট দেখুন। *অন্ধকার ও সঙ্কট।* একই ধরনের শব্দ ৮:২২ আয়াতে যুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

৬:১-১৩ নবী ইশাইয়ার দায়িত্ব গ্রহণ, তাঁর নবী হিসেবে পরিচর্যা কাজের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (১:১–৬:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। ১-৪ আয়াতে তিনি মাবুদ আল্লাহ্‌কে তাঁর সমস্ত প্রতাপে দেখেছেন (আয়াত ১); ৫-৭ আয়াতে তিনি দেখেছেন যে, তিনি নিজে অপবিত্র (আয়াত ৫); ৮-১৩ আয়াতে তিনি পবিত্র ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে নবী হয়ে উঠেছেন (আয়াত ৭) এবং তিনি দেখছেন আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্রোহকারী ইসরাইল জাতির লোকদেরকে যাদের কাছে আল্লাহ্‌ তাঁকে প্রেরণ করছেন তাঁর বিচারের বেহেশতী ঘোষণা প্রদান করার জন্য।

৬:১ যে বছর বাদশাহ্‌ উষিয়ের মৃত্যু হয়। ৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (এর সাথে তুলনা করুন ১৪:২৮ আয়াত ও নোট)। নবী ইশাইয়ার দায়িত্ব শুধুমাত্র তবলিগ করাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। বস্তুত নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্‌র যে ভয়ঙ্কর বিচার নেমে আসছে সে ব্যাপারে লোকদের সাবধান করে তুলতে এই ঘটনাটির কথা অধ্যায়ের শুরুতেই যুক্ত করা হয়েছে। লোকেরা ইসরাইল জাতির "পবিত্রতমকে" উপহাস করেছিল (৫:১৯) এবং এখন তিনিই নবী ইশাইয়াকে নিযুক্ত করেছেন তাদেরকে জবাবদিহি করার আহ্বান জানানো জন্য। বাদশাহ উষিয় রাজত্ব করেন ৭৯২ থেকে ৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এবং তিনি ছিলেন একটি খোদাভক্ত ও শক্তিশালী বাদশাহ্‌। যখন তিনি বায়তুল মোকাদ্দসে ধূপ জ্বালানোর জন্য গিয়েছিলেন, তখন তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কুষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিলেন (২ খান্দান ২৬:১৬-২১ আয়াত দেখুন এবং ২৬:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)। তাঁকে অসরিয়া নামেও ডাকা হত (২ বাদশাহ্‌ ১৪:২১; ২ খান্দান ২৬:১ আয়াত দেখুন)।

আমি ... দেখলাম। সম্ভবত তিনি দর্শনের মধ্যে এবাদতখানার সিংহাসন কক্ষ দেখেছিলেন। *প্রভু।* প্রকৃত বাদশাহ্‌, মাবুদ আল্লাহ্‌ (আয়াত ৫ দেখুন)। *উঁচু ও উন্নত।* ৫৭:১৫ আয়াতে এই একই হিব্রু শব্দ আল্লাহ্‌কে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ৫২:১৩ প্রায় একই ধরনের শব্দ দিয়ে মাবুদের কষ্টভোগকারী গোলামকে বোঝানো হয়েছে। *তাঁর রাজ-পোশাকের নীচের অংশে।* রাজপোশাকের পেছন দিকে নিচের অংশটি বেশ দীর্ঘ ছিল। এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ১:১৩ আয়াতে "ইবনুল ইনসান" এর পোশাক। *এবাদতখানা।* সম্ভবত বেহেশতী এবাদতখানা, যার সাথে বেহেশতী এবাদতখানা তথা বায়তুল মোকাদ্দসের খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। প্রেরিত ইউহোন্নাও মাবুদের সিংহাসন নিয়ে প্রায় একই ধরনের একটি দর্শন দেখেছিলেন (প্রকা ৪:১-৮ আয়াত দেখুন)।

৬:২ সরাফগণ। আয়াত ৬ দেখুন; বেহেশতী সত্তা যাদের কথা আরও অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাদের কাজের কথা প্রকাশিত ৪:৬-৯ আয়াতের চার জন প্রাণীর সাথে মিলে যায়, যাদের প্রত্যেকের ছয়টি করে পাখা ছিল। নিজের মুখ আচ্ছাদন করেন। আপাতদৃষ্টিতে মুখ ঢেকে রাখার কারণ হচ্ছে, তারা সরাসরি আল্লাহ্‌র মহিমা দেখতে পারতেন না।

৬:৩ পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র। লেবীয় ১১:৪৪; প্রকা ৪:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। তিন বার উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র অসীম পবিত্রতার কথা বোঝানো হয়েছে। ইয়ার ৭:৪ আয়াতে তিন বার মাবুদের এবাদতখানা কথাটির উল্লেখ দেখুন, যার মধ্য দিয়ে এবাদতখানায় মাবুদের উপস্থিতির কারণে জেরুশালেমে তাঁর লোকদের নিরাপত্তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। *বাহিনীগণের মাবুদ।* ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তাঁর প্রতাপে পরিপূর্ণ।* শুমারী ১৪:২১-২২; জবুর ৭২:১৮-১৯ আয়াত দেখুন, যেখানে মাবুদের সারা দুনিয়াময় মহিমার সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর অলৌকিক চিহ্নসমূহ (এর সাথে তুলনা করুন ইহি ১:১-১৮ আয়াত)। আরও তুলনা করুন ইউহোন্না ১২:৪১ আয়াত ও নোট।

৬:৪ প্রবেশদ্বারের কবাটগুলো কাঁপতে লাগল ... ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হতে লাগল। প্রায় একই ভাবে আল্লাহ্‌র কণ্ঠস্বরের শক্তিতে সিনাই পর্বতে ইসরাইলীয়রা ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছিল এবং পর্বতটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল (হিজ ১৯:১৮-১৯; ২০:১৮-১৯ আয়াত দেখুন)।

৬:৫ আমার চোখ বাদশাহ্‌কে ... দেখতে পেয়েছে। নবী ইশাইয়ার নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ যে কেউ আল্লাহ্‌কে নিজ চোখে দেখে সে আর বেঁচে থাকতে পারে না (পয়দা ১৬:১৩; ৩২:৩০ আয়াত ও নোট দেখুন; হিজ ৩৩:২০

BACIB International Bible CHURCH

পরিপূর্ণ হতে লাগল।
৫ তখন আমি বললাম, হায়, আমি নষ্ট হলাম,
কেননা আমি নাপাক-ওষ্ঠাধর মানুষ এবং নাপাক
-ওষ্ঠাধর জাতির মধ্যে বাস করছি; আর আমার
চোখ বাদশাহ্‌কে, বাহিনীগণের মাবুদকে দেখতে
পেয়েছে।
৬ পরে ঐ সরাফদের মধ্যে এক জন আমার
কাছে উড়ে আসলেন, তাঁর হাতে ছিল একখানি
জ্বলন্ত অঙ্গার, তিনি কোরবানগাহ্‌র উপর থেকে
চিমটা দ্বারা তা নিয়েছিলেন। ৭ আর তিনি আমার
মুখে তা স্পর্শ করে বললেন, দেখ, এই তোমার
ওষ্ঠাধর স্পর্শ করেছে, তোমার অপরাধ ঘুচে গেল
ও তোমার গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হল।
৮ পরে আমি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম;
তিনি বললেন, আমি কাকে পাঠাব? আমাদের
পক্ষে কে যাবে? আমি বললাম, এই আমি,
আমাকে পাঠাও।
৯ তখন তিনি বললেন, তুমি যাও, এই
জাতিকে বল, তোমরা শুনতে থেকো, কিন্তু বুঝো

[৬:৬] লেবীয় ১০:১; ইহি ১০:২।
[৬:৭] ১ইউ ১:৭।
[৬:৮] প্রেরিত ৯:৪।
[৬:৯] লূক ৮:১০।
[৬:১০] দ্বি:বি ২৯:৪; ইহি ১২:২; মার্ক ৮:১৮।
[৬:১১] জবুর ৭৯:৫।
[৬:১২] দ্বি:বি ২৮:৬৪।
[৬:১৩] ইশা ১:৯; ১০:২২।
[৭:১] ১খান্দান ৩:১৩।
[৭:২] ২শামু ৭:১১; ইশা ১৬:৫; ২২:২২; ইয়ার ২১:১২; আমোস ৯:১১।

না এবং দেখতে থেকো, কিন্তু জেনো না। ১০ তুমি
এই জাতির অন্তঃকরণ স্থূল কর, এদের কান
ভারী কর ও এদের চোখ বন্ধ করে দাও, পাছে
তারা চোখে দেখে, কানে শোনে, হৃদয়ে বোঝে
এবং ফিরে আসে ও সুস্থ হয়।
১১ তখন আমি বললাম, হে মালিক, কত দিন?
তিনি বললেন, যতদিন সমস্ত নগর নিবাসবিহীন
ও সমস্ত বাড়ি নরশূন্য এবং ভূমি ধ্বংস-স্থান হয়ে
একেবারে উৎসন্ন না হয়, আর মাবুদ মানুষকে
দূর না করেন, ১২ এবং দেশের মধ্যে অনেক ভূমি
একেবারে পরিত্যক্ত না হয়। ১৩ যদিও তার
দশমাংশও থাকে, তবুও তাকে পুনর্বার গ্রাস করা
যাবে; কিন্তু যেমন এলা ও অলোন গাছ ছিন্ন
হলেও তার গুঁড়ি থাকে, তেমনি এই জাতির
গুঁড়িস্বরূপ একটি পবিত্র বংশ থাকবে।

বাদশাহ্ উষিয়কে নিশ্চয়তা দেওয়া

৭ ১ এহুদার বাদশাহ্ উষিয়ের পৌত্র যোথমের
পুত্র আহসের সময়ে অরামের বাদশাহ্
রৎসীন ও ইসরাইলের বাদশাহ্ রমলিয়ের পুত্র

আয়াত দেখুন)।
৬:৬ জ্বলন্ত অঙ্গার। প্রায়শ্চিত্ত করার দিনে কোরবানীর সময় মহা পবিত্র স্থানে জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে যাওয়া হত (লেবীয় ১৬:১২), বিশেষ করে যখন গুনাহ্ থেকে ক্ষমা লাভের জন্য কোরবানী উৎসর্গ করা হত। ১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।
৬:৭ আমার মুখে তা স্পর্শ করে। যখন আল্লাহ্ ইয়ারমিয়াকে দায়িত্ব দিলেন, সে সময় তাঁর হাত নবীর মুখ স্পর্শ করেছিল (ইয়ার ১:৯ আয়াত দেখুন)।
৬:৮-১০ নবী ইশাইয়া তাঁর নবীয়তী পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী ইসরাইল জাতির কঠিন হৃদয়ের বিরুদ্ধে কথা বলার দায়িত্ব পেয়েছিলেন – তাঁর কাজ ছিল ইসরাইল জাতির উপরে আসন্ন নিশ্চিত বিচারের জন্য তাদেরকে সতর্ক করা (আয়াত ১১ -১৩)। এর সাথে ইয়ার ১:৮; ইহি ২:৩-৪ আয়াত দেখুন।
৬:৮ আমাদের পক্ষে। বেহেশতী আল্লাহ্ বেহেশতের পরিষদের কথা বলছেন (পয়দা ১:২৬; জবুর ৮২:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। একজন প্রকৃত নবী হিসেবে ইশাইয়াকে পরিষদে পরিচিত করে তোলা হয়েছিল, যেভাবে নবী মিকাহ্ (১ বাদশাহ্ ২২:১৯-২০) এবং নবী ইয়ারমিয়ার পরিচয় দান করা হয়েছিল (২৩:১৮, ২২)। এর সাথে তুলনা করুন আমোস ৩:৭ আয়াত। *এই আমি।* পয়দা ২২:১ আয়াতের নোট দেখুন।
৬:৯-১০ প্রভু ঈসা মসীহ্ তাঁর দৃষ্টান্ত বোঝানোর জন্য এই কথাগুলো উদ্ধৃত করেছিলেন (মথি ১৩:১৪-১৫; মার্ক ৪:১২; লূক ৮:১০ আয়াত দেখুন)। এর সাথে রোমীয় ১১:৭-১০, ২৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *এই জাতি।* ১:৩; ৩:১৫; ৫:১৩ আয়াতে মাবুদ আল্লাহ্ ইসরাইলকে "আমার লোক" বলে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে ইসরাইল জাতি যে তাদের গুনাহ্ ও অপকর্মের কারণে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরে গেছে এ বিষয়টি অনেকবারই "এই লোকেরা" কথাটি বলার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ৮:৬, ১২; ২৯:১৩-১৪ আয়াত; আরও তুলনা করুন হিজ ১৭:৪ আয়াত ও নোট)।
৬:১০ অন্তঃকরণ ... কান ... চোখ ... চোখে দেখে ... কানে শোনে ... হৃদয়ে বোঝে। এই ক – খ – গ / গ – খ – ক বিন্যাসটি পুরাতন নিয়মে বেশ প্রচলিত। **কান ভারী কর ... চোখ বন্ধ করে দাও।** ইসরাইল জাতির বধিরতা ও অন্ধত্বের কথাও ২৯:৯; ৪২:১৮; ৪৩:৮ আয়াতে পাওয়া যায়। তবে এক দিন এই জাতি আবারও শুনতে ও দেখতে পাবে (২৯:১৮; ৩৫:৫ আয়াত)।
৬:১২ পরিত্যক্ত না হয়। ৫:১৩ আয়াত দেখুন।
৬:১৩ দশমাংশ। অবশিষ্টাংশ – যদি তা একেবারে ধ্বংসাবশেষেও পরিণত হয়। *পবিত্র বংশ।* সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট লোকেরা, যারা ইসরাইলে সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষ (এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ১৯:১৮; আরও দেখুন ১:৯ আয়াতের নোট)। *গুঁড়ি।* যা থেকে ইসরাইল জাতি আবারও জন্ম নেবে। এ ধরনের প্রতীকের পুনর্ব্যবহার দেখুন ১১:১ আয়াতে; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন।
৭:১–১২:৬ নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ও পরিচর্যা কাজের দ্বিতীয় অংশ (অনেক সময় এই অংশটি "ইম্মানূয়েল কিতাব" বলা হয়ে থাকে), যেখানে ১২ অধ্যায়ের প্রশংসা সূচক বাণীর মধ্য দিয়ে নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ১:১–৬:১৩ আয়াতের নোট)।
৭:১ বাদশাহ্ রৎসীন ও পেকহের আক্রমণকে (সম্ভবত ৭৩৫/৭৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) অনেক সময় এক সাথে বলা হয় সিরীয়-আফরাহিমীয় যুদ্ধ। অরাম (সিরিয়া) এবং ইসরাইল (আফরাহীম; ২ আয়াতের নোট দেখুন) আসেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাদশাহ্ আহসকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং এতে করে দেশের পশ্চিম অংশে তৈরি হয় বিরোধ ও অসন্তোষ। নবী ইশাইয়া আশেরিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতা তৈরি করা থেকে আদশাহ্ আহসকে বিরত থাকতে বলেছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৬:৫-১৮; ২ খান্দান ২৮:১৬-২১ আয়াত দেখুন)।
পেকহ। ৭৫২-৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন (২ বাদশাহ্ ১৫:২৭-৩১ আয়াত দেখুন)।
৭:২ দাউদের কুল। এখানে বাদশাহ্ আহসের কথা বলা হচ্ছে, যিনি বাদশাহ্ দাউদের রাজবংশের বাদশাহ্ ছিলেন (২ শামু

পেকহ, জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
গেলেন, কিন্তু যুদ্ধে তা জয় করতে পারলেন না।
২ তখন দাউদের কুলকে জানানো হল যে, অরাম
আফরাহীমের সহায় হয়েছে। তাতে তাঁর ও তাঁর
লোকদের হৃদয় আলোড়িত হল, যেমন বনের
সমস্ত গাছ বায়ুর দ্বারা আলোড়িত হয়।
৩ তখন মাবুদ ইশাইয়াকে বললেন, তুমি ও
তোমার পুত্র শার-যাশূব উভয়ে আহসের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করার জন্য উপরিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীর
মুখের কাছে ধোপাদের ক্ষেতের রাজপথে যাও
এবং তাকে বল, ৪ সাবধান, সুস্থির হও; ধোঁয়া
ওঠা এই দুই কাঠের শেষ প্রান্ত থেকে, রৎসীন ও
অরাম এবং রমলিয়ের পুত্রের ক্রোধের আগুনকে
ভয় পেয়ো না, তোমার হৃদয়কে নিরাশ হতে দিও
না। ৫ অরাম, আফরাহীম ও রমলিয়ের পুত্র
তোমার বিরুদ্ধে এই ধ্বংসের মন্ত্রণা করেছে,
বলেছে, ৬ এসো, আমরা এহুদার বিরুদ্ধে যাত্রা
করি, তাকে ধ্বংস করি ও আমাদের পক্ষে যোগ
দিতে তাকে বাধ্য করি এবং তার মধ্যে এক

[৭:৩] ২বাদশা ১৮:১৭; ইশা ৩৬:২।
[৭:৪] আমোস ৪:১১; জাকা ৩:২।
[৭:৭] জবুর ২:১; প্রেরিত ৪:২৫।
[৭:৮] পয়দা ১৪:১৫।
[৭:৯] ২বাদশা ১৫:২৯।
[৭:১১] হিজ ৭:৯; দ্বি:বি ১৩:২।
[৭:১২] দ্বি:বি ৪:৩৪।
[৭:১৩] জবুর ৬৩:১; ১১৮:২৮; ইশা ২৫:১; ৪৯:৪; ৬১:১০।
[৭:১৪] হিজ ৩:১২; লূক ২:১২।

জনকে, টাবেলের পুত্রকে বাদশাহ্‌ করি।
৭ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলছেন, তা
স্থির থাকবে না এবং সিদ্ধও হবে না। ৮ কেননা
অরামের মাথা দামেস্ক ও দামেস্কের মাথা
রৎসীন। আর পঁয়ষট্টি বছর গত হলে আফরাহীম
বিনষ্ট হবে, আর জাতি হিসেবে থাকবে না।
৯ আর আফরাহীমের মাথা সামেরিয়া ও
সামেরিয়ার মাথা রমলিয়ের পুত্র। ঈমানে স্থির না
থাকলে তোমরা কোনক্রমে স্থির থাকতে পারবে
না।

ইম্মানূয়েলের চিহ্ন

১০ মাবুদ আহসকে আবার বললেন, ১১ তুমি
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে কোন চিহ্ন যাচঞা
কর, তা অধোলোক থেকে ঊর্ধ্বলোকে যে কোন
স্থানে হতে পারে।
১২ কিন্তু আহস বললেন, আমি যাচঞা করবো না,
মাবুদের পরীক্ষাও করবো না।
১৩ তিনি বললেন, হে দাউদের কুল, তোমরা
একবার শোন, মানুষকে ক্লান্ত করা কি তোমাদের

৭:৮-১১ আয়াত দেখুন)। *আফরাহীম।* ইসরাইল, তথা উত্তরের রাজ্যের আরেকটি নাম।

হৃদয় ... আলোড়িত হয়। এর আগে বাদশাহ্‌ আহস অরাম ও ইসরাইলের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন (২ খান্দান ২৮:৫-৮ আয়াত দেখুন)।

৭:৩ শার-যাশূব। ১০:২০-২২ আয়াত ও নোট দেখুন। নবী ইশাইয়া তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে প্রতীকী নাম দিয়েছিলেন (৮:১, ৩, ১৮ আয়াত দেখুন)। *উপরিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীর মুখের কাছে।* ৩৬:২ আয়াত ও নোট দেখুন। বাদশাহ্‌ আহস সম্ভবত সে সময় নগরীর পানি সরবরাহ নিরীক্ষণ করছিলেন।

ধোপাদের ক্ষেত। সাধারণত চর্বি দ্বারা প্রস্তুতকৃত সাবান বা ক্ষার দিয়ে পানির স্রোতের উপরে আছড়িয়ে কাপড় কাচা ও পরিষ্কার করা হত (মালাখি ৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন; মার্ক ৯:৩ আয়াত দেখুন)।

৭:৪ ধোঁয়া ওঠা এই দুই কাঠের শেষ প্রান্ত। বাদশাহ্‌ তিগ্লৎ পিলেষর ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দামেস্ক (অরামের রাজধানী; আয়াত ৮ দেখুন) ধ্বংস করেছিলেন, কিন্তু সেই বছরই ইসরাইলও পরাজিত হয়েছিল।

৭:৬ টাবেল। একটি অরামীয় না, যার অর্থের সাথে জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত "টোব অঞ্চলের" সংযুক্তি রয়েছে (কাজী ১১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:৮ পঁয়ষট্টি বছর গত হলে। ৬৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ এষোরহদ্দন (এবং এর পরে আশূরবানিপাল) ইসরাইল দেশে বিদেশী অভিবাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাদের সাথে ইসরাইলীয়দের যে মিশ্র বিবাহ হয়েছিল তার মধ্য থেকেই জন্ম হয় "সামেরীয়" জাতির (২ বাদশাহ্‌ ১৭:২৪-৩৪ আয়াত দেখুন এবং ১৭:২৯ আয়াতের নোট দেখুন) এবং এর ফলে আফরাহীম আর ভিন্ন একটি জাতি হয়ে উঠতে পারে নি।

৭:৯ রমলিয়ের পুত্র। পেকহ খুব ছোটখাট একজন শাসক ছিলেন এবং তিনি বাদশাহ্‌ দাউদের বংশধর আহসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার জন্য সমর্থ ছিলেন না। অরাম (আয়াত ৮) এবং ইসরাইলের (আয়াত ৯) নেতৃত্বে ছিল মানবীয় সত্তা। এহুদার নেতৃত্বে ছিল খোদায়ী সত্তা; কারণ স্বয়ং আল্লাহ্‌ তার পক্ষে ছিলেন (আয়াত ১৪; ৮:৮, ১০)।

ঈমানে স্থির ... স্থির থাকতে পারবে না। একই হিব্রু শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এখানে মাবুদ আল্লাহ্‌র সতর্কবাণীর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে (১:১৯-২০, ২৫-২৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:১১ চিহ্ন। আল্লাহ্‌ একটি চিহ্ন দেখানোর মধ্য দিয়ে বাদশাহ্‌ আহসের ঈমানকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন (হিজ ৩:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:১৩ দাউদের কুল। আয়াত ২ ও নোট দেখুন।

৭:১৪ একটি চিহ্ন। সাধারণত কোন চিহ্নের কথা বলা হলে তা কয়েক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে ধারণা করা হত (২০:৩; ৩৭:৩০ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৮:১৮ আয়াত)।

এক জন কুমারী। আপাতদৃষ্টিতে এখানে কোন একজন তরুণীর কথা বলা হয়েছে যার সাথে নবী ইশাইয়ার বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল (৮:৩ আয়াত দেখুন), যিনি ইশাইয়ার দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়ার কথা ছিল (সম্ভবত শার-যাশূব জন্মের সময়ে তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন)। পয়দা ২৪:৪৩ আয়াতে এই একই হিব্রু শব্দ ('আলমাহ্‌) দিয়ে একজন বাগদত্তা নারীকে বোঝানো হয়েছে যার ক'দিন পরেই বিয়ে হতে চলেছে (এর সাথে মেসাল ৩০:১৯ আয়াত দেখুন)। হযরত মথি (১:২৩) ব্যাখ্যা করেছেন এই কুমারী নারী আসলে প্রতীকী অর্থে বা ভবিষ্যদ্বাণী অর্থে কুমারী মরিয়মের কথা উল্লেখ করেছে।

ইম্মানূয়েল। "আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌" এই নামের অর্থ হচ্ছে আহসকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করা যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে সমস্ত শত্রুদের সৈন্য বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করবেন। শুমারী ১৪:৯; ২ খান্দান ১৩:১২; জবুর ৪৬:৭ আয়াত দেখুন। ৮:৮, ১০ আয়াতে আবারও ইম্মানূয়েল নামের হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং হয়তো এটি মহের-শালল-হাশ-বস এর আরেকটি নাম (৮:৩ আয়াত দেখুন)। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে পুরুষ নামগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ মিল রয়েছে (৮:৩

দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বিষয় যে, আমার আল্লাহ্‌কেও ক্লান্ত
করবে? ১৪ অতএব প্রভু নিজে তোমাদেরকে
একটি চিহ্ন দেবেন; দেখ, এক জন কুমারী কন্যা
গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম
ইম্মানূয়েল [আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌] রাখবে।
১৫ যা মন্দ তা অগ্রাহ্য করার এবং যা ভাল তা
মনোনীত করার জ্ঞান পাবার সময়ে বালকটি দই
ও মধু খাবে। ১৬ বাস্তবিক যা মন্দ তা অগ্রাহ্য
করার ও যা ভাল তা মনোনীত করার জ্ঞান
বালকটির না হতে, যে দেশের দুই বাদশাহ্‌কে
তুমি ঘৃণা করছো, সে দেশ পরিত্যক্ত হবে।
১৭ এহুদা থেকে আফরাহীমের পৃথক হবার দিন
থেকে যে রকম সময় কখনও হয় নি, মাবুদ
তোমার প্রতি, তোমার লোকদের ও তোমার
পিতৃকুলের প্রতি সেই রকম সময় উপস্থিত
করবেন, আসেরিয়া দেশের বাদশাহ্‌কে আনবেন।
১৮ আর সেদিন মাবুদ মিসরের সমস্ত নদী
প্রান্তস্থ মৌমাছির প্রতি ও আসেরিয়া দেশের
মৌমাছির প্রতি শিস্‌ দেবেন। ১৯ তাতে তারা
সকলে এসে উৎসন্ন উপত্যকাগুলোতে, শৈলের
ছিদ্র সকলে, কাঁটাবনে ও মাঠে মাঠে বসবে।

[৭:১৫] পয়দা ১৮:৮।
[৭:১৬] দ্বি:বি ১:৩৯।
[৭:১৭] ২খান্দান ২৮:২০।
[৭:১৮] আয়াত ২০, ২১; ইশা ২:১১।
[৭:১৯] ইশা ২:১৯।
[৭:২০] ইশা ১১:১৫; ইয়ার ২:১৮।
[৭:২১] ইয়ার ৩৯:১০।
[৭:২২] পয়দা ১৮:৮।
[৭:২৩] ইশা ৫:৬; হোশেয় ২:১২।
[৭:২৪] ইশা ৫:৬।
[৭:২৫] হগয় ১:১১।
[৮:১] দ্বি:বি ২৭:৮; আইউ ১৯:২৩।
[৮:১] হবক ২:২।
[৮:২] ২বাদশা ১৬:১০।
[৮:৩] হিজ ১৫:২০।

২০ সেদিন প্রভু ফোরাত নদীর পারস্থ ভাড়াটিয়া
ক্ষুর দ্বারা, আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র দ্বারা, মাথা ও
পায়ের লোম ক্ষৌরি করে দেবেন এবং তা দিয়ে
দাড়িও ফেলবেন। ২১ সেদিন যদি কেউ একটি
হৃষ্টপুষ্ট গাভী ও দু'টি ভেড়া পোষে, ২২ তবে
তারা যে দুধ দেবে, সেই দুধের আধিক্যে সে দই
খাবে; বস্তুত দেশের মধ্যে অবশিষ্ট সমস্ত লোক
দই ও মধু খাবে।
২৩ আর সেদিন, যে যে স্থানে এক হাজার রূপার
মুদ্রা মূল্যের এক হাজার আঙ্গুরলতা আছে,
সেসব স্থান কাঁটাঝোপ আর কাঁটাগাছ হবে;
২৪ লোকে তীর ধনুক নিয়ে সেই স্থানে যাবে,
কেননা সমস্ত দেশ কাঁটাঝোপ আর কাঁটাগাছের
জঙ্গল হবে; ২৫ এবং যেসব পার্বত্য-ভূমি কোদাল
দ্বারা খনন করা যায়, সেসব স্থানে কাঁটাঝোপের
ও কাঁটার ভয়ে তুমি গমন করবে না; তা বলদের
চরাণিস্থান ও ভেড়ার পদতলে দলিত হবার স্থান
হবে।

আশেরিয়া হল মাবুদের হাতিয়ার

৮ ১ পরে মাবুদ আমাকে বললেন, তুমি
একখানা বড় ফলক নাও এবং প্রচলিত

আয়াতের নোট দেখুন)। প্রভু ঈসা মসীহ্‌ ছিলেন এই ভবিষ্যদ্বাণীর চূড়ান্ত পূর্ণতা, কারণ তাঁর মধ্য দিয়েই "আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌" উক্তিটি পরিপূর্ণভাবে সম্পন্নকৃত হয়েছিল (মথি ১:২৩; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৯:৬-৭)।

৭:১৫ দই ও মধু। দই (প্রচলিত মিষ্টান্ন) এবং মধু বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক খাবারের কথা, যারা নিজ ভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রতিজ্ঞাত দেশে বসতি স্থাপনের ওয়াদাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলছে। আশেরীয়দের আক্রমণের কারণে (৭৩২-৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) গ্রামীণ অঞ্চল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং কৃষিকাজ করার মত পরিস্থিতি ছিল না। (এই উক্তিটির বিশেষ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে দেখুন আয়াত ২২-২৫।) যা মন্দ ... যা ভাল ... জ্ঞান পাবার সময়ে। এখানে শরীয়তের অধীনে মানুষের নৈতিক আদর্শ ও দায়িত্বের বিষয়ে বলা হয়েছে – খুব সম্ভব ১২ বা ১৩ বছর বয়সে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসতো। এ কারণে "যখন" এই বালকের বয়স হবে ১২ বা ১৩ (৭২২/৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), তখন সে কৃষিজাত খাবারের বদলে দই ও মধু খেতে শুরু করবে – কারণ সে সময় আশেরিয়ার আক্রমণে ইসরাইল জাতি ছিল কৃষি ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত। অনেকে বিশ্বাস করেন এই প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে আরও সংক্ষিপ্ত সময়কালের কথা বোঝানো হয়েছে, যার সাথে আয়াত ১৬ এবং ৮:৪ আয়াতের মিল রয়েছে।

৭:১৬ যা ভাল তা মনোনীত করার জ্ঞান ... দেশ পরিত্যক্ত হবে। ৪ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৮:৪ আয়াত। "না হতে" বলতে এমন এক সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে যখন বালকটির বয়স ১২ বা ১৩ বছর হয় নি, যে সময় অরাম ও ইসরাইলে আক্রমণ ও লুটতরাজ চালানো হয়েছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, যখন বালকটির বয়স ছিল মাত্র ২ বছর।

৭:১৭ এহুদা থেকে আফরাহীমের পৃথক হবার দিন। প্রায় দুই শতাব্দী আগের ঘটনা (৯৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১২:১৯-২০ আয়াত)।

আশেরিয়া দেশের বাদশাহ্‌। বাদশাহ্‌ আহসের আবেদনের কারণে আশেরিয়া সাময়িকভাবে বিরত থাকবে (২ বাদশাহ্‌ ১৬:৮-৯), কিন্তু এক সময় নিঃসন্দেহে আশেরিয়া এহুদায় আক্রমণ করবে (৮:৭-৮; ৩৬:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:১৮, ২০, ২৩ সেদিন। তাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মাবুদের সেই দিনের স্বাদ কিছুটা হলেও তারা পাবে। ২:১১, ১৭, ২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১৮ নদী প্রান্তস্থ মৌমাছি ... আশেরিয়া দেশের মৌমাছি। হিজ ২৩:২৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৭:১৯ শৈলের ছিদ্র। ২:১০ আয়াতের নোট দেখুন। অর্থাৎ আক্রমণকারীদের হাত থেকে বাঁচা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

৭:২০ মাথা ও পায়ের লোম ক্ষৌরি ... দাড়িও ফেলবেন। জোর করে এ ধরনের ক্ষৌরিকর্মের মধ্য দিয়ে সাধারণত সেই ব্যক্তির প্রতি নিদারুন অপমান ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হত (২ শামু ১০:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৮:১-২ ফলক ... সাক্ষী। সাক্ষীগণ একটি আইনগত দলিলে সাক্ষ্য দেবেন, হতে পারে সেটি নবী ইশাইয়ার বিয়ের সাক্ষ্য ফলকে (৭:১৪ আয়াতের নোট দেখুন) কিংবা মহের-শালল-হাশ-বসের সাথে সংযুক্ত একটি প্রতীকী নিয়ম। ফলক শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের সাথে ইয়ারমিয়া ৩২:১১ আয়াতে ব্যবহৃত "অনুলিপি" শব্দটির সংযোগ রয়েছে।

৮:২ উরিয় ইমাম। তিনি বাদশাহ্‌ আহসের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ১৬:১০-১১)।

৮:৩-১০ ৭:১৪-১৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৮:৩ মহিলা-নবী ... পুত্র। অনেকে মনে করেন এটিই ৭:১৪ আয়াতের প্রারম্ভিক পরিপূর্ণতা সাধন। লক্ষ্য করুন এখানে ৭:১৪ আয়াতের মত "গর্ভবতী হওয়া," "প্রসব করা," "পুত্র" এবং "নাম রাখা" কথাগুলো রয়েছে। নবী ইশাইয়ার স্ত্রীকে

BACIB International Bible CHURCH

অক্ষরে তাতে লেখ, 'মহের-শালল-হাশ-বসের
উদ্দেশে'; ২ এর প্রমাণের জন্য আমি উরিয় ইমাম
ও যিবেরিখিয়ের পুত্র জাকারিয়া, এই দুই বিশ্বস্ত
পুরুষকে নিজের সাক্ষী করবো।
৩ পরে আমি আমার স্ত্রী মহিলা-নবীতে গমন
করলে তিনি গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করলেন।
তখন মাবুদ আমাকে বললেন, ওর নাম মহের-
শালল-হাশ-বস [শীঘ্র-লুট-ত্বরা-অপহরণ] রাখ;
৪ কেননা বালকটি বাবা, মা, এই কথা উচ্চারণ
করার জ্ঞান না হওয়ার আগেই দামেস্কের ধন ও
সামেরিয়ার লুটদ্রব্য আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ নিয়ে
যাবেন।
৫ পরে মাবুদ আমাকে আরও বললেন, ৬ এই
লোকেরা তো শীলোহের মৃদুগামী স্রোত অগ্রাহ্য
করে রৎসীনে ও রমলিয়ের পুত্রে আনন্দ করছে।
৭ এই কারণ দেখ, প্রভু ফোরাত নদীর প্রবল ও
প্রচুর পানি, অর্থাৎ আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ ও তার
সমস্ত প্রতাপকে, তাদের উপরে আনবেন; সে
ফেঁপে সমস্ত খাল পূর্ণ করবে ও সমস্ত তীরভূমির
উপর দিয়ে যাবে; ৮ সে এহুদার দেশ দিয়ে বেগে
বইবে, উথলে উঠে বাড়তে থাকবে, কণ্ঠ পর্যন্ত
উঠবে; আর, হে ইম্মানূয়েল, তোমার দেশের
বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার মেলে দেওয়া পাখা দ্বারা ব্যাপ্ত
হবে।
৯ হে জাতিরা, কোলাহল কর, কিন্তু তোমরা
আশাহত হবে;
হে দূরদেশীয় সমস্ত লোক, কান দাও;
তলোয়ার বাঁধ, কিন্তু তোমরা আশাভঙ্গ হবে,
তলোয়ার বাঁধ কিন্তু তোমরা আশাভঙ্গ হবে।
১০ একসঙ্গে মন্ত্রণা কর, কিন্তু তা নিষ্ফল হবে;
কথা বল, কিন্তু তা স্থির থাকবে না,
কেননা 'আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে আছেন'।
১১ কারণ মাবুদ তাঁর শক্তিশালী হাত আমার
উপর রেখে আমাকে এই কথা বললেন যে, এই
লোকদের পথে গমন করা আমার অনুচিত।
১২ তিনি বললেন, এই লোকেরা যে সমস্ত
বিষয়কে চক্রান্ত বলে, তোমরা সে সমস্তকে
চক্রান্ত বলো না এবং এদের ভয়ে ভীত হয়ো না,
ত্রাসযুক্ত হয়ো না। ১৩ বাহিনীগণের মাবুদকেই
পবিত্র বলে মান, তিনিই তোমাদের ভয়স্থান
হোন, তিনিই তোমাদের ত্রাসভূমি হোন। ১৪ তা
হলে তিনি পবিত্র স্থান হবেন; কিন্তু ইসরাইলের
উভয়কুলের জন্য তিনি এমন পাথর হবেন যাতে
লোকে উচোট খায় ও এমন পাষাণ হবেন যাতে

[৮:৪] পয়দা ১৪:১৫।
[৮:৬] নহি ৩:১৫; ইউ ৯:৭।
[৮:৭] ২খান্দান ২৮:২০; ইশা ৭:২০।
[৮:৮] ইয়ার ৪:১৩; ৪৮:৪০।
[৮:৯] ইউসা ৬:৫; ইশা ১৭:১২-১৩।
[৮:১০] রোমীয় ৮:৩১।
[৮:১১] ইহি ১:৩; ৩:১৪।
[৮:১২] ইশা ৭:৪; মথি ১০:২৮।
[৮:১৩] শুমারী ২০:১২।
[৮:১৪] লূক ২:৩৪; রোমীয় ৯:৩৩; ১পিতর ২:৮।
[৮:১৫] মেসাল ৪:১৯; ইশা ২৮:১৩; ৫৯:১০; রোমীয় ৯:৩২।

মহিলা-নবী বলা হয়েছে, তার কারণ সম্ভবত তিনি নবীর অর্থাৎ ইশাইয়ার স্ত্রী হয়েছিলেন বলে।

মহের-শালল-হাশ-বস। এই প্রতীকী নামের অর্থ হচ্ছে আহসের দুশমনেরা ধ্বংস হবে (আয়াত ৪ দেখুন এবং ৭:৪ আয়াতে নোট দেখুন), তবে সেই সাথে এটিও বলা হয়েছে যে, এহুদাকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে (আয়াত ৭-৮ দেখুন)।

৮:৪ উচ্চারণ করার জ্ঞান না হওয়ার আগেই। প্রায় দুই বছর বয়সে। এই সময়কাল ৭:১৬ আয়াতের সাথে মিলে যায় (৭:৪, ১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

সামেরিয়ার লুটদ্রব্য ... নিয়ে যাবেন। উত্তরের রাজ্যের ধ্বংস সাধনের প্রথম পর্যায় (৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন), যা ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাধিত হয় নি (৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৬ শীলোহের মৃদুগামী স্রোত। নহিমিয়া ৩:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। জেরুশালেমের স্রোত যা গীহোন থেকে উৎপন্ন হয়ে (২ খান্দান ৩২:৩০) শিলোয়াম পুষ্করিণীতে পতিত হয় (ইউহোন্না ৯:৭ আয়াত ও নোট দেখুন; নহি ৩:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। এখানে এটিকে প্রতীকী অর্থে আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী শক্তির কথা বোঝানো হয়েছে। *রৎসীনে ও রমলিয়ের পুত্রে।* রৎসীন এবং পেকহ উভয়ে ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মারা যান (২ বাদশাহ্‌ ১৬:৯; এর সাথে দেখুন ইশা ৭:১ আয়াতের নোট)।

৮:৭-৮ প্রবল ও প্রচুর পানি ... ব্যাপ্ত হবে। বিশাল নদীর দ্বারা প্রতীকী অর্থে অনেক সময় শক্তিশালী হানাদার সেনাবাহিনীকে বোঝানো হয়ে থাকে (১৭:১২ আয়াত ও নোট দেখুন; ২৮:১৭-১৯ আয়াত দেখুন)।

৮:৮ কণ্ঠ পর্যন্ত উঠবে। ৩০:২৮ আয়াত ও নোট দেখুন। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ সনহেরীবের আক্রমণ জেরুশালেম ব্যতীত এহুদা রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত নগরীকে আক্রান্ত করেছিল (১:৭-৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। জেরুশালেম নগরী ছিল এহুদা রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র (এর সাথে তুলনা করুন ৭:৮-৯ আয়াতে যেভাবে দামেস্ক ও সামেরিয়ার কথা বলা হয়েছে)। *মেলে দেওয়া পাখা।* এখানে প্রতীকী চিত্র পরিবর্তিত করে শত্রু বাহিনীকে শিকারী পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে। *ইম্মানূয়েল।* সব কিছু আমাদের বিপক্ষে বলে মনে হলেও "আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌" আছেন (আয়াত ১০) এবং তিনিই শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করবেন (৭:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৯ জাতিরা ... আশাহত হবে। যেভাবে অরাম ও ইসরাইল আশাহত হয়েছে (৭:৭-৯), সেভাবে আশেরিয়া এবং ব্যাবিলনও নিঃসন্দেহে পতিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

৮:১০ তা নিষ্ফল হবে। একমাত্র আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যই টিকে থাকবে। *আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে আছেন।* এর সাথে ২ খান্দান ১৩:১২ আয়াতও দেখুন।

৮:১১ তাঁর শক্তিশালী হাত আমার উপর। ইহি ১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩৭:১; ৪০:১ আয়াত দেখুন। নবীরা তাঁদের জীবনের উপরে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।

৮:১২ মাবুদ লোকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যেন তারা আশেরিয়ার উপরে নির্ভর না করে (৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:১৩ তিনিই তোমাদের ভয়স্থান হোন। ৭:২ আয়াত দেখুন; জবুর ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:১৪ পবিত্র স্থান ... পাথর ... পড়ে যায়। এক দিকে আল্লাহ্‌ আমাদের জীবনের কোণের প্রধান পাথর (২৮:১৬) কিংবা তিনি এমন এক পাথর যাতে আমরা উচোট খেয়ে পড়ে যাই। রোমীয় ৯:৩৩; ১ পিতর ২:৬ আয়াত ও নোট দেখুন, যেখানে এই উক্তিটি প্রভু ঈসা মসীহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

লোকে বাধা পেয়ে পড়ে যায়। জেরুশালেম-
নিবাসীদের জন্য তিনি হবেন পাশ ও ফাঁদস্বরূপ।
১৫ আর তাদের মধ্যে অনেক লোক উছোট খেয়ে
পড়ে যাবে ও বিনষ্ট হবে এবং ফাঁদে আট্‌কে
গিয়ে ধরা পড়বে।

হযরত ইশাইয়ার সাহাবীরা

১৬ তুমি সাক্ষ্যের কথা আবদ্ধ কর, আমার
সাহাবীদের মধ্যে ব্যবস্থা সীলমোহর করে রাখ।
১৭ আমি মাবুদের আকাঙ্ক্ষা করবো, যিনি
ইয়াকুবের কুল থেকে নিজের মুখ আচ্ছাদন
করেন এবং তাঁর অপেক্ষায় থাকব। ১৮ এই দেখ,
আমি ও সেই সন্তানেরা, যাদেরকে মাবুদ আমাকে
দিয়েছেন, সিয়োন-পর্বত নিবাসী বাহিনীগণের
মাবুদের নিরূপণক্রমে আমরা ইসরাইলের মধ্যে
চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ।
১৯ আর যখন তারা তোমাদের বলে, তোমরা
ভূতড়িয়া ও গণনাকারীদের কাছে, যারা বিড় বিড়
ও ফিসফিস করে বকে, তাদের কাছে খোঁজ কর,
তখন তোমরা বলবে, লোকেরা কি তাদের
আল্লাহ্‌র কাছে খোঁজ করবে না? তারা জীবিতদের
জন্য কি মৃতদের কাছে খোঁজ করবে? ২০ ব্যবস্থার
কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে খোঁজ কর; এর অনুরূপ
কথা যদি তারা না বলে, তবে তাদের কাছে
কোন ভোরের আলো নেই। ২১ আর তারা ক্লিষ্ট
ও ক্ষুধিত হয়ে দেশের মধ্য দিয়ে গমন করবে
এবং ক্ষুধিত হলে রাগ করে নিজেদের
বাদশাহ্‌কে ও নিজেদের আল্লাহ্‌কে বদদোয়া
দেবে এবং উপরের দিকে মুখ তুলবে; ২২ আর
তারা ভূমির দিকে চাইবে এবং দেখ, সঙ্কট ও
অন্ধকার, চরম বিষণ্ণতা; আর তারা মৃত্যুচ্ছায়াতে
নিক্ষিপ্ত হবে।

আমাদের জন্য একটি শিশুর জন্ম

৯ ১ কিন্তু যে দেশ আগে যাতনাগ্রস্ত ছিল, তার
অন্ধকার আর থাকবে না; তিনি আগেকার
দিনে সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশকে তুচ্ছজ্ঞান
করেছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে সমুদ্রের নিকটবর্তী
সেই পথ, জর্ডানের তীরস্থ প্রদেশ, জাতিদের
গালীলকে, গৌরবান্বিত করেছেন।
২ যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করতো,
তারা মহা আলো দেখতে পেয়েছে;
যারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করতো,
তাদের উপরে আলো উদিত হয়েছে।

[৮:১৬] রূত ৪:৭।
[৮:১৭] জবুর ২৭:১৪।
[৮:১৮] পয়দা ৩৩:৫; ইব ২:১৩।
[৮:১৯] ১শামু ২৮:৮।
[৮:২০] ইশা ১:১০; লূক ১৬:২৯।
[৮:২১] আইউ ১৮:১২।
[৮:২১] হিজ ২২:২৮; প্রকা ১৬:১১।
[৮:২২] আইউ ১৫:২৪।
[৯:১] আইউ ১৫:২৪।
[৯:১] ২বাদশা ১৫:২৯।
[৯:২] লূক ১:৭৯।
[৯:৩] জবুর ৪:৭; ইশা ২৫:৯।
[৯:৪] মথি ১১:৩০।

৮:১৬ সম্ভবত এখানে আইনগত ব্যবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে যা আয়াত ১-২ এর সাথে সংযুক্ত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *সাক্ষ্যের কথা।* ২০ আয়াত দেখুন। এই কথাটি আর শুধুমাত্র রূত ৪:৭ আয়াতে পাওয়া যায় ("মুক্তি ও বিনিময় বিষয়ক সমস্ত কথা")।

ব্যবস্থা। আল্লাহ্‌র নির্দেশনা সমূহ। আয়াত ২০ দেখুন। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ দিয়ে "শরীয়ত" বোঝানো হতে পারে। আশেরিয়ার আক্রমণ সম্পর্কে নবী ইশাইয়া যে সাক্ষ্য রচনা করেছিলেন তা ছিল একটি গুটানো কিতাব যা বেঁধে সীলমোহর করে রাখা হয়েছিল তাঁর সাহাবীদেরকে দেওয়ার জন্য, যেন তারা এই সমস্ত ঘটনার কথা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করে রাখেন, কারণ ইসরাইলের আল্লাহ্ নিজে এই ইতিহাস সম্পাদন করবেন (এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৩২:১২-১৪, ৪৪ আয়াত)।

৮:১৭-১৮ তাঁর অপেক্ষায় থাকব ... মাবুদ আমাকে দিয়েছেন। ইবরানী ২:১৩ আয়াতে এই কথাগুলো আমরা ঈসা মসীহের মুখ থেকে শুনতে পাই।

৮:১৭ নিজের মুখ আচ্ছাদন করেন। ১:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন; ৫৯:২; মিকাহ্ ৩:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৮:১৮ চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ। ৭:৩, ১৪ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২০:৩ আয়াত।

৮:১৯ ভূতড়িয়া ও গণনাকারী। দ্বি.বি. ১৮:৯-১২ আাত দেখুন এবং ১৮:৯ আয়াতের নোট দেখুন। চলমান সঙ্কটময় সময়ে লোকেরা মৃতদের রূহের দিকে ফিরছিল, যেমন বাদশাহ্ তালুত ভূতড়িয়া ব্যবহার করে নবী শামুয়েলের রূহ্ নামিয়ে এনেছিলেন (১ শামু ২৮:৮-১১) এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। ৩:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২০ ব্যবস্থার কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে খোঁজ কর। আয়াত ১৬ ও নোট দেখুন। নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত কালামে শ্রবণ করে, যে সমস্ত চিহ্ন ও সাক্ষ্য নবী ইশাইয়া ও তাঁর পুত্রেরা সংরক্ষণ করেছেন (আয়াত ১৮) তার মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতি আলোর পথ খুঁজে পাবে।

৮:২১-২২ আশেরীয়দের আক্রমণ সমগ্র ইসরাইলের উপরে চরম বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসবে।

৮:২১ বাদশাহ্‌কে ... আল্লাহ্‌কে বদদোয়া দেবে। তাদের অপরিমেয় কষ্টের জন্য (এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ১৯:৩) – কিন্তু যে আল্লাহ্‌কে বা তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তাকে বদদোয়া দেবে তার জন্য মারাত্মক শাস্তি অপেক্ষা করছে (হিজ ২২:২৮; লেবীয় ২৪:১৫-১৬)।

৯:১ নপ্তালি। উত্তরের রাজ্যে ইসরাইলের গোষ্ঠীগুলো ৭৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয় বাদশাহ্ তৃতীয় তিগ্লৎ পিলেষরের আক্রমণের কারণে মারাত্মক দুর্দশার সম্মুখীন হয় (২ বাদশাহ্ ১৫:২৯)।

গালীলকে গৌরবান্বিত করেছেন। যখন ঈসা মসীহ্ কফরনাহূমে এসেছিলেন ও পরিচর্যা কাজ করেছিলেন তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা পায়। কফরনাহূমের অবস্থান ছিল মিসর থেকে দামেস্কগামী রাজপথের পাশে, যাকে বলা হত "সমুদ্রের দ্বার" (মথি ৪:১৩-১৬)।

৯:২ মহা আলো। প্রভু ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর নাজাত অ-ইহুদীদের কাছে আলো হয়ে উঠবেন (৪২:৬; ৪৯:৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন মথি ৪:১৫-১৬; লূক ২:৩২)।

৯:৪ জুলুমবাজের দণ্ড ... মাদিয়ানের পরাজয়। গিদিয়োন মাদিয়ানীয় সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলেন এবং ইসরাইলের উপরে তাদের কর্তৃত্ব চিরকালের জন্য তুলে দিয়েছিলেন (কাজী ৭:২২-২৫)।

জোয়াল। ১০:২৬-২৭ আয়াতে নবী ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আল্লাহ্ আশেরীয় বাহিনীকে ধ্বংস করবেন এবং তাদের শোষণের জোয়ালিও ধ্বংস করবেন। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছিল (৩৭:৩৬-৩৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩ তুমি সেই জাতির বৃদ্ধি করেছ, তাদের
আনন্দ বাড়িয়েছ; তারা তোমার সাক্ষাতে শস্য
কাটার সময়ের মত আহ্লাদ করে, যেমন লুট ভাগ
করার সময়ে লোকেরা উল্লসিত হয়। ৪ কারণ
তুমি তার ভাড়ের জোয়াল, তার কাঁধের বাঁক,
তার জুলুমবাজের দণ্ড ভেঙ্গে ফেলেছ, যেমন
মাদিয়ানের দিনে করেছিলে। ৫ বস্তুত তুমুল যুদ্ধে
সজ্জিত ব্যক্তির সমস্ত সজ্জা ও রক্তে ভেজা
কাপড়গুলো আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, তা
আগুনের খাদ্য হবে।

৬ কারণ একটি বালক আমাদের জন্য
জন্মেছেন,
একটি পুত্র আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে;
আর তাঁরই কাঁধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকবে
এবং তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রী,
বিক্রমশালী আল্লাহ্‌, নিত্যস্থায়ী পিতা,
শান্তির বাদশাহ্‌'।
৭ দাউদের সিংহাসন ও তাঁর রাজ্যের উপরে
কর্তৃত্ববৃদ্ধির
ও শান্তির সীমা থাকবে না, যেন তা সুস্থির
ও সুদৃঢ় করা হয়,
ন্যায়বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে,
এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত।
বাহিনীগণের মাবুদের গভীর আগ্রহ তা সম্পন্ন
করবে।

[৯:৫] ইশা ২:৪।
[৯:৬] পয়দা ৩:১৫; ইশা ৫৩:২; লূক ২:১১।
[৯:৭] দানি ২:৪৪; ৪:৩; লূক ১:৩৩; ইউ ১২:৩৪।
[৯:৮] দ্বিঃবি ৩২:২।
[৯:৯] ইহি ২:৪; জাকা ৭:১১।
[৯:১০] পয়দা ১১:৩।
[৯:১১] ইশা ৭:৮।
[৯:১২] ২বাদশা ১৬:৬।
[৯:১৩] ইয়ার ৫০:৪; দানি ৯:১৩; হোশেয় ৩:৫; ৭:৭, ১০; আমোস ৪:৬, ১০; সফ ১:৬।
[৯:১৪] প্রকা ১৮:৮।

এহুদার ভাবী-দণ্ড বিষয়ক কথা

৮ প্রভু ইয়াকুবের কাছে একটি নির্দেশ প্রেরণ
করেছেন, তা ইসরাইলের উপর পড়েছে। ৯ আর
দেশের সমস্ত লোক, আফরাহীম ও সামেরিয়া
নিবাসীরা, তা জানতে পারবে; তারা অহংকারে
ও অন্তরের গর্বে বলছে,
১০ ইটগুলো পড়ে গেছে বটে,
কিন্তু আমরা মসৃণ করা প্রস্তরে গাঁথব;
ডুমুর কাঠগুলো কাটা গেছে বটে,
কিন্তু আমরা তার পরিবর্তে এরস কাঠ দেব।
১১ অতএব মাবুদ রৎসীনের বিপক্ষদলকে তার
বিরুদ্ধে উচ্চে স্থাপন করবেন ও তার
দুশমনদেরকে উত্তেজিত করবেন;
১২ অরাম সম্মুখে ও ফিলিস্তিনীরা পিছনে;
তারা হা করে ইসরাইলকে গ্রাস করবে
এত কিছুর পরেও তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নি,
কিন্তু তাঁর হাত এখনও বাড়ানো রয়েছে।

৯:৫ যুদ্ধে সজ্জিত ব্যক্তির সমস্ত সজ্জা ... কাপড়গুলো। সামরিক সজ্জা ও উপকরণ আর প্রয়োজন হবে না। ২:২-৪; মিকাহ্‌ ৫:১০-১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৯:৬ বালক। রাজপুত্র, অর্থাৎ বাদশাহ্‌ দাউদের বংশধর (আয়াত ৭ দেখুন; আরও দেখুন ২ শামু ৭:১৪; জবুর ২:৭; মথি ১:১; ৩:১৭; লূক ১:৩২; ইউহোন্না ৩:১৬ আয়াত ও নোট)। **আশ্চর্য মন্ত্রী।** প্রভু ঈসা মসীহের সিংহাসনে উপবিষ্ট নামের প্রত্যেকটিতে দুটি করে অংশ রয়েছে। "মন্ত্রী" বলতে এখানে মসীহ্‌কে একজন শাসনকর্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে (মিকাহ্‌ ৪:৯ আয়াত দেখুন) যিনি সিদ্ধান্ত নেন এবং সে অনুসারে কাজ করেন (১৪:২৭ আয়াত দেখুন; জবুর ২০:৪ আয়াতও দেখুন)। আশ্চর্য মন্ত্রী হিসেবে দাউদের আসন্ন এই বংশধর এমন এক রাজকীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন যা সমস্ত দুনিয়াকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলবে। এই কার্যক্রম কী হবে সে সম্পর্কে ১১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে এবং ২৪-২৭ অধ্যায়ে তা আরও বিধৃত করা হয়েছে (২৫:১ আয়াত দেখুন – "অলৌকিক কাজ ... বিশ্বস্ততায় ও সত্যে ... পুরাকালীন মন্ত্রণা")। ২৮:২৯ আয়াতে এই একই হিব্রু শব্দ দিয়ে মাবুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে "তিনি মন্ত্রণাতে আশ্চর্য ও বুদ্ধিকৌশলে মহান" (এর সাথে কাজী ১৩:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। **বিক্রমশালী আল্লাহ্‌।** ১০:২১ আয়াত দেখুন। এখানে একজন বীর যোদ্ধা হিসেবে তাঁর বেহেশতী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ২৪:৮ আয়াত)। **নিত্যস্থায়ী পিতা।** তিনি হবেন এক চিরস্থায়ী, দয়ার্দ্র যোগানদাতা এবং সুরক্ষা দানকারী (এর সাথে তুলনা করুন ৪০:৯-১১ আয়াত)। এর অর্থ এই নয় যে, পিতা আল্লাহ্‌ এবং পুত্র আল্লাহ্‌ এক ও অভিন্ন (এ প্রসঙ্গে বেশ বড়সড় ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে; মথি ২৮:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *শান্তির বাদশাহ্‌।* তাঁর রাজত্ব ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি নিয়ে আসবে পূর্ণতা এবং মঙ্গলময়তা (১১:৬-৯ আয়াত দেখুন)।

৯:৭ দাউদের সিংহাসন ... ন্যায়বিচারে ... অনন্তকাল পর্যন্ত। আহসের মত বাদশাহ্‌দের গুনাহ্‌ থাকা সত্ত্বেও প্রভু ঈসা মসীহ্‌ বাদশাহ্‌ দাউদের এমন একজন বংশধর হয়ে উঠবেন যিনি ধার্মিকতায় অনন্তকাল রাজত্ব করবেন (১১:৩-৫; ২ শামু ৭:১২-১৩, ১৬; ইয়ার ৩৩:১৫, ২০-২২ আয়াত দেখুন)। *গভীর আগ্রহ তা সম্পন্ন করবে।* ৩৭:৩২ আয়াতে এই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে এমনই মহব্বত করেন যে, তিনি কখনো তাদেরকে ছেড়ে যাবেন না।

৯:৮–১০:৪ যদিও নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর বার্তা প্রাথমিকভাবে ছিল "এহুদা ও জেরুশালেম সম্পর্কিত" (আয়াত ১:১), তথাপি তিনি মাঝে মাঝে "আফরাহীম ও সামেরিয়ার অধিবাসীদের" প্রতি আল্লাহ্‌র কালামের উপরেও মনোনিবেশ করেছেন (৯:৯)। এই অংশটিতে আমরা দেখতে পাই উত্তরের রাজ্যের বিরুদ্ধে বেহেশতী বিচারের বার্তা। এখানে চারটি পঙক্তিমালা রয়েছে (আয়াত ৮-১২, ১৩-১৭, ১৮-২১; ১০:১-৪), যার প্রত্যেকটি একই বাণী দিয়ে শেষ করা হয়েছে (৯:১২, ১৭, ২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৯ আফরাহীম। ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:১০ ইটগুলো পড়ে গেছে। কাদামাটি দিয়ে তৈরি করা ইট সূর্যের খরতাপে পুড়ে পুড়ে এক সময় ঝুরঝুরে ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ত। *মসৃণ করা প্রস্তর।* নবী আমোস ধনীদের প্রাসাদের দামী পাথর অগ্রাহ্য করেছেন (আমোস ৫:১)। *এরস কাঠ।* লেবাননের এরস কাঠ ছিল সমগ্র প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে দামী কাঠ (১ বাদশাহ্‌ ৭:২-৩ আয়াত দেখুন)।

৯:১১ রৎসীনের বিপক্ষদল। আশেরীয় বাহিনী (৭:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৯:১২, ১৭, ২১ এত কিছুর পরেও ... এখনও বাড়ানো রয়েছে। ৫:২৫ আয়াত দেখুন। ১০:৪ আয়াতে এই বাণীটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যেখানে মাবুদের ক্রোধ বন্দীদশায় থাকা তাঁর লোকদের প্রতি এক ক্রান্তিস্থলে পৌঁছেছে।

৯:১৪ মাথা ও লেজ, খেজুরের ডাল ও নল-খাগড়া। ইসরাইলের নেতৃবর্গ (৩:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন)। ১৯:১৫

[13] তবুও যিনি লোকদেরকে প্রহার করেছেন,
তাঁর কাছে তারা ফিরে আসে নি, বাহিনীগণের
মাবুদের খোঁজ করে নি। [14] এজন্য মাবুদ
ইসরাইলের মাথা ও লেজ, খেজুরের ডাল ও নল
-খাগড়া এক দিনেই কেটে ফেলবেন; [15] প্রাচীন
ও সম্মানিত লোক সেই মাথা এবং মিথ্যা
শিক্ষাদায়ী নবী সেই লেজ। [16] কারণ এই জাতির
পথপ্রদর্শকেরাই এদেরকে বিপথে চালায় এবং
যারা তাদের দ্বারা চালিত হয়, তারা সংহারিত
হচ্ছে।

[17] এজন্য প্রভু তাদের যুবকগণে আনন্দ
করবেন না,
এবং তাদের এতিম ও বিধবাদেরকে রহম
করবেন না;
কেননা তারা সকলে আল্লাহ্‌বিহীন ও
দুরাচার
এবং প্রত্যেক মুখ নাফরমানীর কথা বলে।
এত কিছুর পরেও তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নি,
কিন্তু তাঁর হাত এখনও উঠানোই রয়েছে।

[18] বাস্তবিক নাফরমানী আগুনের মত জ্বলে, তা
কাঁটাঝোপ ও কাঁটাবন গ্রাস করে; নিবিড় বনে
জ্বলে ওঠে, তা ঘূর্ণায়মান ঘন ধোঁয়ার স্তম্ভ হয়ে
ওঠে। [19] বাহিনীগণের মাবুদের ক্রোধে দেশ
ঝলসানো এবং লোকেরা যেন আগুনের খাদ্য
হয়েছে; কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি মমতা করে
না। [20] কেউ ডান পাশে যা আছে তা গ্রাস করে,
তবুও ক্ষুধিত থাকে; আবার কেউ বাম পাশে যা
আছে তা খায়, কিন্তু তৃপ্ত হয় না; প্রত্যেক জন
নিজ নিজ বাহুর মাংস ভোজন করে; [21] মানশা
আফরাহীমকে ও আফরাহীম মানশাকে এবং
উভয়ে একসঙ্গে এহুদাকে আক্রমণ করে;
এত কিছুর পরেও তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নি,
কিন্তু তাঁর হাত এখনও উঠানোই রয়েছে।

১০ [1] ধিক্‌ সেই লোকদেরকে, যারা
অধর্মের ব্যবস্থা স্থাপন করে, যারা
উপদ্রবের বিধি জারি করে; [2] যেন দরিদ্রদেরকে
ন্যায়বিচার থেকে ফিরিয়ে দেয় ও আমার দুঃখী
লোকদের অধিকার হরণ করে, যেন বিধবারা
তাদের লুটদ্রব্য হয়, আর তারা এতিমদেরকে
তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য করতে পারে। [3] প্রতিফল
দেবার দিনে ও দূর থেকে যখন বিনাশ আসবে,
তখন তোমরা কি করবে? সাহায্যের জন্য কার
কাছে পালাবে? আর তোমাদের প্রতাপ কোথায়
রাখবে? [4] তারা বন্দীদের নিচে অধোমুখ হয়ে
পড়বে, নিহতদের মধ্যে পড়ে থাকবে, এই মাত্র।
এত কিছুর পরেও তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নি,
কিন্তু তাঁর হাত এখনও তাঁর হাত উঠানোই
রয়েছে।

আসেরিয়দের ভাবী পতন

[5] ধিক্‌ আসেরিয়াকে! সে আমার ক্রোধের দণ্ড!
সে সেই লাঠি, যার হাতে আমার কোপ। [6] আমি
তাকে এক আল্লাহ্‌বিহীন জাতির বিরুদ্ধে পাঠাব,
আমার গজব-পাত্র লোকদের বিরুদ্ধে হুকুম দেব,
যেন সে লুট করে ও লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে যায় ও
তাদেরকে পথের কাদার মত পায়ে মাড়ায়।
[7] কিন্তু তার সঙ্কল্প সেই রকম নয়, তার হৃদয় তা
ভাবে না; বরং সর্বনাশ করা এবং অনেক
জাতিকে উচ্ছিন্ন করা তার মনস্কামনা। [8] কারণ

[৯:১৬] মথি ১৫:১৪; ২৩:১৬, ২৪।
[৯:১৭] মথি ১২:৩৪; রোমীয় ৩:১৩-১৪।
[৯:১৮] দ্বি:বি ২৯:২৩।
[৯:১৯] আইউ ৪০:১১।
[৯:২০] লেবীয় ২৬:২৬; আইউ ১৮:১২।
[৯:২১] কাজী ৭:২২; ১২:৪।
[১০:১] জবুর ৫৮:২।
[১০:২] দ্বি:বি ১০:১৮।
[১০:৩] লূক ১৯:৪৪।
[১০:৪] ইয়ার ৪:৮; ৩০:২৪; মাতম ১:১২।
[১০:৫] ২বাদশা ১৯:২১; ইশা ২৮:১।
[১০:৬] ২শামু ২২:৪৩; জবুর ৭:৫।
[১০:৭] প্রেরিত ৪:২৩-২৮।
[১০:৮] ২বাদশা ১৮:২৪।
[১০:৯] পয়দা ১০:১০।
[১০:৯] পয়দা ১৪:১৫।

আয়াতে এই উদাহরণ ব্যবহার করে মিসরের শাসকবর্গকে বোঝানো হয়েছে।

৯:১৭ এতিম ও বিধবা। অনেক সময় তারা ক্ষমতাশালী লোকদের হাতে কষ্ট ভোগ করে থাকে (১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু এখন তারা আরও বেশি মন্দ হয়ে উঠেছে, যা এই আয়াতের শেষ অংশে আরও পরিষ্কার হয়েছে।

৯:১৮ কাঁটাঝোপ ও কাঁটাবন। ৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:১৯ আগুনের খাদ্য। এর সাথে ৫ আয়াতের তুলনা করুন।

৯:২১ মানশা ... আফরাহীম। উত্তরের রাজ্যের এই দুটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল হযরত ইউসুফের দুই পুত্রের বংশধর (পয়দা ৪৬:২০ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ৪৮:৫-৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। তারা এর কয়েক শতাব্দী আগে নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত ছিল (কাজী ১২:৪ আয়াত দেখুন)।

১০:১ ধিক। এর সাথে ৫:৮-২৩ আয়াতে কথিত "ধিক" সূচক ধিক্কারগুলোর তুলনা করুন।

১০:২ দরিদ্র। হিজ ২২:২১-২৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ২২:১৫-১৬ আয়াত। *বিধবা ... এতিম।* ১:১৭; ৯:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৫ ধিক্‌। আয়াত ১ ও নোট দেখুন। *দণ্ড ... লাঠি।* ৯:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। ব্যাবিলন ছিল আল্লাহ্‌র আরেকটি দণ্ড বা লাঠি যা তিনি অন্যান্য জাতিদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন (ইয়ার ৫০:২৩; ৫১:২০; হাবা ১:৬ আয়াত দেখুন)।

১০:৬ আল্লাহ্‌বিহীন জাতি। এহুদা (আয়াত ১০ দেখুন)। *লুট ... লুণ্ঠিত দ্রব্য।* "মহের-শালল-হাশ-বস" নামটি এখানে পূর্ণতা পেয়েছে ("লুট" শব্দটি হচ্ছে হিব্রু শালল শব্দের অনূদিত রূপ এবং "লুণ্ঠিত দ্রব্য" শব্দটি হিব্রু বস শব্দের অনূদিত রূপ)। ৮:১-৪ আয়াত দেখুন এবং ৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৯ কল্‌নো। উত্তর অরামের (সিরিয়া) একটি অঞ্চল। আমোস ৬:২ আয়াতে উল্লিখিত কল্‌নো দেখুন (এর সাথে উক্ত আয়াতের নোটও দেখুন)। **কর্কমীশ।** কল্‌নো থেকে পূর্ব দিকে ফোরাত নদীর পারে স্থাপিত একটি বিখ্যাত দুর্গ প্রাসাদ (ইয়ার ৪৬:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। **হমাৎ।** ওরন্টোস নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগরী যা বাদশাহ্‌ সোলায়মানের অধীনস্থ ভূখণ্ডের উত্তরের সর্বোচ্চ সীমারেখা নির্দেশ করে (২ খান্দান ৮:৪ আয়াত দেখুন)। ২ বাদশাহ্‌ ১৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন। **অর্পদ।** হমাতের কাছে এবং কল্‌নোর ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত একটি নগরী। এই অঞ্চলগুলো ৭১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়া দখল করে নেয় (৩৬:১৯ আয়াত দেখুন)।

১০:১০ মূর্তির রাজ্য ... জেরুশালেম ও সামেরিয়ার মূর্তিগুলো। প্রত্যেক ইসরাইলীয়ের মূর্তিপূজা করা নিষিদ্ধ ছিল (হিজ ২০:৪

সে বলে, ‘আমার শাসনকর্তারা কি সকলে
বাদশাহ্‌ নন? ৯ কল্‌নো কি কর্কমীশের মত নয়?
হমাৎ কি অর্পদের মত নয়? সামেরিয়া কি
দামেস্কের মত নয়? ১০ সেসব মূর্তির রাজ্য আমার
হস্তগত হয়েছে, সেগুলোর খোদাই-করা মূর্তি
জেরুশালেম ও সামেরিয়ার মূর্তিগুলো অপেক্ষা
উত্তম; ১১ আমি সামেরিয়া ও তার মূর্তিগুলোর
প্রতি যেমন করেছি, জেরুশালেম ও তার
মূর্তিগুলোর প্রতিও কি তেমন করবো না?’
১২ অতএব এরকম ঘটবে; সিয়োন পর্বতে ও
জেরুশালেমে প্রভু তাঁর সমস্ত কাজ সমাপ্ত করার
পর আমি আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র উদ্ধত গর্বের ও
গর্বিত দর্পের প্রতিফল দেব। ১৩ কেননা সে
বলেছে, ‘আমার হাতের বল ও আমার বিজ্ঞতা
দ্বারা আমি কাজ সিদ্ধ করেছি, কেননা আমি
বুদ্ধিমান; আমি জাতিদের সীমাগুলো দূর করেছি
ও তাদের সঞ্চিত ধন লুট করেছি; এবং যারা
সিংহাসনে বসে আছে আমি বীরের মতই
তাদেরকে নিচে নামিয়েছি। ১৪ আর পাখির বাসার
মত জাতিদের ধন আমার হস্তগত হয়েছে; লোকে
যেমন পরিত্যক্ত ডিম কুড়ায়, তেমনি আমি সমস্ত
দুনিয়াকে সংগ্রহ করেছি; পাখা নাড়তে, বা ঠোঁট
খুলতে, বা চিঁ চিঁ আওয়াজ করতে কেউ ছিল না।’
১৫ কুড়াল কি কুঠুরের বিরুদ্ধে অহংকার করবে?
করাত কি করাত ব্যবহারকারী থেকে নিজেকে
শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে? যারা দণ্ড দেয়, দণ্ড যেন
তাদেরকে চালনা করছে; যে কাঠ নয়, লাঠি যেন
তাকে চালাচ্ছে। ১৬ অতএব প্রভু, বাহিনীগণের
মাবুদ, তার স্থূলকায় লোকদের মধ্যে কৃশতা
প্রেরণ করবেন ও তার প্রতাপের নিচে জলন্ত
শিখার মত আগুন জ্বলবে। ১৭ বাস্তবিক
ইসরাইলের জ্যোতি আগুনের মত হবেন ও যিনি
তার পবিত্রতম, তিনি আগুনের শিখার মত
হবেন; তা এক দিনে ওর কাঁটাঝোপ ও কাঁটা
আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে ছাই করে দিবে। ১৮ আর
তিনি তার বনের ও বাগানের গৌরবকে, প্রাণ ও
শরীরকে, সংহার করবেন; তাতে সে রোগীর মত
ক্ষয় হয়ে যাবে। ১৯ আর তার বনের অবশিষ্ট
গাছ এমন অল্প হবে যে, বালক তা গণনা করে
লিখতে পারবে।

ইসরাইলের অবশিষ্টাংশের মন পরিবর্তন

২০ সেই দিনে ইসরাইলের অবশিষ্টাংশ ও
ইয়াকুব-কুলের রক্ষা পাওয়া লোকেরা নিজেদের
প্রহারকারীর উপরে আর নির্ভর করবে না; কিন্তু
ইসরাইলের পবিত্রতম মাবুদের উপরে
সত্যিকারভাবে নির্ভর করবে। ২১ অবশিষ্টাংশরা
ফিরে আসবে, ইয়াকুবের অবশিষ্টাংশরা
বিক্রমশালী আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসবে।

[১০:১১] ২বাদশা ১৯:১৩। [১০:১২] ইয়ার ৫:২৯। [১০:১৩] দ্বি:বি ৮:১৭। [১০:১৪] ইয়ার ৪৯:১৬; ওব ১:৪; হবক ২:৬-১১। [১০:১৫] রোমীয় ৯:২০-২১। [১০:১৬] শুমারী ১১:৩৩; ইশা ১৭:৪। [১০:১৭] আইউ ৪১:২১; ইশা ১:৩১; ৩১:৯; জাকা ২:৫। [১০:১৮] ২বাদশা ১৯:২৩। [১০:১৯] ইয়ার ৪৪:২৮। [১০:২০] ২বাদশা ১৬:৭। [১০:২১] পয়দা ৪৫:৭; ইশা ৬:১৩; সফ ৩:১৩। [১০:২২] উজা ১:৪; ইশা ১১:১১; ৪৬:৩। [১০:২৩] রোমীয় ৯:২৭-২৮।

আয়াত ও নোট দেখুন), কিন্তু পুরো দেশটি নানা ধরনের মূর্তিতে পরিপূর্ণ ছিল (২:৮)। ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সামেরিয়া পঞ্চম শালমানেসার (২ বাদশাহ্‌ ১৭:৩-৬) এবং দ্বিতীয় সার্গোনের কাছে পরাজিত হয় (২০:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১০:১০, ১৪ আমার হস্তগত হয়েছে ... সংগ্রহ করেছি। দুটো আয়াতে ব্যবহৃত হিব্রু ক্রিয়াপদ একই শব্দ। এই দুটি আয়াতকে দুই ভাবে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে আশেরীয় বাদশাহ্‌র অদম্য লালসা ও লোভকে বোঝানো হয়েছে।

১০:১২ আল্লাহ্‌ যাদেরকে তাঁর বিচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন তারা যে তাঁর বিচার থেকে রেহাই পেয়ে যায় তা নয়। *উদ্ধত গর্ব।* ২:১১, ১৭ আয়াতে এ ধরনের ঔদ্ধত্ব ও গর্বের প্রতি আল্লাহ্‌র বিচারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

১০:১৩-১৪ আমার ... আমি। আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ অত্যন্ত গর্ব ও অহঙ্কারের সাথে নয় বার নিজের কথা উল্লেখ করেছে। এর সাথে তুলনা করুন ১৪:১৩-১৪; ইহি ২৮:২-৫ আয়াত।

১০:১৫ কুড়াল ... করাত ... দণ্ড ... লাঠি। আয়াত ৫; ৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১৬ প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ। ১:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *কৃশতা।* অর্থাৎ ক্ষয়কারী রোগ। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ সনহেরীবের ১,৪৫,০০০ জন সৈন্যকে যখন আল্লাহ্‌র ফেরেশতা হত্যা করেছিলেন তখন সম্ভবত তিনি এ ধরনের কোন দ্রুত বিস্তারকারী মহামারী ব্যবহার করেছিলেন (৩৭:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২ শামু ২৪:১৫-১৬; ১ খান্দান ২১:২২, ২৭ আয়াত দেখুন)।

১০:১৭, ২০ পবিত্রতম। ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১৮-১৯ বন। সম্ভবত এখানে আশেরীয় সৈন্যবাহিনীর কথা বোঝানো হয়েছে। ৩৩-৩৪ আয়াত দেখুন এবং ৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১৯ সম্ভবত ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (নিনেভে নগরীর পতন) থেকে ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে (কর্কমীশ এর যুদ্ধ) এই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা সাধন করেছিল।

১০:২০, ২৭ সেই দিনে। বিজয় ও আনন্দের দিন, “মাবুদের দিন” এর একটি আনন্দময় প্রতিচ্ছবি (২:১১, ১৭, ২০; ৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। ইসরাইল জাতিকে পুনরুদ্ধার করা হবে এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে। অধ্যায় ১১ এই “দিনকে” মসীহী যুগের সাথে তুলনা করেছে (১১:১০-১১ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ১২:১, ৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:২০-২২ অবশিষ্টাংশরা। ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন। “অবশিষ্টাংশরা ফিরে আসবে” (আয়াত ২১) ছিল নবী ইশাইয়ার প্রথম সন্তানের নাম (৭:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয়দের আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া ঈমানদারদের অবশিষ্টাংশদেরকে হিষ্কিয় নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসেন (৩৭:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। পরবর্তী সময়ে ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে আরও কিছু অবশিষ্ট লোক ফিরে আসে।

১০:২০ নিজেদের প্রহারকারী। আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:২১ বিক্রমশালী আল্লাহ্‌। ৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২২ সমুদ্রের বালির মত। পয়দা ১৩:১৬; ২২:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *ধ্বংস নির্ধারিত।* ইসরাইল জাতির গুনাহ্‌র কারণে আল্লাহ্‌ পরজাতীয় দুশমনদের দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দান করেছেন।

১০:২৩-২৪ প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ। ১:২৪ আয়াত ও নোট

BACIB International Bible CHURCH

২২ বস্তুতঃ, হে ইসরাইল, তোমার লোকেরা
সমুদ্রের বালির মত হলেও তাদের অব-
শিষ্টাংশরাই ফিরে আসবে; ধ্বংস নির্ধারিত, তা
ধার্মিকতার বন্যাস্বরূপ হবে। ২৩ কেননা প্রভু,
বাহিনীগণের মাবুদ, সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে উচ্ছেদ,
নির্ধারিত উচ্ছেদ, সাধন করবেন।
২৪ অতএব প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা
বলেন, হে আমার সিয়োন-নিবাসী লোকেরা,
আসেরিয়াকে ভয় পেয়ো না; যদিও সে তোমাকে
দণ্ডাঘাত করে ও তোমার বিরুদ্ধে লাঠি তোলে,
যেমন মিসর করেছিল। ২৫ কারণ আর অতি
অল্পকাল অতীত হলে ক্রোধ সিদ্ধ হবে, আমার
কোপ ওর সংহারে সিদ্ধ হবে।
২৬ আর বাহিনীগণের মাবুদ তার বিরুদ্ধে চাবুক
উত্তোলন করবেন, যেমন ওরেব শৈলে মাদিয়ানের
হত্যাকাণ্ডে করেছিলেন; এবং তাঁর লাঠি সাগরের
উপরে থাকবে, আর তিনি তা উত্তোলন করবেন,
যেমন মিসরে করেছিলেন। ২৭ সেদিন তোমার
কাঁধ থেকে ওর ভার ও তোমার ঘাড় থেকে ওর
জোয়াল সরে যাবে এবং চর্বির বৃদ্ধির দরুন
জোয়াল ভেঙ্গে যাবে।

[১০:২৪] জবুর ৮৭:৫-৬।
[১০:২৫] জবুর ৩০:৫।
[১০:২৬] হিজ ১৪:১৬।
[১০:২৭] জবুর ৬৬:১১।
[১০:২৮] ১শামু ১৪:২।
[১০:২৯] ইউসা ১৮:২৪; নহি ১১:৩১।
[১০:৩০] ১শামু ২৫:৪৪।
[১০:৩২] ১শামু ২১:১।
[১০:৩৩] ইহি ১৭:৪।
[১০:৩৪] ২বাদশা ১৯:২৩।
[১১:১] ২বাদশা ১৯:২৬।
[১১:২] মথি ৩:১৬; ইউ ১:৩২-৩৩; ১৬:১৩।
[১১:৩] ইউ ৭:২৪।

২৮ সে অয়াতে এসেছে, মিগ্রোণ পিছনে
ফেলেছে; মিক্‌মসে নিজের দ্রব্যসামগ্রী রেখেছে;
২৯ তারা গিরিপথ ছেড়ে এসেছে, গেবাতে রাত
যাপন করেছে; রামা কাঁপছে, তালুতের গিবিয়া
পালিয়ে যাচ্ছে। ৩০ অয়ি গল্লীম-কন্যে! তুমি
তোমার স্বরে উচ্চশব্দ কর। লয়িশা, কান দাও।
হায়! দুঃখিনী অনাথোৎ! ৩১ মদ্‌মেনার লোক
পলাতক; গেবীম-নিবাসীরা সকলই নিরাপত্তার
জন্য পালিয়ে গেল। ৩২ সে আজ নোবে বিলম্ব
করছে, সে সিয়োন-কন্যার পর্বতের, জেরুশালেম-
পাহাড়ের, প্রতিকূলে হাত নাড়ছে।
৩৩ দেখ, প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ, ভয়ঙ্করভাবে
ডালগুলো ভেঙ্গে ফেলবেন; তাতে অতি উঁচু
মাথাবিশিষ্ট সমস্ত গাছ ছিন্ন হবে ও অতি উন্নত
গাছগুলো ভূমিসাৎ হবে। ৩৪ তিনি লোহা দ্বারা
বনের ঝাড়গুলো কেটে ফেলবেন এবং লেবানন
মহাপরাক্রমীর দ্বারা নিপাতিত হবে।

শান্তির বাদশাহ্‌ ও তাঁর রাজত্ব

১১ ১ আর ইয়াসিরের গুঁড়ি থেকে একটি
তরুশাখা বের হবেন ও তার মূল থেকে
উৎপন্ন এক শাখা ফল প্রদান করবেন। ২ আর

দেখুন।
১০:২৪ দণ্ডাঘাত ... লাঠি। আয়াত ৫ দেখুন; ৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন।
১০:২৬-২৭ মাদিয়ানের ... ভার ... জোয়াল। ৯:৪ আয়াত দেখুন।
১০:২৬ ওরেব। মাদিয়ানীয়দের একজন নেতা (কাজী ৭:২৫ আয়াত দেখুন)।
সাগরের উপরে থাকবে ... যেমন মিসরে করেছিলেন। যখন হযরত মূসা "লোগিত সমুদ্রের" উপরে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন সমস্ত পানি এক হয়ে গিয়ে ফেরাউনের রথগুলোকে নিমজ্জিত করে ফেলেছিল (হিজ ১৪:২৬-২৮ আয়াত দেখুন)।
১০:২৭ চর্বি। শক্তিশালী পশুর মত ইসরাইল জাতি তার উপর থেকে অধীনতার জোয়াল ভেঙ্গে ফেলতে সমর্থ।
১০:২৮-৩২ দর্শন দেখার মত করে নবী ইশাইয়া বর্ণনা দিচ্ছেন কীভাবে আশেরীয় সৈন্য বাহিনী জেরুশালেম নগরী থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থান নিয়েছে। এর সাথে তুলনা করুন মিকাহ্‌ ১:৮-১৬ আয়াত ও নোট।
১০:২৮ মিক্‌মস। জেরুশালেম নগরী থেকে প্রায় সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি গ্রাম।
১০:২৯ রামা। নবী শামুয়েলের জন্মস্থান। জেরুশালেম থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় পাঁচ মাইল (১ শামু ৭:১৭; এর সাথে ১ শামু ১:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *তালুতের গিবিয়া।* জেরুশালেম নগরী থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় তিন মাইল। এটি ছিল ইসরাইলের প্রথম বাদশাহ্‌র রাজধানী (১ শামু ১০:২৬ আয়াত দেখুন)।
১০:৩০ গল্লীম-কন্যে! বাদশাহ্‌ তালুতের অধীনস্থ একটি বিন্‌ইয়ামিনীয় নগরী (১ শামু ২৫:৪৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে আরও দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট)।
দুঃখিনী অনাথোৎ! নবী ইয়ারমিয়ার বাড়ি (ইয়ার ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। হিব্রু ভাষায় "অনাথোৎ" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় দরিদ্র বোঝানো হয়ে থাকে।
১০:৩২ নোবে। সম্ভবত এটি জেরুশালেম নগরীর প্রান্ত ঘেঁষে অবস্থিত স্কোপাস পর্বত (১ শামু ২১:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সিয়োন-কন্যা।* জেরুশালেমকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াত দেখুন)।
১০:৩৩ প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ। ১:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *উঁচু মাথাবিশিষ্ট সমস্ত গাছ ... অতি উন্নত গাছ।* বাদশাহ্‌ সনহেরীব ও তাঁর বাহিনীর পতন ঘটবে (আয়াত ১৬-১৯ দেখুন ও নোট দেখুন)।
১০:৩৪ লেবানন। এখানে লেবাননের বিখ্যাত এরস বনের কথা বোঝানো হয়েছে (২:১৩; ৯:১০; ১৪:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।
১১:১ তরুশাখা ... মূল থেকে উৎপন্ন এক শাখা। আশেরীয়রা এহুদা ব্যতিরেকে আর সমস্ত অঞ্চল ধ্বংস করে ফেলেছিল, কিন্তু ব্যাবিলনীয়দের বন্দীদশার কারণে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এহুদা রাজ্যের পতন ঘটে। বাদশাহ্‌ দাউদের রাজবংশ থেকে মসীহ্‌ এক তরুশাখা হিসেবে উৎপন্ন হবেন। ৬:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *ইয়াসি।* বাদশাহ্‌ দাউদের পিতা (১ শামু ১৬:১০-১৩ আয়াত দেখুন)। *শাখা।* ৪:২ আয়াত; মথি ২:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।
১১:২ রূহ্‌ ... তাঁতে অবস্থিতি করবেন। বাদশাহ্‌ দাউদের মত মসীহ্‌ও (১ শামু ১৬:১৩) পাক রূহের ক্ষমতায় অভিষিক্ত হবেন (৬১:১ আয়াত ও নোট দেখুন)।
জ্ঞান ও বিবেচনার ... মন্ত্রণা ও পরাক্রমের। পাক-রূহ্‌ তাঁর উপরে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তিনি যেমন প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অধিকারী হবেন তেমনি সেই জ্ঞান অনুসারে কার্য সাধনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বও তাঁর থাকবে (৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *মাবুদের ভয়।* মেসাল ১:৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *তিনি মাবুদ-ভয়ে আমোদিত হবেন।* ইউহোন্না ৮:২৯ আয়াত দেখুন।

ইশাইয়া কিতাবে ‘রূহ্’ এর ব্যবহার

রেফারেন্স	প্রধান শিক্ষা
১১:২	মাবুদের রূহ্ প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, জ্ঞান দান করেন এবং আমাদের মনে মাবুদের প্রতি ভয় জাগান।
৩২:১৫	মাবুদের রূহ্ প্রাচুর্যতা আনেন।
৩৪:১৬	মাবুদের রূহ্ আল্লাহ্‌র কালাম সম্পন্ন করেন।
৪০:১৩	মাবুদের রূহ্ হলেন গুরু ও পরামর্শদাতা।
৪২:১	মসীহ্, আল্লাহ্‌র গোলামকে রূহ্ দেওয়া হবে।
৪৪:৩-৫	রূহের মধ্য দিয়ে, আল্লাহ্‌র সত্যিকারের সন্তানেরা সাফল্য লাভ করবে।
৪৮:১৬	মাবুদের রূহ্ ইশাইয়াকে ভবিষ্যদ্বাণী বলার জন্য পাঠিয়েছিলেন।
৬১:১	আল্লাহ্‌র গোলামেরা (নবী ইশাইয়া এবং পরে ঈসা মসীহ্) সুখবর প্রচার করার জন্য রূহের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন।
৬৩:১০-১১	মাবুদের রূহ্ আল্লাহ্‌র লোকদের কারণে দুঃখ পান।
৬৩:১৪	মাবুদের রূহ্ বিশ্রাম দেন।

আজকের সময়ের মৈত্রীসমূহ

সরকার	আমরা যেসকল নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে চাই তা রক্ষা করতে আমরা সরকারের আইনের উপর নির্ভর করি, কিন্তু আইন মানুষের অন্তর পরিবর্তন করতে পারে না।
বিজ্ঞান	আমরা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সুবিধাগুলো ভোগ করি। আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস দেখার আগেই বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাষ এবং বিশ্লেষণগুলো দেখি।
শিক্ষা	ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা কি তা না বিবেচনা করেই আমরা এমনভাবে আচরণ করি যে, শিক্ষাব্যবস্থা এবং ডিগ্রিসমূহ আমাদের ভবিষ্যত এবং সাফল্যকে গ্যারান্টি দিতে পারে।
চিকিৎসা সেবা	জীবনকে দীর্ঘ করতে এবং এর মান বজায় রাখতে আমরা ঔষধকে উপায় হিসেবে বিবেচনা করি– যা ঈমান এবং নৈতিক জীবনযাপন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	আমরা আমাদের ঈমান রাখি অর্থনৈতিক “নিরাপত্তার” উপর– সেইজন্য আমাদের জন্য যত পারি তত অর্থ উপার্জন করছি– কিন্তু ভুলে যাচ্ছি যে, আমাদের অর্থের ক্ষেত্রে জ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি, আমাদের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্‌র উপর অবশ্যই আস্থা রাখা উচিত।
নবী ইশাইয়া এহুদার লোকদেরকে সাবধান করেছিলেন যাতে তারা মিসরের সাথে বন্ধুত না করে (২০:৫; ৩০:১; ২; ৩১:১)। তিনি জানতেন যে, কোন রাষ্ট্র অথবা সামরিক শক্তির উপর আস্থা রাখা ছিল বৃথা। এহুদার একমাত্র আস্থা রাখা উচিত ছিল আল্লাহ্‌র উপর। যদিও আমরা সম্পূর্ণ একই ভাবে রাজনৈতিক মৈত্রীগুলোর উপর আমাদের উদ্ধারের জন্য আস্থা রাখি না, কিন্তু আমরা প্রায়ই অন্যান্য জায়গায় আমাদের আশা স্থাপন করি।	

মাবুদের রূহ্‌– জ্ঞান ও বিবেচনার রূহ্‌, মন্ত্রণা ও
পরাক্রমের রূহ্‌, জ্ঞান ও মাবুদ-ভয়ের রূহ্‌–
তাঁতে অবস্থিতি করবেন; আর তিনি মাবুদ-ভয়ে
আমোদিত হবেন।
৩ তিনি চোখের দৃষ্টি অনুসারে বিচার করবেন
না, কানে যা শুনবেন সেই অনুসারে নিষ্পত্তি
করবেন না; ৪ কিন্তু ধর্মশীলতায় দীনহীনদের
বিচার করবেন, সরলতায় দুনিয়ার নম্রদের জন্য
নিষ্পত্তি করবেন; তিনি তাঁর মুখস্থিত দণ্ড দ্বারা
দুনিয়াকে আঘাত করবেন, নিজ ওষ্ঠাধরের নিশ্বাস
দ্বারা অবাধ্যকে হত্যা করবেন। ৫ আর ধর্মশীলতা
তাঁর কোমরবন্ধনী ও বিশ্বস্ততা তাঁর কোমরে
জড়াবার পটি হবে। ৬ আর নেকড়ে বাঘ ভেড়ার
বাচ্চার সঙ্গে একত্র বাস করবে; চিতাবাঘ
ছাগলের বাচ্চার সঙ্গে শয়ন করবে; বাছুর,
যুবসিংহ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু একত্র থাকবে; এবং ক্ষুদ্র
বালক তাদেরকে চালাবে। ৭ গাভী ও ভল্লুকী
চরবে, তাদের বাচ্চাগুলো একত্র শয়ন করবে
এবং সিংহ বলদের মত বিচালি খাবে। ৮ আর
স্তন্যপায়ী শিশু কেউটে সাপের গর্তের উপরে
খেলা করবে, যে শিশু স্তন্যপান ত্যাগ করেছে সে
কালসাপের গর্তের উপরে হাত রাখবে। ৯ সেসব

[১১:৪] ইশা ৯:৭; প্রকা ১৯:১১।
[১১:৫] ইফি ৬:১৪।
[১১:৬] ইশা ৬৫:২৫।
[১১:৭] আইউ ৪০:১৫।
[১১:৮] ইশা ৬৫:২০।
[১১:৯] শুমারী ২৫:১২; ইশা ২:৪; ৯:৭।
[১১:১০] রোমীয় ১৫:১২।
[১১:১১] পয়দা ১০:৬; প্রেরিত ৮:২৭।
[১১:১২] ইহি ২৮:২৫; সফ ৩:১০।
[১১:১৩] ২খান্দান ২৮:৬; ইয়ার ৩:১৮; ইহি ৩৭:১৬-১৭, ২২; হোশেয় ১:১১।
[১১:১৪] কাজী ৬:৩।
[১১:১৫] পয়দা ৪১:৬।

আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানে হিংসা কিংবা
বিনাশ করবে না; কারণ সমুদ্র যেমন পানিতে
আচ্ছন্ন, তেমনি দুনিয়া মাবুদ-বিষয়ক জ্ঞানে
পরিপূর্ণ হবে।

ইসরাইল ও এহুদার অবশিষ্টাংশের প্রত্যাবর্তন

১০ আর সেদিন এই সমস্ত ঘটবে, ইয়াসিরের
মূল, যিনি লোকবৃন্দের পতাকারূপে দাঁড়ান, তাঁর
কাছে জাতিরা খোঁজ করবে; আর তাঁর
বিশ্রামস্থান মহিমান্বিত হবে। ১১ আর সেদিন
যখন আসবে তখন প্রভু তাঁর নিজস্ব লোকদের
অবশিষ্টাংশকে মুক্ত করে আনবার জন্য দ্বিতীয়
বার হস্তক্ষেপ করবেন, অর্থাৎ আসেরিয়া, মিসর,
পথ্রোষ, ইথিওপিয়া, ইলাম, শিনিয়র, হমাৎ ও
সমুদ্রের উপকূলগুলো থেকে অবশিষ্ট
লোকদেরকে আনবেন।
১২ আর তিনি জাতিদের জন্য নিশান তুলবেন,
ইসরাইলের বিতাড়িত লোকদের একত্র করবেন
ও দুনিয়ার চার কোণ থেকে এহুদার ছিন্নভিন্ন
লোকদেরকে সংগ্রহ করবেন। ১৩ আর
আফরাহীমের ঈর্ষা দূর হবে ও যারা এহুদাকে
কষ্ট দেয়, তারা উচ্ছিন্ন হবে; আফরাহীম এহুদার
উপর ঈর্ষা করবে না ও এহুদা আফরাহীমকে কষ্ট

১১:৪ ধর্মশীলতায় ... বিচার। নবী ইশাইয়ার সময়কার শাসকদের মধ্যে এই গুণাবলীর অভাব পরিলক্ষিত হত (১:১৭; ৫:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৯:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।
তাঁর মুখস্থিত দণ্ড। ১০:৫, ২৪ আয়াতে আশেরিয়াকে আল্লাহ্‌র দণ্ড বলা হয়েছে, কিন্তু মসীহ্‌ জাতিগণকে তাঁর লৌহ দণ্ড দ্বারা শাসন করবেন (জবুর ২:৯; প্রকা ২:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৯:১৫)।
১১:৫ কোমরে জড়াবার পটি। যখন একজন মানুষ সাহসী কোন কাজ করতে যায় তখন সে তার দেহের পোশাক আঁটসাট করে বাঁধে এবং কোমরে কোমরবন্ধনী বা পটি জড়ায় (৫:২৭ আয়াত দেখুন)।
১১:৬-৯ আগে যে সমস্ত প্রাণীকে হিংস্র প্রাণী হিসেবে ধরা হত তাদের সাথে মানব শিশুরা নির্ভয়ে খেলা করবে – এটি ছিল মসীহী যুগের শান্তি ও সুরক্ষা প্রকাশ করে এমন একটি প্রতিচিত্র। এ ধরনের পরিস্থিতি বস্তুত মসীহের দ্বিতীয় আগমনের পরে বেহেশতে শান্তিপূর্ণ অনন্ত জীবন যাপনের কথা নির্দেশ করে। ২:২-৪; ৩৫:৯; ৬৫:২০-২৫ আয়াত ও নোট দেখুন; উযা ৩৪:২৫-২৯ আয়াত দেখুন।
১১:৯ আমার পবিত্র পর্বত। ২:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *মাবুদ-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।* ২:৩ আয়াত দেখুন, যেখানে জেরুশালেম নগরীতে মাবুদের কালাম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে (হাবা ২:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।
১১:১০ সেদিন। ১০:২০, ২৭ আয়াতের নোট দেখুন।
ইয়াসিরের মূল। আয়াত ১ এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি মসীহী উপাধি (এর সাথে ৫৩:২; রোমীয় ১৫:১২; প্রকা ৫:৫; ২২:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পতাকা।* ৫:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন।
১১:১১ দ্বিতীয়বার। প্রথমবার ছিল মিসর থেকে হিজরত করার সময় (আয়াত ১৬ দেখুন)। দ্বিতীয়টি সম্ভবত আশেরিয়া ও ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার কথা বোঝায়, যদিও অনেক ব্যাখ্যাকারী মনে করেন এখানে ৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেম নগরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর নগরের অধিবাসীদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার কথা বোঝানো হয়েছে, যা মসীহের দ্বিতীয় আগমনের সময় সকলে এক সাথে মিলিত হবে। অবশিষ্টাংশ ১:৯; ১০:২০-২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *মিসর।* নীল নদের উপকূলবর্তী সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল। *পথ্রোষ।* দক্ষিণ মিসর, যা মূল নীল নদ থেকে উৎপন্ন আরেকটি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। *ইলাম।* টাইগ্রিস নদী বিধৌত অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব দিকের একটি অঞ্চল (২১:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ইয়ার ৪৯:৩৪-৩৯; দানি ৮:২ আয়াত দেখুন)। *হমাৎ।* ১০:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *সমুদ্রের উপকূল।* ভূমধ্য সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে (৪১:১, ৫; ৪২:৪; পয়দা ১০:৫ আয়াত দেখুন)।
১১:১২ বিতাড়িত লোকদের একত্র করবেন। ২৭:১৩; ৪৯:২২; ৫৬:৮; ৬২:১০; ৬৬:২০ আয়াত দেখুন। *চার কোণ।* আক্ষরিক অর্থে "চার দিক"। "দুনিয়ার চার কোণ" বলতে "দুনিয়ার প্রান্ত" বোঝানো হয়েছে (২৪:১৬; আইউব ৩৭:৩ আয়াত দেখুন)।
১১:১৩ আফরাহীমের ঈর্ষা। ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন। বন্দীদশার আগে আফরাহীম ও এহুদা গোষ্ঠী প্রায়শই নিজেদের মধ্যে লড়াই করত (৯:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)।
১১:১৪ পূর্বদেশের লোকদের। সম্ভবত মাদিয়ানীয়, যা ইসরাইল জাতিকে এবং সেই সাথে আরও কিছু জাতিকে লুট করেছিল (৯:৪ আয়াত দেখুন)।
ইদোম ... মোয়াব ... অম্মোনীয়। হিজরত শেষ হওয়ার পর ইসরাইল জাতি এই জাতিগুলোকে আর আক্রমণ করে নি (কাজী ১১:১৪-১৮ আয়াত দেখুন)। ১৪:২; ৪৯:২৩; ৬০:১২ আয়াতে ইসরাইলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে (এর সাথে দেখুন ২৫:১০; ৩৪:৫ আয়াত)।
১১:১৫ মিসরীয় সমুদ্রের ... বিনষ্ট করবেন। এখানে অনেকটা লোহিত সাগর শুকিয়ে ফেলার অলৌকিক কাজটির সাথে তুলনা

দেবে না। ১৪ আর তারা পশ্চিম দিকে
ফিলিস্তিনীদের কাঁধে ছোঁ মারবে, উভয়ে একত্র
হয়ে পূর্বদেশের লোকদের দ্রব্য লুট করবে; তারা
ইদোম ও মোয়াবের উপরে হস্তক্ষেপ করবে এবং
অম্মোনীয়রা তাদের বাধ্য হবে। ১৫ আর মাবুদ
মিসরীয় সমুদ্রের খাড়ী নিঃশেষে বিনষ্ট করবেন,
ফোরাত নদীর উপরে নিজের উত্তপ্ত বায়ু সহকারে
হাত দোলাবেন, তাকে প্রহার করে সাতটি প্রণালী
করবেন যাতে লোকেরা জুতা পায়ে দিয়ে পার
হতে পারে। ১৬ আর মিসর দেশ থেকে
ইসরাইলের বের হয়ে আসার সময়ে যেমন তার
জন্য পথ হয়েছিল, তেমনি তাঁর লোকদের
অবশিষ্টাংশের, আসেরিয়া থেকে অবশিষ্ট
লোকদের জন্য একটি রাজপথ হবে।

প্রশংসা-কাওয়ালী

১২ ১ আর সেদিন তুমি বলবে,
হে মাবুদ, আমি তোমার প্রশংসা-গজল
করবো;
কেননা তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলে,
কিন্তু তোমার ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে,
আর তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ।
২ দেখ, আল্লাহ্ আমার উদ্ধার;
আমি সাহস করবো, ভয় পাব না;
কেননা মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্ আমার বল ও গান;
তিনি আমার উদ্ধার হয়েছেন।
৩ এজন্য তোমরা আনন্দ সহকারে
উদ্ধারের সকল ফোয়ারা থেকে পানি তুলবে।
৪ আর সেদিন তোমরা বলবে,
মাবুদের প্রশংসা-গজল কর, তাঁর নামে ডাক,
জাতিদের মধ্যে তাঁর সমস্ত কাজের কথা
জানাও,
তাঁর নাম উন্নত, এই বলে ঘোষণা কর।
৫ মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী কর;
কেননা তিনি মহিমার কাজ করেছেন;
সমস্ত দুনিয়াতে এই কথা জানানো হোক।
৬ অয়ি সিয়োন-নিবাসীনী! উচ্চধ্বনি কর,
আনন্দগান কর;
কেননা যিনি ইসরাইলের পবিত্রতম,
তিনি তোমার মধ্যে মহান।

ব্যাবিলন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

১৩ ১ ব্যাবিলন বিষয়ক দৈববাণী;
আমোজের পুত্র ইশাইয়া এই দর্শন

[১১:১৬] পয়দা ৪৫:৭।
[১২:১] জবুর ৭১:২১।
[১২:২] আইউ ১৩:১৫; জবুর ২৬:১; ১১২:৭; দানি ৬:২৩।
[১২:৩] হিজ ১৫:২৫।
[১২:৪] ইশা ৫৪:৫; ৬০:৩; ইয়ার ১০:৭; সফ ২:১১; মালা ১:১১।
[১২:৫] হিজ ১৫:১।
[১২:৬] পয়দা ২১:৬; জবুর ৯৮:৪; ইয়ার ২০:১৩; ৩১:৭; জাকা ২:১০।
[১৩:১] নহূম ১:১; হবক ১:১; জাকা ৯:১; ১২:১; মালা ১:১।
[১৩:২] ইয়ার ৫১:৫৮।
[১৩:৩] ইশা ২১:২; ইয়ার ৫১:১১।

করা হয়েছে (হিজ ১৪:২১-২২ আয়াত দেখুন)। *সমুদ্রের খাড়ী।* আক্ষরিক অর্থে "সমুদ্রের জিহ্বা" (ইউসা ১৫:২, ৫ আয়াতে বলা হয়েছে "সমুদ্রের বাঁক")।

ফোরাত। প্রকা ১৬:১২ আয়াতে ফোরাত নদী শুকিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে সম্ভবত "পূর্বদেশীয় বাদশাহ্‌র আগমনে" প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন বাধা তুলে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

১১:১৬ রাজপথ। বাধা তুলে ফেলা এবং জেরুশালেমগামী একটি রাজপথ নির্মাণের কথা ৫৭:১৬; ৬২:১০ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ৩৫:৮-১০ আয়াত এবং ৩৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন; ৪০:৩-৪ আয়াত দেখুন এবং ৪০:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:১-৬ উদ্ধার লাভের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা সূচক দুটি গজল (আয়াত ১-৩, ৪-৬) যা ৭-১১ অধ্যায়ের পূর্ণতা সাধন করেছে (৭:১–১২:৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৬:১ আয়াতেরও নোট দেখুন।

১২:১, ৪ সেদিন। এখানে "আমি" বলতে সম্ভবত জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ কর্তৃক সাধিত উদ্ধারের জন্য তাঁর প্রশংসা করছে। *তোমার ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে।* ৯:১২, ১৭, ২১ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্ ইসরাইলকে শাস্তি দেওয়ার পর এখন আশেরিয়া ও ব্যাবিলনকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিচ্ছেন।

১২:২ মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্। হিজ ৩:১৫; ৩৪:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন। দ্বি.বি. ২৮:৫৮ আয়াত দেখুন। *মাবুদ ... আমার উদ্ধার।* এই পঙক্তিগুলো হিজরত ১৫:২ আয়াতে প্রতিফলিত করে, যে আয়াতে লোহিত সাগরে মিসরীয়দের পরাজয়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সাথে জবুর ১১৮:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১২:৩ ফোয়ারা। সম্ভবত এখানে হিজরতের সময় আল্লাহ্ কর্তৃক ইসরাইল জাতির জন্য সরবরাহকৃত অফুরন্ত পানির উৎসের কথা বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন হিজ ১৫:২৫, ২৭)। কিন্তু এখানে আল্লাহ্‌র ভবিষ্যতের উদ্ধার কাজই হচ্ছে ইসরাইলের জন্য জীবনদায়ী পানি (জবুর ৩৬:৯; ইয়ার ২:১৩; ইউহোন্না ৪:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১২:৬ উচ্চধ্বনি কর, আনন্দগান কর। ৫৪:১ আয়াতে এই দুটি উক্তি আবারও দেখা যায়, যখন সিয়োন তার লোকদের উদ্ধার পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করেছে। *ইসরাইলের পবিত্রতম।* ১:৪; ৬:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১ ব্যাবিলন। ২১:১-৯; ৪৬:১-২; ৪৭:১-১৫; ইয়ার ৫০-৫১ অধ্যায় ও নোট দেখুন। এর সম্পর্কেই প্রথমে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, কারণ সে সময় আশেরীয় বাহিনী ইসরাইলীয়দের জন্য প্রচণ্ড হুমকি স্বরূপ ছিল এবং পরবর্তীতে ব্যাবিলনের কারণে ৬০৫ ও ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এহুদা ও জেরুশালেমের পতন ঘটেছিল। পারস্যের সম্রাট সাইরাস ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন দখল করে নেন (৪৫:১; ৪৭:১ আয়াত দেখুন)। এক সময় তা বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তিতে পরিণত হয় যা আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিরোধিতা করতে থাকে (এর সাথে তুলনা করুন ১ পিতর ৫:১৩ আয়াত) এবং প্রকা ১৪:৮; ১৬:১৯; ১৭-১৮ অধ্যায়ে এই ধ্বংসের চূড়ান্ত ঘোষণা দান করা হয়েছে। তবে এখানে ব্যাবিলন আশেরীয় সাম্রাজ্যের একটি অংশ (১৪:২৪-২৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১৩:১–১৪:২৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

দৈববাণী। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "তুলে ধরা ও বহন করা" এবং খুব সম্ভব এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় কারও কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরা কিংবা কারও বোঝা বহন করা। এ ধরনের দৈববাণী তথা ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় ধ্বংসের কথা ঘোষণা করে থাকে।

১৩:২ নিশান তোল। ৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

পান। ২ তোমরা গাছপালাহীন পর্বতের উপরে
নিশান তোল, লোকদের জন্য উচ্চধ্বনি কর, হাত
দোলাও; তারা প্রধানবর্গের তোরণদ্বারে প্রবেশ
করুক। ৩ আমি নিজের পবিত্র লোকদের হুকুম
করেছি, আমি আমার গজব কার্যকর করার জন্য
আমার বীরদেরকে আহ্বান করেছি– যারা আমার
বিজয়ে উল্লাস করে।

৪ পর্বতমালায় লোক-সমারোহের শব্দ,
যেন মহাজনতার আওয়াজ!
একত্রীকৃত জাতিদের রাজ্যগুলোর
কোলাহলের আওয়াজ!
বাহিনীগণের মাবুদ যুদ্ধের জন্য বাহিনী
রচনা করছেন।
৫ তারা আসছে দূরদেশ থেকে,
আসমানের প্রান্ত থেকে;
মাবুদ ও তাঁর ক্রোধের সমস্ত অস্ত্র
সমস্ত দেশ উচ্ছিন্ন করতে আসছেন।
৬ হাহাকার কর, কেননা মাবুদের দিন
নিকটবর্তী;
সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে বিনাশের মত তা
আসছে।

৭ এই কারণে সকলের হাত দুর্বল হবে,
৮ মানুষের হৃদয়ে গলে যাবে; লোকেরা ভীষণ
ভয় পাবে, নানা যন্ত্রণা ও ব্যথাগ্রস্ত হবে, তারা
প্রসবকারিণীর মত ব্যথা ভোগ করবে; এক জন
অন্যের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, তাদের মুখ
হবে আগুনের শিখার মুখ।
৯ দেখ, মাবুদের দিন আসছে; দুনিয়াকে ধ্বংস-
স্থান করার, সেখানকার গুনাহ্‌গারদের তার মধ্য
থেকে উচ্ছিন্ন করার জন্য, সেদিন হবে নিষ্ঠুর
এবং ক্রোধ ও জলন্ত গজবের দিন। ১০ বস্তুত
আসমানের তারাগুলো ও নক্ষত্রগুলো আলো
দেবে না; সূর্য উদয়-সময়ে নিস্তেজ হবে ও চন্দ্র
তার জ্যোৎস্না প্রকাশ করবে না।
১১ আর আমি দুনিয়ার লোকদের নাফরমানীর
জন্য ও তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেব;
আমি অহঙ্কারীদের অহংকার শেষ করবো,
দুর্দান্তদের গর্ব খর্ব করবো। ১২ আমি উত্তম সোনা
থেকেও মানুষকে, ওফীরের সোনা থেকেও
মানুষকে দুষ্প্রাপ্য করবো। ১৩ এজন্য আমি
আসমানকে কম্পান্বিত করবো এবং বাহিনীগণের
মাবুদের ক্রোধে ও তাঁর জলন্ত গজবের দিনে

[১৩:৪] যেয়েল ৩:১৪।
[১৩:৫] ইউসা ৬:১৭।
[১৩:৬] ইহি ৩০:২; ইয়াকুব ৫:১।
[১৩:৭] ২বাদশা ১৯:২৬।
[১৩:৭] ইউসা ২:১১; ইহি ২১:৭।
[১৩:৮] জবুর ৩১:১৩; ৪৮:৫; ইশা ২১:৪।
[১৩:৯] ইয়ার ৬:২৩।
[১৩:১০] মথি ২৪:২৯; মার্ক ১৩:২৪।
[১৩:১১] জবুর ১২৫:৩।
[১৩:১২] পয়দা ১০:২৯।
[১৩:১৩] জবুর ১০২:২৬।
[১৩:১৪] মেসাল ৬:৫।
[১৩:১৫] ইয়ার

১৩:৩ আমার বীরদেরকে আহ্বান করেছি। এখানে বীর বলতে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষে লড়াই করার জন্য ও জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এমন বিশ্বস্ত লোকদের, যারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করবে। এখানে মহান বাদশাহ্‌ সাইরাসের অধীনস্থ পারসিকদের কথাও বোঝানো হতে পারে (আয়াত ১ ও নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন ১০:৫ আয়াত, যেখানে মাবুদ আল্লাহ্‌ আশেরিয়াকে “আমার ক্রোধের দণ্ড” বলে আখ্যা দিয়েছেন; আরও দেখুন ৪৫:১ আয়াত ও নোট।

গজব। আল্লাহ্‌ আর ইসরাইলের প্রতি নিজ ক্রোধ বর্ষণ করবেন না (৫:২৫; ৯:১২, ১৭, ২১; ১০:৪ আয়াত দেখুন) কিন্তু ইসরাইলের দুশমনদের প্রতি বর্ষণ করবেন (আয়াত ৫, ৯, ১৩ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৩০:২৭ আয়াত)। আল্লাহ্‌ অবশ্যই আমাদের গুনাহ্‌র জন্য শাস্তি দেবেন, বিশেষ করে ঔদ্ধত্য ও গর্বের জন্য (১১ আয়াত দেখুন)।

১৩:৪ বাহিনীগণের মাবুদ যুদ্ধের জন্য বাহিনী রচনা করছেন। ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। হিব্রু ভাষায় বাহিনীগণ শব্দটি হচ্ছে “সর্বশক্তিমান” শব্দটির বহুবচন রূপ। আল্লাহ্‌ হলেন ইসরাইলের সৈন্যবাহিনীর প্রধান (১ শামু ১৭:৪৫), যে বাহিনীর সাথে ফেরেশতাদের শক্তি রয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯; লূক ২:১৩ আয়াত দেখুন) এবং এখানে বলা হচ্ছে এই সৈন্য বাহিনীই ব্যাবিলন ধ্বংস করে দেবে।

১৩:৫ মাবুদ ও তাঁর ক্রোধের সমস্ত অস্ত্র। নবী ইশাইয়ার সময়ে আশেরিয়া ছিল আল্লাহ্‌র শাস্তি দানের প্রধান অস্ত্র এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাবিলন আল্লাহ্‌র অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে (১০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৩:৬, ৯ মাবুদের দিন। ২:১১, ১৭, ২০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৬ বিনাশের মত। হিব্রু শব্দ সোদ, যা সর্বশক্তিমান শব্দটির একটি ভিন্ন রূপ (হিব্রু শাদ্দাই) – যা যোয়েল ১:১৫ আয়াতেও পাওয়া যায়। ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন। শাদ্দাই শব্দটি সম্পর্কে আরও জানার জন্য দেখুন পয়তা ১৭:১।

১৩:৭ সকলের হাত দুর্বল হবে। অর্থাৎ সাহস হারিয়ে যাবে। ইয়ার ৬:২৪ আয়াত দেখুন।

১৩:৮ ভয়। মাবুদ যখন তাঁর লোকদের জন্য যুদ্ধ করেন তখন তিনি সাধারণত শুরুতেই তাঁর দুশমনদের উপরে ভীতি সঞ্চার করেন (হিজ ১৫:১৪-১৬; কাজী ৭:২২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

ব্যথাগ্রস্ত ... প্রসবকারিণীর মত ব্যথা ভোগ করবে। নবীরা অনেক সময় বিচার ও যুদ্ধের যন্ত্রণা ও কষ্টকে সন্তান প্রসবের কষ্ট ও ব্যথার সাথে তুলনা করেছেন যে অনুভূতি প্রত্যেক শিশুর অন্তরেই থাকে (২৬:১৭; ইয়ার ৪:৩১; ৬:২৪ আয়াত দেখুন)।

১৩:১০ তারা ... নক্ষত্র ... সূর্য ... চাঁদ। মাবুদের দিনের সাথে যে মহাজাগতিক অন্ধকারাচ্ছন্নতার সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে আরও দেখুন যোয়েল ২:১০, ৩১; প্রকা ৬:১২-১৩ আয়াত। এর সাথে তুলনা করুন কাজী ৫:২০ আয়াত।

১৩:১১ অহঙ্কার ... গর্ব। এর সাথে তুলনা করুন ২:৯, ১১, ১৭; ৫:১৫ আয়াত।

১৩:১২ দুষ্প্রাপ্য করবো। যুদ্ধের কারণে পুরুষদের সংখ্যা সমাজে আশঙ্কাজনকভাবে খুব দ্রুত হ্রাস পাবে (৪:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ওফীর*। বাদশাহ্‌ সোলায়মান এই স্থান থেকে ব্যাপক পরিমাণ স্বর্ণ আমদানি করতেন (১ বাদশাহ্‌ ৯:২৮; ১০:১১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৩:১৩ আসমানকে কম্পান্বিত করবো ... দুনিয়া টলয়মান হয়ে স্থানচ্যুত হবে। অনেক সময় বজ্রবিদ্যুৎ ও ভূমিকম্পকে একত্রিত করে মাবুদ আল্লাহ্‌র শক্তিশালী উপস্থিতির কথা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ১০; ৩৪:৪; হিজ ১৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত এর সাথে শিলা বৃষ্টিও সংযুক্ত ছিল (এর সাথে তুলনা করুন ৩০:৩০; ইউসা ১০:১১ আয়াত)।

১৩:১৪ পালিয়ে যাবে। আশেরীয় সাম্রাজ্যের মুক্ত অঞ্চল।

দুনিয়া টলয়মান হয়ে স্থানচ্যুত হবে। ১৪ তাতে
তাড়ানো হরিণের মত ও রাখালহীন ভেড়ার মত
লোকেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতির প্রতি
ফিরবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের দিকে
পালিয়ে যাবে। ১৫ যে কারো উদ্দেশ পাওয়া যাবে,
সে অস্ত্রবিদ্ধ হবে; ও যে কেউ ধরা পড়বে, সে
তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে। ১৬ আর
তাদের চোখের সামনে তাদের শিশুদেরকে
আছাড় মারা হবে, তাদের বাড়ি লুট করা হবে ও
তাদের স্ত্রীরা বলাৎকৃত হবে।
১৭ দেখ, আমি তাদের বিরুদ্ধে মাদীয়দেরকে
উত্তেজিত করবো; তারা রূপা তুচ্ছ করবে ও
সোনা নিয়েও আনন্দ করবে না। ১৮ তাদের
তীরন্দাজেরা যুবকদেরকে হত্যা করবে এবং তারা
শিশুদের প্রতি করুণা করবে না, বালক
বালিকাদের প্রতি মমতা দেখাবে না। ১৯ আর
ব্যাবিলন– রাজ্যগুলোর সেই রত্ন ও কল্‌দীয়দের
গর্বের সেই লাবণ্য– আল্লাহ্‌কর্তৃক উৎপাটিত
সাদুম ও আমুরার মত হবে। ২০ তার মধ্যে আর
কখনও বসতি হবে না, পুরুষপুরুষানুক্রমে সেই

৫১:৪।
[১৩:১৬] শুমারী ১৬:২৭।
[১৩:১৭] ইয়ার ৫০:৯, ৪১; ৫১:১।
[১৩:১৮] জবুর ৭:১২।
[১৩:১৯] প্রকা ১৪:৮।
[১৩:২০] ইয়ার ৫১:২৯, ৩৭-৪৩, ৬২।
[১৩:২১] প্রকা ১৮:২।
[১৩:২২] দ্বিঃবি ৩২:৩৫।
[১৪:১] ইফি ২:১২-১৯।
[১৪:২] জবুর ৪৯:১৪; ইশা ২৬:১৫; ৪৩:১৪; ৪৯:৭, ২৩; ৫৪:৩।
[১৪:৩] ইশা ১১:১০।

স্থানে কেউ বাস করবে না, আরবীয়েরাও সে
স্থানে তাঁবু ফেলবে না, ভেড়ার রাখালেরাও
সেখানে নিজ নিজ পাল শয়ন করাবে না।
২১ কিন্তু সেই স্থানে বন্যপশুরা শয়ন করবে; আর
তাদের সমস্ত বাড়ি চিৎকারকারী জন্তুতে পরিপূর্ণ
হবে, উটপাখিরা সেখানে বাসা করবে ও
ছাগলেরা নাচবে। ২২ আর তাদের
উচ্চগৃহগুলোতে হায়েনারা আওয়াজ তুলবে,
বিলাস-প্রাসাদে খেঁকশিয়ালরা বাস করবে; হ্যাঁ,
তার কাল শীঘ্র উপস্থিত হবে; তার সমস্ত দিন
দীর্ঘ হবে না।

এহুদার পুনঃস্থাপন

১৪ ১ কারণ মাবুদ ইয়াকুবের প্রতি করুণা
করবেন, ইসরাইলকে পুনর্বার
মনোনীত করবেন এবং তাদের দেশে তাদেরকে
অধিষ্ঠিত করবেন; তাতে বিদেশী লোক তাদের
প্রতি আসক্ত হবে, তারা ইয়াকুবের কুলের সঙ্গে
সংযুক্ত হবে। ২ আর জাতিরা তাদেরকে নিয়ে
তাদের স্থানে পৌঁছে দেবে এবং ইসরাইল-কুল
মাবুদের দেশে তাদেরকে গোলাম-বাঁদীর মত

১৩:১৬ শিশুদেরকে আছাড় ... বাড়ি লুট করা হবে। হানাদার বাহিনী অনেক সময় শিশুদেরকে হত্যা করতো; এভাবে তারা ভবিষ্যতে সেই আক্রান্ত জাতি থেকে কোন বীরের আগমনের সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিত, যা সেই গ্রাম বা নগরীকে এমন এক দুর্দশা ও শোকের মাঝে ভাসিয়ে দিত যেন তারা আর নিজেদেরকে সবল ও পুনর্গঠিত করে তুলতে না পারে (জবুর ১৩৭:৮-৯; হোসিয়া ১০:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন; নাহূম ৩:১০ আয়াত দেখুন)।

স্ত্রীরা বলাৎকৃত হবে। যুদ্ধে শিশুদের পাশাপাশি নারীরাও চরমভাবে নিগৃহীত হত। যুদ্ধে তাদের স্বামীরা মারা যাওয়ায় অনেক সময় তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে নামতে হত (আমোস ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:১৭ মাদীয়দেরকে। এই জাতি যে স্থানে বসবাস করতো তা হচ্ছে আজকের আধুনিক উত্তর-পশ্চিম ইরান। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে আশেরীয় ও মাদিয়ানের মধ্যে বেশ সংঘাত ছিল। তবে অনেকে মনে করেন এই আয়াতটি তখনই পূর্ণতা পেয়েছে যখন ৬১২-৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাদিয়ান আশেরিয়াকে পরাজিত করার জন্য ব্যাবিলনীয়দের সাথে হাত মিলিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাদিয়ানীয়রা ব্যাবিলনকেই পরাজিত করার জন্য সাইরাসের সাথে হাত মিলিয়েছিল। ১৯-২০ আয়াত; উযা ৬:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ইয়ার ৫১:১১, ২৮; দানি ৫:৩১; ৬:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:১৯ অহঙ্কার ও গর্ব। স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত বিলাসবহুল মন্দির ও প্রাসাদে সজ্জিত ব্যাবিলন ছিল অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত এক নগরী (দানি ৪:২৯-৩০ আয়াত দেখুন এবং ৪:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)। বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার কর্তৃক নির্মিত ঝুলন্ত উদ্যান ছিল প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে একটি। ৪:২ আয়াতে "গৌরব" ও "অহঙ্কার" শব্দ দুটি সাধারণত "মাবুদের শাখা" বোঝাতে ব্যবহার করা হত।

ব্যাবিলন রাজ্য। ৬১২-৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নয়া ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়েছিল দক্ষিণ ব্যাবিলনের কলদীয় গোষ্ঠীর লোকেরা। নবোপলেষার ৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোকে এক করে তোলেন এবং তাঁর পুত্র বখতে-নাসার তাদের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শাসক হয়ে ওঠেন (৬০৫-৫৬২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। *সাদুম ও আমুরা।* এর আগে নবী ইশাইয়া এহুদাকে এই নগরী দুটোর সাথে তুলনা করেছিলেন (১:৯-১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৩:২০-২২ ৩৪:১০-১৫ আয়াতে ইদোমকে ধ্বস করার জন্য প্রায় এ ধরনের একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর সাথে তুলনা করুন প্রকা ১৮:২ আয়াত।

১৩:২০ আর কখনও বসতি হবে না। ৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্যের বাদশাহ্‌ প্রথম জারেক্সেসের হাতে ব্যাবিলন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর পর ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর সময়ে এই নগরী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নগরীটি মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয় এবং তার ধ্বংসস্তূপ আজও একই ভাবে রয়েছে।

১৩:২১ বন্য পশু। এই শব্দটিকেই লেবীয় ১৭:৭; ২ খান্দান ১১:১৫ আয়াতে "ছাগ মূর্তি" হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রকা ১৮:২ আয়াতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যাবিলনকে তুলনা করা হয়েছে বদ রূহ্‌ ও শয়তানের বাসস্থান হিসেবে।

১৪:১ করুণা করবেন ... তাদেরকে অধিষ্ঠিত করবেন। ব্যাবিলনের পতনকে ইসরাইলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর করুণা ও মমতাই হচ্ছে ৪০-৬৬ অধ্যায়ের মূল সুর (৪০:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তাদের দেশে।* ২:২-৪; ১১:১০-১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *বিদেশী লোক তাদের প্রতি আসক্ত হবে।* ১১:১০; ৫৬:৬-৭; ৬০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪:২ জাতিরা ... তাদের স্থানে। ৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদেরকে ... অধিকার করবে।* ১১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৩-২১ ব্যাবিলনের শাসক এখন নিজেকে যতই উচ্চীকৃত ও বেহেশতের ক্ষমতায় পূর্ণ মনে করুক না কেন (আয়াত ১২-১৪

অধিকার করবে; নিজেরা যাদের কাছে বন্দী ছিল তাদের বন্দী করবে, আর নিজেদের জুলুমবাজদের উপরে কর্তৃত্ব করবে।

ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র পতন

৩ যেদিন মাবুদ তোমাকে দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে
এবং যে কঠোর গোলামীতে তুমি আবদ্ধ ছিলে তা
থেকে বিশ্রাম দেবেন, ৪ সেদিন তুমি ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে এই প্রবাদ বলবে,

আহা, জুলুমবাজ কেমন শেষ হয়েছে!
অপহারিণী কেমন শেষ হয়েছে!
৫ মাবুদ দুষ্টদের দণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন,
শাসনকর্তাদের রাজদণ্ড ভেঙ্গে ফেলেছেন।
৬ সে ক্রোধে লোকদেরকে আঘাত করতো,
আঘাত করতে ক্ষান্ত হত না,
সে কোপে জাতিদেরকে শাসন করতো,
অবিরাম তাড়না করতো।
৭ সমস্ত দুনিয়া শান্ত ও সুস্থির হয়েছে,
সকলে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করছে।
৮ দেবদারু ও লেবাননের এরস গাছগুলোও
তোমার বিষয়ে আনন্দ করে,
বলে, যেদিন থেকে তুমি ভূমিসাৎ হয়েছ,
আমাদের কাছে কোন কাঠুরে আসে না।
৯ অধঃস্থ পাতাল তোমার জন্য বিচলিত হয়,
তোমার আগমনে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়;
তোমার জন্য মৃতদেরকে,
দুনিয়ার প্রধান সকলকে সচেতন করে,
জাতিদের বাদশাহ্‌ সকলকে
নিজ নিজ সিংহাসন থেকে উঠিয়েছে।
১০ তারা সকলে জবাবে তোমাকে বলে,
তুমিও কি আমাদের মত দুর্বল হয়ে পড়েছ?
তুমিও কি আমাদের সমান হলে?
১১ পাতালে নামান হল তোমার জাঁক্‌জমক,
ও তোমার নেবল যন্ত্রের মধুর বাদ্য;
কীট তোমার নিচে পাতা রয়েছে,
কৃমি তোমাকে ঢেকে ফেলেছে।
১২ হে শুকতারা! ঊষা-নন্দন!
তুমি তো বেহেশত থেকে পড়ে গেছ!
হে জাতিদের নিপাতনকারী,
তুমি ছিন্ন ও ভূপাতিত হয়েছ!
১৩ তুমি মনে মনে বলেছিলে,
'আমি বেহেশত আরোহণ করবো,

[১৪:৪] ইশা ১৩:১। [১৪:৫] জবুর ১২৫:৩। [১৪:৬] জবুর ৪৭:৩। [১৪:৭] শুমারী ৬:২৬; ইয়ার ৫০:৩৪; জাকা ১:১১। [১৪:৮] ১খান্দান ১৬:৩৩; জবুর ৬৫:১৩; ইহি ৩১:১৬। [১৪:৯] মেসাল ৩০:১৬; ইহি ৩২:২১। [১৪:১০] ইহি ২৬:২০; ৩২:২১। [১৪:১১] শুমারী ১৬:৩০; মেসাল ৩০:১৬। [১৪:১২] ২পিতর ১:১৯; প্রকা ২:২৮; ৮:১০; ৯:১। [১৪:১৩] দানি ৫:২৩; ৮:১০। [১৪:১৪] আইউ

দেখুন), দুনিয়ার অন্যান্য সকল ক্ষমতাশালী শাসকদের মতই তারও নিয়তি হবে পাতালে অবস্থিত কবর।

১৪:৩ দুঃখ ও উদ্বেগ ... কঠোর গোলামিতে তুমি আবদ্ধ ছিলে। ব্যাবিলনে ইসরাইল জাতির বন্দীদশা যেন মিসরে তাদের বন্দীত্বের মতই কষ্টকর ছিল (হিজ ১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৪:৪ প্রবাদ। এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত কালাম ১৮ অধ্যায়ে ব্যাবিলনের সম্পর্কে উচ্চারিত ধ্বংসের পূর্বাভাস। **ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌।** সে সময় আশেরিয়ার বাদশাহ্‌কে এই নামেও ডাকা হত।

১৪:৫ দণ্ড ... রাজদণ্ড। ১০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন ১০:২৪ আয়াত।

১৪:৭ সকলে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করছে। ১২:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪:৮ দেবদারু ... এরস গাছগুলো। নবী ইশাইয়া অনেক সময় প্রকৃতিকে ব্যক্তিকরণ করে দেখিয়েছেন। ৪৪:২৩ আয়াতে পর্বতের সাথে গাছেরাও আনন্দগান করেছে (এর সাথে তুলনা করুন ৫৫:১২ আয়াত)। *লেবাননের এরস গাছগুলো।* অত্যন্ত দামী কাঠের এই গাছগুলোকে আশেরিয়া ও ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌গণ কয়েক শতাব্দী ধরে একচ্ছত্রভাবে ব্যবহার ও ভোগদখল করেছেন (২:১৩; ৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:৯ দুনিয়ার প্রধান সকল। আক্ষরিক অর্থে "ছাগল"; অনেক সময় একটি ছাগল দিয়ে এক পাল ভেড়া চরানো হত (ইয়ার ৫০:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। জাকা ১০:৩ আয়াতে এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে "মেষপালক"। *নিজ নিজ সিংহাসন থেকে উঠিয়েছে।* দুনিয়াতে তাদের কাজের কথা উল্লেখ করে সেভাবে মৃতদের বিষয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। *জাতিদের বাদশাহ্‌ সকল।* আয়াত ১৮ দেখুন। এমনকি সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও কর্তৃত্ববান শাসককেও "পাতালে মৃতদের রাজ্যে" যেতে হবে"।

১৪:১১ পাতালে ... তোমার জাঁক্‌জমক। এর সাথে তুলনা করুন ৫:১৪ আয়াত। *পাতালে নামান হল।* আয়াত ১৫ দেখুন ("তোমাকে তো নামান হল পাতালে, গর্তের গভীরতম তলে"; এখানে যে হিব্রু ভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে তা অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই রকম)। *তোমার নেবল যন্ত্রের মধুর বাদ্য।* অনেক সময় সঙ্গীতকে বিলাসিতা ও ভোগের প্রতীক হিসেবে দেখা হত (আমোস ৬:৫-৬ আয়াত দেখুন)।

১৪:১২-১৫ অনেকে বিশ্বাস করেন এখানে নবী ইশাইয়া শয়তানের পতনের বর্ণনা দিয়েছেন (এর সাথে তুলনা করুন লূক ১০:১৮ আয়াত, যেখানে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ তাঁর প্রেক্ষাপট অনুসারে এই অংশটিকে ব্যবহার করেছেন)। কিন্তু এই অংশ অনুসারে নিঃসন্দেহে প্রাথমিকভাবে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ সম্পর্কেই এই উক্তি করা হয়েছে, যিনি সেই "পশুর" প্রতীক হিসেবে বিবেচিত ছিলেন, যা ব্যাবিলনকে শেষ দিনগুলোতে পরিচালিত করবে (প্রকা ১৩:৪; ১৭:৩ আয়াত দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন ইহি ২৮ অধ্যায়ে টায়ারের বাদশাহ্‌ সম্পর্কে বর্ণনা।

১৪:১২ শুকতারা। ল্যাটিন ভলগেটে এই শব্দের হিব্রু অনূদিত রূপ হচ্ছে লুসিফার (আক্ষরিক অর্থে "আলো বহনকারী"), যা পরবর্তীতে আধুনিক ইংরেজী সংস্করণেও লুসিফার নামে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রকৃত শুকতারা সম্পর্কে জানতে দেখুন প্রকা ২২:১৬ আয়াত (এর সাথে ২ পিতর ১:১৯ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন শুমারী ২৪:১৭ আয়াত ও নোট)।

১৪:১৩ বেহেশত আরোহণ করবো। ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র নিয়তি ছিল দুনিয়ার পাতালে সর্বনিম্ন স্থানে নিমজ্জিত হওয়া (আয়াত ১৫ দেখুন; হিব্রু শব্দে "সর্বোচ্চ" ও "সর্বনিম্ন" স্থান বোঝাতে একই শব্দ ব্যবহার করা হয়) – যদিও তার ইচ্ছা ছিল সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া (আয়াত ১৪)। **জমায়েত-পর্বতে।** একে সাফোন পর্বত বা ক্যাসিয়াস পর্বতও বলা হয়, যার অবস্থান ছিল সিরিয়ার উত্তর দিকে। কেনানীয়রা একে দেবতাদের সম্মিলন স্থান হিসেবে মনে করতো, যেভাবে গ্রীকরা অলিম্পাস পর্বতকে পবিত্র বলে বিবেচনা করে থাকে

আল্লাহ্‌র নক্ষত্রগুলোর উপরে আমার
সিংহাসন উন্নত করবো;
জমায়েত-পর্বতে, উত্তর দিকের প্রান্তে,
উপবিষ্ট হব;
১৪ আমি মেঘরূপ উচ্চস্থলীর উপরে উঠবো,
আমি সর্বশক্তিমানের মত হব।’
১৫ তোমাকে তো নামান হল পাতালে,
গর্তের গভীরতম তলে।
১৬ তোমাকে দেখলে লোকে একদৃষ্টিতে
তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করবে,
তোমার বিষয়ে বিবেচনা করবে,
‘এ কি সেই পুরুষ, যে দুনিয়াকে কম্পান্বিত
করতো,
সমস্ত রাজ্য বিচলিত করতো,
১৭ জগৎকে নির্জন স্থানের মত করতো,
দুনিয়ার সমস্ত নগর উৎপাটন করতো,
বন্দীদেরকে বাড়ি যেতে দিত না?’
১৮ জাতিদের সমস্ত বাদশাহ্‌, সকলেই
সসম্মানে,
প্রত্যেকে স্ব স্ব কবরে শয়ন করছেন;
১৯ কিন্তু তুমি নিজের কবর-স্থান থেকে দূরে
নিক্ষিপ্ত,
কুৎসিত তরুশাখার মত, তুমি সেই
নিহতদের দ্বারা আচ্ছাদিত,
যারা তলোয়ারে বিদ্ধ, যারা গর্তের প্রস্তর
রাশিতে নেমে যায়;
তুমি পদদলিত লাশের মত হয়েছ।

২০:৬।
[১৪:১৫] ইশা ১৩:৬; ৪৫:৭; ৪৭:১১; ইয়ার ৫১:৮, ৪৩।
[১৪:১৬] ইয়ার ৫০:২৩; প্রকা ১৮:৯।
[১৪:১৭] ইশা ১৫:৬; যেয়েল ২:৩।
[১৪:১৮] আইউ ২১:৩২।
[১৪:১৯] ইয়ার ৮:১; ৩৬:৩০।
[১৪:২০] ১বাদশা ২১:১৯।
[১৪:২১] শুমারী ১৬:২৭।
[১৪:২২] জবুর ৯৪:১৬।
[১৪:২৩] ইয়ার ৫০:৩; ৫১:৬২।
[১৪:২৪] ইহি ১২:২৫; প্রেরিত ৪:২৮।
[১৪:২৫] ইশা ১০:৫, ১২; ৩৭:৩৬-৩৮।
[১৪:২৬] হিজ ১৫:১২।
[১৪:২৭] ইয়ার ৪৯:২০।

২০ তুমি ওঁদের সঙ্গে কবরস্থ হবে না;
কারণ তুমি নিজের দেশ ধ্বংস করেছ,
নিজের লোকদের হত্যা করেছ;
দুর্বৃত্তদের বংশের নাম কোন কালে নেওয়া
হবে না।
২১ তোমরা ওর সন্তানদের জন্য বধ্যস্থান প্রস্তুত
কর,
ওদের পূর্বপুরুষদের অপরাধের জন্য;
তারা উঠে দুনিয়া অধিকার না করুক,
দুনিয়াকে নগরে পরিপূর্ণ না করুক।
২২ আর বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, আমি তাদের
বিরুদ্ধে দাঁড়াব; আমি ব্যাবিলনের নাম ও
অবশিষ্টাংশ, পুত্র ও পৌত্রকে মুছে ফেলব, মাবুদ
এই কথা বলেন। ২৩ আর আমি ঐ নগর
শজারুদের জায়গা ও জলাভূমি করবো, ধ্বংসের
ঝাঁটা দিয়ে আমি তাকে ঝাড়ু দেব, এই কথা
বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।

আসেরিয়ার বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

২৪ বাহিনীগণের মাবুদ শপথ করে বলেছেন,
অবশ্যই, আমি যেমন সঙ্কল্প করেছি, তেমনি
ঘটবে; আমি যে মন্ত্রণা করেছি, তা স্থির থাকবে।
২৫ ফলত আমার দেশে আসেরিয়াকে ভেঙ্গে
ফেলবো, আমার পর্বতমালায় তাকে পদদলিত
করবো; তাতে লোকদের কাঁধ থেকে তার
জোয়াল দূর হবে এবং তাদের ঘাড় থেকে তার
ভার সরে যাবে। ২৬ সমস্ত দুনিয়ার বিষয়ে এই

(জবুর ৪৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৮২:১ আয়াত।

১৪:১৬-২০ খুব সম্ভব এই আয়াতের ঘটনাবলীর অবস্থান পাতালে তথা মৃতদের স্থানে (শিয়োল) নয়, বরং এই দুনিয়াতেই – আয়াত ৯-১০ এর মত।

১৪:১৭ বন্দীদেরকে বাড়ি যেতে দিত না? আশেরিয়ার মত ব্যাবিলনও তাদের বন্দীদের মধ্য থেকে প্রচুর লোককে নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল যেন তাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৪-১৬ আয়াত দেখুন)।

১৪:১৮ জাতিদের সমুদয় বাদশাহ্‌। ৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১৯ নিজের কবর-স্থান থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত। যে কোন মানুষের জন্য যথাযথ দাফন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করা হত। কারও লাশ ফেলে রাখাটা তার চরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করা হত। *তুমি পদদলিত লাশের মত হয়েছ।* ৫:২৫ আয়াত দেখুন।

১৪:২১ ওর সন্তানদের জন্য বধ্যস্থান প্রস্তুত কর। একজন মানুষ মারা গেলে তার কবরের প্রস্তরফলক এবং তার সন্তানই কেবল তার স্মৃতি ধরে রাখে (এর সাথে তুলনা করুন ২ শামু ১৮:১৮ আয়াত)। ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র ভাগ্যে কোনটাই জুটলো না (এর সাথে তুলনা করুন ৪৭:৯ আয়াত)।

১৪:২২-২৩ মাবুদ আল্লাহ্‌র এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সমগ্র ব্যাবিলনকে যুক্ত করা হয়েছে (৩-২১ আয়াতের নোট দেখুন); অবশেষে ৬৮৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ সনহেরীব কর্তৃক ব্যাবিলন ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর এই ভবিষ্যদ্বাণী আংশিকভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাদিয়ানীয় ও পারসিকরা ব্যাবিলনকে সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সাধন করেছে (এর সাথে ১৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:২২ অবশিষ্টাংশ। বেঁচে যাওয়া লোকেরা; ইসরাইল জাতিও তার অবশিষ্ট লোকদের মধ্য দিয়ে বেঁচে উঠবে (১০:২০-২২ আয়াত ও নোট দেখুন; ১১:১১, ১৬ আয়াত দেখুন), কিন্তু ব্যাবিলন কোনভাবেই টিকে থাকবে না।

১৪:২৩ ১৩:২০-২২ ও নোট দেখুন। *জলাভূমি।* দক্ষিণ ব্যাবিলন, যেখানে এক সময় কলদীয় গোষ্ঠী বসবাস করতো (উযা ৫:১২ আয়াতের নোট দেখুন) তা এখন হয়ে উঠেছে কর্দমাক্ত ও স্যাঁতস্যাঁতে জলাভূমি।

১৪:২৪ তেমনি ঘটবে। ৮:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। আশেরিয়া ও ব্যাবিলনের জন্য আল্লাহ্‌র মহা পরিকল্পনা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে।

১৪:২৫ আমার দেশে আশেরিয়াকে ভেঙ্গে ফেলবো। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাবুদের ফেরেশতা ১,৮৫,০০০ জন আশেরীয় সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন (৩৭:৩৬)। *জোয়াল ... ভার।* ৯:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪:২৬-২৭ এই হাতই বাড়ানো রয়েছে। ৯:১২; ১২:১ আয়াত ও নোট দেখুন। লোহিত সাগরে আল্লাহ্‌র হাত মিসরের দিকে বাড়ানো ছিল (হিজ ১৫:১২ আয়াত দেখুন)।

BACIB
International Bible
CHURCH

পরিকল্পনা স্থির হয়েছে ও সমস্ত জাতির উপরে
এই হাতই বাড়ানো রয়েছে। [২৭] কারণ বাহিনী-
গণের মাবুদ পরিকল্পনা করেছেন, কে তা ব্যর্থ
করবে? তাঁরই হাত বাড়ানো রয়েছে, কে তা
ফিরাবে?

ফিলিস্তিন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

[২৮] যে বছর বাদশাহ্‌ আহসের মৃত্যু হয়, সেই
বছরের এই ভবিষ্যদ্বাণী।
[২৯] হে ফিলিস্তিন, যে দণ্ড তোমাকে প্রহার
করতো, তা ভেঙ্গে গেছে বলে সর্বসাধারণে
আনন্দ করো না; কেননা সেই মূল সাপ থেকে
কেউটিয়া সাপ উৎপন্ন হবে এবং জ্বলন্ত উড়ুক্কু
সাপ তার ফল হবে। [৩০] দীনহীনদের জ্যেষ্ঠ
সন্তানেরা ভোজন করবে ও দরিদ্ররা নির্ভয়ে শয়ন
করবে; আর আমি দুর্ভিক্ষ দ্বারা তোমার মূল হনন
করবো এবং তোমার অবশিষ্টাংশ হত হবে।

[১৪:২৮] ইশা ১৩:১।
[১৪:২৯] দ্বি:বি ৮:১৫।
[১৪:৩০] ইয়ার ২৫:১৬; জাকা ৯:৫-৬।
[১৪:৩১] ইহি ৩২:৩০।
[১৪:৩২] ইশা ৪:৬; ইয়াকুব ২:৫।
[১৫:১] শুমারী ২১:১৫।
[১৫:২] শুমারী ২১:৩০।
[১৫:৩] ইউসা ২:৮।
[১৫:৪] শুমারী ২১:২৫; ইউসা ১৩:২৬।

[৩১] হে তোরণদ্বার, হাহাকার কর; হে নগর, কাঁদ;
হে ফিলিস্তিন, তুমি বিলীন, তোমার সমস্ত কিছু
বিলীন; কেননা উত্তর দিক থেকে ধোঁয়া আসছে,
আর ওর শ্রেণী থেকে কেউ সরে যায় না।
[৩২] আর এই জাতির দূতদেরকে কি উত্তর দেওয়া
যাবে? মাবুদ সিয়োনের ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন
এবং তাঁর দুঃখী লোকেরা তার মধ্যে আশ্রয়
নেবে।

মোয়াব বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

১৫ [১] আহা, এক রাতের মধ্যে মোয়াবের
আর নগর ধ্বংস হয়ে গেল; আহা,
এক রাতের মধ্যে মোয়াবের কীর নগর ধ্বংস
হয়ে গেল। [২] সে কাঁদবার জন্য দীবনের মন্দিরে,
উচ্চস্থলীতে গেছে; নবোর উপরে ও মেদবার
উপরে মোয়াব হাহাকার করছে, তাদের সকলের
মাথা মুণ্ডন হয়েছে, প্রত্যেক জনের দাড়ি কাটা

১৪:২৮ ভবিষ্যদ্বাণী। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *যে বছর।* সম্ভবত ৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *বাদশাহ্‌ আহসের মৃত্যু হয়।* এর সাথে তুলনা করুন ৬:১ আয়াত ও নোট। সম্ভবত সে সময় বাদশাহ্‌ সার্গোন আশেরিয়ার ক্ষমতায় ছিলেন এবং সে সময়ই ফিলিস্তিন আশেরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে (আয়াত ২০:১ দেখুন)। আশেরিয়া সে সময় অন্যান্য স্থানে আরও মারাত্মক বিদ্রোহ প্রতিরোধ করার জন্য ব্যস্ত ছিল, সে কারণে তারা কেনানের প্রতি ততটা মনোযোগ দিতে পারে নি।

১৪:২৯ হে ফিলিস্তিন। পয়দা ১০:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। ফিলিস্তিনের অধিভুক্ত অঞ্চলের অবস্থান এমন ছিল যা খুব সহজে বড় বড় সাম্রাজ্য দ্বারা আক্রান্ত হত (যেমন মিসর ও আশেরিয়া), কারণ মিসর থেকে মেসোপটেমিয়াগামী বড় রাজপথের খুব কাছেই ছিল এর অবস্থান। *যে দণ্ড।* সম্ভবত আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় সার্গোন (২০:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তা ভেঙ্গে গেছে।* যদি এই দণ্ড সার্গোন হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাবিলন ও এশিয়া মাইনরে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের কারণে তার সাম্রাজ্য যে হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

মূল ... ফল। এই বিশেষ উপমার মধ্য দিয়ে পুরো ব্যাবিলনকে একটি গাছের সাথে তুলনা করে তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সম্পূর্ণতাকে বোঝানো হয়েছে। সার্গোনের পরে অন্যান্য আশেরীয় বাদশাহ্‌রাও আসবেন: সনহেরীব, এষোরহদ্দন, আশূরবানিপাল।

১৪:৩০ দরিদ্ররা ... দুর্ভিক্ষ। ইসরাইলীয়দের কথা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৩২ দেখুন)।

১৪:৩১ হাহাকার কর। ১৩:৬; ১৫:২; ১৬:৭; ২৩:১ আয়াতে প্রায় একই ধরনের প্রতিক্রিয়া তুলনা করে দেখুন। *ধোঁয়া।* এই ধোঁয়া মূলত আশেরীয় সৈন্যদের পদাতিক বাহিনী ও রথ বাহিনীর চলাচলের কারণে সৃষ্ট ধুলোর মেঘ – যারা উত্তর দিক থেকে কেনান দেশ আক্রমণ করেছিল। *কেউ সরে যায় না।* ৫:২৬-২৯ আয়াতে আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

১৪:৩২ সিয়োনের ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্‌ জেরুশালেমকে আশেরীয়দের হাত থেকে রক্ষা করবেন (৩১:৪-৫ আয়াতের সাথে ২:২ আয়াতের তুলনা করুন; ২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:১ ভবিষ্যদ্বাণী। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

মোয়াব। মৃত সাগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি দেশ যা ইসরাইলের চিরশত্রু বলে পরিচিত (২৫:১০ আয়াত ও নোট দেখুন; ২ বাদশাহ্‌ ১৩:২০)।

ধ্বংস হয়ে গেল। এই একই শব্দ ব্যবহার করে নবী ইশাইয়া ৬:৫ আয়াতে তার নিজের অনুভূতি বুঝিয়েছেন। সম্ভবত ৭১৫/৭১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ সার্গোনের আক্রমণের ফলে মোয়াব সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৪৮:১-১৭ আয়াত। *কীর।* সম্ভবত কীর হারেসাথ (২ বাদশাহ্‌ ৩:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। কীর নামের অর্থ "নগর"।

১৫:২ দীবন। অর্ণোন নদী থেকে চার মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত একটি নগরী যা এক সময় গাদ বংশকে দেওয়া হয়েছিল (শুমারী ৩২:৩৪ আয়াত দেখুন)। *উচ্চস্থলী।* সাধারণত উঁচু পর্বতের চূড়ায় এ ধরনের উচ্চস্থলী তৈরি করা হত, যেখানে পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা ও আরাধনা করা হত (১ বাদশাহ্‌ ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)। *নবো।* অর্ণোন নদীর উত্তরে অবস্থিত একটি নগরী , যা খুব সম্ভবত নবো পর্বতের কাছে অবস্থিত ছিল (দ্বি.বি. ৩৪:১)।

মেদবা। হিষ্‌বোন থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি নগরী (আয়াত ৪), যা সীহোনের কাছ থেকে ইসরাইল এক সময় ছিনিয়ে নিয়েছিল (শুমারী ২১:২৬, ৩০ আয়াত দেখুন)। *মাথা মুণ্ডন হয়েছে ... দাড়ি কাটা গেছে।* তীব্র শোক প্রকাশের চিহ্ন (ইয়ার ৪৮:৩৭ আয়াত দেখুন)।

১৫:৩ চট। শোক ও মাতমকারীরা এ ধরনের অনুজ্জ্বল রংয়ের কাপড় গায়ে জড়াতেন (প্রকা ১১:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *ছাদ।* সম্ভবত মাঝে মাঝে এখানে ধূপ জ্বালানো হত বলে ছাদের কথা বলা হয়েছে (ইয়ার ১৯:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৫:৪ হিষ্‌বোন। মৃত সাগরের উত্তর প্রান্ত থেকে প্রায় ১৮ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি নগরী। ইয়ার ৪৮:৩৪ আয়াত দেখুন। ইসরাইলীয়রা দখল করে নেওয়ার আগে এটি ছিল বাদশাহ্‌ সীহোনের রাজধানী (শুমারী ২১:২৩-২৬ আয়াত দেখুন)।

ইলিয়ালী। হিষ্‌বোন থেকে এর দূরত্ব প্রায় এক মাইল এবং সব সময় হিষ্‌বোন নামটির সাথে ইলিয়ালী নামটিও উচ্চারণ করা হয়েছে।

যহস। অর্ণোন নদীর ঠিক উত্তরে এবং হিষ্‌বোন থেকে প্রায় ২০

গেছে। ৩ পথে পথে তাদের লোক চট পরেছে;
তাদের ছাদের উপরে ও চকের মধ্যে সমস্ত লোক
হাহাকার করছে, কান্নাকাটি করে যেন গলে
পড়ছে। ৪ হিষ্‌বোন ও ইলিয়ালী কাঁদছে; তাদের
আর্তনাদ যহস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে; সেজন্য
মোয়াবের যোদ্ধারা আর্তনাদ করছে; তার প্রাণ
তার মধ্যে কাঁপছে। ৫ মোয়াবের জন্য আমার
হৃদয় কাঁদছে; তার পলাতকেরা সোয়র পর্যন্ত,
ইগ্লৎ-শলিশীয়ায় যাচ্ছে; তারা কাঁদতে কাঁদতে
লূহীতের আরোহণ-পথ দিয়ে উঠছে,
হোরোণয়িমের পথে বিনাশসূচক আর্তনাদ
করছে। ৬ নিম্রীমের সমস্ত পানি নষ্ট হয়ে গেছে;
ঘাস শুকিয়ে গেছে, কচি ঘাস শেষ হয়ে গেছে,
সবুজ রংয়ের কিছুই নেই। ৭ এজন্য তারা
নিজেদের রক্ষিত ধন ও সঞ্চিত দ্রব্য বাইশী
গাছের স্রোতের পারে নিয়ে যাচ্ছে। ৮ আহা,
কান্নার আওয়াজ মোয়াবের পরিসীমা বেষ্টন
করেছে; তার হাহাকার ইগ্লয়িম পর্যন্ত, তার
হাহাকার বের্-এলীম পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে।
৯ কারণ দীবনের পানি রক্তময় হয়েছে; আমি
দীবনের উপরে আরও দুঃখ, মোয়াবের
পলাতকের ও দেশের অবশিষ্টাংশের উপরে সিংহ

[১৫:৫] পয়দা ১৩:১০।
[১৫:৬] ইয়ার ১৪:৫।
[১৫:৭] ইশা ৩০:৬; ইয়ার ৪৮:৩৬।
[১৫:৮] শুমারী ২১:১৬।
[১৫:৯] ২বাদশা ১৭:২৫।
[১৬:১] ২বাদশা ৩:৪।
[১৬:২] মেসাল ২৭:৮।
[১৬:৩] ১বাদশা ১৮:৪।
[১৬:৪] ইশা ৫৮:৭।
[১৬:৫] ১শামু ১৩:১৪; দানি ৭:১৪; মীখা ৪:৭।
[১৬:৬] ইয়ার ২৫:২১; ইহি ২৫:৮; আমোস ২:১; সফ ২:৮।
[১৬:৭] ইশা ১৩:৬; ইয়ার ৪৮:২০; ৪৯:৩।

আনয়ন করবো।

১৬ ১ তোমরা সেলা থেকে মরুভূমি দিয়ে
সিয়োন-কন্যার পর্বতে শাসনকর্তার
কাছে ভেড়ার বাচ্চাগুলো পাঠিয়ে দাও। ২ যেমন
ভ্রমণকারী পাখিগুলো, যেমন বিক্ষিপ্ত বাসা,
মোয়াব-কন্যাদের অর্ণোনের ঘাটগুলোতে তেমনি
হবে।
৩ মন্ত্রণা দাও, বিচার কর, মধ্যাহ্নকালে নিজের
ছায়াকে রাতের অন্ধকারের মত কর, বহিষ্কৃত
লোকদের লুকিয়ে রাখ, পলাতককে প্রকাশ করো
না। ৪ মোয়াব, আমার বহিষ্কৃত লোকদেরকে
তোমার সঙ্গে বাস করতে দাও, বিনাশকের
সম্মুখে থেকে তাদের আশ্রয় হও। কারণ
উৎপীড়ক শেষ হল, অপহার সমাপ্ত হল; যারা
লোকদের পদতলে দলিত করতো, তারা দেশ
থেকে উচ্ছিন্ন হল।
৫ আর অটল মহব্বতে একটি সিংহাসন স্থাপিত
হবে, এক জন বিশ্বস্ততার প্রভাবে দাউদের
তাঁবুতে সেই আসনে বসবেন; তিনি বিচারকর্তা,
বিচারে যত্নবান ও দ্রুত ধার্মিকতা সাধন
করবেন।
৬ আমরা মোয়াবের অহঙ্কারের কথা শুনেছি, সে

মাইল দূরে অবস্থিত একটি নগরী (শুমারী ২১:২৩; ইয়ার ৪৮:৩৪ আয়াত দেখুন)।

১৫:৫ সোয়র। সম্ভবত এর অবস্থান ছিল মৃত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে। হযরত লূত সাদুম থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন (পয়দা ১৪:২; ১৯:২৩, ৩০ আয়াত দেখুন)।

১৫:৬ নিম্রীমের সমস্ত পানি। সম্ভবত এটি ওয়াদি এন-নুমেইরাহ্, যা মৃত সাগরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দশ মাইল দূরবর্তী (এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৪৮:৩৪ আয়াত)।

১৫:৭ বাইশী গাছের স্রোতের পারে। সম্ভবত মোয়াব ও ইদোমের সীমান্ত এলাকার কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৮ দেখুন)।

১৫:৮ ইগ্লয়িম। সম্ভবত এর অবস্থান ছিল মোয়াবের সীমান্তের কাছে। *বের্-এলীম।* হিব্রু ভাষায় বের শব্দের অর্থ “কূপ” (এর সাথে তুলনা করুন শুমারী ২১:১৬ আয়াত)। এই স্থানটি খুব সম্ভব দক্ষিণ প্রান্তের সীমান্তের নিকটবর্তী ছিল।

১৫:৯ দীবনের পানি রক্তময় হয়েছে। “রক্ত” শব্দটি হিব্রু প্রতিশব্দ (দাম) অনেকটা “দীবন” নামটির মত শোনায়। এ কারণে অনেক সংস্করণে শব্দের সাহিত্যিক ব্যত্যয় ঘটিয়ে দীবন না বলে “দীমন” নামটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে (আয়াত ২; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। অনেক মোয়াবীয় এই সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করেছে।

সিংহ। সম্ভবত এখানে আশেরীয় সৈন্যবাহিনী (এর সাথে তুলনা করুন ৫:২৯; ইয়ার ৫০:১৭ আয়াত) কিংবা সত্যিকারের সিংহের কথা বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ১৩:২১-২২ আয়াত)।

১৬:১ ভেড়ার বাচ্চাগুলো পাঠিয়ে দাও। বাদশাহ্ মেশা প্রতি বছর ইসরাইলের বাদশাহ্ আহাবের কাছে ১,০০,০০০ ভেড়া পাঠিয়ে দিতেন (২ বাদশাহ্ ৩:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। একই ভাবে এখন মোয়াবকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন সে তার এই সঙ্কটের সময়ে জেরুশালেমে বাদশাহ্‌র কাছে উপঢৌকন পাঠায়। *সেলা।* ইদোমের রাজধানী, যা প্রাকৃতিকভাবেই অত্যন্ত সুরক্ষিত দুর্গের মত করে গড়ে উঠেছিল। মৃত সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত এই নগরীটি গড়ে উঠেছিল সমুদ্র সমতল থেকে ১,০০০ ফুট উঁচুতে পাথুরে এক টুকরো সমভূমির উপরে (এর সাথে তুলনা করুন ৪২:১১ আয়াত)। এই নামের অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত সমতল স্থান বা দুরারোহ পর্বতগাত্র। মৃত সাগরের দক্ষিণ উপকূলীয় প্রান্তে এই উপঢৌকন আনতে বলা হয়েছিল। *সিয়োন-কন্যা।* জেরুশালেমকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্ ১৯:২১ আয়াত দেখুন)।

১৬:২ অর্ণোনের ঘাট। উত্তর দিক থেকে আগত আক্রমণকারীদের হাত থেকে বাঁচতে নারীরা দক্ষিণে পালিয়ে যাচ্ছিল (ইউসা ১২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:৩ বহিষ্কৃত লোকদের লুকিয়ে রাখ। মোয়াবীয়রা এহুদার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল (এর সাথে তুলনা করুন রূত ১:১; ১ শামু ২২:৩-৪ এবং ২২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:৪ বিনাশক। সম্ভবত আশেরিয়া (১৫:১; ৩৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *উৎপীড়ক।* মোয়াব।

১৬:৫ দাউদের তাঁবু। ৯:৭; ২ শামু ৭:১১-১৬; ১ বাদশাহ্ ১২:১৯; আমোস ৯:১১ আয়াত ও নোট দেখুন। এখানে “তাঁবু” বলতে “রাজবংশ” বোঝানো হয়েছে (৭:২ আয়াতের নোট দেখুন)। *বিচারে ... ধার্মিকতা সাধন করবেন।* ১১:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন। আবারও এখানে মসীহ্‌কে চিত্রকল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

১৬:৬ মোয়াবের অহঙ্কার। যদিও মোয়াব ছিল ছোট জাতি, তথাপি মোয়াব আশেরিয়া ও ব্যাবিলনের মতই অহঙ্কারী ও উদ্ধত ছিল। এর সাথে তুলনা করুন ১০:১২; ১৪:১৩; ২৫:১১; ইয়ার ৪৮:৪২ আয়াত।

১৬:৭ কীর্-হরেসেত। ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন। ৭-৮ আয়াতে উল্লিখিত চারটি নগরীর নাম ৯-১১ আয়াতে বিপরীত

BACIB International Bible CHURCH

অত্যন্ত অহঙ্কারী; তার অভিমান, অহঙ্কার ও
ক্রোধের কথা শুনেছি; তার অহংকার কিছু নয়।
৭ কাজেই মোয়াবের জন্য মোয়াবীয়েরা হাহাকার
করবে, তার সমস্ত লোক হাহাকার করবে;
তোমরা কীর্-হরেসেতের আঙ্গুর-পিঠার জন্য
কাতরোক্তি করবে, নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হবে। ৮ কারণ
হিষ্‌বোনের ক্ষেতগুলো ও সিব্‌মার আঙ্গুর-লতা
ম্লান হল; জাতিদের শাসনকর্তাদের দ্বারা তার
সমস্ত চারা পদাহত হল; সেগুলো যাসের পর্যন্ত
পৌঁছাত ও মরুভূমিতে যেত, তার ডালগুলো
চারদিকে বিস্তৃত হয়েছিল, সেসব সমুদ্র পার
হয়েছিল। ৯ এজন্য সিব্‌মার আঙ্গুরলতার জন্য
যাসেরের কাঁদবার সময়ে আমি কাঁদব; হে
হিশ্‌বোন, হে ইলিয়ালী, আমি চোখের পানিতে
তোমাকে সিক্ত করবো; কেননা তোমার গ্রীষ্মের
ফল ও তোমার শস্যের কাটার আনন্দধ্বনি
থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১০ আর ফলবান ক্ষেত
থেকে আনন্দ ও উল্লাস দূরীকৃত হল; আঙ্গুর-
ক্ষেতের লোকেরা আর আনন্দগান বা আনন্দে
চিৎকার করে না; কেউ পা দিয়ে চেপে চেপে কুণ্ডে

[১৬:৮] শুমারী ২১:২৫। [১৬:৯] শুমারী ৩২:৩। [১৬:১০] ইয়ার ২৫:৩০। [১৬:১১] ফিলি ২:১। [১৬:১২] ১করি ৮:৪। [১৬:১৪] লেবীয় ২৫:৫০। [১৭:১] পয়দা ১৪:১৫; প্রেরিত ৯:২। [১৭:২] ইশা ৫:১৭; ৭:২১; ইহি ২৫:৫। [১৭:৩] ইশা ২৫:২, ১২; হোশেয় ১০:১৪। [১৭:৪] ইশা ১০:১৬।

আর আঙ্গুর-রস বের করে না, আমি
আঙ্গুরপেষণের গান নিবৃত্ত করিয়েছি।
১১ এই কারণ আমার হৃদয় মোয়াবের জন্য,
আমার হৃদয় কীর্-হেরসের জন্য বীণার মত
বাজছে। ১২ যদিও মোয়াব দেখা দেয়,
উচ্চস্থলীতে নিজেকে ক্লান্ত করে ও মুনাজাত
করার জন্য নিজের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে,
তবুও সে কৃতকার্য হবে না।
১৩ মাবুদ মোয়াবের বিষয়ে আগে এই কথা
বলেছিলেন। ১৪ কিন্তু এখন মাবুদ এই কথা
বলেছেন, বেতনজীবীর বছরের মত তিন বছরের
মধ্যে নিজের বিরাট লোকারণ্যসুদ্ধ মোয়াবের
গৌরব তুচ্ছ করা হবে এবং অবশিষ্টাংশ অতি
অল্প ও ক্ষীণবল হবে।

দামেস্ক বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

১৭ ১ দেখ, দামেস্ক আর নগর রইলো না,
তা থেকে উচ্ছিন্ন হল, তা ধ্বংসস্থান
হবে। ২ অরোয়েরের সমস্ত নগর পরিত্যক্ত হল,
সেগুলো পশুপালদের অধিকার হবে; তারা সেই
স্থানে শয়ন করবে, কেউ তাদেরকে ভয় দেখাবে

ক্রমানুসারে (ক-খ-গ-ঘ/ঘ-গ-খ-ক) উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬:৮ হিষ্‌বোন। ১৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *সিব্‌মা।* সম্ভবত এর অবস্থান ছিল হিষ্‌বোনের তিন মাইল পশ্চিম দিকে। ইয়ার ৪৮:৩২ আয়াত দেখুন।

আঙ্গুরলতা। এখানে কাব্যিক ভঙ্গিতে মোয়াবকে আঙ্গুরলতার সাথে তুলনা করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ৫:১-৭ আয়াত ও নোট)। তিনি আবারও ১০ আয়াতে আক্ষরিকগত বর্ণনা দান করেছেন।

যাসের। সম্ভবত মৃত সাগর থেকে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি নগরী।

মরুভূমি। মোয়াবের পূর্ব সীমান্তের কথা বলা হয়েছে।

ডালগুলো চারদিকে বিস্তৃত হয়েছিল। এটি একটি প্রতীকী ভাষা, যেমন জবুর ৮০:১১ এ ধরনের প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে ইসরাইলকে আঙ্গুরলতার সাথে তুলনা করা হয়েছিল।

১৬:৯-১১ আমি ... আমি ... আমি ... আমার ... আমার। মাবুদ আল্লাহ্‌ (এবং/অথবা নবী ইশাইয়া) মোয়াবের উপরে আনীত এই আঘাতের মধ্য দিয়ে তার পতন সাধনের কারণে কাঁদছেন ও শোক প্রকাশ করছেন।

১৬:৯ ইলিয়ালী। ১৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:১০ আঙ্গুর-রস বের করে না। পা দিয়ে বা যন্ত্রের সাহায্যে মাড়িয়ে আঙ্গুর রস বের করা হত এবং সেই রস বড় পিঁপেতে সঞ্চিত হত (৫:২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ইয়ার ৪৮:৩৩; আমোস ৯:১৩; হগয় ২:১৬ আয়াত ও নোট)।

১৬:১১ এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৪৮:৩৬ আয়াত।

১৬:১২ উচ্চস্থলী। ১৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *মুনাজাত ... কৃতকার্য হবে না।* মোয়াবের দেবতা কমোশ ছিল নেহায়েত একটি মূর্তি (৪৪:১৭-২০ আয়াত ও নোট দেখুন; ১ বাদশাহ্‌ ১১:৭ আয়াত দেখুন)।

১৬:১৪ তিন বছরের মধ্যে। এ ধরনের তিন বছরের সীমারেখা অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়, যেমন ২০:৩; ৩৭:৩০; এর সাথে ৭:১৪, ১৬ আয়াতের নোট দেখুন। ৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মোয়াবের এই তিন বছর শেষ হয়েছিল (১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

বেতনজীবীর বছরের মত। এর সাথে তুলনা করুন ২১:১৬-১৭ আয়াত, যেখানে কেদরের বিরুদ্ধে কথিত ভবিষ্যদ্বাণীতেও প্রায় একই ভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭:১ ভবিষ্যদ্বাণী। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *দামেস্ক।* অরাম (সিরিয়া) এর রাজধানী, যা হর্মোণ পর্বতের উত্তর পূর্ব দিকে মেসোপটেমিয়া, মিসর ও আরবের মধ্যস্থিত বাণিজ্য পথের এক চমৎকার ক্রান্তিস্থলে অবস্থিত। বাদশাহ্‌ দাউদের সময় থেকে দামেস্কের অরামীয়রা ইসরাইলের সাথে ঘন ঘন শত্রুতা প্রকাশ করতে থাকে (২ শামু ৮:৫; ১ বাদশাহ্‌ ২২:৩১ আয়াত দেখুন)। *তা ধ্বংসস্থান হবে।* আয়াত ৩; ৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:২ অরোয়ের। মৃত সাগর থেকে প্রায় ১৪ মাইল পূর্বে অর্ণোন নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগরী। এটি অরামের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ডের দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করে (২ বাদশাহ্‌ ১০:৩২-৩৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৭:৩ আফরাহীম। উত্তরের রাজ্যকে (৭:২ আয়াতের নোট দেখুন) এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তা দামেস্কের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে আশেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল (৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

দামেস্কের রাজ্য। ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় তিগ্লৎ পিলেষর দামেস্ক দখল করেন এবং তা আশেরিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত করেন। ইসরাইলের অনেক নগরও দখল করে নেওয়া হয় (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *অরামের অবশিষ্টাংশ ... বনি-ইসরাইলদের গৌরবের মত।* ইসরাইলের মত অরামও অবশিষ্টাংশে পরিণত হবে।

১৭:৪-১১ নবী ইশাইয়া এখন দামেস্কের দিক থেকে ইসরাইলের দিকে ফিরছেন (যা ছিল উত্তরের রাজ্য) – ৩ আয়াতের শেষে এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। দামেস্কের এবং ইসরাইলের উপরে বিচার সম্পর্কে অধ্যায় ৭ এর মত প্রায় একই ধরনের সংযুক্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

না। [৩] আর আফরাহীমের দুর্গ ও দামেস্কের
রাজ্য এবং অরামের অবশিষ্টাংশ অদৃশ্য হয়ে
যাবে; সেসব বনি-ইসরাইলদের গৌরবের মত
হবে, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।
[৪] আর সেদিন তা ঘটবে, ইয়াকুবের গৌরব
ক্ষীণ হবে ও তার চর্বি গলে যাবে। [৫] আর যেমন
কেউ ক্ষেতের শস্য সংগ্রহ করে, হাত বাড়িয়ে
শীষ কাটে, তেমনি হবে; যেমন কেউ রফায়ীম
উপত্যকাতে পড়ে থাকা শীষ কুড়ায়, তেমনি
হবে। [৬] তবুও তাতে যৎকিঞ্চিত অবশিষ্ট থাকবে;
জলপাই গাছের ফল ঝেড়ে নেবার পরেও যেমন
তার সবচেয়ে উঁচু ডালে গোটা দুই তিন ফল,
কিংবা ফলবান গাছের ডালে গোটা চার পাঁচ ফল
থাকে [তেমনি হবে]; এই কথা ইসরাইলের
আল্লাহ্‌ মাবুদ বলেন।
[৭] সেদিন মানুষ নিজের নির্মাতার প্রতি দৃষ্টি
রাখবে ও তার চোখ ইসরাইলের পবিত্রতমের
প্রতি চেয়ে থাকবে। [৮] সে নিজের হাতের তৈরি
কোরবানগাহ্‌গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখবে না ও তার
চোখ নিজের আঙ্গুলের তৈরি বস্তু, আশেরা-মূর্তি
বা সূর্য-মূর্তিগুলো দেখবে না।
[৯] সেদিন তার দৃঢ় সমস্ত নগর বনের কিংবা
পর্বত-শিখরের সেই পরিত্যক্ত স্থানের মত হবে,
যা বনি-ইসরাইলদের সম্মুখে পরিত্যক্ত হয়েছিল;
আর দেশ ধ্বংসস্থান হবে। [১০] কারণ তুমি নিজের
উদ্ধারের আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছ ও তোমার
আশ্রয়-শৈলকে স্মরণ কর নি; এজন্য সুন্দর
সুন্দর চারা রোপণ করছো ও বিদেশী কলমের
সঙ্গে লাগাচ্ছে। [১১] তুমি রোপণের দিনে তাতে
বেড়া দাও ও খুব ভোরে তোমার চারা পুষ্পিত
কর, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ও দুরারোগ্য ব্যথার দিনে
তার ফল উড়ে যাবে।
[১২] হায় হায়, অনেক জাতির কোলাহল! তারা
সমুদ্র-কল্লোলের মত কল্লোল-ধ্বনি করছে;
লোকবৃন্দের গর্জন! তারা প্রবল বন্যার মত গর্জন
করছে। [১৩] লোকবৃন্দ প্রবল বন্যার মত গর্জন
করবে, কিন্তু তিনি তাদেরকে ধমক দেবেন,
তাতে তারা দূরে পালিয়ে যাবে এবং বায়ুর
সম্মুখে পর্বতস্থ তুষের মত, কিংবা ঝড়ের সম্মুখে
ঘূর্ণায়মান ধূলির মত বিতাড়িত হবে।
[১৪] সন্ধ্যাবেলা, দেখ, ত্রাস; প্রভাতের আগেই
তারা নেই। এই আমাদের সর্বস্ব-হরণকারীদের
অধিকার, এই আমাদের লুণ্ঠনকারীদের
পরিণতি।

[১৭:৫] মথি ১৩:৩০। [১৭:৬] দ্বি:বি ৪:২৭; ইশা ১০:১৯; ২৪:১৩। [১৭:৭] জবুর ৯৫:৬। [১৭:৮] লেবীয় ২৬:৩০। [১৭:৯] ইশা ৭:১৯। [১৭:১০] জবুর ১৮:২। [১৭:১১] জবুর ৯০:৬। [১৭:১২] জবুর ১৮:৪; লূক ২১:২৫। [১৭:১৩] দ্বি:বি ২৮:২০; জবুর ৯:৫। [১৭:১৪] ইশা ৩৩:১৮; ৫৪:১৪। [১৮:১] পয়দা ১০:৬; জবুর ৬৮:৩১; ইহি ২৯:১০। [১৮:২] ওব ১:১।

১৭:৪, ৭, ৯ সেদিন। ২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০, ২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৫ ক্ষেতের শস্য সংগ্রহ করে। "শস্য সংগ্রহ" বলতে এখানে বিচারের সময়কার কথা বোঝানো হয়েছে (যোয়েল ৩:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। **রফায়ীম উপত্যকা**। জেরুশালেমের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি উর্বর এলাকা (ইউসা ১৫:৮ আয়াত দেখুন) এবং এখানে ফিলিস্তিনীরা হামলা চালিয়েছিল (১ খান্দান ১৪:৯)।

১৭:৭-৮ এর সাথে তুলনা করুন ২:২০; ১০:২০ আয়াত।

১৭:৭ ইসরাইলের পবিত্রতম। ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৮ কোরবানগাহ্‌। সম্ভবত বাল দেবতার জন্য তৈরি করা বেদী (এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩২ আয়াত)। **আশেরা-মূর্তি**। হিজ ৩৪:১৩; কাজী ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *সূর্য-মূর্তি।* এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে লেবীয় ২৬:৩০ আয়াতের উচ্চস্থলী এবং ২ খান্দান ৩৪:৪ আয়াতে উল্লিখিত বাল দেবতার বেদী।

১৭:৯ তার। সম্ভবত এখানে কেনানীয়দের কথা বোঝানো হয়েছে, যাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কথা ৮ আয়াতে বলা হয়েছে। *বনের কিংবা পর্বত-শিখরের।* এর সাথে তুলনা করুন ৭:২৩-২৫ আয়াত।

১৭:১০ শৈল। ২৬:৪; ৩০:২৯; ৪৪:৮; পয়দা ৪৯:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন; পয়দা ৩২:৪, ১৫, ১৮; জবুর ১৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৯:১৪ দেখুন। *চারা।* সম্ভবত এখানে ইসরাইলের লোকদের কথা বোঝানো হয়েছে (৫:৭; ১৮:৫; ৩৭:৩০-৩১ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৮০:৮-১৬ ও ৮০:৮-১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:১১ দুর্ভাগ্যের ও দুরারোগ্য ব্যথার দিনে। যা আশেরীয়দের আক্রমণের কারণে সৃষ্ট হয়েছে।

১৭:১২-১৪ ১০:২৮-৩৪ আয়াতেও একইভাবে এক শক্তিশালী আক্রমণকারীর কথা বলা হয়েছে যাকে আবার খুব দ্রুত ছেটে ফেলা হয়েছিল। দুটো অংশেই সম্ভবত ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ সনহেরীব কর্তৃক এহুদা আক্রমণের কথা বোঝানো হয়েছে (৩৭:৩৬-৩৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। কিন্তু খুব সম্ভবত নবী ইশাইয়া এখানে সাধারণভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলো কোন না কোনভাবে ইসরাইলের অস্তিত্বের প্রতি ঝুঁকির কারণ ছিল।

১৭:১২ সমুদ্র-কল্লোলের মত কল্লোল-ধ্বনি। ৮:৭ আয়াতে আশেরিয়াকে বন্যার পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে (৮:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:১৩ তুষ ... ঘূর্ণায়মান ধূলি। দুশমনদের প্রতীক, যা ২৯:৫; ৪১:১৫-১৬; জবুর ৮৩:১৩ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮:১-৭ সফনিয় ২:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৮:১ পাখার ঝিঁঝি শব্দ। হয়তো এখানে কোন পতঙ্গ, বিশেষ করে ঝিঁঝি পোকা বা ফড়িংয়ের কথা বলা হয়েছে কিংবা কূশীয় বা ইথিওপীয় সৈন্য বাহিনীর কথা বোঝানো হয়েছে (৭:১৮-১৯ আয়াত দেখুন)। **ইথিওপিয়া**। নুবিয়া বা প্রাচীন কূশ প্রদেশ (এটি আধুনিক ইথিওপিয়া নয়, যা আরও দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত), যার অবস্থান ছিল মিসরের দক্ষিণে। ৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শাবাকো নামে একজন কূশীয় তথা ইথিওপীয় মিসরের ক্ষমতা দখল করেন এবং পঁচিশতম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮:২ সমুদ্রপথে। সম্ভবত নীল নদ (এর সাথে তুলনা করুন ১৯:৫; নাহূম ৩:৮ আয়াত, যেখানে একই হিব্রু শব্দকে "নদী" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে)। **নলের তৈরি নৌকা**। প্যাপিরাসের নল দিয়ে তৈরি নৌকা, যা মিসরে বহুল ব্যবহৃত ছিল। হিজ ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *হে দ্রুতগামী দূতেরা ... গমন কর।* ৩-৬ আয়াতে যে

ইথিওপিয়া বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

১৮ [১] আহা, পাখার ঝিঁঝি শব্দ-বিশিষ্ট,
ইথিওপিয়া দেশের নদীগুলোর ওপারের
দেশ; [২] তুমি তো সমুদ্রপথে নলের তৈরি
নৌকাতে পানির উপর দিয়ে দূতদেরকে প্রেরণ
করেছ। হে দ্রুতগামী দূতেরা, যে জাতি দীর্ঘকায়
ও মসৃণাঙ্গ, যে জনবৃন্দ আদি থেকে ভয়ঙ্কর, যে
জাতি পরিমাণ করে ও দলন করে, যার দেশ
নদনদী দ্বারা বিভক্ত, তার কাছে গমন কর।
[৩] হে দুনিয়ার লোকেরা, হে পৃথিবীর
অধিবাসীরা, যখন পর্বতমালার উপরে নিশান
উঠবে, দৃষ্টিপাত করো এবং যখন তূরী বাজবে,
শুনো। [৪] কেননা মাবুদ আমাকে এই কথা
বলেছেন, নির্মল আসমানে সতেজ রৌদ্রের মত,
শস্যকর্তনের উত্তপ্ত সময়ে কুয়াসাযুক্ত মেঘের
মত, আমি ক্ষান্ত হব, নিজের বাসস্থানে থেকে
নিরীক্ষণ করবো। [৫] কারণ আঙ্গুর সঞ্চয় করার
আগে যে সময়ে মুকুল ঝরে যাবে, ফুল থেকে
আঙ্গুর ফল জন্মে পেকে যাবে, সেই সময়ে তিনি
কাস্তে দিয়ে তার ডগা কাটবেন ও তার সমস্ত ডাল
দূর করবেন, কেটে ফেলবেন। [৬] পর্বতস্থ হিংস্র
পাখিগুলোর ও বন্য পশুদের জন্য ওরা একসঙ্গে
পরিত্যক্ত হবে; হিংস্র পাখিরা তার উপরে
গ্রীষ্মকাল যাপন করবে ও সব বন্য পশু তার
উপরে শীতকাল যাপন করবে।
[৭] সেই সময় বাহিনীগণের মাবুদের কাছে ঐ
দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ জাতিকে উপহার হিসেবে
আনা হবে; হ্যাঁ, সেই যে জনবৃন্দ আদি থেকে
ভয়ঙ্কর, যে জাতি পরিমাণ করে ও দলিত করে,
যার দেশ নদনদী দ্বারা বিভক্ত, সেই জাতি থেকে
বাহিনীগণের মাবুদের নামের স্থানে, সিয়োন
পর্বতে, উপহার আনা হবে।

মিসর বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

১৯ [১] দেখ, মাবুদ দ্রুতগামী মেঘে
আরোহণ করে মিসরে গমন করছেন;
মিসরের মূর্তিগুলো তাঁর সাক্ষাতে কাঁপবে ও
মিসরের অন্তর ভয়ে গলে যাবে। [২] আর আমি
এক মিসরীয়কে অন্য মিসরীয়ের বিরুদ্ধে
উত্তেজিত করবো; তারা প্রত্যেকে আপন আপন
ভাইয়ের ও প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর সঙ্গে, নগর
নগরের সঙ্গে ও রাজ্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।
[৩] আর মিসরের রূহ্ তার অন্তরে শূন্য হয়ে যাবে
এবং আমি তার পরিকল্পনা নিষ্ফল করবো; আর
তারা মূর্তি, মৃতদের রূহ্, ভূতুড়িয়া ও গুনিনদের
কাছে খোঁজ করবে। [৪] আর আমি মিসরীয়দেরকে
কঠিন মালিকের হাতে তুলে দেব, এক জন উগ্র
বাদশাহ্ তাদের উপরে রাজত্ব করবে, এই কথা
প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। [৫] আর সমুদ্র

[১৮:৩] ইউসা ৬:২০; কাজী ৩:২৭।
[১৮:৪] ইশা ২৬:২১; হোশেয় ৫:১৫; মীখা ১:৩।
[১৮:৫] ইশা ১৭:১০-১১; ইহি ১৭:৬।
[১৮:৬] ইহি ৩২:৪; ৩৯:১৭।
[১৮:৭] পয়দা ৪১:১৪।
[১৯:১] হিজ ১২:১২; ইশা ২০:৩; ইয়ার ৪৪:৩; যেয়েল ৩:১৯।
[১৯:২] মথি ১০:২১, ৩৬।
[১৯:৩] জবুর ১৮:৪৫।
[১৯:৪] ইয়ার ৪৬:২৬; ইহি ২৯:১৯; ৩২:১১।
[১৯:৫] ইয়ার ৫০:৩৮; ৫১:৩৬।
[১৯:৬] হিজ ৭:১৮।
[১৯:৭] শুমারী ১১:৫।

বার্তা রয়েছে তা নিয়ে গমন করতে বলা হয়েছে। যে জাতি **দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ**। আয়াত ৭ দেখুন; সম্ভবত ইথিওপিয়া ও মিসরের লোকদের কথা বলা হয়েছে। তারা সেমীয়দের মত দাড়ি রাখতো না (পয়দা ৪১:১৪)। *নদনদী।* নীল নদ ও তার শাখা নদীগুলো।

১৮:৩ হে দুনিয়ার লোকেরা। সমস্ত জাতিরা আল্লাহ্‌র লোক ইসরাইলীয়দের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল (১৭:১২-১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *নিশান।* ৫:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *তূরী।* সাধারণত সৈন্যবাহিনীকে সংকেত দানের জন্য তা ব্যবহার করা হত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন কাজী ৩:২৭; ৬:৩৪; ২ শামু ২:২৮ আয়াত)।

১৮:৪ আমি ক্ষান্ত হব। জাতিগণের এই শত্রুতা ও বিপক্ষতার মুখেও মাবুদ আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না; বরং তিনি অপেক্ষা করবেন কখন তারা পুরোপুরিভাবে বেড়ে ওঠে (আয়াত ৫), তারপর তিনি তাদেরকে কেটে ফেলবেন।

১৮:৬ হিংস্র পাখি ... বন্য পশু। এর সাথে তুলনা করুন ৫৬:৯; আরও দেখুন ইয়ার ৭:৩৩; ইহি ৩২:৪; ৩৯:১৭-২০; প্রকা ১৯:১৭ আয়াত ও নোট।

১৮:৭ আয়াত ২ ও নোট দেখুন।

উপহার। ২ খান্দান ৩২:২৩ আয়াত অনুসারে সনহেরীবের মৃত্যুর পর বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের জন্য উপহার নিয়ে আসা হয়েছিল। মোয়াবীয়দেরকে সিয়োন পর্বতে উপহার নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল (এর সাথে তুলনা করুন ৪৫:১৪; সফ ৩:১০ আয়াত)। *বাহিনীগণের মাবুদের নামের স্থানে।* দ্বি.বি. ১২:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৯:১–২০:৬ ইয়ারমিয়া ৪৬ অধ্যায়; ইহিস্কেল ২৯-৩২ অধ্যায় ও নোট দেখুন।

১৯:১ ভবিষ্যদ্বাণী। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

দ্রুতগামী মেঘে আরোহণ করে। এই রূপক চিত্রটি জবুর ৬৮:৪; ১০৪:৩ আয়াতেও ব্যবহার করা হয়েছে; এর সাথে দেখুন মথি ২৬:৬৪ আয়াত। *মূর্তিগুলো ... কাঁপবে।* ইয়ার ৫০:২ আয়াত ও নোট দেখুন। এর আগেই আল্লাহ্ মিসরের উপরে আনা দশটি আঘাতের মধ্য দিয়ে তার মিথ্যা ও অসার দেবতাদের বিচার করেছেন (হিজ ১২:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *অন্তর ভয়ে গলে যাবে।* ১৩:৭ আয়াত দেখুন।

১৯:২ এক মিসরীয়কে অন্য মিসরীয়ের বিরুদ্ধে। এর সাথে তুলনা করুন ৯:২১ আয়াত। লিবীয় রাজবংশের সাথে ইথিওপিয়া (১৮:১ আয়াতের নোট দেখুন) এবং ২৪তম রাজবংশের সায়ীত গোষ্ঠীর সংঘাত তৈরি হয়েছিল।

১৯:৩ গুনিনদের কাছে খোঁজ করবে। ইসরাইল জাতিও তাদের দুর্দশার সময়ে এ ধরনের কাজ করেছিল (৮:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৯:৪ কঠিন মালিক। আশেরিয়ার বাদশাহ্ (২০:৪ আয়াত দেখুন)। ৬৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্ এষোরহদ্দন মিসর জয় করেন।

১৯:৫ মিসরের খালগুলো ছোট হয়ে চর পড়বে। নীল নদ ছিল মিসরের প্রাণ স্বরূপ। প্রতি বছর বন্যায় প্লাবিত হয়ে নীল নদের দুই তীরে প্রচুর পরিমাণে পলি মাটি জমা হত যা চাষাবাদের জন্য অত্যন্ত উর্বর ছিল।

১৯:৬ খাল। সেচ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত ছোট প্রণালী।

১৯:৭ নীল নদীর তীরস্থ মাঠ। যেখানে শস্য উৎপাদনের জন্য বীজ বোনা হত। মিসরে প্রচুর পরিমাণে শস্য উপৎপাদিত হত এবং তা অনেক সময় অন্যান্য দেশে রপ্তানিও করা হত।

নির্জল হবে ও নদীতে চর পড়ে তা শুকিয়ে যাবে।
৬ তার সমস্ত স্রোত দুর্গন্ধ হবে, মিসরের
খালগুলো ছোট হয়ে চর পড়বে; নল-খাগ্‌ড়া ম্লান
হবে। ৭ নীল নদীর নিকটস্থ, নীল নদীর তীরস্থ
মাঠগুলো ও নীল নদীর কাছে উপ্ত বীজগুলো
শুকিয়ে যাবে, উড়ে যাবে, কিছুই থাকবে না।
৮ জেলেরা হাহাকার করবে; যেসব লোক নীল
নদীতে বড়শী ফেলে, তারা মাতম করবে এবং
যারা পানির মুখে জাল পাতে, তারা হতাশ হবে।
৯ আর যারা মসীনার কাপড় প্রস্তুত করে ও যারা
পাতলা কাপড় বোনে, তারা লজ্জিত হবে।
১০ আর তার সমস্ত স্তম্ভ ভেঙ্গে যাবে; যারা
বেতনের জন্য কাজ করে, তারা সকলে প্রাণে
দুঃখ পাবে। ১১ সোয়নের প্রধানবর্গ নিতান্ত
অজ্ঞান; ফেরাউনের বিজ্ঞ মন্ত্রীরা নির্বোধ মন্ত্রণা
দিল; তোমরা কেমন করে ফেরাউনকে বলতে
পার, আমি জ্ঞানীদের পুত্র, প্রাচীন বাদশাহ্‌দের
সন্তান? ১২ তোমার সেই জ্ঞানবানেরা কোথায়?
তারা একবার তোমাকে সংবাদ দিক; বাহি-
নীগণের মাবুদ মিসরের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পনা
করেছেন, তা তারা জানুক। ১৩ সোয়নের
প্রধানবর্গ নির্বোধ হল; নোফের প্রধানবর্গ ভ্রান্ত
হল; যারা মিসরীয় বংশদের কোণের পাথর,
তারা মিসরকে বিপথে চালিয়েছে। ১৪ মাবুদ
মিসরের অন্তরে কুটিলতার রূহ্‌ মিশিয়েছেন;
মাতাল ব্যক্তি যেমন নিজের বমির উপরে টলতে
থাকে, তেমনি ওরা মিসরকে তার সমস্ত কাজে
দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। ১৫ মিসরের জন্য মাথার বা
লেজের, খেজুরের ডাল বা নল-খাগ্‌ড়ার করণীয়
কোন কাজ হবে না।
১৬ সেদিন মিসর স্ত্রীলোকের মত হবে;
বাহিনীগণের মাবুদ তার উপরে হাত দোলাবেন,
সেই দোলনে সে ভীষণ ভয়ে কাঁপবে।
১৭ বাহিনীগণের মাবুদ তাদের বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা
করেছেন, সেজন্য এহুদা দেশ মিসরের
ত্রাসজনক হবে, কারো কাছে তার নামমাত্র
করলে সে ভীষণ ভয়ে কাঁপবে।

[১৯:৮] আমোস ৪:২; হবক ১:১৫।
[১৯:৯] ইউসা ২:৬।
[১৯:১১] পয়দা ৪১:৩৭।
[১৯:১৩] শুমারী ১৩:২২।
[১৯:১৪] মেসাল ১২:৮; মথি ১৭:১৭।
[১৯:১৫] ইশা ৯:১৪।
[১৯:১৬] ইয়ার ৫০:৩৭; ৫১:৩০; নহূম ৩:১৩।
[১৯:১৭] পয়দা ৩৫:৫।
[১৯:১৮] জবুর ২২:২৭; ৬৩:১১; ইশা ৪৮:১; ইয়ার ৪:২; সফ ৩:৯।

মিসর, আসেরিয়া ও ইসরাইলের দোয়া

১৯:৮ জেলেরা। নীল নদে প্রচুর মাছও পাওয়া যেত (শুমারী ১১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৯:৯ মসীনার কাপড় প্রস্তুত করে … পাতলা কাপড় বোনে। মসীনা জাতীয় পাতলা কাপড় তৈরি করার জন্য অনেক পানির দরকার হত।

মসীনা। মিসর এই মসীনা কাপড় রপ্তানির জন্য সুবিখ্যাত ছিল (মেসাল ৭:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৯:১১ সোয়ন। নীল নদের অববাহিকার উত্তর পূর্ব অংশে অবস্থিত একটি নগর, সম্ভবত তানিস (শুমারী ১৩:২২; জবুর ৭৮:১২, ৪৩ আয়াত দেখুন)। এটি ছিল পঁচিশতম রাজবংশের উত্তরাঞ্চলীয় রাজধানী (১৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *বিজ্ঞ মন্ত্রীরা।* ১২ আয়াত দেখুন। মিসর বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশের কারণে বিখ্যাত ছিল (১ বাদশাহ্‌ ৪:৩০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৯:১৩ নোফ। মেম্ফিস; নীল নদের অববাহিকা থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী, যা পুরাতন রাজ্যের রাজধানী ছিল (২৬৮৬-২১৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

কোণের পাথর। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও পুরোহিতরা, যারা একইসাথে রাজনৈতিক নেতাও ছিল (৯:১৫-১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৯:১৪ মাতাল ব্যক্তি। এর সাথে তুলনা করুন ২৮:৭-৮ আয়াতে ইসরাইলের নেতৃবর্গ।

১৯:১৫ মাথার বা লেজের, খেজুরের ডাল বা নল-খাগড়ার। *মিসরের নেতৃবর্গ।* ৯:১৪-১৫ আয়াতে এই দুটো তুলনাধর্মী বক্তব্য ব্যবহার করে ইসরাইলের নেতৃবর্গকে বোঝানো হয়েছে (৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:১৬-২৫ "সেদিন" সম্পর্কিত আসন্ন ঘটনাবলী নিয়ে চারটি ঘোষণা: (১) আল্লাহ্‌র বিচারের কারণে মিসর ভীষণ ভয়ে কাঁপবে (আয়াত ১৬) এবং তা এহুদাকে ভয় পাবে (আয়াত ১৬-১৭)। (২) মিসরের পাঁচটি নগরী মাবুদের উদ্দেশে শপথ করবে (আয়াত ১৮)। (৩) মিসর দেশে আল্লাহ্‌র বিশেষ উদ্ধার ও সুস্থতা দানের ঘটনার পর সেখানে তাঁর একটি কোরবানগাহ্‌ স্থাপিত হবে যেখানে মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী উৎসর্গ করা হবে (আয়াত ১৯-২২)। (৪) মিসর, আশেরিয়া ও ইসরাইলকে মাবুদ এক জাতিতে পরিণত করবেন (২৩-২৫ আয়াত দেখুন)। নবী ইশাইয়া বর্তমান পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে আরও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছেন যখন বিশ্বের পরা-শক্তিগুলোর আর প্রকৃত আল্লাহ্‌কে মাবুদ বলে স্বীকার করবে না এবং তারা নিজেদের কর্তৃত্বকে গর্বের সাথে প্রকাশ করবে, মাবুদের লোকদের উপরে চরম অত্যাচার নির্যাতন চালাবে। তিনি আল্লাহ্‌র অলৌকিক কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যেখানে সমস্ত জাতি থেকে লোকেরা মন পরিবর্তন করে আল্লাহ্‌র ধর্ম গ্রহণ করবে।

১৯:১৬, ১৮-১৯, ২৩-২৪ সেদিন। মাবুদের আগমনের দিন (১০:২০, ২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১১:১০-১১ আয়াত)।

১৯:১৬ ভীষণ ভয়ে কাঁপবে। জেরিকোর লোকদের মত (ইউসা ২:৯, ১১)। *মাবুদ তার উপরে হাত দোলাবেন।* ১৪:২৬-২৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৯:১৭ এহুদা দেশ। মিসরীয়রা কোনভাবে বুঝতে পারবে (সম্ভবত হিষ্কিয়ের সাথে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সাধনের মধ্য দিয়ে) যে, এহুদার আল্লাহ্‌ই তাদের উপরে বিচার নিয়ে এসেছেন।

১৯:১৮ পাঁচটি নগর। সম্ভবত এখানে পাঁচ বলতে মূলত "বহুসংখ্যক" বোঝানো হয়েছে। *কেনানীয় ভাষাবাদী হবে।* এখানে প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, মিসর মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে (আয়াত ২১-২২, ২৫ দেখুন) কিংবা মিসর দেশে ইহুদীদের বসবাসের একটি আক্ষরিক চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেমের পতনের পর অনেক ইহুদী মিসরে পালিয়ে গিয়েছিল (ইয়ার ৪৪:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *একটি নগর।* এই নগরটি হচ্ছে সূর্য নগরী বা হেলিওপলিস, সূর্য দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত নগরী। বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার এটি ধ্বংস করে দেন (ইয়ার ৪৩:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

প্রাপ্তি

[18] সেদিন মিসর দেশের মধ্যে পাঁচটি নগর
কেনানীয় ভাষাবাদী হবে এবং বাহিনীগণের
মাবুদের উদ্দেশে শপথ করবে। একটি নগর
উৎপাটন-নগর নামে আখ্যাত হবে।
[19] সেদিন মিসর দেশের মধ্যস্থানে মাবুদের
উদ্দেশে একটি কোরবানগাহ্‌ হবে এবং তার
সীমার কাছে মাবুদের উদ্দেশে একটি স্তম্ভ স্থাপিত
হবে। [20] তা মিসর দেশে বাহিনীগণের মাবুদের
উদ্দেশে চিহ্ন ও সাক্ষীস্বরূপ হবে; কেননা তারা
জুলুমবাজদের ভয়ে মাবুদের কাছে কান্নাকাটি
করবে এবং তিনি এক জন মুক্তিদাতা ও রক্ষককে
পাঠিয়ে তাদের উদ্ধার করবেন। [21] আর মাবুদ
মিসরকে নিজের পরিচয় দেবেন। সেদিন
মিসরীয়েরা মাবুদকে জানবে; আর তারা
কোরবানী ও নৈবেদ্য দ্বারা এবাদত করবে ও
মাবুদের কাছে মানত করে পালন করবে। [22] আর
মাবুদ মিসরকে প্রহার করবেন, প্রহার করে সুস্থ
করবেন; আর তারা মাবুদের কাছে ফিরে আসবে,
তাতে তিনি তাদের ফরিয়াদ গ্রাহ্য করে
তাদেরকে সুস্থ করবেন।
[23] সেদিন মিসর থেকে আসেরিয়া দেশ যাবার
একটি রাজপথ হবে; তাতে আসেরিয়া মিসরে ও
মিসরীয় আসেরিয়া দেশ যাতায়াত করবে এবং
মিসরীয়েরা আসেরিয়দের সঙ্গে এবাদত করবে।
[24] সেদিন ইসরাইল মিসর ও আসেরিয়া দেশের
সঙ্গে তৃতীয় হবে, দুনিয়ার মধ্যে দোয়ার পাত্র
হবে; [25] ফলত বাহিনীগণের মাবুদ তাদেরকে
দোয়া করবেন, বলবেন, আমার লোক মিসর,
আমার হাতের কাজ আসেরিয়া ও আমার
অধিকার ইসরাইল দোয়াযুক্ত হোক।

মিসর ও ইথিওপিয়া দেশের জন্য চিহ্ন

২০ [1] যে বছর আসেরিয়ার বাদশাহ্‌
সর্গোনের প্রেরিত তর্তন [সেনাপতি]
অস্‌দোদে আসেন, আর অস্‌দোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করে তা হস্তগত করেন, [2] সেই সময়ে মাবুদ
আমোজের পুত্র ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে এই কথা
বললেন, তুমি গিয়ে নিজের কোমর থেকে চট

[১৯:১৮] ইশা ১৭:১; ২৪:১২; ৩২:১৯;।
[১৯:২০] পয়দা ২১:৩০।
[১৯:২১] পয়দা ২৭:২৯; মালা ১:১১।
[১৯:২২] হিজ ১২:২৩; ইব ১২:১১।
[১৯:২৩] মীখা ৭:১২।
[১৯:২৪] পয়দা ১২:২।
[১৯:২৫] পয়দা ১২:৩; ইফি ২:১১-১৪।
[২০:১] ২বাদশা ১৮:১৭।
[২০:২] মথি ৩:৪।
[২০:৩] ইয়ার ৭:২৫; হগয় ২:২৩; জাকা ৪:১৪।

১৯:১৯ কোরবানগাহ্‌। এখানে বোঝানো হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মিসরীয়রা মাবুদের উপরে ঈমান আনবে ও তাঁর অনুগত হবে।

১৯:২০ চিহ্ন ও সাক্ষীস্বরূপ। এর সাথে তুলনা করুন জর্ডান নদীর তীরে স্থানীয় অধিবাসীরা যে কোরবানগাহ্‌ তৈরি করেছিল ইউসা ২২:২৬-২৭ আয়াতে।

জুলুমবাজ ... মুক্তিদাতা। কাজীগণের কিতাবে এ ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে (কাজী ২:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। এই মুক্তিদাতা ও রক্ষক কে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না, তবে নবী ইশাইয়া খুব সম্ভব বাদশাহ্‌ দাউদের বংশ থেকে আগত মুক্তিদাতার কথা মাথায় রেখেই এই বাণী দিয়েছেন (১১:১-১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৯:২১ নিজের পরিচয় দেবেন। এর সাথে তুলনা করুন হিজ ৭:৫।

কোরবানী ও নৈবেদ্য দ্বারা এবাদত করবে। পরজাতীয়দের করা কোরবানী উৎসর্গের কথা আরও পাওয়া যায় ৫৬:৭; ৬০:৭ আয়াতে (এর সাথে তুলনা করুন জাকা ১৪:১৬-১৯ আয়াত; ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:২২ মাবুদ মিসরকে প্রহার করবেন। নির্যাতন (আয়াত ২০) ও মহামারী ছিল বেশ প্রচলিত দুটি বেহেশতী আঘাত। এর সাথে তুলনা করুন হিজ ১২:২৩ আয়াতে বর্ণিত প্রথমজাত সন্তানদের মৃত্যুর আঘাত। *মাবুদের কাছে ফিরে আসবে ... সুস্থ করবেন।* এর সাথে তুলনা করুন ৬:১০ আয়াত; এখানে মিসরের কাছে একজন "মুক্তিদাতা ও রক্ষক" প্রেরণ করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বক্তব্য রাখা হয়েছে (আয়াত ২০)। এর আগে কঠিন অন্তরের ফেরাউন মাবুদ আল্লাহ্‌র দিকে মন ফেরান নি (হিজ ৯:৩৪-৩৫ আয়াত দেখুন)।

১৯:২৩ রাজপথ। এর সাথে তুলনা করুন ১১:১৬; ৩৫:৮-১০ আয়াতের জেরুশালেমগামী রাজপথ (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। কয়েক শতাব্দী ধরে মিসরীয় ও আশেরীয়রা একে অপরের সাথে লড়াই করেছে (আয়াত ২০:৪ দেখুন)। কিন্তু ভবিষ্যতে তারা মাবুদের অনুগত হওয়ার মধ্য দিয়ে পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে (এর সাথে তুলনা করুন ২৫:৩)।

মিসরীয়েরা আশেরীয়দের সঙ্গে এবাদত করবে। এবাদতের মাঝে শান্তি ও ঐক্যের এই বর্ণনা অনেকটা ২:২-৪ আয়াতকে প্রতিফলিত করে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১৯:২১ আয়াতের নোটও দেখুন)।

১৯:২৫ তাদেরকে দোয়া করবেন। পয়দা ১২:৩ আয়াতের পরিপূর্ণতা নির্দেশ করে (পয়দা ১২:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমার লোক মিসর।* নবী ইশাইয়া এ ধরনের বিশ্বজনীন একাত্মবাদের ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পেরেছিলেন "ইয়াসিরের মূল থেকে উৎপন্ন শাখা" সম্পর্কিত আশ্বাসের কারণে (১১:১-১০ আয়াত দেখুন)। তুলনা করুন ৪৫:১৪; ইফি ২:১১-১৩ আয়াত।

২০:১-৬ ১৮–১৯ অধ্যায়ের উপসংহার; যেভাবে ১৬:১৩-১৪ আয়াত ছিল ১৫:১–১৬:১২ আয়াতের উপসংহার।

২০:১ যে বছর। সম্ভবত ৭১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *সর্গোন।* বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় সর্গোন, যিনি ৭২১-৭০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র এই স্থানেই তাঁর নাম ধরে উল্লেখ করা হয়েছে। *অস্‌দোদ।* পাঁচটি ফিলিস্তিনী নগরের মধ্যে একটি। অস্‌দোদের অবস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের কাছে এবং গাজা থেকে প্রায় ১৮ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে। এই নগরী ৭১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ আযুরির অধীনে আশেরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্‌দোদে বাদশাহ্‌ সর্গোনের নেতৃত্বে আশেরীয় বাহিনীর বিজয় লাভের (৭১১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) অন্তত তিনটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়।

২০:২ চট। সাধারণত এটি মাতমকারীদের পোশাক হিসেবে ব্যবহৃত হত (প্রকা ১১:৩ আয়াতের নোট দেখুন); আবার অনেক সময় তা নবীদের পোশাক হিসেবেও ব্যবহৃত হত (২ বাদশাহ্‌ ১:৮; জাকা ১৩:৪-৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *উলঙ্গ হয়ে ও খালি পায়ে।* আয়াত ৩-৪ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২ খান্দান ২৮:১৫; মিকাহ্‌ ১:৮ আয়াত ও নোট।

২০:৩ আমার গোলাম। ৪১:৮-৯ আয়াতের নোট দেখুন। *তিন বছর।* ১৬:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ।* ৮:১৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৭:৩, ১৪ আয়াত ও নোট

খোল ও পা থেকে জুতা খোল। তাতে তিনি তা
করলেন, উলঙ্গ হয়ে ও খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতে
লাগলেন।
৩ তখন মাবুদ বললেন, আমার গোলাম
ইশাইয়া যেমন মিসর ও ইথিওপিয়া দেশের
বিষয়ে তিন বছরের চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণের জন্য
উলঙ্গ হয়ে ও খালি পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে,
৪ তেমনি আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ মিসরের লজ্জার
জন্য আবালবৃদ্ধ-মিসরীয়-বন্দী ও ইথিওপীয়
নির্বাসিত লোকদেরকে উলঙ্গ অবস্থায়, খালি পায়ে
ও পেছন অনাবৃত করে চালাবে। ৫ তাতে তারা
নিজেদের বিশ্বাসভূমি ইথিওপিয়া ও নিজেদের
গৌরবাস্পদ মিসরের বিষয়ে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত
হবে। ৬ সেদিন এই উপকূল-নিবাসীরা বলবে,
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য
আমরা যার কাছে সাহায্য লাভের জন্য পালিয়ে
গিয়েছিলাম, দেখ, এই আমাদের সেই
বিশ্বাসভূমি; তবে আমরাই কিভাবে বাঁচবো?

ব্যাবিলন, ইদোম ও আরবের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

২১ ১ দক্ষিণাঞ্চলে যেমন ঝটিকা মহাবেগে
চলে, তেমনি মরুভূমি থেকে, ভয়ঙ্কর
দেশ থেকে, বিপদ আসছে। ২ একটি নিদারুণ
দর্শন আমাকে দেখানো হল; বেঈমান বেঈমানী
করছে, বিনাশক বিনাশ করছে। হে ইলাম, উঠে
যাও; হে মাদিয়া, অবরোধ কর; আমি ওর কৃত
সমস্ত মাতম নিবৃত্ত করেছি।
৩ এতে আমার সমস্ত কোমরে তীব্র যন্ত্রণা দেখা
দিল, প্রসবকারিণীর ব্যথার মত আমার ব্যথা
হল; আমি এমন নুইয়ে পড়েছি যে, শুনতে পাই
না, আমি এমন ভয় পেয়েছি যে, দেখতে পাই
না। ৪ আমার অন্তর ধুক্‌ ধুক্‌ করছে, মহাত্রাস
আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে; আমি যে সন্ধ্যাকাল
ভালবেসেছিলাম, তা তিনি আমার পক্ষে
ভীতিকর করলেন।
৫ টেবিল প্রস্তুত, প্রহরীরা নিযুক্ত, ভোজন-পান
চলছে; হে সেনাপতিরা উঠ, নিজ নিজ ঢালে
তেল লাগাও।
৬ বস্তুত প্রভু আমাকে এই কথা বললেন, যাও,
এক জন প্রহরী নিযুক্ত কর; সে যা কিছু দেখবে,
তার সংবাদ দিক্‌। ৭ যখন সে দল দেখে,
জোড়ায় জোড়ায় ঘোড়সওয়ার, গাধার দল,
উটের দল দেখে, তখন সে যথাসাধ্য সাবধানে
শুনবে।
৮ আর সে সিংহের মত উঁচু আওয়াজ করে
বললো, হে মালিক, আমি দিনের বেলা দিনের
পর দিন উঁচু পাহারা-ঘরে দাঁড়িয়ে থাকি এবং
প্রতি রাত্রে নিজের পাহারা-স্থানে দণ্ডায়মান
রয়েছি। ৯ আর দেখ, এক দল লোক এল;
ঘোড়সওয়ারা জোড়ায় জোড়ায় এল। আর সে
প্রত্যুত্তর করে বললো, ‘পড়লো, ব্যাবিলন

[২০:৪] ইয়ার ৪৬:১৯; নহূম ৩:১০।
[২০:৫] ইহি ২৯:১৬।
[২০:৬] মথি ২৩:৩৩; ১থিষ ৫:৩; ইব ২:৩।
[২১:১] দানি ১১:৪০; জাকা ৯:১৪।
[২১:২] জবুর ৬০:৩।
[২১:৩] আইউ ১৪:২২।
[২১:৪] জবুর ৫৫:৫।
[২১:৫] ২শামু ১:২১; ১বাদশা ১০:১৬-১৭; ইয়ার ৪৬:৩; ৫১:১১।
[২১:৬] ২বাদশা ৯:১৭।
[২১:৮] মীখা ৭:৭; হবক ২:১।
[২১:৯] প্রকা ১৪:৮।
[২১:১০] ইশা ২৭:১২; ২৮:২৭, ২৮; ৪১:১৫; ইয়ার ৫১:৩৩; মীখা ৪:১৩; হবক ৩:১২; মথি ৩:১২।

দেখুন। নবী ইহিস্কেলের আচরণেরও প্রতীকী তাৎপর্য ছিল (ইহি ২৪:২৪, ২৭; আরও দেখুন জাকা ৩:৮)। *মিসর ও ইথিওপিয়া।* ১৮:১; ১৯:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

২০:৫ বিশ্বাসভূমি ইথিওপিয়া ... মিসর। আশেরিয়া ৭২২-৭২১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ইসরাইলের উত্তরের রাজ্য জয় করে নেবার পর এহুদার বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় মিসরের সাথে সন্ধিচুক্তি স্থাপনের জন্য অত্যন্ত চাপের মুখে পড়েন। নবী ইশাইয়া এ ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ না হওয়ার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করে দেন (এর সাথে তুলনা করুন ৩০:১-২; ৩১:১ আয়াত ও নোট)।

২১:১ ভবিষ্যদ্বাণী। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *মরুভূমি।* আসন্ন বিচারের ফলে ব্যাবিলন (আয়াত ৯) পরিণত হবে ধ্বংসস্থানে (তুলনা করুন ১৩:২০-২২)। *ভয়ঙ্কর দেশ।* এখানে সমুদ্র, তথা পারস্য সমুদ্রের কথা বোঝানো হয়েছে, যা ব্যাবিলনের দক্ষিণ পূর্ব দিতে অবস্থিত ছিল। *ঝটিকা ... মরুভূমি।* মরুভূমিতে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় উঠতো (হোসিয়া ১৩:১৫ আয়াত দেখুন)। *বিপদ।* এখানে আক্ষরিক অর্থে “আক্রমণকারী” বোঝানো হয়েছে, যা ঘূর্ণিঝড়ের মত করে আসবে।

২১:২ ইলাম। ১১:১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইয়ার ৪৯:৩৪-৩৯ আয়াত দেখুন। ইলামীয়রা ছিল আশেরিয়া ও ব্যাবিলনের চিরশত্রু। পরবর্তী সময়ে ইলাম হয়ে ওঠে পারস্য বাহিনীর একটি অংশ, যারা সাইরাসের অধীনে ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন দখল করে নেয়। *মাদিয়া।* ১৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *ওর।* অর্থাৎ ব্যাবিলনের।

২১:৩ প্রসবকারিণীর ব্যথার মত আমার ব্যথা হল। ১৬:৯-১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন দানি ৮:২৭; ১০:১৬-১৭ আয়াতে নবী দানিয়ালের দেখা দর্শনের প্রতিক্রিয়া।

২১:৪ সন্ধ্যাকাল। সম্ভবত এখানে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের সমাপ্তি বোঝানো হয়েছে (১২ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমার পক্ষে ভীতিকর।* তিনি যেমনটা ধারণা করেছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল এই ধ্বংস।

২১:৫ ভোজন-পান। বেল্‌শৎসরের ভোজ উৎসবে যে ধরনের পরিবেশ দেখা গিয়েছিল (দানি ৫:১ আয়াত দেখুন)। *উঠ।* এখানে নবী নিজে ব্যাবিলনের উপরে আসা আক্রমণ সম্পর্কে দেখা এই দর্শনে ব্যাবিলনের সেনাপতি ও সৈনিকদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। নিজ নিজ ঢালে তেল লাগাও।

২১:৬ যাও, এক জন প্রহরী নিযুক্ত কর। সম্ভবত জেরুশালেম নগরীর প্রাচীরে প্রহরী নিয়োগ করার কথা বলা হচ্ছে।

২১:৭ ঘোড়সওয়ার, গাধার দল, উটের দল। দূর থেকে সংবাদবাহকেরা এসেছিল।

২১:৯ পড়লো, ব্যাবিলন পড়লো! ১৩:১৯ আয়াত দেখুন। ৬৮৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের পতন ঘটে এবং ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আবারও এর পতন ঘটে। এই কথাগুলো প্রেরিত ইউহোন্না প্রকাশিত কালাম ১৪:৮; ১৮:২ আয়াতে ব্যবহার করেছেন।

তার দেবতাদের ... ভূমিসাৎ হল। রাজ্যের পতনের অর্থ হচ্ছে সেই রাজ্যের দেবতার অমর্যাদা (এর সাথে তুলনা করুন ৪৬:১-২; ১ শামু ৫:৩-৭ আয়াত ও নোট)।

২১:১০ মড়াই করা। এহুদাকে ব্যাবিলনীয়রা শাস্তি দেবে ও তাদের সকলকে বন্দী করে নিয়ে যাবে (৩৯:৫-৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

আমার খামারের সন্তান। খামারে শস্য মাড়াই করা হত; এই মাড়াই করার মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে আল্লাহ্‌র বিচার বা যুদ্ধের

পড়লো এবং তার দেবতাদের সমস্ত খোদাই-করা
মূর্তি ভেঙ্গে ভূমিসাৎ হল।’
১০ হে আমার মাড়াই করা শস্য, আমার
খামারের সন্তান, আমি বাহিনীগণের মাবুদের,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌র কাছে যা শুনেছি, তা
তোমাদেরকে জানালাম।
১১ দূমা বিষয়ক দৈববাণী।
কেউ সেয়ীর থেকে আমাকে ডেকে বলছে,
প্রহরি, রাত কত? ১২ প্রহরী, রাত কত? প্রহরী
বললো, সকাল আসছে এবং রাত আসছে, যদি
আবার জিজ্ঞাসা করতে চাও, তবে জিজ্ঞাসা
করো; ফিরে এসো।
১৩ আরব বিষয়ক দৈববাণী।
হে দদানীয় পথিকদলগুলো, তোমরা আরবে
বনের মধ্যে রাত যাপন করবে। ১৪ তোমরা
পিপাসিত লোকদের কাছে পানি আন; হে টেমা-
দেশবাসীরা, তোমরা খাদ্য নিয়ে পলাতকদের
সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। ১৫ কেননা তারা তলোয়ারের

[২১:১১] পয়দা ২৫:১৪; ইশা ৩৪:১১।
[২১:১৩] পয়দা ১০:৭; ২৫:৩।
[২১:১৪] পয়দা ২৫:১৫।
[২১:১৫] ইশা ১৩:১৪।
[২১:১৬] লেবীয় ২৫:৫০।
[২১:১৭] দ্বি:বি ৪:২৭; ইশা ১০:১৯।
[২২:১] ইউসা ২:৮; ইয়ার ৪৮:৩৮।
[২২:২] ইহি ২২:৫।
[২২:৩] ইশা ১৩:১৪।
[২২:৪] ইশা ১৫:৩; মাতম ১:১৬; ইহি ২১:৬; লূক ১৯:৪১।

সম্মুখ থেকে, খোলা তলোয়ারের, বাঁকানো
ধনুকের ও প্রচণ্ড যুদ্ধের সম্মুখ থেকে পালিয়ে
গেল। ১৬ বস্তুত প্রভু আমাকে এই কথা বললেন,
বেতনজীবীর বছরের মত আর এক বছরের মধ্যে
কায়দারের সমস্ত প্রতাপ শেষ হয়ে যাবে; ১৭ আর
কায়দার-বংশীয় বীরদের মধ্যে অল্প তীরন্দাজ
মাত্র অবশিষ্ট থাকবে, কারণ মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, এই কথা বলেছেন।

জেরুশালেমের ধ্বংসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

২২ ১ এখন তোমার কি হয়েছে যে, তোমার
অধিবাসীরা সকলে বাড়ির ছাদে
উঠেছে? ২ হে কলরবপূর্ণ, কোলাহল-যুক্ত নগরী,
উল্লাসপ্রিয় পুরি, তোমার নিহতরা তলোয়ারে
আহত নয়, তারা যুদ্ধে মৃত নয়। ৩ তোমার
শাসনকর্তারা সকলে একবারে পালিয়ে গেল;
ধনুক ব্যবহার না করেই তাদের ধরা হল;
তোমার মধ্যে যেসব লোক পাওয়া গেল, তারা
একবারে ধরা পরলো, তারা দূরে পালিয়ে গেল।

ভয়াবহতার কথা বোঝানো হত (আমোস ১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২১:১১-১২ ইয়ারমিয়া ৪৯:৭-২২; ইহি ২৫:১২-১৪; আমোস ১:১১-১২; ওবদিয়া কিতাব ও নোট দেখুন।

২১:১১ দৈববাণী। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *দূমা। সেয়ীর।* ইদোম নামটির প্রতিশব্দ (পয়দা ৩২:৩), যা ইসের বংশধরদের বাসস্থান, মৃত সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। ৩৪:৫-১৫ আয়াতে ইদোম সম্পর্কে আরও কথা বলা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৬৩:১ আয়াত ও নোট)।

২১:১২ সকাল ... রাত আসছে। সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে, আশেরীয়দের আক্রমণের কাল রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু ব্যাবিলনের কর্তৃত্ব ও শাসন শুরু হওয়ার আগে মাত্র সামান্য সময়ের জন্য “সকাল” অর্থাৎ সুদিন দেখা দেবে (আয়াত ৪ ও নোট দেখুন)।

২১:১৩-১৭ ইয়ার ৪৯:২৮-৩৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

২১:১৩ দৈববাণী। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *দদানীয়।* একটি আরবীয় বেদুইন জাতিগোষ্ঠী, যাদের কথা উযা ২৭:২০; ৩৮:১৩ আয়াতে পাওয়া যায়।

বনের মধ্যে। বেদুইন যাযাবরেরা দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদের গাড়ি বহর রাতে বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখত ও সেখানেই রাত যাপন করতো (এর সাথে তুলনা করুন কাজী ৫:৬ আয়াত)। ৭৩২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আশেরীয়রা আরব আক্রমণ করতে শুরু করে এবং বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার ক্ষমতা গ্রহণের পর ব্যাবিলনীয়রাও একই কাজ করতে শুরু করে (ইয়ার ২৫:১৭, ২৩-২৪ আয়াত দেখুন)।

২১:১৪ টেমা। ব্যাবিলন থেকে ৪০০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত উত্তর আরবীয় একটি অঞ্চল (এর সাথে তুলনা করুন আইউব ৬:১৯; ইয়ার ২৫:২৩ আয়াত)।

২১:১৫ তলোয়ার ... ধনুক। আশেরীয়দের আধুনিক ও যুদ্ধের উপযোগী তলোয়ার এবং বাঁকানো ধনুকের সামনে আরবীয়দের সাধারণত তীর ধনুক একেবারেই অকার্যকর হয়ে পড়েছিল।

২১:১৬ বেতনজীবীর বছরের মত। ১৬:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *সমস্ত প্রতাপ।* ১৪:১১; ১৪:১৪ আয়াত দেখুন।

কায়দার। আরবীয় মরুভূমির বেদুইনদের প্রধান বাসস্থান। কায়দার অঞ্চলটি মেষপালনের জন্য বিখ্যাত ছিল (৬০:৭; ইহি ২৭:২১ আয়াত দেখুন)। বখতে-নাসার কায়দারের লোকদেরকে পরাজিত করেছিলেন (ইয়ার ৪৯:২৮-২৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ২:১০ আয়াতের নোট)।

২১:১৭ অল্প তীরন্দাজ মাত্র অবশিষ্ট থাকবে। এর সাথে তুলনা করুন ১০:১৯; ১৬:১৪; ১৭:৬ আয়াত।

২২:১-১৩ এই ভবিষ্যদ্বাণীর নোট থেকে এ বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে প্রধানত ৫৮৮-৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয় বাহিনী কর্তৃক জেরুশালেম দখলের কথা বোঝানো হয়েছে। তবে সেই সাথে এটিও সম্ভব যে, হয়তো ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয় বাদশাহ্‌ সনহেরীব কর্তৃক জেরুশালেম দখলের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে।

২২:১ ভবিষ্যদ্বাণী। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

দর্শন-উপত্যকা। একটি উপত্যকা, যেখানে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে দর্শন দিতেন, সম্ভবত জেরুশালেমের নিকটস্থ উপত্যকাগুলোর মধ্যে কোন একটি (আয়াত ৭ দেখুন)। এর সাথে আয়াত ৫ দেখুন। *ছাদ।* ১৫:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

২২:২ কলরবপূর্ণ, কোলাহলযুক্ত। আয়াত ১৩; ৫:১১-১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩২:১৩। জেরুশালেম নগরী ঠিক যেন ব্যাবিলনের মতই হয়ে উঠেছে (২১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২৩:৭ আয়াত)।

তলোয়ারে আহত নয়। সম্ভবত এখানে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয় বাহিনী কর্তৃক জেরুশালেম নগরী ঘেরাও করার পর মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষের মৃত্যুর কথা বোঝানো হয়েছে।

২২:৩ শাসনকর্তারা সকলে একবারে পালিয়ে গেল। বাদশাহ্‌ সিদিকিয় ও তাঁর সৈন্যবাহিনী জেরুশালেম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু জেরিকোর কাছাকাছি গিয়ে তাদেরকে বন্দী করা হয় (২ বাদশাহ্‌ ২৫:৪-৬)।

২২:৪ আমার জাতিরূপ কন্যা। আক্ষরিক অর্থে “আমার জাতি” বা “আমার লোকেরা” (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট

৪ এজন্য আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে অন্য
দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমি ভীষণ কান্নাকাটি
করবো; আমার জাতিরূপ কন্যার সর্বনাশ বিষয়ে
আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না। ৫ কেননা
প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ থেকে কোলাহলের,
দলনের ও ব্যাকুলতার দিন দর্শন-উপত্যকায়
উপস্থিত; প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে ও আর্তনাদ
পর্বত পর্যন্ত যাচ্ছে। ৬ আর ইলাম তূণ ধারণ
করলো, তার সঙ্গে পদাতিক ও ঘোড়সওয়ারদের
দল; এবং কীরের লোক ঢাল অনাবৃত করলো।
৭ তোমার উত্তম উত্তম উপত্যকা রথে পরিপূর্ণ হল
ও ঘোড়সওয়ারদের তোরণদ্বারের কাছে প্রস্তুত
রাখা হল। ৮ আর তিনি এহুদার আচ্ছাদন খুলে
ফেললেন; আর সেদিন তুমি অরণ্য প্রাসাদে
যুদ্ধের সাজ-পোশাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।
৯ আর তোমরা দাউদ-নগরের ভগ্নস্থানগুলো
দেখলে; বাস্তবিক সেসব অনেক; ও নিচস্থ
সরোবরের পানি একত্র করলে; ১০ এবং
জেরুশালেমের সমস্ত বাড়ি গণনা করলে ও
প্রাচীর দৃঢ় করার জন্য সমস্ত বাড়ি ভেঙ্গে
ফেললে। ১১ আর তোমরা পুরানো পুষ্করিণীর
পানির জন্য দুই প্রাচীরের মধ্যস্থানে সরোবর
প্রস্তুত করলে; কিন্তু যিনি এই ঘটনা সম্পন্ন
করেছেন, তাঁর প্রতি দৃষ্টি করলে না; যিনি
দীর্ঘকাল থেকে এর সংগঠন করেছেন, তাঁকে
দেখলো না।
১২ আর সেদিন প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ
কাঁদবার, মাতম করবার, মাথা মুণ্ডন ও কোমরে
চট বাঁধার কথা ঘোষণা করলেন; ১৩ কিন্তু দেখ,
আমোদ প্রমোদ, বলদ জবেহ্‌ ও ভেড়া জবেহ্‌,
গোশ্‌ত ভোজন ও আঙ্গুর-রস পান। ‘এসো,
আমরা ভোজন-পান করি, কেননা আগামীকাল
মরে যাব।’
১৪ আর আমার কর্ণগোচরে বাহিনীগণের মাবুদ
নিজেকে প্রকাশ করলেন, সত্যিই, মরণকাল
পর্যন্ত তোমাদের এই অপরাধের কাফ্‌ফারা করা
যাবে না, এই কথা প্রভু, বাহিনীগণের মাবুদ
বলেন। ১৫ প্রভু, বাহিনী-গণের মাবুদ, এই কথা
বলেন, তুমি ঐ কোষাধ্যক্ষের কাছে, অর্থাৎ
বাড়ির নেতা শিব্‌নের কাছে গিয়ে তাকে বল,
এখানে তুমি কি করছো? ১৬ এখানে তোমার
কেই বা আছে যে, তুমি নিজের জন্য এখানে
কবর খনন করেছ? এত উঁচু স্থানে নিজের কবর
খনন করেছে, নিজের বসবাসের জন্য শৈল খনন
করেছে। ১৭ দেখ, হে বীর, মাবুদ তোমাকে ছুড়ে
ফেলবেন, তিনি শক্ত করে তোমাকে ধরবেন।

[২২:৬] জবুর ৪৬:৯।
[২২:৭] ইউসা ১৫:৮।
[২২:৮] ২খান্দান ৩২:৫।
[২২:৯] নহি ১:৩।
[২২:১০] ইয়ার ৩৩:৪।
[২২:১১] ২খান্দান ৩২:৪।
[২২:১২] যেয়েল ১:৯; ২:১৭।
[২২:১৩] হেদা ৮:১৫; লূক ১৭:২৬-২৯।
[২২:১৪] ১শামু ২:২৫।
[২২:১৫] পয়দা ৪১:৪০।
[২২:১৬] মথি ২৭:৬০।
[২২:১৭] ইয়ার ১০:১৮; ১৩:১৮; ২২:২৬।
[২২:১৮] পয়দা ৪১:৪৩।
[২২:১৯] লূক ১৬:৩।

দেখুন)।

২২:৫ দলনের ও ব্যাকুলতার দিন। ২:১২ আয়াত ও ২:১১, ১৭, ২০ আয়াতের নোট দেখুন। এর সাথে ৮ আয়াতে ও ১২ আয়াতে “সেদিন” দেখুন। *প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে*। দ্বি.বি. ২৮:২০ আয়াতের বদদোয়ার পরিপূর্ণতা।

২২:৬ ইলাম। ১১:১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইয়ার ৪৯:৩৪-৩৯ আয়াতও দেখুন। সম্ভবত ইলামীয়রা ব্যাবিলনীয় সৈন্যবাহিনীতে লড়াই করেছিল। *ঢাল অনাবৃত করলো*। ইয়ার ৪৯:৩৫ আয়াত দেখুন। *কীর*। সম্ভবত মাদিয়া নামের আরেকটি রূপ (২১:২ আয়াত দেখুন; আমোস ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৭ উত্তম উত্তম উপত্যকা। জেরুশালেম নগরীর পূর্ব দিকে অবস্থিত কিদ্রোণ উপত্যকা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত হিন্নোম উপত্যকা।

২২:৮ অরণ্য প্রাসাদ। লেবানান থেকে আনা এরস কাঠ দিয়ে বাদশাহ্‌ সোলায়মান এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ৭:২-৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ১০:১৭, ২১ আয়াত দেখুন)।

২২:৯ দাউদ নগর। ২ শামু ৫:৬-৭, ৯ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ২৯:১ আয়াত। *নিচস্থ সরোবর*। সম্ভবত ১১ আয়াতে উল্লিখিত পুরানো পুষ্করিণী। বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় সনহেরীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাবধানতা হিসেবে একটি পুষ্করিণী এবং একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২০:২০ আয়াতের নোট দেখুন)। ৭:৩; ৩৬:২ আয়াতে “উপরিস্থ সরোবরের” উল্লেখ পাওয়া যায়।

২২:১০ প্রাচীর দৃঢ় করার জন্য। এর সাথে তুলনা করুন ২ খান্দান ৩২:৫ আয়াতে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের প্রস্তুতি।

২২:১১ তাঁকে দেখলো না। ৩১:১ আয়াত অনুসারে যারা ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারদের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাদেরকে আল্লাহ্‌ একই ভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

২২:১২ মাথা মুণ্ডন। তাদের চুল হয় ছিড়ে গিয়েছিল কিংবা তা কামিয়ে ফেলা হয়েছিল (এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ১৬:৬; ইহি ২৭:৩১ আয়াত)।

২২:১৩ আমোদ প্রমোদ। এই একই হিব্রু শব্দকে ৩৫:১০; ৫১:১১ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে “আমোদ ও আনন্দ,” যেখানে আল্লাহ্‌ কর্তৃক পুনরুদ্ধার লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন সময় শোক প্রকাশের (হেদায়েত ৩:৪)। ২ আয়াতের নোট দেখুন। *ভোজন-পান করি ... আগামীকাল মরে যাব*। এই কথাটি প্রেরিত পৌল ১ করি ১৫:৩২ আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন এবং এই কথাটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান লাভের বিশ্বাস যদি আমাদের না থাকে তাহলে এই জীবন আমাদের জন্য বৃথা। এর সাথে তুলনা করুন লূক ১২:১৯ আয়াত; আরও দেখুন হেদায়েত ৮:১৫ আয়াত ও নোট।

২২:১৫ শিব্‌ন। খুব সম্ভবত একজন বিদেশী, হয়তো কোন মিসরীয়; বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের সময়কার একজন শাসনকর্তা। *বাড়ির নেতা*। প্রাসাদের ব্যবস্থাপক কর্মকর্তা; বাদশাহ্‌ পরেই ছিল তার অবস্থান (আয়াত ২১ এর নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ৪:৬; ২ বাদশাহ্‌ ১৫:৫ আয়াত)।

২২:১৬ কবর খনন করেছে। একজন মানুষের কবরের স্থানটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সে হিসেবে শিব্‌ন নিজের জন্য একজন বাদশাহ্‌র সমান মর্যাদাসম্পন্ন কবরের প্রত্যাশা করেছিল (এর সাথে তুলনা করুন ২ খান্দান ১৬:১৪)।

২২:১৭ তোমাকে ছুড়ে ফেলবেন। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ২২:২৪-২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১৮ সেই স্থানে তুমি মরবে। সম্ভবত কোন সম্মানজনক সমাধি তার হবে না (১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *প্রতাপ-*

১৮ তিনি গোলকের মত তোমাকে নিশ্চয় ঘুরিয়ে
প্রশস্ত দেশে নিক্ষেপ করবেন; সেই স্থানে তুমি
মরবে এবং সেই স্থানে তোমার প্রতাপ-রথগুলো
থাকবে; তুমি তোমার প্রভুর কুল-কলঙ্ক মাত্র।
১৯ আমি তোমার পদ থেকে তোমাকে উচ্ছেদ
করবো, তোমার স্থান থেকে তোমাকে উপড়ে
ফেলা হবে। ২০ আর সেদিন আমি আমার
গোলামকে, হিল্কিয়ের পুত্র ইলীয়াকীমকে ডাকব;
২১ আর তোমার পোশাক তাকে পরাব, তোমার
কোমরবন্ধ দিয়ে তাকে বলবান করবো ও তোমার
কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দেব; সে জেরুশালেম-
নিবাসীদের ও এহুদা-কূলের পিতা হবে। ২২ আর
আমি দাউদ-কুলের চাবি তার স্কন্ধে দেব; সে
খুললে কেউ বন্ধ করবে না ও বন্ধ করলে কেউ
খুলবে না। ২৩ যেমন লোকে দৃঢ় স্থানে গোঁজ
লাগায়, তেমনি তাকে লাগিয়ে দেব; সে তার
পিতৃকুলের প্রতাপ-সিংহাসনস্বরূপ হবে। ২৪ আর
তার পিতৃকুলের সমস্ত গৌরব, সন্তান-সন্ততি ও

[২২:২০] ২বাদশা ১৮:১৮।
[২২:২২] মথি ১৬:১৯; প্রকা ৩:৭।
[২২:২৩] জাকা ১০:৪।
[২২:২৫] মীখা ৪:৪।
[২৩:১] আমোস ১:৯-১০।
[২৩:২] আইউ ২:১৩।
[২৩:৩] পয়দা ৪১:৫।
[২৩:৪] পয়দা ১০:১৫, ১৯।
[২৩:৪] ইশা ৫৪:১।
[২৩:৫] ইহি ৩০:৯।
[২৩:৫] ইহি ২৬:১৭-১৮।
[২৩:৬] পয়দা ১০:৪।

পানপাত্র থেকে কুপা পর্যন্ত সমস্ত ক্ষুদ্র পাত্র ঐ
দণ্ডের সঙ্গে ঝুলান যাবে। ২৫ বাহিনীগণের মাবুদ
বলেন, যে দণ্ড দৃঢ় স্থানে লাগানো ছিল, তা
সেদিন সরে গিয়ে ছিড়ে পড়ে যাবে ও যে ভার
তার উপরে ছিল তা ধ্বংস হবে, কারণ মাবুদ
এই কথা বলেছেন।

টায়ার বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

২৩ ১ হে তর্শীশের সমস্ত জাহাজ, হাহাকার
কর, কেননা সর্বনাশ হল, বাড়ি কিংবা
প্রবেশের পথমাত্র নেই; এই সংবাদ সাইপ্রাস
দেশ থেকে ওদের জানানো হল। ২ হে উপকূল-
নিবাসীরা, নীরব হও; তোমাদের দেশ সমুদ্র-
পারগামী সীদোনীয় বণিকগণে পূর্ণ ছিল; ৩ এবং
মহাজলরাশিতে শীহোর নদীর বীজ, নীল নদীর
শস্য তার লাভ হত এবং তা জাতিদের হাটস্বরূপ
ছিল।
৪ হে সিডন, লজ্জিত হও, কেননা সাগর, সমুদ্রের
দৃঢ় দুর্গ, এই কথা বলছে, প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করি

রথ। রাজকীয় পদমর্যাদার চিহ্ন (পয়দা ৪১:৪৩ আয়াত দেখুন)।

২২:২০ সেদিন। যে দিন মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর বিচার সাধন করবেন (১৭-১৯ আয়াত দেখুন)। *আমার গোলাম।* ২০:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *ইলীয়াকীম।* ৩৬:৩, ১১, ২২; ৩৭:২ আয়াত দেখুন।

২২:২১ তোমার কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দেব। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (৩৬:৩ আয়াত দেখুন) ইলীয়াকীম শিব্‌নেরকে অপসারণ করে ক্ষমতা নেন।

২২:২২ এই আয়াতের কিছু অংশ প্রকাশিত কালাম ৩:৭ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। "পিতা" (আয়াত ২১) কথাটির উল্লেখ এবং "তাঁর কাঁধের উপরে" দায়িত্ব কথাটি দিয়ে ৯:৬ আয়াতে মসীহ্ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা প্রতিফলিত হয়।

দাউদ-কুলের চাবি। এর সাথে তুলনা করুন প্রকা ৩:৭ আয়াত ও নোট; এই কর্তৃত্ব তাকে দিয়েছিলেন স্বয়ং বাদশাহ্, যিনি দাউদের রাজবংশে জাত। সম্ভবত তিনি রাজ প্রাসাদের প্রবেশ দ্বার নিয়ন্ত্রণ করতেন। এর সাথে তুলনা করুন প্রেরিত পিতরকে দেওয়া বেহেশতী রাজ্যের চাবি (মথি ১৬:১৯ আয়াত)।

২২:২৩ গোঁজ। সাধারণত এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে লোহার তৈরি গোঁজের কথা, কিন্তু এখানে কাঠের তৈরি গোঁজের কথাই বোঝানো হয়েছে (ইহি ১৫:৩; জাকা ১০:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *প্রতাপ-সিংহাসনস্বরূপ।* এর সাথে তুলনা করুন ১ শামু ২:৮ আয়াত ও নোট।

২২:২৫ সেদিন। আরেকটি (অনির্দিষ্ট) দিন, যে দিন মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর বিচার সাধন করবেন। *দণ্ড ... ছিড়ে পড়ে যাবে।* শিব্‌নের মত ইলীয়াকীমও এক সময় ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হবে।

২৩:১ ভবিষ্যদ্বাণী। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *টায়ার।* ফিনিশীয় উপকূলবর্তী প্রধান সমুদ্র বন্দর, যা কর্মিল পর্বত থেকে ৩৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই নগরের একটি অংশ নির্মিত হয়েছিল দুটি পাথুরে দ্বীপের উপরে যা মূল স্থলভাগ থেকে প্রায় আধা মাইল দূরে অবস্থিত। টায়ারের বাদশাহ্ হীরম জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দসের জন্য এরস কাঠ ও কারিগর যোগান দিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্ ৫:৮-৯ আয়াত দেখুন) এবং বাদশাহ্ সোলায়মানের বাণিজ্য জাহাজের জন্য নাবিক যোগান দিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্ ৯:২৭ আয়াত দেখুন)। *সমস্ত জাহাজ, হাহাকার কর।* আয়াত ১৪ দেখুন। *তর্শীশের সমস্ত জাহাজ।* বাণিজ্য তরী (২:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

সর্বনাশ হল। আশেরিয়া, বখতে-নাসার ও আলেকজান্ডারের আক্রমণের মধ্য দিয়ে এই ধ্বংস কার্য সম্পূর্ণভাবে সাধিত হয়েছিল। বখতে নাসার ৫৭২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মূল ভূখণ্ডকে দখল করে নেন (ইহি ২৬:৭-১১ আয়াত দেখুন), কিন্তু ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার দি গ্রেট নগরটির দ্বীপ দুর্গগুলো দখল করে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয় নি (এর সাথে তুলনা করুন ইহি ২৬:৩-৫; এর সাথে আরও দেখুন জাকা ৯:৩ আয়াত ও নোট)।

সাইপ্রাস। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি দ্বীপ, যার সাথে টায়ারের ভাল সংযোগ ছিল (ইহি ২৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৩:২, ৪, ১২ সীদোনীয়। ইহি ২৮:২০-২৬ আয়াত ও নোট দেখুন; আরেকটি বিখ্যাত ফিনিশীয় নগরী, যার অবস্থান ছিল টায়ার নগরী থেকে ২৫ মাইল উত্তরে।

২৩:২ উপকূল। টায়ার (আয়াত ১ ও নোট দেখুন)। *বণিক।* সমুদ্র পথে আগত বণিক ও ব্যবসায়ীরা; টায়ারের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে প্রভাবিত করতো (আয়াত ৩, ৮ দেখুন)।

২৩:৩ শীহোর। সম্ভবত পূর্ব দিকে নীল নদের সবচেয়ে দূরবর্তী শাখা নদী (ইয়ার ২:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *নীল নদের শস্য।* ১৯:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৩:৪ সমুদ্রের দৃঢ় দুর্গ। টায়ার (আয়াত ১ ও নোট দেখুন)। *প্রসব যন্ত্রণা ... প্রসব।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৫৪:১ আয়াত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৬ তর্শীশ। সম্ভবত স্পেনের তার্তেসুস (ইহি ২৭:১২ আয়াতের নোট দেখুন), পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ, অথবা উত্তর আফ্রিকার উপকূলের একটি অঞ্চল।

BACIB International Bible CHURCH

নি, প্রসব করি নি, যুবকদের প্রতিপালন বা
কুমারীদের ভরণপোষণ করি নি। ৫ ঐ জনশ্রুতি
মিসরে পৌঁছামাত্র লোকে টায়ারের সংবাদে
ব্যথিত হবে। ৬ তোমরা পার হয়ে তর্শীশে গমন
কর; হে উপকূল-নিবাসীরা, হাহাকার কর। ৭ এ
কি তোমাদের সেই আনন্দনগরী? এই নগর না
প্রাচীনকালেও প্রাচীনা ছিল এবং এর চরণ না
দূরদেশে প্রবাস করার জন্য একে নিয়ে যেত?
৮ মুকুট বিতরণকারিণী টায়ার, যার বণিকেরা
নেতা, মহাজনেরা দুনিয়ার গৌরবান্বিত, এর
বিরুদ্ধে এই মন্ত্রণা কে করেছে? ৯ বাহিনীগণের
মাবুদই এই মন্ত্রণা করেছেন; তিনি গর্বের সমস্ত
গৌরব নাপাক করার ও দুনিয়ার সম্মানিত
সকলকে অবমাননার পাত্র করার জন্যই এটা
করেছেন।
১০ হে তর্শীশ-কন্যা, তুমি নীল নদের মত
তোমার দেশ প্লাবিত কর, তোমার কোমরবন্ধনী
আর নেই। ১১ তিনি সমুদ্রের উপরে হাত বাড়িয়ে
দিয়েছেন, তিনি সমস্ত রাজ্য কাঁপিয়ে তুলেছেন;
মাবুদ কেনানের দৃঢ় সমস্ত দুর্গ উচ্ছিন্ন করতে তার
বিষয়ে হুকুম করেছেন। ১২ আর তিনি বললেন,
বলাৎকৃতা কুমারী, সীদোন-কন্যা, তুমি আর
উল্লাস করবে না; উঠ, পার হয়ে সাইপ্রাসে যাও;

[২৩:৮] নহূম ৩:১৬।
[২৩:৯] আইউ ৪০:১১।
[২৩:১২] প্রকা ১৮:২২।
[২৩:১৩] ইশা ৪৩:১৪; ইয়ার ৫১:১২।
[২৩:১৪] ১বাদশা ১০:২২।
[২৩:১৫] ইয়ার ২৫:২২।
[২৩:১৬] মেসাল ৭:১০।
[২৩:১৭] জবুর ৯০:১০।
[২৩:১৮] হিজ ২৮:৩৬; ৩৯:৩০; ইউসা ৬:১৭-১৯; জবুর ৭২:১০।
[২৪:১] আয়াত ২০; ইশা ২:১৯-২১; ৩৩:৯; ইয়ার ২৫:২৯।
[২৪:১] ইউসা ৬:১৭; ইশা ১৩:৫।
[২৪:২] হোশেয় ৪:৯।

সে স্থানেও তোমার বিশ্রাম হবে না। ১৩ ঐ দেখ,
কলদীয়দের দেশ; সেই জাতি আর নেই;
আসেরিয়া বন্যজন্তুদের জন্য তা নির্ধারণ করেছে;
তারা উচ্চগৃহ করে তার সমস্ত অট্টালিকা ভূমিসাৎ
করেছে, নগর ধ্বংস স্থান করেছে। ১৪ হে
তর্শীশের সমস্ত জাহাজ, হাহাকার কর, কেননা
তোমাদের দৃঢ় দুর্গের সর্বনাশ হল।
১৫ সেই দিনে এরকম ঘটবে, এক বাদশাহ্‌র
জীবনকাল অনুসারে টায়ারকে সত্তর বছর পর্যন্ত
ভুলে থাকা হবে; সত্তর বছর শেষে টায়ারের দশা
পতিতা বিষয়ক এই গানের মত হবে; ১৬ ‘হে
ভুলে থাকা পতিতা, বীণা নিয়ে নগরে ভ্রমণ কর;
মধুর তালে বাজাও, বিস্তর গান কর, যাতে
তোমাকে আবার স্মরণ করা যায়।’
১৭ সত্তর বছরের শেষে মাবুদ টায়ারের খোঁজ-
খবর নেবেন; পরে সে পুনর্বার নিজের লাভজনক
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হবে এবং ভূতলে দুনিয়ার সমস্ত
রাজ্যের সঙ্গে পতিতাবৃত্তি করবে। ১৮ কিন্তু তার
লাভ ও আয় মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র হবে; তা
কোষে রাখা কিংবা সঞ্চয় করা যাবে না; কেননা
যারা মাবুদের সম্মুখে বাস করে, তাদের তৃপ্তিজনক
খাবার ও সুন্দর পরিচ্ছদের জন্য তার লাভ দেওয়া
হবে।

২৩:৭ আনন্দনগরী। ২২:২ আয়াতের নোট দেখুন। *প্রাচীনকালেও প্রাচীনা।* টায়ার নগরী ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। *দূরদেশে প্রবাস করার জন্য।* উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ ছিল টায়ারের একটি উপনিবেশ। আরেকটি ছিল তর্শীশ।

২৩:৮-৯ মন্ত্রণা। ১৪:২৪, ২৬-২৭; ২৫:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৩:৮ মুকুটবিতরণকারিণী। টায়ার তার উপনিবেশের শাসনকর্তাদেরকে মুকুটে ভূষিত করেছিল। *যার বণিকেরা নেতা।* ইহি ২৮:৪-৫।

২৩:৯ গর্বের সমস্ত গৌরব। ইহি ২৭:৩-৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৩:১০ তর্শীশ কন্যা। তর্শীশ নগরীকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:১১ তিনি ... হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ১৪:২৬-২৭ আয়াতের নোট দেখুন। *কেনান।* বর্তমানে এর অধিকাংশ ভূখণ্ড আধুনিক লেবানন হিসেবে পরিচিত।

২৩:১২ কুমারী সীদোন কন্যা। সীদোন নগরীকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

বলাৎকৃতা। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বাদশাহ্‌ এষোরহদ্দন এবং ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার কর্তৃক সীদোন নগরী আক্রান্ত ও বিজিত হয়েছিল (এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ২৫:২২, ২৬ আয়াত ও নোট)।

২৩:১৩ আশেরিয়া। ৫৮৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ সনহেরীব ব্যাবিলন নগরী ধ্বংস করে দেন। এক সময় ফিনিশিয়াকেও ব্যাবিলনের পরিণতি বরণ করতে হবে। *বন্যজন্তুদের জন্য।* এর সাথে তুলনা করুন ১৩:২১ আয়াত। *উচ্চগৃহ করে ... ভূমিসাৎ করেছে।* ২ বাদশাহ্‌ ২৫:১ আয়াত দেখুন।

২৩:১৪ আয়াত ১ ও নোট দেখুন।

২৩:১৫ সত্তর বছর। এটি ব্যাবিলনের বন্দীদশার বর্ষ সংখ্যাও বটে (ইয়ার ২৫:১১-১২; ২৯:১০ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং ব্যাবিলন ধ্বংসাবস্থায় পতিত হয়ে থাকার ব্যাপারে ব্যাবিলনের দেবতা মারডক কর্তৃক ঘোষিত সময়কাল (বাদশাহ্‌ এসোরহদ্দন এর একটি উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে)।

২৩:১৬ এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ৭:১০-১৫ আয়াত।

২৩:১৭ পতিতাবৃত্তি। একটি জাতিকে “পতিতার” সাথে তুলনা করার অর্থ হচ্ছে সেই জাতি তার নিজের অসৎ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন কাজ করতে পারে (এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ১৪:৮; ১৭:৫ আয়াত ও নোট)।

২৩:১৮ মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র। একজন পতিতার আয়কৃত অর্থ মাবুদের উদ্দেশে উপহার হিসেবে দেওয়া যেত না (দ্বি.বি. ২৩:১৮), কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন নগরের স্বর্ণ ও রৌপ্য (দ্বি.বি. ২:৩৪) মাবুদ আল্লাহ্‌র কোষাগারে সঞ্চয় করা যেত (ইউসা ৬:১৭, ১৯ আয়াত ও ৬:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন মিকাহ্‌ ৪:১৩ আয়াত)। *তাদের ... দেওয়া হবে।* ইসরাইল এক দিন জাতিদের সমস্ত ধন সম্পদ লাভ করবে (১৮:৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৬০:৫-১১ আয়াত ও নোট; ৬১:৬)।

২৪:১ দুনিয়াকে শূন্য করছেন। এর সাথে তুলনা করুন ২:১০, ১৯, ২১ আয়াত; আরও দেখুন ১৩:১৩ আয়াতের নোট। *তার নিবাসীদের ছড়িয়ে দিয়েছেন।* পয়দা ১১:৮-৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৪:২ সামাজিক ভেদাভেদ বা বিভিন্নতার কারণে কেউ আল্লাহ্‌র বিচার থেকে রেহাই পাবে না (এর সাথে তুলনা করুন ৩:১-৩ আয়াত ও নোট)।

দুনিয়ার ধ্বংস

২৪ ১ দেখ, মাবুদ দুনিয়াকে শূন্য করছেন,
উৎসন্ন করছেন, উল্টিয়ে ফেলছেন ও
তার নিবাসীদের ছড়িয়ে দিয়েছেন। ২ এভাবে
লোক ও ইমাম, গোলাম ও মালিক, বাঁদী ও কর্ত্রী,
ক্রেতা ও বিক্রেতা, ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা, ঋণী
ও মহাজন, সকলে সমান হবে। ৩ দুনিয়া
একেবারে নিঃশেষিত হবে ও একেবারে লুণ্ঠিত
হবে, কেননা মাবুদ এই কথা বলেছেন।
৪ দুনিয়া শোকান্বিত ও নিস্তেজ হল, দুনিয়া
ম্লান ও নিস্তেজ হল, দুনিয়ার সম্মানিত লোকেরা
ম্লান হল। ৫ আর দুনিয়া তার নিবাসীদের
পদতলে নাপাক হল, কারণ তারা ব্যবস্থাগুলো
লঙ্ঘন করেছে, বিধি লঙ্ঘন করেছে, চিরস্থায়ী
নিয়ম ভঙ্গ করেছে। ৬ সেজন্য বদদোয়া দুনিয়াকে
গ্রাস করলো ও সেখানকার বাসিন্দারা দোষী
সাব্যস্ত হল; সেজন্য দুনিয়া-নিবাসীদের আগুনে
পুড়িয়ে দেওয়া হল, অল্প লোকই অবশিষ্ট আছে।
৭ নতুন আঙ্গুর-রস শুকিয়ে গেছে, আঙ্গুরলতা ম্লান
হয়েছে, প্রফুল্লচিত্ত সকলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ
করছে। ৮ তম্বুরার আমোদ নিবৃত্ত হল,
উল্লাসকারীদের কোলাহল শেষ হল, বীণার
আমোদ নিবৃত্ত হল। ৯ লোকে আর গান সহকারে
আঙ্গুর-রস পান করে না; সুরাপায়ীদের মুখে সুরা
তিক্ত লাগে। ১০ উৎসন্নতার নগর ভগ্ন হয়ে
পড়লো, সমস্ত গৃহ বন্ধ হল, ভিতরে যাওয়া যায়
না। ১১ আঙ্গুর-রসের বিষয়ে রাস্তায় রাস্তায়
চিৎকার হয়, সমস্ত আমোদ অন্ধকার হল, দেশের
বিলাস নির্বাসিত হল। ১২ নগরে ধ্বংস অবশিষ্ট
রইলো, তোরণদ্বার খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।
১৩ বস্তুত দুনিয়াতে জাতিদের মধ্যে এরকম ঘটনা
হবে; জলপাই গাছ ঝাড়া হলে পর, আঙ্গুর ফল
সংগ্রহ করার পর যেমন অল্পই ফল গাছে থাকে,
দুনিয়ার অবস্থা তেমনি হবে।
১৪ এরা উচ্চরব করবে, আনন্দগান করবে,
মাবুদের মহিমার কারণে এরা সমুদ্র থেকে
উচ্চধ্বনি শোনাবে। ১৫ অতএব তোমরা
পূর্বদেশে মাবুদের গৌরব কর, সমুদ্রের
উপকূলগুলোতে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের
নামের গৌরব কর। ১৬ আমরা দুনিয়ার প্রান্ত
থেকে কাওয়ালী শুনেছি, ‘ধার্মিক ব্যক্তির গৌরব
হোক’। কিন্তু আমি বললাম, আমি ক্ষীণ হচ্ছি,
আমি ক্ষীণ হচ্ছি, আমাকে ধিক্‌। বেঈমানরা
বেঈমানী করেছে, হ্যাঁ, বেঈমানরা অতিশয়
বেঈমানী করেছে।
১৭ হে পৃথিবী-নিবাসী, ত্রাস, খাত ও ফাঁদ

[২৪:৩] পয়দা ৬:১৩। [২৪:৪] যোয়েল ১:১০। [২৪:৫] পয়দা ৯:১১। [২৪:৬] ইউসা ২৩:১৫। [২৪:৭] যোয়েল ১:৫। [২৪:৮] পয়দা ৩১:২৭। [২৪:৯] ইশা ৫:২০। [২৪:১০] পয়দা ১:২; ইশা ৬:১১। [২৪:১১] জবুর ১৪৪:১৪। [২৪:১৩] দ্বিঃবি ৩০:৪; ইশা ১৭:৬। [২৪:১৪] ইশা ১২:৬। [২৪:১৫] জবুর ১১৩:৩। [২৪:১৬] জবুর ৪৮:১০। [২৪:১৭] লূক ২১:৩৫। [২৪:১৮] আইউ ২০:২৪। [২৪:১৯] জবুর

২৪:৪ ম্লান ও নিস্তেজ হল। এই কথাটি ১৫:৬; ১৬:৮ আয়াতে মোয়াবের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে; এর সাথে তুলনা করুন ৩৪:৪ আয়াত।

২৪:৫ চিরস্থায়ী নিয়ম ভঙ্গ করেছে। এখানে সম্ভবত পয়দা ৯:৮-১৭ আয়াতের নিয়মের কথা বোঝানো হয়েছে (পয়দা ৯:১১ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে আয়াত ১৮ ও নোট দেখুন। যদিও বেহেশতী দৃষ্টিকোণ থেকে তা চিরস্থায়ী, তথাপি মানুষের গুনাহ্‌র কারণে তা ভঙ্গ হতে পারে (ইয়ার ৩১:৩২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৪:৬ বদদোয়া। দুনিয়ার মন্দতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র ধ্বংসকারী বদদোয়া দুনিয়ার সমস্ত অধিবাসীদের পুড়িয়ে ফেলবে (এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ৮:২১-২২ আয়াত; আরও দেখুন পয়দা ৯:৮-১৭ আয়াতে উল্লিখিত নিয়ম)।

২৪:৭ আঙ্গুরলতা ম্লান হয়েছে। আয়াত ৪ ও নোট দেখুন।

২৪:৮ তম্বুরার আমোদ নিবৃত্ত হল। এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১১; ২২:২, ১৩; ২৩:৭।

২৪:৯ গান সহকারে আঙ্গুর-রস। ৫:১১-১৩ আয়াতে এহুদার এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:১০ উৎসন্নতার নগর ভগ্ন হয়ে পড়লো। একই ধারণা পাওয়া যায় ২৫:২; ২৬:৫; ৭:১০ আয়াতে (এর সাথে তুলনা করুন ১৭:১; ১৯:১৮)। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বিরোধী সমস্ত নগরীকেই বোঝানো হয়েছে – যেমন ব্যাবিলন, টায়ার, জেরুশালেম ও রোম।

২৪:১৩ সামান্য কিছু জলপাই ও আঙ্গুর কেবল অবশিষ্ট থাকবে (আয়াত ৬; ১৭:৬, ১১ দেখুন)।

২৪:১৪ এরা। খোদাভক্ত মানুষেরা, যারা আল্লাহ্‌র বিচার থেকে উদ্ধার পাবে।

২৪:১৫ সমুদ্রের উপকূলগুলো। এখানে দ্বীপ বোঝানো হয়েছে। ১১:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:১৬ দুনিয়ার প্রান্ত। ১১:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

আমি। সম্ভবত এখানে সামষ্টিক অর্থে খোদাভক্ত সমাজের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র লোকদেরকে ধ্বংসকারী বিরোধী জাতিগুলোর কারণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে।

আমি ক্ষীণ হচ্ছি ... বেঈমানী করেছে। হিব্রু ভাষায় এই আয়াতের শেষ চারটি পঙক্তি (রাযি ইল, রাযি ইল! ঐ লি! বোগেদিম বাগাদু! উবেগেদ বোগেদিম বাগাদু!) ফুটিয়ে তুলেছে প্রতিফলন ও প্রতিধ্বনি মূলক সাহিত্য রীতির এক চমৎকার নিদর্শন (আয়াত ৫:৭ ও নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ভূমিকা: সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ)। *আমাকে ধিক্‌।* ৬:৫ আয়াতে নবী ইশাইয়া এই একই প্রকাশভঙ্গি উল্লেখ করেছেন। *বেঈমান।* আল্লাহ্‌র লোকদের দুশমনেরা।

২৪:১৭-১৮ এর সাথে তুলনা করুন আমোস ৫:১৯-২০ আয়াত ও নোট।

২৪:১৭ ত্রাস, খাত ও ফাঁদ। প্রতিধ্বনি ও প্রতিফলন মূলক সাহিত্য রীতির আরেকটি উদাহরণ (আয়াত ১৬ দেখুন; এর সাথে ইয়ার ৪৮:৪৩ আয়াতের নোট দেখুন)। হিব্রু শব্দগুলো হচ্ছে পাড, পাট ও পা।

২৪:১৮ আল্লাহ্‌র বিচার থেকে পালানো যায় না (এর সাথে তুলনা করুন আমোস ৫:১৯-২০; ৯:২-৪ আয়াত ও নোট)। আসমানের সমস্ত জানালা মুক্ত হল। হযরত নূহের বন্যার প্রতিফলন এখানে প্রকাশিত হয়েছে (পয়দা ৭:১১; ৮:২ আয়াত দেখুন)। *দুনিয়ার সমস্ত মূল কাঁপতে লাগল।* ভূমিকম্প ও বজ্রবিদ্যুৎ (১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যোয়েল ৩:১৬ আয়াত)।

তোমার উপরে এসেছে। ১৮ যে কেউ ত্রাসের
জনশ্রুতিতে পালিয়ে বাঁচবে, সে খাতে পড়বে, যে
খাত থেকে উঠে আসবে, সে ফাঁদে ধরা পড়বে;
কারণ আসমানের সমস্ত জানালা মুক্ত হল ও
দুনিয়ার সমস্ত মূল কাঁপতে লাগল। ১৯ দুনিয়া
বিদীর্ণ হল, বিদীর্ণ হল; দুনিয়া ফেটে গেল, ফেটে
গেল; দুনিয়া বিচলিত হল, বিচলিত হল।
২০ দুনিয়া মাতালের মত টলটলায়মান হবে, কুঁড়ে
ঘরের মত দুলবে; তার অধর্মের ভারে ভারগ্রস্ত
হয়ে পড়ে যাবে, আর উঠতে পারবে না।
২১ সেদিন মাবুদ আসমানে আসমানের বাহিনী-
গণকে ও দুনিয়াতে দুনিয়ার বাদশাহ্‌দেরকে
প্রতিফল দেবেন। ২২ তাতে তাদের জেলখানার
গর্তে একসঙ্গে রাখা বন্দীদের মত একত্রে রাখা
হবে ও কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে, পরে
অনেক দিন গত হলে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া
যাবে। ২৩ আর চন্দ্র মলিন ও সূর্য লজ্জিত হবে,
কেননা বাহিনীগণের মাবুদ সিয়োন পর্বতে ও
জেরুশালেমে রাজত্ব করবেন; এবং তাঁর
প্রধানবর্গের সম্মুখে প্রতাপ থাকবে।

আল্লাহ্‌র মহান উদ্ধার

৪৬:২।
[২৪:২০] আইউ ১২:২৫।
[২৪:২১] প্রকা ১৬:১৪।
[২৪:২২] লূক ৮:৩১; প্রকা ২০:৭-১০।
[২৪:২৩] প্রকা ২২:৫।
[২৫:১] ইফি ১:১১।
[২৫:২] আইউ ১২:১৪।
[২৫:৩] হিজ ৬:২; জবুর ২২:২৩।
[২৫:৪] ২শামু ২২:৩; জবুর ১১৮:৮; যোয়েল ৩:১৬।
[২৫:৫] ইয়ার ৫১:৫৫।
[২৫:৬] পয়দা ২৯:২২; মথি ৮:১১; ২২:৪; প্রকা ১৯:৯।
[২৫:৭] ২করি ৩:১৫-১৬; ইফি ৪:১৮।
[২৫:৮] হোশেয় ১৩:১৪; ১করি

২৫

১ মাবুদ, তুমি আমার আল্লাহ্‌; আমি
তোমার প্রতিষ্ঠা করবো, তোমার নামের
প্রশংসা করবো; কেননা তুমি অলৌকিক কাজ
করেছ; বিশ্বস্ততায় ও সত্যে তুমি পুরাকালীন
মন্ত্রণাগুলো সাধন করেছ। ২ কারণ তুমি নগরকে
স্তূপে, দৃঢ় নগরকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করেছ;
বিদেশীদের রাজপুরী আর নেই; তা কখনও
নির্মিত হবে না। ৩ এজন্য বলবান লোকেরা
তোমার গৌরব করবে, নিষ্ঠুর জাতিদের নগর
তোমাকে ভয় করবে। ৪ কেননা তুমি দরিদ্রের
দৃঢ় দুর্গ, সঙ্কটে দীনহীনের দৃঢ় দুর্গ,
ঝটিকানিবারক আশ্রয়, রৌদ্রনিবারক ছায়া হয়েছ,
যখন নিষ্ঠুরদের নিশ্বাস শীতকালের ঝড়বৃষ্টির
মত হয়। ৫ যেমন শুকনো দেশে রৌদ্র, তেমনি
তুমি বিদেশীদের কোলাহল থামাবে; যেমন
মেঘের ছায়াতে রৌদ্র, তেমনি নিষ্ঠুরদের গান
থেমে যাবে। ৬ আর বাহিনীগণের মাবুদ এই
পর্বতে সর্বজাতির জন্য উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্যের
একটি ভোজ, পুরানো আঙ্গুর-রসের, মেদযুক্ত
উত্তম খাদ্যদ্রব্য ও সবচেয়ে ভাল পুরানো আঙ্গুর-
রসের একটি ভোজ প্রস্তুত করবেন, ৭ আর
সর্বদেশীয় লোকেরা যে ঘোমটায় আচ্ছাদিত

২৪:২০ মাতালের মত। এর সাথে তুলনা করুন ১৯:১৪ আয়াত। *কুঁড়ে ঘরের মত।* ১:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৪:২১ সেদিন। এই শব্দের মধ্য দিয়ে মাবুদের বিশেষ দিনের কথা বোঝানো হয়েছে (২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০, ২৭ আয়াতের নোট দেখুন), এই কথাটি ২৪-২৭ অধ্যায়ে মোট সাত বার উল্লেখ করা হয়েছে (২৫:৯; ২৬:১; ২৭:১-২, ১২-১৩ আয়াত দেখুন)। *আসমানে আসমানের বাহিনীগণকে ... দুনিয়ার বাদশাহ্‌দেরকে প্রতিফল দেবেন।* সৃষ্টির সমস্ত ক্ষমতা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে (২:৬-২১; ইফি ৬:১১-১২ আয়াত দেখুন)।

২৪:২২ কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে। এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ২০:২ আয়াত। অনেক দিন গত হলে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া যাবে। এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ২০:৭-১০ আয়াত।

২৪:২৩ চন্দ্র মলিন ও সূর্য লজ্জিত হবে। শেষ বিচারের সময় সূর্য ও চাঁদ আলো দেবে না (১৩:১০ আয়াতের নোট দেখুন) কিংবা যখন মাবুদই হয়ে উঠবেন “চিরস্থায়ী জ্যোতি” (৬০:১৯-২০; এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ২১:২৩; ২২:৫)। *সিয়োন পর্বতে ... রাজত্ব করবেন।* ২:২-৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:১-৫ ২৪ অধ্যায়ে বর্ণিত বিচারের মধ্য দিয়ে যে উদ্ধার এসেছে তার জন্য প্রশংসা গজল (২৪:১৪-১৬ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন অধ্যায় ১২)।

২৫:১ পুরাকালীন মন্ত্রণাগুলো সাধন করেছ। ৪:২৪, ২৬-২৭; ২৩:৮-৯ আয়াত দেখুন।

২৫:২ নগরকে স্তূপে ... ধ্বংস্তূপে পরিণত করেছ। ২৪:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *তা কখনও নির্মিত হবে না।* এর সাথে তুলনা করুন ২৪:২০ আয়াত।

২৫:৩ বলবান লোকেরা ... নিষ্ঠুর জাতি। যেমন মিসর ও আশেরিয়া (১৯:১৮-২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। তোমার গৌরব করবে ... তোমাকে ভয় করবে। ২৪:১৫-১৬ আয়াত দেখুন।

২৫:৪-৫ দৃঢ় দুর্গ ... আশ্রয় ... ছায়া ... ঝড়বৃষ্টি। ৪:৫-৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৩২:২ আয়াত।

২৫:৬-৮ মাবুদ আল্লাহ্‌র বেহেশতী ভোজ সভার একটি বর্ণনা, মসীহের সাথে বেহেশতে গমনের পর ঈমানদারেরা যাতে যোগ দিতে পারবে (১ খান্দান ১২:৩৮-৪০; মথি ৮:১১; লূক ১৪:১৫; ২২:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৫:৬ ভোজ ... একটি ভোজ। সম্ভবত তা অভিষেক অনুষ্ঠান (১ বাদশাহ্‌ ১:২৫) বা বিয়ের ভোজ ছিল (কাজী ১৪:১০ আয়াত ও নোট দেখুন); এর সাথে তুলনা করুন মেষশাবকের বিয়ে ভোজ অনুষ্ঠান (প্রকাশিত ১৯:৯)। *উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য।* মহা রূহানিক রহমতের প্রতীক (৫৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সবচেয়ে ভাল পুরানো আঙ্গুর-রস।* সবচেয়ে সুস্বাদু আঙ্গুর-রস, যা পিঁপের মধ্যে রেখে পুরানো করা হয়েছে (ইয়ার ৪৮:১১ আয়াত ও নোট দেখুন; সফনিয় ১:১২ আয়াত দেখুন)।

২৫:৭-৮ মসীহ্‌ মৃত্যুকেই চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করেছেন (২ তীম ১:১০; এর সাথে তুলনা করুন হাবা ২:১৪-১৫ আয়াত ও নোট)।

২৫:৭ ঘোমটা ... চাদর। কিংবা বলা যায় আচ্ছাদন ও পর্দা, যা দিয়ে শোকার্ত লোকেরা তাদের মুখ ঢেকে রাখত– এখানে তা মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

২৫:৮ এই আয়াতের অংশ বিশেষ ১ করি ১৫:৫৪ আয়াতের উদ্ধৃত করা হয়েছে। মহা গ্রাসকারী তথা মৃত্যুকে (জবুর ৪৯:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন) মাবুদ আল্লাহ্‌ নিজেই গ্রাস করেছেন। *সার্বভৌম মাবুদ।* ৭:৭; ২৮:১৬; ৩০:১৫; ৪০:১০; ৪৯:২২; ৫২:৪; ৬১:১১; ৬৫:১৩ আয়াত দেখুন। *চোখের পানি মুছে দেবেন।* প্রকাশিত ৭:১৭; ২১:৪ আয়াত দেখুন। *নিজের*

BACIB International Bible CHURCH

আছে ও সব জাতের লোকদের সম্মুখে যে
আবরক চাদর টাঙ্গান আছে, মাবুদ এই পর্বতে
তা বিনষ্ট করবেন। ৮ তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের
জন্য বিনষ্ট করেছেন ও সার্বভৌম মাবুদ সকলের
মুখ থেকে চোখের পানি মুছে দেবেন; এবং সমস্ত
দুনিয়া থেকে নিজের লোকদের দুর্নাম দূর
করবেন; কারণ মাবুদই এই কথা বলেছেন।
৯ সেদিন লোকে বলবে, এই দেখ, ইনিই
আমাদের আল্লাহ্‌; আমরা এরই অপেক্ষায়
ছিলাম, ইনি আমাদেরকে নাজাত করবেন; ইনিই
মাবুদ; আমরা এঁরই অপেক্ষায় ছিলাম, আমরা
এঁর কৃত উদ্ধারে উল্লসিত হব, আনন্দ করবো।
১০ কেননা মাবুদের হাত এই পর্বতে অধিষ্ঠিত
থাকবে; আর যেমন পোয়াল গোবর সারের মধ্যে
পদতলে দলিত হয়, তেমনি মোয়াব স্বস্থানে
দলিত হবে। ১১ আর সাঁতারু যেমন সাঁতারের
জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, তেমনি সে তার মধ্যে
হাত বাড়িয়ে দেবে; কিন্তু তিনি তার হাতের
কৌশলের সঙ্গে তার গর্ব খর্ব করবেন। ১২ তিনি
তোমার উঁচু প্রাচীরযুক্ত দৃঢ় দুর্গ ধ্বংস করেছেন,
নত করেছেন, ভূমিসাৎ করেছেন, ধূলিশায়ী পর্যন্ত
করেছেন।

এহুদার বিজয় গজল

২৬ ১ সেদিন এহুদা দেশে এই গজল গাওয়া
হবে;
আমাদের একটি দৃঢ় নগর আছে;
তিনি উদ্ধারকে প্রাচীর ও পরিখাস্বরূপ
করবেন।
২ তোমরা তোরণদ্বারগুলো মুক্ত কর,
বিশ্বস্ত ধার্মিক জাতি প্রবেশ করবে।
৩ যার মন তোমাতে সুস্থির,
তুমি তাকে শান্তিতে, শান্তিতেই রাখবে,
কেননা তোমাতেই তার নির্ভরতা।
৪ তোমরা চিরকাল মাবুদের উপর নির্ভরতা রাখ;
কেননা মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ই তোমাদের
অনন্তকালীন শৈল।
৫ কারণ তিনি উঁচুতে বসবাসকারীদেরকে, উন্নত
নগরকে অবনত করেছেন; তিনি তা অবনত
করেন, অবনত করে ভূমিসাৎ করেন, ধূলিশায়ী
পর্যন্ত করেন। ৬ লোকদের পা– দুঃখীদের ও
দরিদ্রদের পা দিয়ে তা মাড়াবে। ৭ ধার্মিকের পথ
সরলতায়, তুমি ধার্মিকের পথ সমান করে সরল
করছো। ৮ হ্যাঁ, আমরা তোমার বিচার-পথেই,
হে মাবুদ, তোমার অপেক্ষায় রয়েছি; আমাদের
প্রাণ তোমার নামের ও তোমার স্মরণচিহ্নের
আকাঙ্ক্ষা করে। ৯ রাতের বেলায় আমি প্রাণের
সঙ্গে তোমার আকাঙ্ক্ষা করেছি; হ্যাঁ, সযত্নে
আমার অন্তরস্থ রূহ্‌ দ্বারা তোমার খোঁজ করবো,
কেননা দুনিয়াতে তোমার বিচারগুলো প্রচলিত
হলে, দুনিয়া-নিবাসীরা ধার্মিকতা শিক্ষা করবে।
১০ দুষ্ট লোক কৃপা পেলেও ধার্মিকতা শেখে না;
সরলতার দেশে সে অন্যায় করে, মাবুদের মহিমা

১৫:৫৪-৫৫।
[২৫:৯] জবুর ২২:৫।
[২৫:১০] পয়দা ১৯:৩৭; শুমারী ২১:২৯।
[২৫:১১] লেবীয় ২৬:১৯; আইউ ৪০:১২।
[২৫:১২] আইউ ৪০:১১।
[২৬:১] জবুর ৪৮:১৩।
[২৬:২] জবুর ২৪:৭।
[২৬:৩] ফিলি ৪:৭।
[২৬:৪] পয়দা ৪৯:২৪।
[২৬:৫] ইহি ২৬:১১।
[২৬:৬] ইশা ৩:১৫।
[২৬:৭] জবুর ২৬:১২।
[২৬:৮] দ্বি:বি ১৮:১৮; জবুর ১:২।
[২৬:৯] মথি ৬:৩৩।
[২৬:১০] মথি ৫:৪৫।
[২৬:১০] ইউ ৫:৩৭-৩৮; রোমীয় ২:৪।
[২৬:১১] জবুর ১০:১২।
[২৬:১২] জবুর ১১৯:১৬৫; ইশা

লোকদের দুর্নাম দূর করবেন। ৫৪:৪ আয়াত দেখুন।

২৫:৯ আরেকটি সংক্ষিপ্ত প্রশংসা গজল। *সেদিন।* ১২:১, ৪; ২৪:২১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১০:২০, ২৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *এরই অপেক্ষায় ছিলাম ... নাজাত করবেন।* এর সাথে তুলনা করুন জবুর ২:৪-৫ আয়াত। *উল্লসিত হব, আনন্দ করবো।* এর সাথে তুলনা করুন ৩৫:১০; ৫১:১১; ৬৬:১০ আয়াত।

২৫:১০-১২ আল্লাহ্‌র বিচার নিয়ে বিশেষভাবে বিধৃত করা হয়েছে।

২৫:১০ মোয়াব। আল্লাহ্‌র সমস্ত দুশমনদের একীভূত প্রতীক, যেমন ৩৪:৫-১৭ আয়াতে বলা হয়েছে ইদোমের কথা। ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:১১ গর্ব। ১৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:১২ উঁচু প্রাচীরযুক্ত দৃঢ়। আয়াত ২; ২:১৫; ২ বাদশাহ্‌ ৩:২৭; ইয়ার ৫১:৪৪, ৫৮ আয়াত দেখুন ও ৫১:৪৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১-১৫ আল্লাহ্‌র কৃত উদ্ধারের জন্য আরেকটি প্রশংসা গজল (২৫:১-৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৬:১ সেদিন। ১২:১, ৪; ২৪:২১; ২৫:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১০:২০, ২৭ আয়াতের নোটও দেখুন। উদ্ধারকে প্রাচীর ও পরিখাস্বরূপ করবেন। আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী কাজ হচ্ছে সিয়োনের নিরাপত্তা ও শক্তি (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৪৬ ও ৪৮ অধ্যায়)।

পরিখা। মাটি বা পাথরের তৈরি ঢালু খাত যা দুর্গের চারদিকে খনন করা হত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য (এর সাথে তুলনা করুন ২ শামু ২০:১৫ আয়াত)।

২৬:৩ ৩০:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *যার মন তোমাতে সুস্থির।* এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১১২:৬-৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *নির্ভরতা।* এর সাথে তুলনা করুন ২৫:৯ আয়াত।

২৬:৪ শৈল। ১৭:১০; জবুর ১৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৬:৫ *উন্নত নগর।* ২৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন। *ভূমিসাৎ করেন, ধূলিশায়ী পর্যন্ত করেন।* এর সাথে তুলনা করুন ২৫:২, ১২ আয়াত।

২৬:৬ দুঃখীদের ও দরিদ্রদের পা। ৪৯:২৪-২৬; ৫১:২২-২৩ আয়াতেও অত্যাচারীদের অবনত হওয়ার কথা পাওয়া যায় (এর সাথে তুলনা করুন ৩:১৪-১৫ আয়াত)।

২৬:৭ পথ ... সরল ... পথ ... সমান। এই বিষয়বস্তুটি দেখা যায় ৪০:৩-৪; ৪২:১৬; ৪৫:১৩ আয়াতেও (উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন; এর সাথে মেসাল ৪:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন মাতম ৩:৯ আয়াত)।

২৬:৮ আল্লাহ্‌ যেন তাদের পক্ষে নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করেন তার জন্য প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে (হোসিয়া ১২:৫-৬ আয়াত দেখুন)। *তোমার নামের ও তোমার স্মরণচিহ্নের আকাঙ্ক্ষা।* আয়াত ১৩; ২৪:১৫; ২৫:১ দেখুন।

২৬:৯ তোমার বিচারগুলো। যেমন শস্য উত্তোলন ও সমৃদ্ধির রহমত (এর সাথে তুলনা করুন মথি ৫:৪৫ আয়াত ও নোট)।

২৬:১১ তোমার হাত তুমি উঁচুতে উঠিয়েছ। ক্ষমতা প্রকাশের চিহ্ন। ৯:১২, ১৭, ২১ আয়াত ও নোট দেখুন; জবুর ৮৯:১৩ আয়াত দেখুন। *গভীর আগ্রহ।* ৯:৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৩৭:৩২; ৬৩:১৫ আয়াত। *আগুন।* ১:৩১

দেখে না।
১১ হে মাবুদ, তোমার হাত তুমি উঁচুতে
উঠিয়েছ, তবু তারা দেখে না; কিন্তু তারা
লোকদের পক্ষে তোমার গভীর আগ্রহ দেখবে ও
লজ্জা পাবে, হ্যাঁ, আগুন তোমার বিপক্ষদেরকে
পুড়িয়ে ফেলবে। ১২ হে মাবুদ, তুমি আমাদের
জন্য শান্তি নির্ধারণ করবে, কেননা আমাদের
সমস্ত কাজই তুমি আমাদের জন্য করে আসছ।
১৩ হে মাবুদ, আমাদের আল্লাহ্‌, তুমি ছাড়া অন্য
প্রভুরা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করেছিল; কিন্তু
কেবল তোমারই সাহায্যে আমরা তোমার নামের
ঘোষণা করবো। ১৪ মৃতেরা আর জীবিত হবে না,
মৃতেরা আর উঠবে না; এজন্য তুমি প্রতিফল
দিয়ে ওদেরকে সংহার করেছ, ওদের নাম পর্যন্ত
মুছে ফেলেছ। ১৫ তুমি এই জাতির বৃদ্ধি করেছ,
হে মাবুদ, তুমি এই জাতির বৃদ্ধি করেছ; তুমি
মহিমান্বিত হয়েছ, তুমি দেশের সকল সীমা
বিস্তার করেছ।
১৬ হে মাবুদ, সঙ্কটের সময়ে লোকেরা তোমার
অপেক্ষায় ছিল, তোমা থেকে শান্তি পাবার সময়ে
মৃদু স্বরে বিনয় করতো। ১৭ গর্ভবতী স্ত্রী আসন্ন
প্রসবকালে ব্যথা সহ্য করতে করতে যেমন
কান্নাকাটি করে, হে মাবুদ, আমরা তোমার
সাক্ষাতে তার মত হয়েছি। ১৮ আমরা গর্ভবতীর
মত হয়েছি, আমরা ব্যথা সয়েছি, যেন বায়ু প্রসব
করেছি; আমাদের দ্বারা দেশে রক্ষা পায় নি,
দুনিয়া-নিবাসীরা ভূমিষ্ঠ হয় নি। ১৯ তোমার
মৃতেরা জীবিত হবে, আমার মৃতদেহ বেঁচে
উঠবে; হে ধূলি-নিবাসীরা, তোমরা জাগ্রত হও,
আনন্দ গান কর; কেননা তোমার শিশির আলোর
শিশিরের মত এবং ভূমি মৃতদেরকে ভূমিষ্ঠ
করবে।
২০ হে আমার জাতি, চল, তোমার অন্তরাগারে
প্রবেশ কর, তোমার দ্বারগুলো রুদ্ধ কর; অল্পক্ষণ
মাত্র লুকিয়ে থাক, যে পর্যন্ত ক্রোধ অতীত না
হয়। ২১ কেননা দেখ, মাবুদ তাঁর স্থান থেকে
বের হয়েছেন, দুনিয়া-নিবাসীদের অপরাধের
প্রতিফল দেবার জন্য; দুনিয়া তার উপর যে
রক্তপাত হয়েছে তা প্রকাশ করবে, নিজের
নিহতদেরকে আর ঢেকে রাখবে না।

ইসরাইলের উদ্ধার লাভ

৯:৬।
[২৬:১৪] দ্বি:বি ৪:২৮।
[২৬:১৫] আইউ ১২:২৩।
[২৬:১৬] কাজী ৬:২।
[২৬:১৭] ইউ ১৬:২১; প্রকা ১২:২।
[২৬:১৮] পয়দা ৪৯:১০।
[২৬:১৯] ইফি ৫:১৪।
[২৬:১৯] জবুর ২২:২৯।
[২৬:২০] হিজ ১২:২৩।
[২৬:২১] কাজী ১:১৪।
[২৭:১]
[২৭:১] পয়দা ৩:২৪; নহূম ৩:১৫।
[২৭:২] ইয়ার ২:২১।

আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১২ শান্তি। আয়াত ৩ দেখুন।

২৬:১৩ অন্য প্রভুরা। বিদেশী শাসকেরা, যেমন মিসরীয় বা আশেরীয়।

২৬:১৪ মৃতেরা ... আর উঠবে না। এর সাথে তুলনা করুন ১৪:৯-১০ আয়াতে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র নিয়তি – এবং এর সাথে তুলনা করুন ২৬:১৯ আয়াতে পুনরুত্থানের দৃশ্য (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

২৬:১৫ তুমি এই জাতির বৃদ্ধি করেছ। এই কথাটির প্রয়োগ ঘটেছে ৫৪:২-৩ আয়াতে ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পর; আরও দেখুন ৯:৩; জাকা ২:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৬:১৬-১৮ নবী ইশাইয়া আল্লাহ্‌র লোকদের পক্ষ হয়ে মাবুদের সাথে কথা বলছেন।

২৬:১৬ সঙ্কটের সময়ে। সম্ভবত আশেরীয় নির্যাতনের কথা বোঝানো হয়েছে, যা ৫:৩০; ৮:২১-২২ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। তবে এক্ষেত্রে কাজীগণের সময়ও বোঝানো হতে পারে (কাজী ৬:২, ৬ আয়াত দেখুন)।

২৬:১৭-১৮ প্রসবকালে ব্যথা সহ্য করতে ... বায়ু প্রসব করেছি। ১৩:৮ আয়াত ও নোট দেখুন (এর সাথে তুলনা করুন ৩৭:৩ আয়াত)।

২৬:১৮ দেশে রক্ষা পায় নি। ৪৯:৬ আয়াত দেখুন।

২৬:১৯-২১ নবী ইশাইয়ার আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি নিশ্চয়তার কথা উচ্চারণ করছেন।

২৬:১৯ তোমার মৃতেরা জীবিত হবে ... মৃতদেহ বেঁচে উঠবে। এখানে ইসরাইলীয়দের পুনর্জাগরণের কথা বোঝানো হচ্ছে (ইহি ৩৭:১১-১২, ১৪ আয়াত ও নোট দেখুন) – সম্ভবত মৃতদেহের পুনরুত্থানের কথাও বোঝানো হয়েছে (দানি ১২:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন ২৫:৮ আয়াত; আরও দেখুন ২৬:১৪ আয়াত। *শিশির।* ফলবন্ততার প্রতীক (২ শামু ১:২১; হোসিয়া ১৪:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৬:২০-২১ ২৪:২১-২২ আয়াত দেখুন এবং ২:১১, ১৭, ২০ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:২০ অল্পক্ষণ মাত্র ... ক্রোধ অতীত না হয়। ১০:২৫; ৫৪:৭-৮ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৩০:৫ আয়াত ও নোট। আশেরীয় স্বৈরশাসন ও ব্যাবিলনীয়দের বন্দীদশার সাথে সমস্ত অত্যাচার নির্যাতন শেষ হবে।

২৬:২১ অপরাধের প্রতিফল। ৬৬:১৪-১৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

তা প্রকাশ করবে ... আর আচ্ছাদিত রাখবে না। নিষ্পাপ ও ধার্মিক লোকদের রক্ত ও মৃতদেহ, যারা অত্যাচারীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তারা আর মাটির নিচে লুকিয়ে থাকবেন না। বরং তাদেরকে উত্থিত করা হবে যেন তারা নিজেদের হত্যাকাণ্ডের জন্য সাক্ষ্য দান করতে পারেন, যেন আল্লাহ্‌ তাদের মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ নিতে পারেন (পয়দা ৪:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৭:১-২, ১২-১৩ সেদিন। ১০:২০, ২৭; ২৪:২১ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ১২:১, ৪; ২৫:৯; ২৬:১ আয়াত দেখুন।

২৭:১ বিচার সাধনের বিষয়ে নাটকীয় উক্তি যা ২৪:১–২৭:১৩ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *তাঁর ... তলোয়ার।* জবুর ৭:১২-১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

লিবিয়াথন ... নাগ। দুষ্ট জাতির প্রতীক (যা কেনানীয় কিংবদন্তী থেকে এসেছে), যেমন মিসর (৩০:৭ আয়াত দেখুন রাহব; ৫:১৯; ইহি ২৯:৩; ৩২:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পলায়মান ... এঁকে-বেঁকে পালিয়ে যাওয়া সাপ।* এর সাথে তুলনা করুন আইউব ৩:৮; ৪১:১; জবুর ৭৪:১৩-১৪ আয়াত।

২৭:২-৬ আঙ্গুর-ক্ষেত বিষয়ক দ্বিতীয় গজল (৫:১-৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৭:২ আঙ্গুর-ক্ষেত। ইসরাইল জাতি।

BACIB International Bible CHURCH

২৭ ১ সেদিন মাবুদ তাঁর ভয়ংকর, মহান ও
শক্তিশালী তলোয়ার দ্বারা পলায়মান নাগ
লিবিয়াথনকে, হ্যাঁ, এঁকে-বেঁকে পালিয়ে যাওয়া
সাপ লিবিয়াথনকে প্রতিফল দেবেন এবং সমুদ্রস্থ
প্রকাণ্ড জলচর নষ্ট করবেন। ২ সেই দিন– একটি
আঙ্গুর-ক্ষেতের বিষয়ে তোমরা গান করো।
৩ আমি মাবুদ তার রক্ষক,
আমি প্রতিক্ষণে তাতে পানি সেচন করবো;
কিছুতে যেন তার ক্ষতি না করে,
সেজন্য দিনরাত তা রক্ষা করবো।
৪ আমার ক্রোধ নেই; আঃ! কাঁটা ও কাঁটাঝোপ
যদি যুদ্ধে আমার বিপক্ষ হত! আমি সেসব
আক্রমণ করে একেবারে পুড়িয়ে দিতাম। ৫ সে
বরং আমার পরাক্রমের আশ্রয় নিক, আমার সঙ্গে
মিলিত হোক, আমার সঙ্গে মিলিতই হোক।
৬ ভাবী কালে ইয়াকুব মূল বাঁধবে, ইসরাইল
মুকুলিত ও উৎফুল্ল হবে এবং তারা ভূতলকে
ফলে পরিপূর্ণ করবে।
৭ তিনি ইসরাইলের প্রহারককে যেমন প্রহার
করেছেন, তেমনি কি তাকেও প্রহার করলেন?
কিংবা তারা কি নিহত হয়েছে, যেমন তাদের
নিহতকারীরা নিহত হয়েছে? ৮ তুমি দূর করে
দিয়ে ও বন্দী দশায় পাঠিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া
করলে; তিনি পূর্বীয় বায়ুর দিনে নিজের প্রবল
বায়ু দ্বারা তাকে ঝেড়ে দূর করলেন। ৯ এজন্য
এর মধ্য দিয়ে ইয়াকুবের অপরাধ মোচন হবে
এবং এটা তার গুনাহ্‌ দূর করার সমস্ত ফল; সে
চূণের ভগ্নচূর্ণ পাথরগুলোর মত কোরবানগাহ্‌র
সমস্ত পাথর চূর্ণ করবে, আশেরা-মূর্তি ও সূর্য-
মূর্তিগুলো আর উঠবে না। ১০ কারণ সুদৃঢ় নগর
নির্জন, মরুভূমির মত বাসভূমি মানব শূন্য ও
পরিত্যক্ত হয়েছে; সেই স্থানে বাছুর চরবে ও
শয়ন করবে এবং গাছের পাতা খাবে।
১১ সেখানকার ডালপালা শুকিয়ে গেলে ভাঙ্গা
যাবে, স্ত্রীলোকেরা এসে তাতে আগুন দেবে।
কারণ সেই জাতি নির্বোধ, সেজন্য তার নির্মাতা
তার প্রতি করুণা করবেন না, তার গঠনকর্তা
তার প্রতি কৃপা করবেন না।
১২ সেদিন মাবুদ ফোরাত নদীর প্রণালী থেকে
মিসরের স্রোত পর্যন্ত ফল পাড়বেন; এভাবে, হে
বনি-ইসরাইল, তোমাদের একে একে কুড়ানো
যাবে। ১৩ আর সেদিন একটি বড় তূরী বাজবে;
তাতে যারা আসেরিয়া দেশে নষ্ট হচ্ছিল ও যারা
মিসর দেশে তাড়িত রয়েছে, তারা আসবে; এবং
জেরুশালেমে পবিত্র পর্বতে মাবুদের কাছে
সেজ্‌দা করবে।

[২৭:৩] ইউ ৬:৩৯।
[২৭:৪] মথি ৩:১২; ইব ৬:৮।
[২৭:৫] রোমীয় ৫:১; ২করি ৫:২০।
[২৭:৬] পয়দা ৪০:১০।
[২৭:৭] ইশা ১০:২৬।
[২৭:৮] পয়দা ৪১:৬।
[২৭:৯] রোমীয় ১১:২৭।
[২৭:১০] পয়দা ১:২; দ্বি:বি ১৩:১৬।
[২৭:১১] দ্বি:বি ৩২:১৮।
[২৭:১২] পয়দা ১৫:১৮।
[২৭:১৩] মথি ২৪:৩১।
[২৮:১] লেবীয় ১০:৯; ইশা ৫:১১; হোশেয় ৭:৫; আমোস ৬:৬।

২৭:৪-৫ মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি ইসরাইল জাতির উষ্ণতার একটি চিত্র – অন্যান্য জাতিগুলোর মত “কাঁটা ও কাঁটাঝোপ” নয় (আয়াত ৪ দেখুন), বরং তারা মাবুদের উপরে পূর্ণ নির্ভরতা ও আস্থা রেখেছিল (২৯:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৭:৪ কাঁটা ও কাঁটাঝোপ। ৫:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৭:৬ মূল বাঁধবে। ১১:১, ১০ আয়াত ও নোট দেখুন। **মুকুলিত ও উৎফুল্ল হবে।** ৪:২ আয়াত ও নোট দেখুন। এখানে মসীহী যুগের চিত্র সামনে রাখা হয়েছে। ভূতলকে ফলে পরিপূর্ণ করবে। এর সাথে ২৬:১৮ আয়াতের তুলনা করুন।

২৭:৭-১১ আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে কীভাবে বিচার করবেন সে বিষয়ে বলা হয়েছে, যা নবী ইশাইয়ার সময়েই ঘটতে চলেছে।

২৭:৭ প্রহার করেছেন। এর সাথে তুলনা করুন ১০:২৪-২৬ আয়াত।

২৭:৮ বন্দী দশা। সম্ভবত ব্যাবিলনীয় বন্দীদশা। *পূর্বীয় বায়ু।* মরুভূমি থেকে আসা গরম বাতাস (ইয়ার ৪:১১ আয়াত ও নোট দেখুন; ইহি ১৯:২ আয়াত দেখুন)।

২৭:৯ অপরাধ মোচন হবে। ইসরাইল (ইয়াকুব) অবশ্যই তার সমস্ত অপরাধের জন্য আসন্ন বিচারে মন পরিবর্তন করবে ও প্রায়শ্চিত্ত করবে। *কোরবানগাহ্‌ ... আশেরা মূর্তি ... সূর্য মূর্তি।* ১৭:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *সমস্ত পাথর চূর্ণ করবে।* হিজ ৩৪:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৭:১০ সুদৃঢ় নগর। জেরুশালেম নগরী। *মানব শূন্য ও পরিত্যক্ত।* এর সাথে তুলনা করুন ৬:১১-১২ আয়াত। *বাছুর চরবে।* এর সাথে তুলনা করুন ৫:৫; ৭:২৫ আয়াত।

২৭:১২-১৩ বিচারের পরেই আসবে আল্লাহ্‌র কৃত উদ্ধার।

২৭:১২ ফল পাড়বেন। ইসরাইলীয়রা যে সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল তাদের বিচার করা হবে (২১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। এই ফল সংগ্রহের মত কাজের মধ্য দিয়ে ইসরাইলীয়দেরকে অ-ইহুদীদের কাছ থেকে আলাদা করা হবে। *মিসরের স্রোত।* সম্ভবত ওয়াদি এল-আরিশ, প্রতিজ্ঞাত দেশের দক্ষিণ সীমান্ত। ফোরাত নদী হচ্ছে এই ভূখণ্ডের উত্তর সীমান্ত। পয়দা ১৫:১৮; ১ বাদশাহ্‌ ৪:২১; ৮:৬৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৭:১৩ বড় তূরী। সাধারণত সৈন্যবাহিনীকে সংকেত দেওয়ার জন্য এই তূরী ব্যবহার করা হত (১ শামু ১৩:৩ আয়াত দেখুন)। *আশেরিয়া ... মিসর।* ১১:১১-১২ আয়াত ও নোট দেখুন। *পবিত্র পর্বত।* সিয়োন পর্বত (২:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ১১:৬-৯; ২৪:২৩; ২৫:৬-৭, ১০ আয়াত ও নোট দেখুন; ৬২:২৫)।

২৮:১–৩৫:১০ ছয়টি শোক প্রকাশকারী গজলের একটি সঙ্কলন (২৮:১; ২৯:১; ২৯:১৫; ৩০:১; ৩১:১; ৩৩:১ আয়াত দেখুন), এটি শেষ হয়েছে জাতিগণের উপরে বিচারের মধ্য দিয়ে (অধ্যায় ৩৪) এবং উদ্ধার প্রাপ্তদের আনন্দ প্রকাশের মধ্য দিয়ে (অধ্যায় ৩৫)। এর সাথে তুলনা করুন ৫ অধ্যায়ের ছয়টি মাতম গজল (৫:৮-২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:১ মুকুট। উত্তরের রাজ্যের রাজধানী সামেরিয়ার ছিল উঁচু পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত অত্যন্ত সুন্দর একটি নগরী (১ বাদশাহ্‌ ১৬:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *অহঙ্কার।* আয়াত ৩ দেখুন ও ১৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *আফরাহীমের।* ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

মাতালদের। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে সামেরিয়া ছিল অত্যন্ত বিলাসবহুল ও অসারতায় পূর্ণ একটি নগরী। ৫:১১-১৩; আমোস ৩:১২ আয়াত ও নোট দেখুন; ৬:৪-৭ আয়াত দেখুন। *ফলশালী উপত্যকা।* এর সাথে তুলনা করুন ৫:১ আয়াত।

BACIB International Bible CHURCH

দুষ্ট বাদশাহ্‌, ইমাম ও নবীদের প্রতি শাস্তি ঘোষণা

২৮ ১ হায়! আফরাহীমের মাতালদের
অহংকারের মুকুট; হায়! তার তেজোময়
শোভার মলিন ফুল, যা আঙ্গুর-রসে পরাভূতদের
ফলশালী উপত্যকার মাথায় রয়েছে। ২ দেখ,
প্রভুর এক জন বলবান ও বীর্যশালী লোক আছে;
শিলাবৃষ্টি ও ধ্বংসকারী একটা বাতাসের মত,
অতি বেগে ধাবমান প্রবল বৃষ্টির মত, বলপূর্বক
সকলই ভূমিতে নিক্ষেপ করবে। ৩ আফরাহীমের
মাতালদের অহংকারের মুকুট পদতলে দলিত
হবে; ৪ এবং ফলশালী উপত্যকার মাথায় স্থিত
তাদের তেজোময় শোভার মলিন যে ফুল, তা
ফলসংগ্রহ কালের পূর্ববর্তী এমন প্রথমে পাকা
ডুমুর ফলের মত হবে, যা লোকে দেখামাত্র লক্ষ্য
করে, হাতের মুঠায় নেওয়া মাত্র গ্রাস করে।
৫ সেদিন বাহিনীগণের মাবুদই তাঁর লোকদের
অবশিষ্টাংশের জন্য শোভার মুকুট ও গৌরবের
মালা হবেন; ৬ আর বিচার করার জন্য উপবিষ্ট
ব্যক্তির বিচারের রূহ্‌ ও যারা নগর-দ্বারে যুদ্ধ
ফিরায়, তাদের শক্তিস্বরূপ হবেন। ৭ কিন্তু এরাও
আঙ্গুর-রসে ভ্রান্ত ও সুরাপানে টলটলায়মান
হয়েছে; ইমাম ও নবী সুরাপানে ভ্রান্ত হয়েছে;
তারা আঙ্গুর-রসে কবলিত ও সুরাপানে টলট-
লায়মান হয়, তারা দর্শনে ভ্রান্ত ও বিচারে বিচ-
লিত হয়। ৮ বস্তুত সকল টেবিল বমিতে ও মলে
পরিপূর্ণ হয়েছে, কোন স্থান পরিস্কার নেই।

[২৮:২] ইউসা ১০:১১।
[২৮:৩] আইউ ৪০:১২; ইশা ৫:৫।
[২৮:৪] হোশেয় ৯:১০; নহূম ৩:১২।
[২৮:৫] জাকা ৯:১৬।
[২৮:৬] ২শামু ১৪:২০।
[২৮:৭] লেবীয় ১০:৯; ইফি ৫:১৮।
[২৮:৮] ইয়ার ৪৮:২৬।
[২৮:৯] ইব ৫:১২-১৩; ১পিতর ২:২।
[২৮:১১] ইহি ৩:৫; ১করি ১৪:২১।
[২৮:১২] মথি ১১:২৮-২৯।
[২৮:১৩] মথি ২১:৪৪।
[২৮:১৪] ২খান্দান ৩৬:১৬।
[২৮:১৫] আইউ ৫:২৩।
[২৮:১৬] প্রেরিত ৪:১১।
[২৮:১৭] জবুর ১১:৭; ইশা ৫:১৬।

৯ ‘সে কাকে জ্ঞান শিক্ষা দেবে? কাকে বার্তা
বুঝিয়ে দেবে? কি তাদেরকে, যারা দুধ ছেড়েছে
ও স্তন্যপানে নিবৃত্ত হয়েছে? ১০ কেননা বিধির
উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে
পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু,
সেখানে একটুকু।’
১১ ‘শোন, তিনি বিদেশীদের ওষ্ঠ ও অদ্ভুত ভাষা
দ্বারা এই লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন,
১২ যাদেরকে তিনি বললেন, ‘এই বিশ্রামস্থানে,
তোমরা ক্লান্তকে বিশ্রাম দাও, আর এটাই প্রাণ
জুড়াবার স্থান;’ তবুও তারা শুনতে সম্মত হল
না। ১৩ সেজন্য তাদের প্রতি মাবুদের কালাম
‘বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি; পাঁতির
উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে
একটুকু, সেখানে একটুকু’ হবে; যেন তারা গিয়ে
পিছনে পড়ে ভেঙ্গে যায় ও ফাঁদে পরে ধরা
পড়ে।
১৪ অতএব, হে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী লোকেরা,
জেরুশালেমস্থ এই জাতির শাসনকর্তারা,
মাবুদের কালাম শোন। ১৫ তোমরা বলেছ,
‘আমরা মৃত্যুর সঙ্গে নিয়ম করেছি, পাতালের
সঙ্গে সন্ধি স্থির করেছি; সংহারকের কশা যখন
উপনীত হবে, তখন আমাদের কাছে আসবে না,
কেননা আমরা মিথ্যাকে আশ্রয় করেছি ও মিথ্যা
ছলের আড়ালে লুকিয়েছি।’
১৬ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য একটি

২৮:২ এক জন বলবান ও বীর্যশালী লোক। আশেরিয়ার বাদশাহ্‌। *শিলাবৃষ্টি ... অতি বেগে ধাবমান প্রবল বৃষ্টি*। আয়াত ১৭; ৮:৭-৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৭:১২ আয়াত ও নোট দেখুন। এর সাথে তুলনা করুন ৩০:৩০; ৩২:১৯ আয়াত।

২৮:৫ সেদিন। ৪:১-২; ১০:২০, ২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ১২:১, ৪; ২৪:২১; ২৫:৯; ২৬:১; ২৭:১-২, ১২-১৩ আয়াত দেখুন। *শোভার মুকুট ও গৌরবের মালা*। ৪:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *অবশিষ্টাংশ*। ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:৬ বিচারের রূহ্‌। ১১:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *নগর-দ্বার*। একটি নগরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ।

২৮:৭ আঙ্গুর-রস ... সুরা। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল রূহানিকতা ও আধ্যাত্মিকতায়, আঙ্গুর-রসে নয়। লেবীয় ১০:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন শুমারী ১১:২৯; ইফি ৫:১৮ আয়াত ও নোট।

২৮:৮ বমি। এর সাথে তুলনা করুন ২৫:১৬, ২৭ আয়াত।

২৮:৯-১০ নবী ইশাইয়ার শ্রোতাদের কাছ থেকে আসা উপহাসমূলক প্রতিক্রিয়া (১০ আয়াতের নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন ৫:১৯ আয়াতের উপহাসমূলক বক্তব্য।

২৮:১১-১২ ১ করি ১৪:২১ আয়াতে এই আয়াতের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে (১ করি ১৪:২১-২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:১১ বিদেশীদের ওষ্ঠ। আশেরীয়দের ভাষা।

২৮:১২ বিশ্রাম স্থান। মাবুদ ইসরাইলীয়দেরকে এই বিশ্রামের স্থান হিসেবে কেনান দেশ দিয়েছিলেন, আর এই মাবুদের উপরেই তারা নির্ভর করতে পারে নি (২৬:৩; ৩০:১৫; ৪০:৩১; ইউসা ১:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তারা শুনতে সম্মত হল না*। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৬:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৮:১৩ মাবুদের কালাম ... হবে। তারা বলে নবী অদ্ভুত ও অর্থহীন কথা বলছেন (আয়াত ৯-১০), সে কারণে মাবুদ আল্লাহ্‌র যে কথাগুলো নবী বলছেন সেগুলোও তাদের কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে (আয়াত ৬:৯-১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৮:১৫, ১৮ মৃত্যুর সঙ্গে নিয়ম করেছি। রূপক ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নবী ইশাইয়া তাদের জাতিগত সঙ্কট সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত থাকার ব্যাপারে বিশেষভাবে তিরস্কার করেছেন, কারণ তারা গর্ব করে বলতো যে, তারা মৃত্যুর সাথে চুক্তি স্থাপন করেছে এবং মৃত্যু তাদের কোন ক্ষতি করবে না (এর সাথে তুলনা করুন হোসিয়া ২:১৮ আয়াত ও নোট)।

সংহারকের কশা। এখানে আশেরীয় ও ব্যাবিলনীয় বাহিনীকে এক সাথে বোঝানো হয়েছে। এখানে সংহারক বলতে এই দুই সৈন্য বাহিনীকে তুলনা করা হয়েছে ভয়ঙ্কর স্রোত বা বন্যার সাথে (৮:৭-৮ আয়াত ও নোট দেখুন); কশা অর্থ হচ্ছে চাবুক (১০:২৬)।

২৮:১৬ একটি পাথর। মাবুদ আল্লাহ্‌ (৮:১৪; ১৭:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। *বহুমূল্য কোণের পাথর*। এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১১৮:২২ আয়াত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *অতি দৃঢ়ভাবে বসানো*। ১ করি ৩:১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ পিতর ২:৪-৮ আয়াত ও নোট।

২৮:১৭ মানরজ্জু ... ওলোনসূত্র। মাবুদ আল্লাহ্‌ যে মান ও পরীক্ষা নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে তাঁর “ন্যায় বিচার” ও

পাথর স্থাপন করলাম; তা পরীক্ষিত পাথর বহুমূল্য কোণের পাথর, অতি দৃঢ়ভাবে বসান; যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে, সে টলবে না। ১৭ আর আমি ন্যায়-বিচারকে মানরজ্জু ও ধার্মিকতাকে ওলোনসূত্র করবো; শিলাবৃষ্টি ঐ মিথ্যারূপ আশ্রয় ফেলে দেবে এবং বন্যা ঐ লুকাবার স্থান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ১৮ আর মৃত্যুর সঙ্গে কৃত তোমাদের নিয়ম বিলোপ করা হবে ও পাতালের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি স্থির থাকবে না; সংহারকের কশা যখন উপনীত হবে, তখন তোমরা তা দ্বারা দলিত হবে। ১৯ তা যতবার উপনীত হবে, ততবার তোমাদেরকে ধরবে, বস্তুত সে প্রভাতে, দিনে ও রাতে, উপনীত হবে; আর এই বার্তা বুঝলে কেবল ত্রাস জন্মাবে।

২০ বাস্তবিক শোবার জন্য বিছানা খাটো ও সর্বাঙ্গে জড়াবার জন্য লেপও ছোট। ২১ বস্তুত মাবুদ উঠবেন, যেমন পরাসীম পর্বতে উঠেছিলেন; তিনি ক্রোধ করবেন, যেমন গিবিয়োনের উপত্যকাতে করেছিলেন; এভাবে তিনি তাঁর কাজ, তাঁর অসম্ভব কাজ সিদ্ধ করবেন; তাঁর ব্যাপার, তাঁর বিজাতীয় ব্যাপার সম্পন্ন করবেন। ২২ অতএব তোমরা নিন্দায় রত হয়ো না, পাছে তোমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হয়; কেননা প্রভুর মুখে, বাহিনীগণের মাবুদেরই মুখে আমি সমস্ত দুনিয়ার জন্য উচ্ছেদের, নির্ধারিত উচ্ছেদের কথা শুনেছি।

২৩ তোমরা কান দাও, আমার কথা শোন; কান দাও, আমার কালাম শোন। ২৪ বীজ বপন করার জন্য কৃষক কি সমস্ত দিন হাল চাষ করে ও মাটি খুঁড়ে ভূমির ঢেলা ভাঙ্গে? ২৫ ভূমিতল সমান করার পর সে কি মহুরী ছড়ায় না ও জিরা বপন করে না? এবং ভাগ ভাগ করে গম নির্ধারিত স্থানে যব ও ক্ষেতের সীমাতে জনার কি বোনে না? ২৬ কারণ তার আল্লাহ্‌ তাকে যথার্থ শিক্ষা দেন; তিনি তাকে জ্ঞান দেন। ২৭ বস্তুত মহুরী হাতগাড়ি দ্বারা মাড়াই করা যায় না এবং জিরার উপরে গাড়ির চাকা ঘোরে না, কিন্তু মহুরী দণ্ড দিয়ে ও জিরা লাঠি দিয়ে মাড়া যায়। ২৮ রুটির জন্য শস্য চূর্ণ করতে হয়; কারণ সে কখনও তা মাড়াই করবে না; আর তার গাড়ির চাকা ও তার ঘোড়াগুলো তা ছড়ায় বটে, কিন্তু সে তা চূর্ণ করে না। ২৯ এও বাহিনীগণের মাবুদ থেকে হয়; তিনি মন্ত্রণাতে আশ্চর্য ও বুদ্ধিকৌশলে মহান।

দুশমন কর্তৃক জেরুশালেম ঘেরাও

২৯ ১ অহো, অরীয়েল, অরীয়েল, দাউদের শিবির-নগর। তোমরা এক বছরের সঙ্গে অন্য বছর যোগ কর, উৎসবচক্র ঘুরে আসুক। ২ কিন্তু আমি অরীয়েলের প্রতি দুঃখ ঘটাবো, তাতে শোক ও মাতম হবে; আর সে আমার পক্ষে অরীয়েলের মত হবে। ৩ আমি তোমার চারদিকে শিবির স্থাপন করবো ও উচ্চগৃহ দ্বারা তোমাকে বেষ্টন করবো এবং তোমার বিরুদ্ধে অবরোধ-জাঙ্গাল নির্মাণ করবো; ৪ তাতে তুমি অবনত হবে, মাটি থেকে কথা বলবে ও ধুলা থেকে মৃদুস্বরে তোমার কথা বলবে; ভূতুড়ে ব্যাপারের মত তোমার স্বর মাটি থেকে বের হবে

[২৮:১৮] দানি ৮:১৩।
[২৮:১৯] ২বাদশা ২৪:২।
[২৮:২০] ইশা ৫৯:৬।
[২৮:২১] লূক ১৯:৪১-৪৪।
[২৮:২২] সফ ২:১৫।
[২৮:২৩] ইশা ৩২:৯।
[২৮:২৪] হোসে ৩:২।
[২৮:২৫] মথি ২৩:২৩।
[২৮:২৬] জবুর ৯৪:১০।
[২৮:২৭] আইউ ৪১:৩০।
[২৮:২৮] ইশা ২১:১০।
[২৮:২৯] রোমীয় ১১:৩৩।
[২৯:১] ২শামু ৫:৭।
[২৯:২] ইহি ৪৩:১৫।
[২৯:৩] লূক ১৯:৪৩-৪৪।
[২৯:৪] লেবীয় ১৯:৩১।
[২৯:৫] দ্বি:বি ৯:২১।
[২৯:৬] জাকা ১৪:১-৫।

"ধার্মিকতা" (এর সাথে তুলনা করুন ৩৪:১১ আয়াত ও নোট)। *শিলাবৃষ্টি।* আয়াত ২; ৩০:৩০; ৩২:১৯ দেখুন।

২৮:২০ খাটো ... ছোট। ইসরাইল জাতি সামরিক শক্তি ও রূহানিকতা উভয় দিক থেকেই অপ্রস্তুত ছিল।

২৮:২১ পরাসীম পর্বত। যেখানে আল্লাহ্‌ ফিলিস্তিনিদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন (২ শামু ৫:২০ আয়াত ও নোট দেখুন)। **গিবিয়োনের উপত্যকা।** যেখানে আল্লাহ্‌ আমোরীয়দের ধ্বংস করার জন্য শিলাবৃষ্টি পাঠিয়েছিলেন (ইউসা ১০:১০-১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *অসম্ভব কাজ ... বিজাতীয় ব্যাপার।* এবারে আল্লাহ্‌ ইসরাইলের বিরুদ্ধেই লড়বেন।

২৮:২২ নির্ধারিত উচ্ছেদ। ১০:২২-২৩ আয়াত দেখুন ও ১০:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:২৩-২৯ জ্ঞানগর্ভ একটি গজল, যার দুটি পঙক্তিমালা রয়েছে। দুটো পঙক্তিমালাই এমন একটি আয়াতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে যেখানে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে যেহেতু ফল উত্তোলনের উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (আয়াত ২৭-২৮), সে কারণে বলা যায় যদিও আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে শাস্তি দিচ্ছেন তথাপি তাঁর কাজকে তুলনা করা হয়েছে সময়োচিত একজন কৃষকের সাথে। ২৭:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৮:২৫ মহুরী। মৌরি, একজন ধরনের মশলা (মথি ২৩:২৩ আয়াত ও নোট)। *জনার।* গম জাতীয় এক ধরনের শস্য হিজ ৯:৩২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:২৯ মন্ত্রণাতে আশ্চর্য। ৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

২৯:১ অহো। ২৮:১ আয়াতের নোট দেখুন। *দাউদের শিবির-নগর।* ২ শামু ৫:৬-৯ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ২২:৯ আয়াত। *উৎসব চক্র।* ১:১৩-১৪ আয়াত দেখুন ও ১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১-২, ৭ অরীয়েল। জেরুশালেম (অরীয়েল নামের অর্থ "আল্লাহ্‌র নগরী" বা "আল্লাহ্‌র সিংহ"। যুদ্ধ ও রক্তপাতের কারণে জেরুশালেম নগরীটির পরিবেশ আমূল পাল্টে গিয়েছিল (হিব্রু 'ari'el; ২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইহি ৪৩:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৯:৩ উচ্চ গৃহ। এ ধরনের উঁচু গৃহ নির্মাণ করা হত নগরের প্রাচীর ঘেঁষে যেন এগুলোর উপরে উঠে নগরের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের সমান্তরালে এসে যুদ্ধ করা যায়।

২৯:৪ মৃদুস্বরে তোমার কথা বলবে। ৮:১৯ আয়াতে ওঝা ও ভূতড়িয়াদের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। এহুদা এমনভাবে কথা বলবে যেন তারা মৃতদের স্থান থেকে কথা বলছে ("মাটি ... ধুলা ... মাটি"), যা তাদের মৃত্যুর সাথে সম্পাদিত চুক্তির ব্যর্থতা নির্দেশ করে (২৮:১৫, ১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৯:৫-৮ আল্লাহ্‌র তাঁর নিরূপিত সময়ে জেরুশালেমের উপরে ধ্বংস সাধনকারী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দেবেন (১০:৫-১৯; ২৭:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ১২:২-৩ আয়াত ও নোট)। দুশমন বাহিনীর এই আকস্মিক ধ্বংসের

ও ধূলা থেকে তোমার কথার ফুস্‌ফুস্‌ আওয়াজ
উঠবে। ৫ কিন্তু তোমার দুশমনদের লোক সংখ্যা
সূক্ষ্ম ধুলার মত হবে এবং দুর্দান্তদের লোকারণ্য
উড়ন্ত ভুষির মত হবে; হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যেই
তা ঘটবে। ৬ বাহিনীগণের মাবুদ মেঘ-গর্জন,
ভূমিকম্প, মহাশব্দ, ঘূর্ণিবাতাস, ঝঞ্ঝা ও
সর্বগ্রাসক আগুনের শিখা সহকারে তার তত্ত্ব
নেবেন। ৭ তাতে সর্বজাতির যে লোকারণ্য
অরীয়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যেসব লোক তার
ও তাদের দুর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও তাকে
সঙ্কটাপন্ন করে, তারা স্বপ্নের মত ও রাত্রিকালীন
দর্শনের মত হবে; ৮ এরকম হবে, যেমন ক্ষুধার্ত
ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, যেন সে ভোজন করছে; কিন্তু
সে ঘুম থেকে জেগে উঠে, আর তার ক্ষুধা থেকে
যায়; অথবা যেমন পিপাসিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে,
যেন সে পান করছে; কিন্তু সে জেগে উঠে, আর
দেখ, সে দুর্বল, তার প্রাণে পিপাসা রয়েছে;
সিয়োন পর্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সর্বজাতির
লোকারণ্য তেমনি হবে।
৯ তোমরা চমৎকৃত হও ও আশ্চর্য জ্ঞান কর,
চোখ বন্ধ কর ও অন্ধ হও; ওরা মাতাল, কিন্তু
আঙ্গুর-রসে নয়; ওরা টল-টলায়মান, কিন্তু
সুরাপানে নয়। ১০ কারণ মাবুদ, তোমাদের উপরে
গভীর ঘুমের রূহ্‌ ঢেলে দিয়েছেন ও তোমাদের
নবীরূপ চোখ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের
দর্শকরূপ মাথা ঢেকে রেখেছেন।

[২৯:৭] মীখা ৪:১১-১২; জাকা ১২:৯।
[২৯:৮] জবুর ৭৩:২০।
[২৯:৯] ইয়ার ৪:৯; হবক ১:৫।
[২৯:১০] রোমীয় ১১:৮; ২থিষ ২:৯-১১।
[২৯:১০] মীখা ৩:৬।
[২৯:১১] দানি ৮:২৬; ১২:৯; মথি ১৩:১১; প্রকা ৫:১-২।
[২৯:১৩] মথি ১৫:৮-৯; মার্ক ৭:৬-৭; কল ২:২২।
[২৯:১৪] আইউ ১০:১৬।
[২৯:১৫] পয়দা ৩:৮; ইশা ২৮:১৫।
[২৯:১৬] আইউ ১০:৯; ইশা ১০:১৫।
[২৯:১৬] ইয়ার ১৮:৬; রোমীয় ৯:২০-২১।
[২৯:১৭] জবুর ৮৪:৬; ১০৭:৩৩।

১১ সমস্ত দর্শন তোমাদের পক্ষে সীলমোহর করা
গুটানো-কিতাবের মত হয়েছে; যে লেখা পড়া
জানে, তাকে কেউ যদি সেই কিতাব দিয়ে বলে,
মেহেরবানী করে এটি পাঠ কর, তবে সে জবাবে
বলবে, আমি পারি না, কারণ তা সীলমোহর
করা। ১২ আবার যে লেখা পড়া জানে না, তাকে
যদি সে তা দিয়ে বলে, মেহেরবানী করে এটি
পাঠ কর, তবে সে জবাবে বলবে আমি পড়তে
জানি না।
১৩ প্রভু আরও বললেন, এই লোকেরা আমার
কাছে আসে এবং নিজ নিজ মুখে ও ওষ্ঠাধরে
আমার সম্মান করে, কিন্তু নিজ নিজ অন্তঃকরণ
আমার কাছ থেকে দূরে রেখেছে এবং আমার
কাছ থেকে তাদের যে ভয়, তাও মানুষের হুকুম,
মুখস্থ করা মাত্র। ১৪ অতএব দেখ, আমি এই
জাতির সঙ্গে পুনর্বার আশ্চর্য ব্যবহার, এমন কি,
আশ্চর্য ও চমৎকার ব্যবহার করবো; এবং তাদের
জ্ঞানবানদের জ্ঞান বিনষ্ট ও বিবেচক লোকদের
বিবেচনা অন্তর্হিত হবে।
১৫ ধিক্‌ তাদেরকে, যারা গভীর মন্ত্রণা করে ও
মাবুদের কাছ থেকে তা গুপ্ত রাখতে চেষ্টা করে,
অন্ধকারে কাজ করে ও বলে, আমাদের কে
দেখতে পায়? আমাদের কে চিনতে পারে?
১৬ তোমাদের কেমন বিপরীত বুদ্ধি! কুমার কি
মাটির সমান বলে গণ্য? নির্মিত বস্তু কি নির্মাতার
বিষয়ে বলবে, ঐ ব্যক্তি আমাকে নির্মাণ করে নি?

সাথে ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয় বাহিনীর পরাজয় মিলে যায় (১০:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৯:৬ মেঘ-গর্জন, ভূমিকম্প ... ঘূর্ণিবাতাস, ঝঞ্ঝা ও সর্বগ্রাসক আগুনের শিখা। যেমনটা দেখা যায় কাজী ৫:৪-৫; জবুর ১৮:৭-১৫; হাবা ৩:৩-৭ আয়াতে; আরও দেখুন ২৮:২; জবুর ৮৩:১৩-১৫ আয়াত ও নোট।

২৯:৯-১৪ নবী ইশাইয়ার আবারও ইসরাইল জাতির রূহানিক অবস্থার কথা বলছেন এবং মাবুদের বিচার সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

২৯:৯ অন্ধ হও ... আঙ্গুর-রসে নয়। এখানে রূহানিক অসারতার কথা বোঝানো হয়েছে (৬:১০ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২৮:১, ৭ আয়াত ও নোট)।

২৯:১০ রোমীয় ১১:৮ আয়াতে এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *দর্শক।* ১ শামু ৯:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:১৩ আয়াত দেখুন।

২৯:১১-১২ নবী ইশাইয়ার কাছে এখানে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ হচ্ছে একটি সীলমোহরকৃত বদ্ধ কিতাব ("সীলমোহর করা," আয়াত ১১) যা সমস্ত মানুষের জন্য দেওয়া হয়েছে।

২৯:১৩ এর অংশবিশেষ প্রভু ঈসা মসীহ্‌ উদ্ধৃত করেছেন যখন তিনি ফরীশীদের ভণ্ডামি সম্পর্কে কথা বলছিলেন (মার্ক ৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *এই লোকেরা।* "আমার লোকেরা" নয় (এর সাথে তুলনা করুন ৬:৯; ৮:৬, ১১-১২ আয়াত; আরও দেখুন হিজ ১৭:৪; ইয়ার ১৪:১০-১১; হগয় ১:২ আয়াত ও নোট)।

২৯:১৪ ১ করি ১:১৯ আয়াতে এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *পুনর্বার আশ্চর্য ব্যবহার ... চমৎকার ব্যবহার করবো।* যিনি তাদেরকে হিজরতের সময়ে আশ্চর্য কাজ দেখিয়েছিলেন (হিজ ১৫:১১; জবুর ৭৮:১২-১৬ আয়াত ও নোট দেখুন) তিনি এখন তাদেরকে বিচারের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য কাজ দেখাবেন। *জ্ঞানবানদের জ্ঞান ... অন্তর্হিত হবে।* এর সাথে তুলনা করুন ৪৪:২৫; ইয়ার ৮:৯ আয়াত।

২৯:১৫ ধিক্‌। এই আয়াত থেকে আরেকটি দুঃখ প্রকাশকারী গজল শুরু হয়েছে (২৮:১–৩৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। **যারা গভীর মন্ত্রণা করে।** সম্ভবত বাদশাহ্‌ আহস ও আশেরিয়ার মধ্যকার কিংবা বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় ও মিসরের মধ্যকার মিত্রতার কথা বোঝানো হয়েছে (৩০:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন)। আমাদের কে দেখতে পায়? জবুর ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১৬ ৪৫:৯; ৬৪:৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইয়ার ১৮:১-৬ আয়াতের নোট দেখুন। এই আয়াতের অংশ বিশেষ রোমীয় ৯:২০ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে (রোমীয় ৯:২০-২১ আয়াতের নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ২:৭ আয়াতে আদমকে সৃষ্টির ঘটনা। আরও তুলনা করুন ইশা ১০:১৫ আয়াত ও জবুর ১৩৯ অধ্যায়।

২৯:১৭-২৪ আবারও বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে নাজাতের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ২৮:৫-৮ আয়াতে।

২৯:১৭ লেবানন। সম্ভবত আশেরিয়ার প্রতীকী নাম (আয়াত ১০:৩৪ দেখুন)। লেবাননের বন ছিল অতুলনীয় (২:১৩

গঠিত বস্তু কি তার গঠনকারীর বিষয়ে বলবে, ওর
বুদ্ধি নেই?

ভবিষ্যতের জন্য আশা

১৭ অতি অল্পকাল গত হলে লেবানন কি
বাগানে পরিণত হবে না? আর বাগান কি অরণ্য
বলে গণ্য হবে না? ১৮ সেদিন বধিররা কিতাবের
কালাম শুনবে এবং ঘন অন্ধকার ও অন্ধকারের
মধ্য থেকে অন্ধদের চোখ দেখতে পাবে। ১৯ নম্র
লোকেরাও মাবুদে উত্তরোত্তর আনন্দিত হবে এবং
মানুষের মধ্যবর্তী দরিদ্ররা ইসরাইলের পবিত্রতায়
উল্লাস করবে। ২০ কেননা দুর্দান্ত লোক আর নেই,
নিন্দুকরাও শেষ হয়ে গেল, যেসব লোক অধর্মে
উৎসুক, তারা উচ্ছিন্ন হল। ২১ তারা তো
বাক্‌কৌশলে মানুষকে দোষী করে, নগর-দ্বারে
দোষবক্তার জন্য ফাঁদ পাতে, অকারণে ধার্মিকের
প্রতি অন্যায় করে।
২২ অতএব ইব্রাহিমের মুক্তিদাতা মাবুদ ইয়াকুব
কুলের বিষয়ে এই কথা বলেন, ইয়াকুব এখন
লজ্জিত হবে না, তার মুখ এখন মলিন থাকবে
না। ২৩ কেননা তার সন্তানেরা যখন তার মধ্যে

[২৯:১৮] মথি ১১:৫; লূক ৭:২২।
[২৯:১৯] মথি ৫:৫; ১১:২৯।
[২৯:২০] আইউব ১৫:৩৫; মীখা ২:১; নহূম ১:১১।
[২৯:২১] আমোস ৫:১০, ১৫।
[২৯:২২] হিজ ৬:৬।
[২৯:২৩] মথি ৬:৯।
[২৯:২৪] ইব ৫:২।
[৩০:১] দ্বি:বি ২১:১৮; ইশা ১:২।
[৩০:২] শুমারী ২৭:২১।
[৩০:২] ইশা ৪:৬।
[৩০:৩] কাজী ৯:৮-১৫।
[৩০:৪] শুমারী ১৩:২২।
[৩০:৫] ২বাদশা ১৮:২১।
[৩০:৬] কাজী ১:৯।

আমার হস্তকৃত কাজ দেখবে, তখন আমার নাম
পবিত্র বলে মানবে, ইয়াকুবের পবিত্রতমকে
পবিত্র বলে মানবে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে সম্ভ্রম
করবে। ২৪ আর ভ্রান্ত-রূহ্‌গ্রস্ত লোকেরা
বিবেচনার কথা বুঝবে, বচসাকারীরা পাণ্ডিত্য
শিখিবে।

মাবুদের উপরে নির্ভর করার আবশ্যকতা

৩০ ১ মাবুদ বলেন, ধিক্‌ সেই বিদ্রোহী
সন্তানদেরকে, যারা মন্ত্রণা সাধন
করে, কিন্তু আমা থেকে নয় এবং সন্ধি করে,
কিন্তু আমার রূহের আবেশে নয়, উদ্দেশ্যে এই,
যেন গুনাহ্‌র উপরে গুনাহ্‌ করতে পারে। ২ তারা
মিসরে যাবার জন্য যাত্রা করে, কিন্তু আমাকে
জিজ্ঞাসা করে নি, যেন ফেরাউনের পরাক্রমে
পরাক্রমী হতে ও মিসরের ছায়াতে আশ্রয় নিতে
পারে। ৩ এজন্য ফেরাউনের পরাক্রম তোমাদের
লজ্জাস্বরূপ হবে এবং মিসরের ছায়াতে আশ্রয়
নেওয়া তোমাদের অপমান-স্বরূপ হবে। ৪ কারণ
তার কর্মকর্তারা সোয়নে উপস্থিত, তার দূতেরা
হানেষে এসেছে। ৫ সকলে উপকারে অসমর্থ

আয়াত ও নোট দেখুন)। সে কারণে লেবাননকে এখানে ক্রমান্বয়ে বাগান ও অরণ্য বলার মধ্য দিয়ে মূলত এর অবস্থার অবনতিকেই বোঝানো হয়েছে (৩২:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২৯:১৮ সেদিন। ১০:২০, ২৭; ২৬:১ আয়াতের নোট দেখুন। আশেরিয়ার ধ্বংসের দিনের পরেই রয়েছে ইসরাইলের পুনঃস্থাপনের দিন। *বধিররা কিতাবের কালাম শুনবে ... অন্ধদের চোখ দেখতে পাবে।* ৬:৯ আয়াতের বিপরীত বক্তব্য; এর সাথে ৩৫:৫ আয়াতে মসীহী যুগের বর্ণনার মিল রয়েছে।

২৯:১৯ দরিদ্ররা। ১১:৪ আয়াত দেখুন। ইসরাইলের পবিত্রতম। ভূমিকা: রচয়িতা দেখুন; এর সাথে ১:৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

২৯:২০ দুর্দান্ত। ২১ আয়াত দেখুন। *নিন্দুক।* এর সাথে তুলনা করুন ২৮:১৪, ২২ আয়াত।

২৯:২১ ধার্মিকের প্রতি অন্যায় করে। ১:১৭; ৯:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন ১০:২; আমোস ৫:১০, ১২, ২৪ আয়াত ও নোট।

২৯:২২ মুক্তিদাতা। মুক্তির কথা বলতে সাধারণ ভাবে মিসরের বন্দীত্ব থেকে উদ্ধারের কথা বোঝানো হয়েছে (হিজ ৬:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৫:১৩)। এর সাথে তুলনা করুন ৪৩:১, ৩, ১৪ আয়াত। তবে হয়রত ইব্রাহিমেরও পৌত্তলিকতার দুনিয়া থেকে বের হয়ে আসার একটি "হিজরত" ছিল (পয়দা ১২:১; ইউসা ২৪:২-৩, ১৪-১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *লজ্জিত হবে না।* এর সাথে তুলনা করুন ৪৫:১৭; ৫০:৭; ৫৪:৪ আয়াত। *মুখ এখন মলিন থাকবে না।* কারণ তার মধ্যে আর দুশমনের ভয় থাকবে না।

২৯:২৩ তার সন্তানেরা ... হস্তকৃত কাজ দেখবে। এর সাথে তুলনা করুন ৪৯:২০-২১; ৫৪:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন। এখানে হয়তো বন্দীদশা থেকে প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যটিকে সামনে রাখা হয়েছে। ৫৩:১০ আয়াত ও নোটও দেখুন। তার মধ্যে আমার হস্তকৃত কাজ। ৪৫:১১ আয়াত দেখুন (এর সাথে তুলনা করুন ইফি ২:১০ আয়াত ও নোট)। *পবিত্র বলে মানবে ... সম্ভ্রম করবে।* ৮:১৩ আয়াত দেখুন। নবী ইশাইয়ার সমসাময়িক লোকেরা মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি যথাযথ মর্যাদা পোষণ করতো না বললেই চলে। *ইয়াকুবের পবিত্রতম।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১৯; ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:২৪ ভ্রান্ত-রূহ্‌গ্রস্ত লোকেরা। ১৯:১৪ আয়াত দেখুন। বিবেচনার কথা বুঝবে। ১:৩ আয়াতের সাথে তুলনা করুন।

৩০:১ ধিক্‌। ২৮:১–৩৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন। বিদ্রোহী সন্তান। ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *মন্ত্রণা ... আমা থেকে নয়।* ২৯:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

সন্ধি। ৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শাবাকো ফেরাউন হবার পর অরাম (সিরিয়া) ও কেনানের ছোট রাষ্ট্রগুলো আশেরিয়ার সাহায্য কামনা করে। এহুদাও তাদের সাথে যোগ দেয় (২০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমার রূহের আবেশ।* যিনি এই নবীর মধ্য দিয়ে কথা বলেন।

৩০:২ এই কাজ হিষ্কিয় করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ১৮:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

ছায়া। বাদশাহ্‌কে এখানে এমন একজন হিসেবে দেখানো হয়েছে যিনি নিরাপত্তা যোগান দেন (কাজী ৯:১৫; মাতম ৪:২০ আয়াত ও নোট দেখুন)। মাবুদ আল্লাহ্‌ হলেন ইসরাইলের "ছায়া" (এর সাথে তুলনা করুন ৪৯:২; ৫১:১৬; আরও দেখুন জবুর ৯১:১; ১২১:৫ আয়াত ও নোট)।

৩০:৪ সোয়ন। মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানেই ইসরাইলীয়রা এক সময় ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করেছিল; ১৯:১১ আয়াত ও নোট দেখুন। সম্ভবত হেরাক্লিপলিস ম্যাগনা, যা কায়রো থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কিংবা এটি নীল নদের উপকূলে অবস্থিত একটি নগরী।

৩০:৬ দৈববাণী। ১৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

দক্ষিণের। এখানে নেগেভ বোঝানো হয়েছে, যা ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলের অত্যন্ত শুষ্ক একটি অঞ্চল (পয়দা ১২:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন কাজী ১:৯ আয়াত)।

সঙ্কট ও সঙ্কোচ। ইসরাইলীয়দেরকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে হয়েছিল, যেহেতু আশেরীয়রা উপকূলবর্তী মূল রাজপথ

জাতির বিষয়ে লজ্জিত হবে; সেই জাতি
সাহায্যকারী কি উপকারজনক নয়, বরং লজ্জা ও
দুর্নামস্বরূপ।
৬ দক্ষিণের সমস্ত পশু বিষয়ক দৈববাণী।
সঙ্কটের ও সঙ্কোচের যে দেশ সিংহীর ও
কেশরীর, কালসাপের ও জ্বালাদায়ী উড়ুক্কু সাপের
জন্মভূমি, সেই দেশ দিয়ে তারা গাধার কাঁধে করে
নিজেদের ধন ও উটের ঝুঁটিতে করে নিজেদের
সম্পত্তি নিয়ে এক জাতির কাছে যাচ্ছে, যারা
উপকার করতে পারবে না। ৭ কারণ মিসরের
সাহায্য অসার ও মিথ্যা; এজন্য আমি সেই
জাতির এই নাম রাখলাম, 'রহব [গর্বী], যে বসে
থাকে।'

একটি বিদ্রোহী জাতি

৮ তুমি এখন যাও, ওদের সাক্ষাতে এই কথা
ফলকের উপরে লেখ ও কিতাবে লিপিবদ্ধ কর;
যেন তা উত্তরকালে সাক্ষ্যরূপে চিরকাল থাকে।
৯ কেননা ওরা বিদ্রোহী জাতি ও মিথ্যাবাদী
সন্তান; ওরা মাবুদের নির্দেশ শুনতে অসম্মত
সন্তান। ১০ তারা দর্শকদের বলে, তোমরা দর্শন
করো না; নবীদের বলে, তোমরা আমাদের জন্য
যথার্থ লক্ষণ বলো না; আমাদেরকে সুখের কথা
বল, মায়াযুক্ত লক্ষণ বল; ১১ পথ থেকে ফের,
রাস্তা ছেড়ে যাও, ইসরাইলের পবিত্রতমকে
আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে দূর কর।
১২ অতএব ইসরাইলের পবিত্রতম এই কথা
বলেন, তোমরা এই কালাম হেয়জ্ঞান করেছ;
এবং উপদ্রবের ও কুটিলতার উপরে উপর ভরসা
করেছ ও তা অবলম্বন করেছ; ১৩ এই জন্য সেই
অপরাধ তোমাদের জন্য উঁচু দেয়ালের পতনশীল
ফুলা ফাটার মত হবে, যা হঠাৎ মুহূর্তমধ্যে ভেঙ্গে
যাবে। ১৪ আর যেমন কুম্ভকারের পাত্র ভাঙ্গা যায়,
তেমনি তিনি তা ভেঙ্গে ফেলবেন, চূর্ণ করবেন,
মমতা করবেন না; তাতে চুলা থেকে আগুন
তুলতে কিংবা কূপ থেকে পানি তুলতে একখানা
পাত্রও পাওয়া যাবে না।
১৫ বস্তুত সার্বভৌম মাবুদ, ইসরাইলের
পবিত্রতম, এই কথা বললেন, ফিরে এসে শান্ত
হলে তোমরা নাজাত পাবে, সুস্থির থেকে বিশ্বাস
করলে তোমাদের পরাক্রম হবে; কিন্তু তোমরা
সম্মত হলে না। ১৬ তোমরা বললে, তা নয়,
আমরা ঘোড়ায় চড়ে বেগে ধাবমান হব, এজন্য
তোমরা বেগে ধাবমান হবে; আরও বললে,
আমরা বেগবান বাহনে চড়ে যাব, এজন্য
তোমাদের তাড়নাকারীরা বেগে চলে যাবে।
১৭ একজনের তর্জনে এক হাজার লোক পালিয়ে
যাবে, পাঁচজনের তর্জনে তোমরা সকলে পালিয়ে
যাবে; তাতে তোমাদের অবশিষ্টাংশ পর্বতের
চূড়াস্থিত মাস্তুলের মত, কিংবা উপপর্বতের
উপরিস্থ পতাকাদণ্ডের মত হবে।

সিয়োনের প্রতি আল্লাহ্‌র ওয়াদা

১৮ আর সেজন্য মাবুদ তোমাদের প্রতি রহমত
করার আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করবেন, আর সেজন্য
তোমাদের প্রতি করুণা করার আকাঙ্ক্ষায় ঊর্ধ্বে
থাকবেন; কেননা মাবুদ ন্যায়বিচারের আল্লাহ্‌;
তারা সকলে দোয়াযুক্ত, যারা তাঁর অপেক্ষা

[৩০:৭] আইউ ৯:১৩। [৩০:৮] হিজ ১৭:১৪; ইশা ৮:১; হবক ২:২। [৩০:৯] জবুর ৭৮:৮; ইহি ২:৬। [৩০:১০] ১শামু ৯:৯। [৩০:১১] আয়াত ২১; মেসাল ৩:৬। [৩০:১২] জবুর ১০:৭; ১২:৫। [৩০:১৩] নহি ২:১৭; জবুর ৬২:৩; ৮০:১২। [৩০:১৪] জবুর ২:৯। [৩০:১৫] ইয়ার ৭:২০; ইহি ৩:১১। [৩০:১৬] ইয়ার ৪৬:৬। [৩০:১৭] লেবীয় ২৬:৮। [৩০:১৮] পয়দা ৪৩:৩১; ২পিতর ৩:৯, ১৫। [৩০:১৯] আইউ ২২:২৭; জবুর ৫০:১৫; ৮৬:৭; ইশা ৪১:১৭; ৫৮:৯; ৬৫:২৪; জাকা ১৩:৯; মথি ৭:৭-১১। [৩০:২০] ১বাদশা ২২:২৭।

নিজেদের দখলে রেখেছিল (দ্বি.বি. ৮:১৫; কাজী ৫:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *জ্বালাদায়ী উড়ুক্কু সাপ।* ১৪:২৯ আয়াত দেখুন।

৩০:৭ রহব। একটি পৌরাণিক সমুদ্র দানব, এখানে প্রতীকী অর্থে মিসরের কথা বোঝানো হচ্ছে। এই নামের অর্থ "ঝড়" এবং "গর্ব"। ২৭:১ আয়াত (লিবিয়াথন) ও নোট দেখুন।

৩০:৮ লিপিবদ্ধ কর। সম্ভবত 'রহব গর্ব্বী, যে বসে থাকে' নামটি লিখতে বলা হয়েছে।

৩০:৯ বিদ্রোহী জাতি। আয়াত ১ দেখুন; এর সাথে ১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:১০ দর্শক। ১ শামু ৯:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:১৩ দেখুন। *তোমরা দর্শন করো না।* এর সাথে তুলনা করুন আমোস ২:১২; ৭:১৩, ১৬; মিকাহ্‌ ২:৬ আয়াত। আমাদেরকে সুখের কথা বল। যেমনটা ভণ্ড নবীরা বলে থাকে (১ বাদশাহ্‌ ২২:১৩; ইয়ার ৬:১৪; ৮:১১; ২৩:১৬-১৭, ২৬; মিকাহ্‌ ২:১১; ৩:৫, ১১ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২ তীম ৪:৩-৪ আয়াত দেখুন ও ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:১১-১২, ১৫ ইসরাইলের পবিত্রতম। আয়াত ১:৫ ও নোট দেখুন।

৩০:১২ উপদ্রব। বিশেষত তাদের জাতিগত বিভিন্ন বিষয়ে (১:১৫-১৭, ২৩; ৫:৭; ২৯:২১; ৫৮:৩-৪; ৫৯:৩, ৬-৮, ১৩)। *কুটিলতা।* বিশেষত বৈদেশিক বিষয়ে (আয়াত ১-২; ২৯:১৫)।

৩০:১৩ উঁচু দেয়ালের ... মত হবে। উপদ্রব ও কুটিলতা ছিল সেই দেয়াল যা তারা তাদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করেছিল, কিন্তু তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে (আয়াত ১৪)।

৩০:১৫ ২৬:৩ আয়াত দেখুন। *ফিরে এসে শান্ত হলে।* নাজাত ও খোদায়ী সুরক্ষা লাভের সঠিক উপায়।

৩০:১৬ ঘোড়া। জবুর ২০:৭-৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩৩:১৭; মেসাল ২১:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩০:১৭ এক হাজার লোক পালিয়ে যাবে। দ্বি.বি. ৩২:৩০ আয়াতের বদদোয়ার পূর্ণতা। *মাস্তুলের মত ... পতাকাদণ্ডের মত।* ৫:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন (এর সাথে ১:৮ আয়াতের নোটও দেখুন)।

৩০:১৮ রহমত করার আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করবেন। ইসরাইল জাতিকে শাস্তি দান করার পর আল্লাহ্‌ আবারও তাঁর লোকদেরকে রহমত প্রদান করবেন (এর সাথে তুলনা করুন ৪০:২ আয়াত ও নোট)।

৩০:১৯ তুমি আর কাঁদবে না। ২৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। ২৭:২-৬ আয়াতে আঙ্গুর-ক্ষেতের জন্য মাবুদ আল্লাহ্‌র গভীর আগ্রহের সাথে এই প্রতিক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:২০ সঙ্কটের খাদ্য ও কষ্টের পানি। বন্দীদের খাবার (১ বাদশাহ্‌ ২২:২৭ আয়াত দেখুন)।

করে।
১৯ বস্তুত জেরুশালেমে, সিয়োনে লোকেরা বাস
করবে; তুমি আর কাঁদবে না; তোমার কান্নার
আওয়াজে তিনি অবশ্য তোমাকে কৃপা করবেন;
শোনা মাত্রই তোমাকে উত্তর দেবেন। ২০ আর
প্রভু যদিও তোমাদের সঙ্কটের খাদ্য ও কষ্টের
পানি দেন, তবুও তোমার শিক্ষকরা আর গুপ্ত
থাকবে না, বরং তোমার চোখ তোমার
শিক্ষকদেরকে পাবে। ২১ আর ডানে বা বামে
ফিরবার সময়ে তোমার কান পেছন থেকে এই
বাণী শুনতে পাবে, এই পথ, তোমরা এই পথেই
চল। ২২ আর তোমরা নিজেদের খোদাই করা
রূপা মূর্তির সাজ ও ছাঁচে ঢালা সোনার মূর্তির
আভরণ নাপাক করবে, তুমি তা নাপাক জিনিষের
মত ফেলে দিয়ে বলবে, দূর! দূর!
২৩ আর তিনি তোমার বীজের জন্য বৃষ্টি
দেবেন, তাতে তুমি ভূমিতে বপন করতে পারবে;
এবং ভূমিজাত খাবার দেবেন, তা উত্তম ও
পুষ্টিকর হবে; সেদিন তোমার পশুপাল প্রশস্ত
মাঠে চরবে। ২৪ চাষকারী গরু ও সমস্ত গাধা
কুলাতে ও চালুনীতে ঝাড়া ও সুস্বাদু দ্রব্যে
মিশানো খাবার খাবে। ২৫ পরন্তু যে মহাহত্যার
দিনে উচ্চগৃহগুলো পড়ে যাবে, সেদিন প্রত্যেক
উঁচু পর্বতে ও প্রত্যেক উঁচু পাহাড়ে পানির প্রবাহ
ও স্রোত হবে। ২৬ আর যেদিন মাবুদ নিজের
লোকদের বিচ্ছিন্ন দেহ জোড়া দেবেন ও
প্রহারজাত ক্ষত সুস্থ করবেন, সেদিন চন্দ্রের
আলো সূর্যের আলোর মত হবে এবং সূর্যের
আলো সপ্তগুণ বেশি, অর্থাৎ সপ্ত দিনের আলোর
সমান হবে।

আসেরিয়ার শাস্তি

২৭ দেখ, মাবুদের নাম দূর থেকে আসছে, তাঁর
ক্রোধের আগুন জ্বলছে ও ঘন ধোঁয়া উঠছে; তাঁর
ওষ্ঠাধর তাপে পরিপূর্ণ, তাঁর জিহ্বা সর্বগ্রাসী
আগুনের মত। ২৮ তাঁর নিশ্বাস প্লাবিত বন্যার
মত, তা কণ্ঠ পর্যন্ত উঠবে; তা সর্বদেশীয়
লোকদের বিনাশের কুলাতে ঝাড়তে উদ্যত; আর
জাতিদের মুখে ভ্রান্তিজনক বল্‌গা দেওয়া যাবে।
২৯ পবিত্র উৎসব-রাতের মত তোমাদের গজল
হবে এবং লোকে যেমন মাবুদের পর্বতে
ইসরাইলের শৈলের কাছে গমনকালে বাঁশী
বাজায়, তেমনি তোমাদের অন্তরের আনন্দ হবে।
৩০ মাবুদ প্রচণ্ড ক্রোধ, সর্বগ্রাস আগুনের শিখা,
ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা নিজের

[৩০:২১] ইশা ২৯:২৪।
[৩০:২২] হিজ ৩২:৪; ইশা ১৭:৮।
[৩০:২৩] দ্বি:বি ২৮:১২।
[৩০:২৪] মথি ৩:১২; লূক ৩:১৭।
[৩০:২৫] হিজ ১৭:৬; যেয়েল ৩:১৮; জাকা ১৪:৮।
[৩০:২৭] ১বাদশা ১৮:২৪; জবুর ২০:১।
[৩০:২৮] ২বাদশা ১৯:২৮।
[৩০:২৯] জবুর ৪২:৪; মথি ২৬:৩০।
[৩০:৩০] হিজ ৯:১৮।
[৩০:৩১] ইশা ১০:৫, ১২।
[৩০:৩২] হিজ ১৫:২০।

শিক্ষকরা। ইশাইয়ার মত নবীরা। কিংবা হিব্রু ভাষায় “শিক্ষক” বলতে অনেক সময় “মহান শিক্ষক” হিসেবে মাবুদ আল্লাহ্‌কে বোঝানো হয়ে থাকে, যিনি তাদেরকে শিক্ষা দেবেন এবং তারা সকলে এখন তাঁর বাধ্য থাকবে (আয়াত ২১-২২); এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৩১:৩১-৩৪; ইহি ১১:১৯-২০ আয়াত।

৩০:২১ এই পথ, তোমরা এই পথেই চল। দ্বি.বি. ৫:৩২-৩৩ আয়াত দেখুন। এর সাথে তুলনা করুন ৯ আয়াতের বক্তব্য (আরও দেখুন ২৯:২৪; ইয়ার ৬:১৬ আয়াত ও নোট)।

৩০:২২ সোনার মূর্তির আভরণ নাপাক করবে। অনুশোচনায় তাড়িত হয়ে, হতাশায় নয়, যেমনটা ২:২০ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:২৩ বৃষ্টি ... খাবার ... উত্তম ও পুষ্টিকর। নিয়মের চুক্তির প্রতিজ্ঞাত দোয়া যা দ্বি.বি. ২৮:১১-১২ আয়াতে আংশিক বিধৃত হয়েছে। ৫:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *সেদিন।* এর সাথে তুলনা করুন ২৯:১৮ আয়াত; ১০:২০, ২৭; ২৬:১ আয়াতের নোট দেখুন। *পশুপাল প্রশস্ত মাঠে চরবে।* এর সাথে তুলনা করুন ৩২:২০ আয়াত ও নোট।

৩০:২৪ মিশানো খাবার। গবাদি পশুর জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা সুস্বাদু খাবার।

৩০:২৫ মহাহত্যার দিনে। এর সাথে তুলনা করুন ২৪:১; ৩৪:২, ৬ আয়াত ও নোট। আশেরিয়ার পতন (আয়াত ৩১) এর একটি চিত্র বহন করে। *প্রত্যেক উঁচু পর্বতে ... প্রবাহ ও স্রোত হবে।* দেশে আবারও বেহেশতের মত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসবে (৪১:১৮; জবুর ১০৪:১৩-১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩০:২৬ চন্দ্রের আলো সূর্যের আলোর মত হবে। অন্ধকার কেটে যাবে: তখন রাত হয়ে যাবে দিনের মত এবং দিনের আলো হয়ে উঠবে আরও সাত গুণ বেশি উজ্জ্বল। *বিচ্ছিন্ন দেহ জোড়া ... ক্ষত সুস্থ করবেন।* ইসরাইল জাতি তার লোকদের গুনাহ্‌র কারণে রাজনৈতিকভাবে তার অবস্থান হারিয়েছিল (১:৫-৬; ৬১:১; ইয়ার ৩৩:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩০:২৭ মাবুদের নাম। আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ, বিশেষ করে তাঁর ক্ষমতা ও গৌরবের আত্মপ্রকাশ। *তাঁর ক্রোধের ... ঘন ধোঁয়া।* এখানে প্রকৃতির শক্তির দ্বারা মাবুদ আল্লাহ্‌র স্বরূপকে প্রকাশ করা হয়েছে। ঝড় হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌কে চিত্রিত করা হয়েছে (আয়াত ৩০ দেখুন; আরও দেখুন ২৮:২; ২৯:৬; জবুর ১৮:৭-১৫ আয়াত ও নোট)। *সর্বগ্রাসী আগুন।* সম্ভবত বজ্রবিদ্যুৎ।

৩০:২৮ তা কণ্ঠ পর্যন্ত উঠবে। ৮:৮ আয়াতে আশেরীয় বাহিনীকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *বল্‌গা।* তুলনা করুন ৩৭:২৯ আয়াত।

৩০:২৯ উৎসব-রাতের মত তোমাদের গজল হবে। সম্ভবত ঈদুল ফেসাখের কথা বোঝানো হয়েছে, যা ৩১:৫ আয়াতেও দেখা যায় (এর সাথে তুলনা করুন মথি ২৬:৩০ আয়াত)। *মাবুদের পর্বত।* সিয়োন, যেখানে বায়তুল মোকাদ্দস অবস্থিত ছিল (২:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *শৈল।* স্বয়ং আল্লাহ্ (১৭:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩০:৩০-৩১ স্বর। হিজ ২০:১৮-১৯; জবুর ২৯:৩-৯ আয়াতে মাবুদের কণ্ঠস্বরকে বজ্রধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে (উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন)।

৩০:৩০ নিজের বাহুর বল দেখাবেন। ৯:১২, ১৭, ২১; ৫১:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি।* ২৮:২ আয়াত দেখুন।

৩০:৩১ মাবুদের কণ্ঠস্বরে আশেরিয়া ভেঙ্গে যাবে। এর সাথে তুলনা করুন ১০:৫; জবুর ২৯:৫-৯ আয়াত।

৩০:৩২ নির্ধারিত দণ্ড। ১১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *তবল ও বীণা সহকারে।* সাধারণত বড় আকারের বিজয় লাভের পর নারীরা নেচে গেয়ে ও বাদ্য বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতো

BACIB International Bible CHURCH

মহিমান্বিত স্বর শোনাবেন ও নিজের বাহুর বল
দেখাবেন। ৩১ কারণ মাবুদের কণ্ঠস্বরে আসেরিয়া
ভেঙ্গে যাবে, তিনি তাকে দণ্ডাঘাত করবেন।
৩২ আর মাবুদ নির্ধারিত দণ্ডের যত আঘাত তাকে
দিবেন, সেসব তবল ও বীণা সহকারে ঘটবে;
এবং তিনি ঐ জাতির সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করবেন।
৩৩ কেননা তোফৎ [অগ্নিকুণ্ড] পূর্বকাল থেকে
সাজান রয়েছে, তা-ই বাদশাহ্‌র জন্য প্রস্তুত
আছে; তিনি তা গভীর ও প্রশস্ত করেছেন; তা
আগুন ও প্রচুর কাঠ দিয়ে সাজানো হয়েছে;
মাবুদের ফুৎকারে গন্ধকস্রোতের মত তাতে আগুন
ধরিয়ে দেবে।

মিসরের সাহায্য প্রত্যাশীদের দুর্দশা

৩১ ১ ধিক্‌ তাদেরকে, যারা সাহায্যের জন্য
মিসরে নেমে যায়, ঘোড়াগুলোর উপরে
নির্ভর করে, তার অসংখ্য রথের উপর নির্ভর
করে, ঘোড়সওয়ারেরা অতি বলবান বলে তাদের
উপরে নির্ভর করে, কিন্তু ইসরাইলের পবিত্রতমের
দিকে চায় না এবং মাবুদের খোঁজ করে না।
২ তবুও তিনিও জ্ঞানবান; তিনি অমঙ্গল ঘটাবেন,
নিজের কালাম অন্যথা করবেন না; তিনি
দুর্বৃত্তদের কুলের বিরুদ্ধে ও অধর্মাচারীদের
সহায়দের বিরুদ্ধে উঠবেন। ৩ মিসরীয়েরা তো
মানুষ মাত্র, আল্লাহ্‌ নয়; তাদের ঘোড়াগুলো
মাংসমাত্র, রূহ্‌ নয়; এবং মাবুদ তাঁর হাত উঠালে
সাহায্যকারী হোঁচট খাবে ও সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি
পড়ে যাবে, সকলে একসঙ্গে বিনষ্ট হবে।
৪ কারণ মাবুদ আমাকে এই কথা বলেন, যেমন
সিংহ কিংবা যুবসিংহ পশু ধরলে পর গর্জন করে
এবং তার বিরুদ্ধে ভেড়ার রাখালদের অনেককে
ডেকে একত্র করলেও তাদের চিৎকারে ভয় পায়
না, তাদের কোলাহলে অবনত হয় না, তেমনি
বাহিনীগণের মাবুদ যুদ্ধ করার জন্য সিয়োন
পর্বত ও তার পাহাড়ের উপরে নেমে আসবেন।
৫ যেমন পাখিরা বাসার উপরে উড়তে থাকে,
তেমনি বাহিনীগণের মাবুদ জেরুশালেমকে ঢেকে
রাখবেন, ঢেকে রেখে উদ্ধার করবেন এবং আগে
গিয়ে রক্ষা করবেন।
৬ হে বনি-ইসরাইল, তোমরা যাঁকে ছেড়ে ঘোর
বিপথে চলে গিয়েছ, তাঁর কাছে ফিরে এসো।
৭ কারণ সেদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ রূপার মূর্তি
ও সোনার মূর্তি, যে যে পাপবস্তু তোমরা নিজের
হাতে গঠন করেছ, সেসব ফেলে দেবে।
৮ আর আসেরিয়া তলোয়ারে আঘাতে মারা
পড়বে, কিন্তু পুরুষের তলোয়ারে নয়; তলোয়ার
তাকে গ্রাস করবে, কিন্তু মানুষের তলোয়ারে নয়;

[৩০:৩৩] ২বাদশা ২৩:১০।
[৩১:১] দ্বি:বি ১৭:১৬; ইশা ৩০:২, ৫; ইয়ার ৩৭:৫।
[৩১:২] জবুর ৯২:৫; রোমীয় ১৬:২৭।
[৩১:৩] জবুর ৯:২০; ইহি ২৮:৯; ২থিষ ২:৪।
[৩১:৪] শুমারী ২৪:৯; ১শামু ১৭:৩৪; হোশেয় ১১:১০; আমোস ৩:৮।
[৩১:৫] পয়দা ১:২; মথি ২৩:৩৭।
[৩১:৬] আইউ ২২:২৩; ইশা ১:২৭।
[৩১:৭] জবুর ১৩৫:১৫।
[৩১:৮] হিজ ১২:১২; ইয়ার ২৫:১২; হবক ২:৮।
[৩১:৯] দ্বি:বি ৩২:৩১, ৩৭।

(হিজ ১৫:২০-২১ আয়াত ও নোট দেখুন; ১ শামু ১৮:৬)।

৩০:৩৩ তোফৎ। জেরুশালেমে বহিরস্থ একটি এলাকা যেখানে অম্মোনীয়দের দেবতা (১ বাদশাহ্‌ ১১:৭ দেখুন) মোলকের উদ্দেশে শিশু সন্তানদেরকে বলি দেওয়া হত (২ বাদশাহ্‌ ২৩:১০; ইয়ার ৭:৩১-৩২; ১৯:৬, ১১-১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। এ কারণে স্থানটি পোড়ানো কোরবানীর স্থান হয়ে উঠেছিল। *বাদশাহ্‌।* আশেরিয়ার শাসনকর্তা (কিংবা এখানে হয়তো দেবতা মোলকের কথা বোঝানো হয়েছে; কাজী ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *গন্ধকস্রোত।* ১:৩১; পয়দা ১৯:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩১:১ ৩০:১ আয়াত ও নোট দেখুন। সংক্ষেপে বলতে বলে অধ্যায় ৩০ এর বিষয়বস্তু ও কাঠামোকেই অধ্যায় ৩১ এ কিছুটা ভিন্নভাবে আবারও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। *যারা সাহায্যের জন্য মিসরে নেমে যায়।* পয়দা ২৬:২ আয়াত দেখুন। *ঘোড়া ... রথ।* মিসরের প্রচুর পরিমাণ ঘোড়া ও রথ ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১০:২৮-২৯; জবুর ২০:৭-৮ আয়াত ও নোট দেখুন) *ইসরাইলের পবিত্রতম।* ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩১:২ তবুও তিনি জ্ঞানবান। ২৯:১৪-১৬ আয়াতে লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:৩ মিসরীয়েরা তো মানুষ মাত্র, আল্লাহ্‌ নয়। এর সাথে তুলনা করুন হোসিয়া ১১:৯ আয়াত। *রূহ্‌ ... আল্লাহ্‌।* ইউহোন্না ৪:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *মাবুদ তাঁর হাত উঠালে।* এর সাথে তুলনা করুন ৫:২৫ আয়াত; ৭:১২, ১৭, ২১; ১০:৪ আয়াত। *সাহায্যকারী হোঁচট খাবে।* এর সাথে তুলনা করুন ৩০:৩, ৫ আয়াত।

৩১:৪ যুবসিংহ। এর মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে আশেরীয় বাদশাহ্‌কে বোঝানো হয়েছে (১৫:৯; ইয়ার ২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *ভেড়ার রাখাল।* সম্ভবত অন্যান্য জাতিদের শাসনকর্তাদের কথা বোঝানো হয়েছে (নাহূম ৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:৫ যেমন পাখিরা ... ঢেকে রাখবেন। এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ৩২:১০-১১ আয়াত।

আগে গিয়ে। এখানে মিসরে মৃত্যুর ফেরেশতা যেভাবে ইসরাইলীয়দের গৃহের দরজায় রক্তের চিহ্ন দেখে তাতে প্রবেশ না করে তা পার হয়ে মিসরীয়দের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন সে বিষয়টির প্রতিবিম্ব তুলে ধরা হয়েছে (হিজ ১২:১৩, ২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৩৭:৩৫ আয়াত।

৩১:৬ ঘোর বিপথে চলে গিয়েছ। ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩১:৭ নিজ নিজ রূপার মূর্তি ... ফেলে দেবে। ২:২০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩১:৮ তলোয়ার ... মানুষের তলোয়ারে নয়। মাবুদের ফেরেশতা ১,৮৫,০০০ সৈন্যকে আঘাত করে হত্যা করেছিলেন (৩৭:৩৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ৭:১২-১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তার যুবকেরা কর্মাধীন গোলাম হবে।* যেভাবে যুদ্ধের জন্য বন্দী করা হত।

৩১:৯ শৈল। দৃঢ় দুর্গ অর্থে বলা হয়েছে। ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাদীয় ও ব্যাবিলনীয়রা নিনেভে নগর ধ্বংস করে দিয়েছিল (নাহূম ৩:৭ আয়াত দেখুন)। *সেনাপতিরা ... দারুণ ভয় পাবে।* এর সাথে তুলনা করুন নাহূম ২:১০ আয়াত ও নোট। *আগুন ... তুন্দুর।* মাবুদ আল্লাহ্‌র গৌরব সিয়োনে অবস্থান করে এবং সেখান থেকেই তাঁর বিচারের আগুন দুষ্টদের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে (১০:১৭; ৩০:৩৩ আয়াত ও নোট; এর সাথে তুলনা করুন লেবীয় ১০:২ আয়াত; আরও দেখুন যোয়েল ৩:১৬; আমোস ১:২ আয়াত ও নোট)।

আর সে তলোয়ারের সম্মুখ থেকে পালাবে ও
তার যুবকেরা কর্মাধীন গোলাম হবে। ৯ আর
ত্রাসের কারণে তার শৈল চলে যাবে, তার
সেনাপতিরা নিশান দেখে দারুণ ভয় পাবে;
সিয়োনে যাঁর আগুন ও জেরুশালেমে যাঁর তুন্দুর
আছে, সেই মাবুদ এই কথা বলেন।

ধর্মময় বাদশাহ্‌র মহত্ত্ব

৩২ ১ দেখ, এক জন বাদশাহ্‌ ধার্মিকতায়
রাজত্ব করবেন ও শাসনকর্তারা
ন্যায়বিচার করবেন। ২ প্রত্যেক জন মানুষ যেন
হবে ঝড়ো বাতাসের বিরুদ্ধে আচ্ছাদন, ঝড়ের
বিরুদ্ধে আশ্রয়ের স্থান, শুকনো স্থানে পানির
স্রোত ও ক্লান্তিজনক ভূমিতে কোন প্রকাণ্ড শৈলের
ছায়ার মত। ৩ তখন যারা দেখতে পায় তাদের
চোখ বন্ধ থাকবে না, আর যারা শুনতে পায়
তাদের কান শুনতে থাকবে। ৪ আর চঞ্চল
লোকদের অন্তর জ্ঞান পাবে এবং তোৎলাদের
জিহ্বা সহজে স্পষ্ট কথা বলবে। ৫ মূঢ়কে আর
মহান বলা যাবে না এবং খল আর উদার বলে
আখ্যাত হবে না। ৬ কেননা মূঢ় মূঢ়তার কথা
বলবে ও তার মন নাফরমানীর কল্পনা করবে; সে
আল্লাহ্‌বিহীনতার কাজ করবে ও মাবুদের বিরুদ্ধে

[৩২:১] জবুর ১৪৯:২।
[৩২:২] ১বাদশা ১৮:৪।
[৩২:৩] দ্বি:বি ২৯:৪।
[৩২:৫] ১শামু ২৫:২৫।
[৩২:৬] মেসাল ১৯:৩।
[৩২:৭] ইয়ার ৫:২৬-২৮; দানি ১২:১০।
[৩২:৮] ১খান্দান ২৯:৯; মেসাল ১১:২৫।
[৩২:৯] দানি ৪:৪; আমোস ৬:১।
[৩২:১০] ইশা ৩৭:৩০।
[৩২:১১] মীখা ১:৮; নহূম ৩:৫।
[৩২:১২] নহূম ২:৭।
[৩২:১৩] হোশেয় ১০:৮।
[৩২:১৪] জবুর ১০৪:১১।
[৩২:১৫] জবুর ১০৭:৩৫।

ভ্রান্তির কথা বলবে, ক্ষুধার্ত লোকের উদর শূন্য
রাখবে, তৃষ্ণার্ত লোকের পানি বন্ধ করে দেবে।
৭ আর নাফরমানের সকল কাজই মন্দ; সে মিথ্যা
কথা দ্বারা নম্রদেরকে নষ্ট করার জন্য, এমন কি
যখন দরিদ্র ব্যক্তি মত কথা বলে তখনও কুসংকল্প
করে। ৮ কিন্তু মহাত্মা মহান কাজের সঙ্কল্প করে
এবং সে মহৎ-পথে স্থির থাকে।

জেরুজালেমের স্ত্রীলোকদের প্রতি সতর্কবাণী

৯ হে নিশ্চিন্ত মহিলারা, উঠ, আমার কথা শুন; হে
নিশ্চিন্তমনা যুবতীরা, আমার কথায় কান দাও।
১০ হে নিশ্চিন্তমনা যুবতীরা, এক বছর পরে কিছু
দিন গত হলে পর তোমরা তোমরা ভয়ে কাঁপবে,
কেননা আঙ্গুর ফলের সংহার হবে, ফল পাড়বার
সময় আসবে না। ১১ হে নিশ্চিন্ত মহিলারা,
তোমরা ভয়ে কাঁপতে থাক; হে নিশ্চিন্তমনা
মেয়েরা, তোমরা ভয়ে কাঁপতে থাক; কাপড়-
চোপড় খুলে কোমরে চট বাঁধ। ১২ সকলে বুক
চাপড়িয়ে মনোরম ক্ষেতের ও ফলবতী
আঙ্গুরলতার জন্য মাতম করবে। ১৩ আমার
লোকদের ভূমিতে কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন
হবে; উল্লাসপ্রিয় নগরের সমস্ত আনন্দ-গৃহেও তা

৩২:১ ধর্মময় বাদশাহ্‌। আবারও মসীহী যুগের দর্শন অনুসারে বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে (৯:৭; ১১:৪; ১৬:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন ১৬-১৭ আয়াত; ৩৩:১৭ আয়াত ও নোট।

৩২:২ প্রত্যেক জন মানুষ যেন হবে। এরা হবে মাবুদ আল্লাহ্‌ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। মাবুদের সুরক্ষা ও রহমত সব সময় তাদের সাথে সাথে থাকবে (৩-৮ আয়াত দেখুন)। *আচ্ছাদন ... আশ্রয়ের স্থান ... ছায়া।* মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি ২৫:৪ আয়াতে এ ধরনের কথাই বলা হয়েছে (৪:৫-৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *শুকনো স্থানে পানির স্রোত।* ৩৫:৬-৭; ৪১:১৮; ৪৯:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:৩ চোখ বন্ধ থাকবে না ... তাদের কান শুনতে থাকবে। ৩৫:৫ আয়াত ও নোট দেখুন (এর সাথে তুলনা করুন ৬:৯-১০ আয়াত; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:৫-৮ উদ্ধারপ্রাপ্তরা আর মূর্খদের মধ্যে অবস্থান করবে না। মূর্খদের ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করা জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যের অন্যতম একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য (মেসাল ৯:১-৬ আয়াতের সাথে মেসাল ৯:১৩-১৮ আয়াতের তুলনা করুন)।

৩২:৬ পুরাতন নিয়মে মূর্খ বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা সারসংক্ষেপে এক কথায় এখানে প্রকাশ করা হয়েছে (মেসাল ১:৭ আয়াত ও নোট দেখুন; সাথে উক্ত আয়াতের দেখুন)। *মূঢ় মূঢ়তার কথা বলবে।* এর সাথে তুলনা করুন ৯:১৬-১৭; জবুর ১৪:১ আয়াত ও নোট; ৫৩:১।

৩২:৭ যখন দরিদ্র ব্যক্তি মত কথা বলে। ১:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:৮ মহাত্মা মহান কাজের সঙ্কল্প করে। কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের চরিত্র প্রকাশ পায় (তুলনা করুন মথি ৭:১৬-১৭; ১২:৩৩; ইয়াকুব ৩:১১-১২ আয়াত ও নোট)। *সঙ্কল্প করে ... স্থির থাকে।* ৮:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:৯ মহিলারা। তুলনা করুন ৩:১৬–৪:১ আয়াত ও নোট। *নিশ্চিন্ত ... নিশ্চিন্তমনা।* আয়াত ১১; আমোস ৬:১ আয়াত ও নোট দেখুন। ১৮ আয়াতে এই শব্দগুলোই ইতিবাচক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ("শান্তি" ও "নিশ্চিন্ত" বোঝাতে হিব্রুতে একই শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে)।

৩২:১০ এক বছর পর। সম্ভবত ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ সনহেরীবের আক্রমণের কথা ভেবে এ কথা বলা হয়েছে। *আঙ্গুর ফলের সংহার হবে।* তুলনা করুন ৩৭:৩০ আয়াত। আশেরীয় বাহিনী গ্রীষ্মকালীন ফল পাড়বার সময় ব্যাপক আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে।

৩২:১১ কাপড়-চোপড় খুলে। তুলনা করুন ৪৭:২-৩ আয়াত ও নোট।

৩২:১২ বুক চাপড়িয়ে। নিনেভের ক্রীতদাসী নারীদের মত (নাহূম ২:৭)। *ফলবতী আঙ্গুরলতার জন্য।* এর সাথে তুলনা করুন ১৬:৯ আয়াতে মাবুদ আল্লাহ্‌র শোক ও মাতম।

৩২:১৩ কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা। ৫:৬; ৭:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *উল্লাসপ্রিয় নগরের সমস্ত আনন্দ-গৃহে।* ২২:২ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ইয়ার ১৬:৮-৯।

৩২:১৪ রাজপুরী ... লোকারণ্যের নগর। আশেরিয়ার আক্রমণ জেরুশালেমের জন্য এই সতর্ক বাণী যে (২৪:১০ আয়াত ও নোট দেখুন) এক দিন তা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। *বন্য গাধা ... পশুপাল।* তুলনা করুন ৭:২৫; ১৩:২১-২২; ৩৪:১৩ আয়াত।

৩২:১৫ যে পর্যন্ত ... রূহ্‌ সেচিত না হন। রূহ্‌ সেচন করার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে আল্লাহ্‌র অপরিমেয় অনুগ্রহকে, যা ৪৪:৩ আয়াতেও দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ১১:২; যোয়েল ২:২৮-৩২; জাকা ১২:১০ আয়াত ও নোট)। *ফলবান ক্ষেত অরণ্য বলে গণ্য না হয়।* এখানে

BACIB International Bible CHURCH

জন্মাবে; ১৪ কারণ রাজপুরী পরিত্যক্ত হবে,
লোকারণ্যের নগর নির্জন হয়ে পড়বে, পাহাড় ও
উঁচু পাহারা-ঘর চিরকালীন গুহা হবে, বন্য গাধার
আনন্দের স্থান ও পশুপালের চরাণি-স্থান হবে;
১৫ যে পর্যন্ত উপর থেকে আমাদের উপরে রূহ্
সেচিত না হন, মরুভূমি ফল গাছের বাগানে
পরিণত না হয় ও ফলবান ক্ষেত অরণ্য বলে গণ্য
না হয়। ১৬ তখন সেই মরুভূমিতে ন্যায়বিচার
বাস করবে, সেই ফলশালী ক্ষেতে ধার্মিকতা
বসতি করবে। ১৭ আর শান্তিই ধার্মিকতার কাজ
হবে এবং চিরকালের জন্য সুস্থিরতা ও চিরন্তন
নিরাপত্তা ধার্মিকতার ফল হবে। ১৮ আর আমার
লোকেরা শান্তির আশ্রমে, চিরন্তন নিরাপত্তার
আবাসে ও নিশ্চিন্ত বিশ্রাম-স্থানে বাস করবে।
১৯ কিন্তু অরণ্য ভূমিসাৎ হবার সময়ে শিলাবৃষ্টি
হবে, আর নগর সম্পূর্ণভাবে নিপাতিত হবে।
২০ সুখী তোমরা, যারা সমস্ত পানির স্রোতের ধারে
বীজ বপন কর, যারা গরু ও গাধাকে চরতে
দাও।

আল্লাহ্-ভক্তদের মুক্তি ও মঙ্গল

[৩২:১৬] জবুর ৪৮:১; ইশা ১:২৬।
[৩২:১৭] ইয়াকুব ৩:১৮।
[৩২:১৮] ইউসা ১:১৩।
[৩২:১৯] জাকা ১১:২।
[৩২:২০] হেদা ১১:১।
[৩৩:১] ২বাদশা ১৯:২১।
[৩৩:১] মথি ৭:২।
[৩৩:২] পয়দা ৪৩:২৯; উজা ৯:৮।
[৩৩:৩] জবুর ৪৬:৬; ৬৮:৩৩।
[৩৩:৪] শুমারী ১৪:৩।
[৩৩:৫] আইউ ১৬:১৯।
[৩৩:৬] মেসাল ১:৭।
[৩৩:৭] ২বাদশা ১৮:৩৭।
[৩৩:৮] ২বাদশা ১৮:১৪।

৩৩ ১ ধিক্ তোমাকে! তুমি যে ধ্বংসিত
না হয়েও ধ্বংস করছো, প্রতারিত না
হয়েও প্রতারণা করছো, ধ্বংস-কার্য সমাপ্ত করার
পর তুমি ধ্বংসিত হবে, প্রতারণা করে শেষ
করার পর লোকে তোমাকে প্রতারণা করবে।
২ হে মাবুদ, আমাদের প্রতি কৃপা কর, আমরা
তোমার অপেক্ষায় রয়েছি; তুমি প্রতি প্রভাতে
তোমার অপেক্ষাকারীদের শক্তিস্বরূপ হও ও
সঙ্কটকালে আমাদের উদ্ধারস্বরূপ হও।
৩ কোলাহলের শব্দে জাতিরা পালিয়ে গেল, তুমি
উঠে দাঁড়ালে লোকবৃন্দ ছিন্নভিন্ন হল। ৪ পতঙ্গ
যেমন সংগ্রহ করে, তেমনি লোকে তোমাদের
লুট সংগ্রহ করবে; ফড়িংরা যেমন লাফায়,
তেমনি লোকে তার উপরে লাফাবে।
৫ মাবুদ উন্নত; তিনি ঊর্ধ্বলোকে বাস করেন,
তিনি সিয়োনকে ন্যায়বিচারে ও ধার্মিকতায় পূর্ণ
করেছেন। ৬ আর তোমার সময়ে স্থিতিশীলতা
আসবে, উদ্ধারের, জ্ঞানের ও বুদ্ধির প্রাচুর্য
ঘটবে; মাবুদের ভয় সিয়োনের ধনকোষ।
৭ দেখ, ওদের সাহসী লোকেরা রাস্তায় রাস্তায়
কাঁদছে, যারা সন্ধির খোঁজ করছে সেই দূতেরা

অরণ্য বলতে সম্ভবত লেবাননকে বোঝানো হয়েছে (২৯:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ৩৫:১-২ আয়াত ও নোট)।

৩২:১৬ ন্যায় বিচার ও ধার্মিকতা। আয়াত ১ ও নোট দেখুন।

৩২:১৭ শান্তি। তুলনা করুন ৯:৭; ১১:৬-৯ আয়াত ও নোট। *সুস্থিরতা ও চিরন্তন নিরাপত্তা।* এর সাথে ৩০:১৫ আয়াতের তুলনা করুন ("কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না")।

৩২:১৮ চিরন্তন নিরাপত্তা ... নিশ্চিন্ত। ৯ আয়াতের নোট দেখুন। *বিশ্রাম স্থান।* ২৮:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:১৯ শিলাবৃষ্টি। তুলনা করুন ২৮:২ আয়াত। *সম্ভবত আশেরিয়া।* ১০:৩৩-৩৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *নগর।* ২৪:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩২:২০ মাবুদ আল্লাহ্‌র দিনের প্রাচুর্যতার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে (৩০:২৩-২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৩:১ ধিক্। ২৮:১–৩৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন। *ধ্বংস করছো ... প্রতারণা করছো।* সম্ভবত আশেরিয়া, যাকে প্রতারণা-কারী ও ধ্বংসকারী হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে (১০:৫-৬; ১৬:৪; ২১:২; ২৪:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৩:২-৯ আল্লাহ্‌র কাছে আশেরিয়ার উপর প্রতিজ্ঞাত ধ্বংস সাধনের জন্য মুনাজাত।

৩৩:২ আমাদের প্রতি কৃপা কর। ৩০:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন শুমারী ৬:২৫ আয়াত। *শক্তিস্বরূপ ... উদ্ধারস্বরূপ।* ১২:২ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ৫৯:১৬ আয়াত ও নোট। *প্রতি প্রভাতে।* জবুর ৮৮:১৩; ১৪৩:৮ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন। *সঙ্কটকালে।* ৩৭:৩ আয়াত দেখুন।

৩৩:৩ উঠে দাঁড়ালে লোকবৃন্দ ছিন্নভিন্ন হল। এর সাথে শুমারী ১০:৩৫-৩৬ আয়াতের সংযোগ রয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন); তুলনা করুন জবুর ৬৮:১ আয়াত ও নোট।

৩৩:৫ ন্যায়বিচারে ও ধার্মিকতায় পূর্ণ করেছেন। ১:২৬; ৩২:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:৬ জ্ঞানের ও বুদ্ধির প্রাচুর্য ... মাবুদের ভয়। ১১:২ আয়াতে এই কথাগুলোকে মসীহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। ৯:৬; মেসাল ১:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:৭ ওদের সাহসী লোকেরা। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্ সনহেরীবের আক্রমণের সময়ে এহুদার লোকেরা (১০:২৮-৩৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *যারা সন্ধির খোঁজ করছে।* সম্ভবত তিন জন সামরিক কর্মকর্তা যারা আশেরীয় সেনাপতির সাথে কথা বলেছিল (৩৬:৩, ২২ আয়াত দেখুন)।

৩৩:৮ রাজপথ নরশূন্য হয়েছে। ভ্রমণ এবং বাণিজ্য হয়ে পড়েছিল অসম্ভব, যে কারণে অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হয়েছিল (কাজী ৫:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। **নিয়ম।** সম্ভবত বাদশাহ্ হিষ্কিয় যখন সনহেরীবের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপঢৌকন দিয়েছিলেন তখন এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল (২ বাদশাহ্ ১৮:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৩:৯ মলিন হয়েছে ... ম্লান হয়েছে। খামার ও চারণ ভূমি আক্রমণকারীদের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ২৪:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *লেবানন।* এরস কাঠের জন্য (২:১৩ আয়াত) এবং বন্য প্রাণীর জন্য লেবানন খুবই বিখ্যাত ছিল (৪০:১৬)। *শারোণ।* যোপ্পার উত্তর দিকে ভূমধ্য সাগরীয় উপকূলে অবস্থিত একটি সমভূমি, যা পশু পালনের জন্য চারণভূমি হিসেবে খুবই বিখ্যাত ছিল (৩৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ৬৫:১০; ১ খান্দান ২৭:২৯ আয়াত দেখুন)। *মরুভূমি।* আরাবাহ্ মরুভূমি, যার সাথে সংযুক্ত ছিল জর্ডান নদী ও মৃত সাগর (দ্বি.বি. ১:১; ২:৮ আয়াত ও নোট)। *বাশন।* ২:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। কর্মিল। ১ বাদশাহ্ ১৮:১৯ আয়াত দেখুন; এই নামের অর্থ "উর্বর ভূমি" (যেমনটা দেখা যায় ২৯:১৭; ৩২:১৫ আয়াতে) কিংবা "বাগান" (যেমনটা দেখা যায় ১৬:১০ আয়াতে) এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উর্বর পশু চারণভূমি বুঝিয়ে থাকে (৩৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন; মিকাহ্ ৭:১৪ আয়াত দেখুন; নাহূম ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

ভীষণ কান্নাকাটি করছে। ৮ সমস্ত রাজপথ নরশূন্য
হয়েছে, কোন পথিকও নেই; সে নিয়ম ভঙ্গ
করেছে, সমস্ত নগর তুচ্ছ করেছে, মানুষকে
ঘাসের মত মনে করেছে। ৯ দেশ শোকান্বিত ও
মলিন হয়েছে, লেবানন লজ্জা পেয়েছে ও ম্লান
হয়েছে, শারোণ মরুভূমির সমান এবং বাশন ও
কর্মিলের সব গাছের পাতা ঝরে পড়েছে।
১০ মাবুদ বলেন, আমি এখন উঠবো, এখন
উন্নত হব, এখন গৌরবান্বিত হব। ১১ তোমরা
চিটারূপ গর্ভ ধারণ করবে, নাড়া প্রসব করবে;
তোমাদের নিশ্বাস আগুনের মত, তা
তোমাদেরকে গ্রাস করবে। ১২ আর জাতিরা
চুল্লিতে পুড়িয়ে ফেলা চুনার মত হবে, আগুনে
পোড়ানো কাঁটাঝোপের মত হবে।
১৩ হে দূরবর্তী লোকেরা, আমি যা করেছি, তা
শোন; নিকটস্থ লোকেরা, আমার পরাক্রমের কথা
স্বীকার কর। ১৪ সিয়োনে গুনাহ্‌গাররা কাঁপছে,
আল্লাহ্‌বিহীন লোকদের কাঁপুনি ধরেছে।
আমাদের মধ্যে কে সর্বগ্রাসী আগুনে থাকতে
পারে? আমাদের মধ্যে কে চিরকালস্থায়ী আগুনের
শিখাগুলোর কাছে থাকতে পারে? ১৫ যে ব্যক্তি
ধার্মিকতার পথে চলে ও সরল ভাবের কথা বলে,
যে জুলুম করে লাভ করা ঘৃণা করে, যে ঘুষ
নেওয়া থেকে হাত সরিয়ে রাখে, যে খুন করার

[৩৩:১১] জবুর ৭:১৪; ইশা ৫৯:৪; ইয়াকুব ১:১৫।
[৩৩:১২] আমোস ২:১।
[৩৩:১৩] জবুর ৪৮:১০; ৪৯:১।
[৩৩:১৪] জাকা ১৩:৯; ইব ১২:২৯।
[৩৩:১৫] মেসাল ১৫:২৭।
[৩৩:১৬] দ্বি:বি ৩২:১৩।
[৩৩:১৯] পয়দা ১১:৭; ইশা ২৮:১১।
[৩৩:২০] জবুর ১২৫:১।
[৩৩:২১] ইশা ১০:৩৪।
[৩৩:২১] হিজ ১৭:৬; জবুর ১:৩; ইশা ৩২:২; ৪১:১৮; ৪৮:১৮; ৪৯:১০; ৬৬:১২; নহূম ৩:৮।
[৩৩:২২] ইশা ২:৩; ইয়াকুব ৪:১২।
[৩৩:২৩] ২বাদশা ৭:৮।

পরামর্শ শুনলে কান বন্ধ করে ও দুষ্কর্ম দেখা
থেকে চোখ বন্ধ করে রাখে; ১৬ সেই ব্যক্তি উঁচু
স্থানে বাস করবে, শৈলগুলোর দুর্গ তার
আশ্রয়স্থান হবে; তাকে খাবার দেওয়া যাবে, সে
নিশ্চয়ই পানি পাবে।

প্রতাপপূর্ণ বাদশাহ্‌র দেশ

১৭ তোমার নয়নযুগল বাদশাহ্‌কে, তাঁর নিজের
সৌন্দর্যে দেখতে পাবে, তা সীমাহীন একটি দেশ
দেখতে পাবে। ১৮ তোমার অন্তর ঐ ত্রাসের
বিষয় নিয়ে ভাববে– কোথায় সেই গণনাকর্তা,
কোথায় সেই মুদ্রা-ওজনকারী? কোথায় সেই
উচ্চগৃহ গণনাকারী? ১৯ তুমি আর সেই নিষ্ঠুর
জাতিকে দেখতে পাবে না, সেই জাতিকে, যার
দুর্বোধ্য ভাষা তুমি জান না, যার অস্পষ্ট কথা
তুমি বুঝতে পার না।
২০ আমাদের সমস্ত ঈদ পালনের নগর সিয়োনের
প্রতি দৃষ্টি কর, তোমার নয়নযুগল শান্তিযুক্ত
বসতিস্বরূপ জেরুশালেমকে দেখবে; তা অটল
তাঁবুস্বরূপ, তার গোঁজ কখনও উৎপাটিত হবে না
এবং তার কোন দড়ি ছিঁড়বে না। ২১ বস্তুত
সেখানে মাবুদ সপ্রতাপে আমাদের সহবর্তী
হবেন, তা বড় বড় নদনদী ও বিস্তীর্ণ
স্রোতোমালার স্থান; সেই স্থানে দাঁড়যুক্ত নৌকা
গমনাগমন করবে না ও শক্তিশালী জাহাজ তা

৩৩:১০ আমি এখন উঠবো। বিচারের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বিদ্রোহী লোকদেরকে নিয়ে আসবেন (আয়াত ১৪ দেখুন)।

৩৩:১১ গর্ভ ধারণ করবে ... প্রসব করবে। তুলনা করুন ২৬:১৮ আয়াত। *নিশ্বাস আগুনের মত।* তারা যা তৈরি করবে তাই তাদের ধ্বংসের ফলাফল হয়ে উঠবে।

৩৩:১২ পুড়িয়ে ফেলা চুনার মত। তাড়া পুড়ে নিঃশেষ হবে (আমোস ২:১ আয়াত দেখুন)। *কাঁটাঝোপ।* এই ঝোপ খুব দ্রুত পুড়ে শেষ হয়ে যায় (২৭:৪; ২ শামু ২৩:৬-৭ আয়াত)।

৩৩:১৩ শোন ... স্বীকার কর। তুলনা করুন ৩৪:১ আয়াত।

৩৩:১৪ সিয়োনে গুনাহ্‌গাররা। ১:২৭-২৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪:৪। *সর্বগ্রাসী আগুন।* আল্লাহ্‌র বিচারের উপস্থিতি (২৯:৬; ৩০:২৭, ৩০; হিজ ২৪:১৭; দ্বি.বি. ৪:২৪; ৯:৩; ২ শামু ২২:৯; জবুর ১৮:৮; হাবা ১২:২৯ আয়াত দেখুন)।

৩৩:১৫ জবুর ১৫:২-৫; ২৪:৩-৬ আয়াতেও একই ধরনের বিষয় দেখতে পাওয়া যায় (উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন)। *ঘুষ।* ১:২৩ আয়াত দেখুন।

৩৩:১৬ উঁচু স্থানে ... শৈলগুলোর দুর্গ। আল্লাহ্‌তে যে নিরাপত্তা পাওয়া যায় তার চিহ্ন (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১৮:২ আয়াত ও নোট)। *খাবার ... পানি।* তুলনা করুন ৪৯:১০ আয়াত।

৩৩:১৭ বাদশাহ্‌। ৩২:১ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ৬:১, ৫ আয়াত ও নোট।

নিজের সৌন্দর্যে। দাউদের বংশের বাদশাহ্‌দের গৌরব ও জাঁকজমকের উপর প্রতিফলন করা হয়েছে; সম্ভবত এখানে মসীহী রাজ্যের পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে (তুলনা করুন ৪:২; জবুর ৪৫:৩-৫ আয়াত ও নোট; আরও দেখুন ইশা ৫৩:২-৩ আয়াত)। *সীমাহীন একটি দেশ।* ২৬:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:১৮ ঐ ত্রাসের বিষয়। আশেরীয়দের আক্রমণ (১৭:১২-১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *গণনাকর্তা।* যারা জোর করে কর আদায় করে তা সংরক্ষণ করতো (৮ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত এহুদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আশেরীয়দের কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীনে ছিল (আয়াত ২:১৫ দেখুন)।

৩৩:১৯ নিষ্ঠুর। তুলনা করুন ১০:১২ আয়াত ও নোট।

দুর্বোধ্য ভাষা। আশেরীয় ভাষার সাথে হিব্রু ভাষার সংযোগ ছিল, কিন্তু তথাপি ভাষাটির উচ্চারণ ইসরাইলীয়দের কাছে বেশ কঠিন ও অদ্ভুত ছিল। ২৮:১১; দ্বি.বি. ২৮:৪৯ আয়াত দেখুন।

৩৩:২০ সিয়োনের প্রতি দৃষ্টি কর। উদ্ধারপ্রাপ্ত নগর, ৭-৯ আয়াতে বর্ণিত নগরের বিপরীত চিত্র। *আমাদের সমস্ত ঈদ।* ১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *শান্তিযুক্ত বসতি।* ৩২:১৭-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাঁবুস্বরূপ ... উৎপাটিত হবে না।* অর্থাৎ তার বন্দীদশা শেষ হবে। *গোঁজ ... দড়ি।* এর সাথে তুলনা করুন ৫৪:২ আয়াতে জেরুশালেম সম্পর্কে বর্ণনা।

৩৩:২১ সপ্রতাপে। ১০:৩৪ আয়াত দেখুন (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৯৩:৩-৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *বড় বড় নদনদী।* যেন সহজে সীমান্ত অতিক্রম করা না যায় – টায়ারের মত (২৩:১ আয়াত) বা থিব্‌সের মত (নাহূম ৩:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৩:২২ আমাদের বিচারকর্তা। ২:৪; ১১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমাদের ব্যবস্থাপক।* ২:৩; ৫১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমাদের বাদশাহ্‌।* আয়াত ১৭; ৩২:২১ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন জবুর ৪৬; ৪৮ অধ্যায়। *নাজাত।* কাজী ২:১৬-১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৩:২৩ নিজেদের মাস্তুলের গোড়া। জেরুশালেমকে এখানে একটি জাহাজ হিসেবে দেখা হয়েছে যা আশেরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অপ্রস্তুত ছিল। *তখন।* যখন আল্লাহ্‌

BACIB
International Bible CHURCH

পার হয়ে আসবে না। ২২ কেননা মাবুদ আমাদের
বিচারকর্তা, মাবুদ আমাদের ব্যবস্থাপক, মাবুদ
আমাদের বাদশাহ্‌, তিনিই আমাদের নাজাত
করবেন।
২৩ তোমার দড়িগুলো ঢিলা হয়ে পড়েছে,
লোকে নিজেদের মাস্তুলের গোড়া শক্ত কিংবা
পাল খাটিয়ে দিতে পারে না; তখন বিস্তর লুটের
সামগ্রী ভাগ করা হবে; খোঁড়ারাও লুটের মাল
নিয়ে যাবে। ২৪ আর নগরবাসী কেউ বলবে না,
আমি অসুস্থ; সেই স্থানের অধিবাসী লোকদের
গুনাহ্‌ মাফ করা হবে।

জাতিদের বিচার

৩৪ ১ হে জাতিরা, কাছে এসে শোন; হে
লোকবৃন্দ, মনোযোগ দাও; দুনিয়া ও
সেখানকার সকলে, দুনিয়া ও সেখানে উৎপন্ন
সকল পদার্থ শুনুক। ২ কেননা সকল জাতির
বিরুদ্ধে মাবুদের ক্রোধ, তাদের সৈন্য সামন্তের
বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড কোপ প্রজ্বলিত হল; তিনি
তাদেরকে নিঃশেষে বিনষ্ট করলেন, তাদেরকে
হত হবার জন্য তুলে দিলেন। ৩ আর তাদের
নিহতরা বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের লাশ থেকে
দুর্গন্ধ বের হবে, তাদের রক্ত পর্বতমালা দিয়ে
প্রবাহিত হবে। ৪ আর আসমানের সমস্ত বাহিনী
ক্ষয় পাবে, আসমান কাগজের মত জড়িয়ে যাবে;
এবং যেমন আঙ্গুরলতার শুকনো পাতা ও ডুমুর
গাছের শুকনো ফল, তেমনি তার সমস্ত বাহিনী
পুরানো হয়ে যাবে।
৫ কেননা আমার তলোয়ার বেহেশতে পরিতৃপ্ত
হয়েছে; দেখ, বিচার করবার জন্য তা ইদোম
দেশের উপরে, আমার পরিত্যক্ত লোকদের
উপরে পড়বে। ৬ মাবুদের তলোয়ার তৃপ্ত হয়েছে
রক্তে, আপ্যায়িত হয়েছে মেদে, ভেড়ার বাচ্চা ও
ছাগলের রক্তে এবং ভেড়াগুলোর বৃক্কের মেদে;
কেননা বস্রাতে মাবুদের একটি কোরবানী,
ইদোম দেশে বিস্তর পশুবধ হবে। ৭ তাদের সঙ্গে
বন্য ষাঁড় ও ষাঁড়ের সঙ্গে যুবা ষাঁড় নেমে আসবে

[৩৩:২৪] ১ইউ ১:৭-৯।
[৩৪:১] দ্বি:বি ৪:২৬; জবুর ৪৯:১।
[৩৪:২] ইশা ১৩:৫।
[৩৪:২] ইশা ৩০:২৫।
[৩৪:৩] জবুর ১১০:৬।
[৩৪:৩] যোয়েল ২:২০।
[৩৪:৪] ইব ১:১২।
[৩৪:৫] আমোস ১:১১-১২।
[৩৪:৬] লেবীয় ৩:৯।
[৩৪:৭] শুমারী ২৩:২২।
[৩৪:৮] যেয়েল ৩:৪।
[৩৪:৯] পয়দা ১৯:২৪।
[৩৪:১০] প্রকা

আশেরীয় বাহিনীকে আক্রমণ করবেন (১০:৩৩-৩৪; ৩৭:৩৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *লুটের মাল।* আয়াত ৪।

৩৩:২৪ এখানে নবী ইশাইয়া তাঁর সময়কার আরও অনেক পরের জেরুশালেমকে বস্তুগত ও রূহানিক দিক থেকে পর্যালোচনা করছেন; আয়াত ১৭, ২০-২২ দেখুন।

৩৪:১–৩৫:১০ অধ্যায় ৩৪-৩৫ অধ্যায় ২৮-৩৩ এর সমাপ্তি টেনেছে এবং অধ্যায় ২৪-২৭ এর সাথে একটি বিশেষ ভাবধারামূলক সংযুক্তি গড়ে তুলেছে, যা ১৩-২৩ অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনেছে (২৪:১–২৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৪:২ ক্রোধ ... প্রচণ্ড কোপ। মাবুদের দিনে (২:১১, ১৭, ২০; ২৬:২০-২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে ১৩:৩, ১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *নিঃশেষে বিনষ্ট।* যে ধরনের বিনাশ কেনানীয়দের পাওনা ছিল। *হত হবার জন্য।* ৩০:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৪:৩ বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। উপযুক্তভাবে কবর না হওয়া অপমানের বিষয় বলে মনে করা হত (১৪:১৯; ইয়ার ২২:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৪:৪ আসমানের সমস্ত বাহিনী ক্ষয় পাবে। বেহেশতের তারকারাজির বিশৃঙ্খল অবস্থা বর্ণনার মধ্য দিয়ে মাবুদের দিনকে বোঝানো হয়েছে (১৩:১০, ১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইহি ৩২:৭-৮ আয়াত দেখুন)।

আসমান ... জাড়িয়ে যাবে ... তার সমস্ত বাহিনী পুরানো হয়ে যাবে। মার্ক ১৩:২৫ আয়াতে এই আয়াতের উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন); প্রকাশিত ৬:১৩-১৪ আয়াতে "মহা দুর্যোগ" (মথি ২৪:২১) এবং মসীহের দ্বিতীয় আগমনের সাথে ঘটনাবলীর সংযুক্তি সাধন করা হয়েছে। *শুকনো ফল।* তুলনা করুন ২৪:৪; ৪০:৭-৮ আয়াত।

৩৪:৫-৬ আমার তলোয়ার ... মাবুদের তলোয়ার। জবুর ৭:১২-১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৪:৫ তৃপ্ত হয়েছে রক্তে। তুলনা করুন ৩৯:১৮-২০ আয়াত ও নোট।

ইদোম। আল্লাহ্‌ ও তাঁর লোকদের সমস্ত দুশমনের প্রতীক, যেমন ২৫:১০-১২ আয়াতে মোয়াবের কথা বলা হয়েছে (২৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। ২১:১১ আয়াতের নোট দেখুন। ইদোমীয়দেরকে নবাতীয় আরবেরা ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

৩৪:৬ মেদ। এটিকে মাংসের সর্বোত্তম অংশ বলে ধরে নেওয়া হত এবং সে কারণে তা মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী উৎসর্গ করা হত (লেবীয় ৩:৯-১১, ১৬ আয়াত দেখুন ও ৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *ভেড়ার বাচ্চা ও ছাগলের রক্তে।* এখানে সাধারণ মানুষের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। *কোরবানী।* যুদ্ধকে অনেক সময় কোরবানীর সাথে তুলনা করা হত (ইয়ার ৪৬:১০ আয়াত ও নোট দেখুন; ৫০:২৭; ইহি ৩৯:১৭-১৯ আয়াত ও নোট; আরও দেখুন প্রকাশিত ১৯:১৭-১৮)।

বস্রা। ইদোমের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী ও মেষপালনের কেন্দ্র, যার অবস্থান ছিল মৃত সাগরের দক্ষিণ উপকূল থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে। এই নামের অর্থ "আঙ্গুর সংগ্রহ স্থান" (এর সাথে তুলনা করুন ৬৩:১-৩ আয়াত)।

৩৪:৭ বন্য ষাঁড় ... যুবা ষাঁড়। এখানে অন্যান্য জাতিদের সৈন্যবাহিনী ও তাদের নেতাদের কথা বোঝানো হয়েছে। তাদের ভূমি রক্তে পরিতৃপ্ত। আয়াত ৩ দেখুন।

৩৪:৮ মাবুদের প্রতিশোধের দিন। ৩৫:৪; ৬১:২ আয়াত দেখুন। ইদোমীয়রা সব ধরনের সুযোগ পাওয়া মাত্রই ইসরাইলীয়দের বিরোধিতা করতো (২ শামু ৮:১৩-১৪ আয়াত দেখুন) এবং জেরুশালেম ধ্বংস হচ্ছে দেখে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল (মাতম ৪:২১ দেখুন; আরও দেখুন জবুর ১৩৭:৭; ইয়ার ৪৯:৮; ওবদিয়া ১২-১৪ আয়াত ও নোট)। তবে ইদোমেরও ধ্বংস সময় এক দিন আসবে (৬৩:১-৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৪:৯ গন্ধকে পরিণত হবে। ইদোমের ধ্বংসের সাথে সাদুম ও আমুরার ধ্বংসের তুলনা করা হয়েছে (ইয়ার ৪৯:১৭-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে ১:৩১; পয়দা ১৯:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৪:১০ চিরকাল তার ধোঁয়া উঠতে থাকবে। প্রকাশিত ১৯:৩ আয়াতে এই কথাটি ব্যাবিলনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে (এর সাথে প্রকা ১৪:১০-১১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *উৎসন্ন হয়ে থাকবে।* ১৩:২০-২২; মালাখি ১:৩-৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

এবং তাঁদের ভূমি রক্তে পরিতৃপ্ত ও ধূলা মেদে
ভিজে যাবে। ৮ কেননা এটা মাবুদের প্রতিশোধের
দিন, এটি সিয়োনের ঝগড়া সম্বন্ধীয় প্রতিফল-
দানের বছর। ৯ সেখানকার প্রবাহগুলো
আল্‌কাতরায়, সেখানকার ধূলি গন্ধকে পরিণত
হবে, সেখানকার ভূমি জলন্ত আল্‌কাতরা হবে।
১০ দিন ও রাতে কখনও তা নিভবে না; চিরকাল
তার ধোঁয়া উঠতে থাকবে; তা পুরুষানুক্রমে
উৎসন্ন হয়ে থাকবে, তার মধ্য দিয়ে অনন্তকালেও
কেউ যাবে না। ১১ কিন্তু পানিভেলা ও শজারু তা
অধিকার করবে এবং মহাপেচক ও দাঁড়কাক তার
মধ্যে বাস করবে; আর তার উপরে অবস্তুতারূপ
মানরজ্জু ও শূন্যতারূপ ওলোনসূত্র ধরা যাবে।
১২ সেখানকার রাজত্ব ঘোষণা করতে রাজপুরুষদের
কেউই থাকবে না; সেখানকার নেতৃবর্গ
সর্বতোভাবে ধ্বংস হবে। ১৩ তার সমস্ত অট্টালিকা
কাঁটায়, তার সমস্ত দুর্গ বিছুটি ও শেয়ালকাঁটাতে
আচ্ছাদিত হবে এবং সেই দেশ শিয়ালদের
বাসস্থান, উটপাখির মাঠ হবে। ১৪ আর সমস্ত
বন্যপশু হায়েনাদের সঙ্গে থাকবে এবং বন্য
ছাগলেরা একে অন্যকে আহ্বান করে আনবে;
আর সেখানে নিশাচর প্রাণীরা বাস করে বিশ্রামের
স্থান পাবে। ১৫ সে স্থানে পেঁচক বাসা করে ডিম
ফুটিয়ে বাচ্চাগুলোকে নিজের ছায়াতে একত্র
করবে; এবং সেখানে চিলেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ
সঙ্গীনীর সঙ্গে একত্র হবে।

১৪:১০-১১; ১৯:৩।
[৩৪:১১] প্রকা ১৮:২।
[৩৪:১২] আইউ ১২:২১।
[৩৪:১৩] জবুর ৪৪:১৯।
[৩৪:১৪] জবুর ৭৪:১৪।
[৩৪:১৫] দ্বি:বি ১৪:১৩।
[৩৪:১৬] ইশা ১:২০।
[৩৪:১৭] ইয়ার ১৩:২৫।
[৩৫:১] সোলায় ২:১।
[৩৫:২] পয়দা ২১:৬।
[৩৫:৩] আইউ ৪:৪; ইব ১২:১২।
[৩৫:৪] ২খান্দান ৩২:৬।
[৩৫:৪] ইউসা ১:৯; দানি ১০:১৯।
[৩৫:৪] প্রকা ২২:১২।
[৩৫:৫] ইউ ৯:৬-৭; প্রেরিত ২৬:১৮।
[৩৫:৬] মথি ১৫:৩০; লূক ৭:২২; ইউ ৫:৮-৯; প্রেরিত ৩:৮।

১৬ তোমরা মাবুদের কিতাবে অনুসন্ধান কর, তা
পাঠ কর, এর একটিরও অভাব হবে না, তারা
কেউ সঙ্গীনীবিহীন থাকবে না; কেননা আমার
মুখ দ্বারা তিনিই এই হুকুম করেছেন এবং তিনিই
নিজের রূহ্‌ দ্বারা তাদেরকে সংগ্রহ করেছেন।
১৭ আর তিনি গুলিবাঁটপূর্বক তাদেরকে সেই
অধিকার দিয়েছেন, তাঁর হাত মানদড়ি দিয়ে
প্রত্যেকের অংশ নির্ধারণ করেছে; তারা চিরকাল
তা অধিকার করবে, তারা পুরুষানুক্রমে সে স্থানে
বাস করবে।

মুক্তি পাওয়া লোকদের আনন্দ

৩৫ ১ মরুভূমি ও শুকনা স্থান আমোদ
করবে,
মরুভূমি উল্লসিত হবে, গোলাপের মত উৎফুল্ল
হবে।
২ সে অনেক পুষ্পের দরুন উৎফুল্ল হবে,
আর আনন্দ ও গান সহকারে উল্লাস করবে;
তাকে দেওয়া হবে লেবাননের প্রতাপ,
কর্মিলের ও শারোণের শোভা;
তারা দেখতে পাবে মাবুদের মহিমা,
আমাদের আল্লাহ্‌র শোভা।
৩ দুর্বল হাত সবল কর, কাঁপতে থাকা হাঁটু সুস্থির
কর।
৪ শংকিত লোকদেরকে বল, সাহস কর, ভয়
করো না;
দেখ, তোমাদের আল্লাহ্‌ প্রতিশোধসহ ও

৩৪:১১ পানিভেলা ... শজারু ... মহাপেচক ... দাঁড়কাক। নাপাক পাখি ও পশু (দ্বি.বি. ১৪:১৪-১৭ আয়াত দেখুন)। এ ধরনের প্রাণীরা সাধারণত ব্যাবিলন (১৩:২১) ও নিনেভের (সফনিয় ২:১৪) ধ্বংসস্তূপেও বসবাস করতো। *মানরজ্জু ... ওলোনসূত্র।* এর সাথে তুলনা করুন ২৮:১৭ আয়াত ও নোট। *অবস্তুতা ... শূন্যতা।* পয়দা ১:২ আয়াতে এই শব্দ দুটির হিব্রু প্রতিশব্দকে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) অনুবাদ করা হয়েছে “বিশৃঙ্খল” ও “ধ্বংসস্থান” হিসেবে (এর সাথে ইয়ার ৪:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৪:১৩ বিছুটি ও শেয়ালকাঁটা। এর সাথে তুলনা করুন ৭:২৪-২৫ আয়াত।

৩৪:১৪ সমস্ত বন্যপশু হায়েনাদের সঙ্গে থাকবে। ১৩:২০-২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *বন্য ছাগল।* অনেক সময় বন্য ছাগলের সাথে শয়তানের সংযোগ আছে বলে মনে করা হয় (১৩:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৪:১৫ পেঁচক ... চিল। এই দুটি পাখি শরীয়তের নাপাক হিসেবে ঘোষিত (আয়াত ১১ ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ১৪:১৩, ১৫-১৭ আয়াত দেখুন)।

৩৪:১৬ এর একটিরও অভাব হবে না। আল্লাহ্‌ এই প্রাণীগুলোকে ১১, ১৩-১৫ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ইদোম দেশটি দান করেছেন।

৩৫:১ মরুভূমি ... আমোদ করবে। ইশাইয়া নবীর কিতাবে প্রকৃতির ব্যক্তিকরণ খুব স্বাভাবিক একটি বিষয় (৩৩:৯; ৪৪:২৩; ৫৫:১২ আয়াত দেখুন)। *শুকনা স্থান।* আরাবাহ্‌ মরুভূমি (৩৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *গোলাপের মত।* সোলায়মানের গজল ২:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:২ উৎফুল্ল হবে ... উল্লাস করবে। ৫৪:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *লেবানন ... কার্মেল ... শারোণ।* উর্বর এলাকাগুলো সুন্দর গাছপালার জন্য বিখ্যাত ছিল (৩৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *মাবুদের মহিমা।* যে পরিবর্তন সাধনের ঘোষণা এই আয়াতে দেওয়া হল তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আয়াত ৬:৩ ও নোট দেখুন।

৩৫:৩ ইবরানী ১২:১২ আয়াত দেখুন।

৩৫:৪ সাহস কর, ভয় করো না। এর সাথে তুলনা করুন ইউসা ১:৬-৭, ৯ আয়াতে হযরত ইউসাকে আল্লাহ্‌র বলা উৎসাহমূলক বাণী (ইউসা ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *আল্লাহ্‌ ... আসছেন।* এর সাথে তুলনা করুন ৪০:৯-১০ আয়াত। মসীহের আগমন সম্পর্কেও প্রায় একই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (৬২:১১ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ২২:১২, ২০ আয়াত ও নোট)। *প্রতিশোধসহ ও খোদায়ী প্রতিকার।* ৩৪:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:৫ চোখ ... কান। ২৯:১৮; ৩২:৩; ৪২:৭ আয়াত ও নোট দেখুন। মসীহের পরিচর্যা কাজের সাথে রূহানিক ও শারীরিক সুস্থতা দানও সম্পৃক্ত ছিল (লূক ৭:২২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৫:৬ খঞ্জ হরিণের মত লাফ দেবে ... বধিরদের কণ্ঠ আনন্দগান করবে। মসীহী যুগের চিহ্ন (মথি ১২:২২; প্রেরিত ৩:৭-৮ আয়াত দেখুন)। *পানি ... প্রবাহিত হবে।* ৩২:২ আয়াত ও নোট দেখুন। এর সাথে তুলনা করুন হিজ ১৭:৬; ২ বাদশাহ্‌ ৩:১৫-২০ আয়াতে পানি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিশেষ

খোদায়ী প্রতিকারসহ আসছেন,
তিনিই এসে তোমাদের নাজাত করবেন।
৫ তৎকালে অন্ধদের চোখ খোলা যাবে,
আর বধিরদের কান মুক্ত হবে।
৬ তৎকালে খঞ্জ হরিণের মত লাফ দেবে,
ও বধিরদের কণ্ঠ আনন্দগান করবে;
কেননা মরুভূমিতে পানি উৎসারিত হবে,
ও মরুভূমির নানা স্থানে প্রবাহিত হবে।
৭ আর তপ্ত বালুকা জলাশয় হয়ে যাবে,
ও শুকনো ভূমি পানির ফোয়ারায় পরিপূর্ণ হবে;
শিয়ালদের নিবাসে, সেগুলো যেখানে শয়ন করতো,
সেই স্থানে নল খাগড়ার বন হবে।
৮ আর সেই স্থানে একটি জাঙ্গাল ও রাজপথ হবে;
তা পবিত্রতার পথ বলে আখ্যাত হবে;
তা দিয়ে কোন নাপাক লোক যাতায়াত করবে না,
কিন্তু তা ওদের জন্য হবে;
সে পথে পথিকরা, অজ্ঞানেরাও পরিভ্রমণ করবে না।
৯ সেখানে সিংহ থাকবে না,
কোন হিংস্র জন্তু তাতে উঠবে না,
সেখানে তা দেখাই যাবে না;
কিন্তু মুক্তি পাওয়া লোকেরা সেই পথে চলবে;
১০ আর মাবুদের নিস্তার পাওয়া লোকেরা ফিরে আসবে,
আনন্দগান সহকারে সিয়োনে আসবে,
এবং তাদের মাথায় নিত্যস্থায়ী আনন্দের মুকুট থাকবে;
তারা আমোদ ও আনন্দ লাভ করবে,
এবং খেদ ও আর্তস্বর দূরে পালিয়ে যাবে।

[৩৫:৭] আইউ ৮:১১; ৪০:২১।
[৩৫:৮] মথি ৭:১৩-১৪।
[৩৫:৯] হিজ ৬:৬; লেবীয় ২৫:৪৭-৫৫।
[৩৫:১০] প্রকা ৭:১৭; ২১:৪।
[৩৬:১] ২বাদশা ১৮:৯।
[৩৬:২] ইউসা ১০:৩।
[৩৬:৩] পয়দা ৪১:৪০।

বাদশাহ্ সন্‌হেরীব জেরুশালেমকে ভয় দেখান

৩৬ ১ হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র চতুর্দশ বছরে
আসেরিয়ার বাদশাহ্ সন্‌হেরীব
এহুদার প্রাচীর-বেষ্টিত সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে
এসে সেসব হস্তগত করতে লাগলেন। ২ পরে
আসেরিয়ার বাদশাহ্ লাখীশ থেকে রব্‌শাকিকে
বড় সৈন্যদলের সঙ্গে জেরুশালেমে বাদশাহ্

প্রত্যাদেশ (২ বাদশাহ্ ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।
৩৫:৭ ফোয়ারা। তুলনা করুন ৪১:১৮ আয়াত। *নল খাগড়া।* এক ধরনের উদ্ভিদ যা স্যাঁতস্যাঁতে জলাভূমি জাতীয় স্থানে জন্মে (তুলনা করুন ১৯:৬-৭ আয়াত)।
৩৫:৮ রাজপথ। যানবাহনের চলাচলের জন্য উপযোগী প্রশস্ত দূরগামী রাস্তা (দেখুন ১১:১৬; ৪০:৩ আয়াত ও নোট)। পবিত্রতার পথ। যে পথটি শুধুমাত্র পবিত্র মানুষদের জন্য আলাদা করে রাখা; শুধুমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্তরা (আয়াত ৯) এই পথ ব্যবহার করতে পারেন। প্রাচীনকালে কিছু কিছু পথ এক এবাদতখানা থেকে আরেক এবাদতখানার মধ্যে ব্যবহার করা হত শুধুমাত্র যারা আনুষ্ঠানিক পাক-পবিত্র হয়েছে তাদের ব্যবহারের জন্য।
৩৫:৯ সিংহ ... হিংস্র জন্তু। অনেক সময় হিংস্র প্রাণীর উৎপাতের কারণে ভ্রমণ করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়তো (দ্বি.বি. ৮:১৫; কাজী ১৪:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *মুক্তি পাওয়া লোকেরা।* যাদেরকে মাবুদ আল্লাহ্ বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার করেছেন (এর সাথে তুলনা করুন ১:২৭; ৫১:১০; ৬২:১২; হিজ ৬:৬-৮ আয়াত ও নোট; লেবীয় ২৫:৪৭-৪৮; দ্বি.বি. ৭:৮ আয়াত দেখুন)।
৩৫:১০ ৫১:১১ আয়াতে এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আনন্দগান সহকারে সিয়োনে আসবে। যেমনটা ইসরাইলীয়রা করেছিল ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পর (জবুর ১২৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। *তারা আমোদ ও আনন্দ লাভ করবে।* বন্দীদশায় থাকা লোকেরা ফিরে এসে আনন্দ ও শান্তি নিয়ে জীবন যাপন করবে (তুলনা করুন জবুর ২৩:৬ আয়াত ও নোট); তাদেরকে আর বন্য প্রাণীরা তাড়া করে বেড়াবে না (আয়াত ৯ দেখুন)। *খেদ ... দূরে পালিয়ে যাবে।* তুলনা করুন ২৫:৮; ৬৫:১৯ আয়াত।
৩৬:১–৩৯:৮ ৩৬-৩৯ অধ্যায়ের বেশ কিছু অংশ ২ বাদশাহ্ ১৮:১৩–২০:১৯ আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে আনা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের সঙ্কলনকারী সম্ভবত ইশা ৩৬-৩৯ অধ্যায়কে তাঁর অন্যতম একটি উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন, কিংবা দুটো কিতাবই একটি উৎসকে অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। ৩৬-৩৭ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে আশেরিয়ার ধ্বংস সম্পর্কিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা, অপর দিকে ৩৮-৩৯ অধ্যায়ে ৪০-৬৬ অধ্যায়ের ব্যাবিলনীয় প্রেক্ষাপটের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।
৩৬:১ হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র চতুর্দশ বছরে। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, তাঁর একক রাজত্বের ১৪তম বছর। বাদশাহ্ হিষ্কিয় ৭১৫ থেকে ৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত একক বাদশাহ্ হিসেবে রাজত্ব করেন, কিন্তু এর আগে ৭২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে তিনি যৌথভাবে সিংহাসনের অধিকারী হয়ে শাসন করে আসছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *সনহেরীব।* ৭০৫ থেকে ৬৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তিনি আশেরিয়া শাসন করেন। *এহুদার প্রাচীর-বেষ্টিত সমস্ত নগর।* বাদশাহ্ সনহেরীবের কীর্তিনামায় এ ধরনের ৪৬টি নগরের নাম পাওয়া যায় (২ বাদশাহ্ ১৮:১৩ আয়াত দেখুন)।
৩৬:২ বড় সৈন্যদল। এর সাথে তুলনা করুন ৩৭:৩৬ আয়াত ও নোট।
লাখীশ। জেরুশালেম থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর যা উক্ত দিক থেকে এহুদা নগরীতে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রতিরক্ষা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হত (ইয়ার ৩৪:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *প্রণালী ... ভূমি।* ৭:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্ ১৮:১৭ আয়াতের নোটও দেখুন।
৩৬:৩ ইলিয়াকীম। ২২:২০-২১ আয়াত ও নোট দেখুন। *রাজপ্রাসাদের নেতা।* যিনি রাজপ্রাসাদের সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন (২২:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *শিব্‌ন।* ২২:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *লেখক।* সম্ভবত বাদশাহ্‌র সচিব (ইয়ার ৩৬:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে আরও দেখুন ২ শামু ৮:১৭ আয়াত)। *ইতিহাস রচয়িতা।* অনেক সময় ইতিহাস

হিষ্কিয়ের কাছে প্রেরণ করলেন; তাতে তিনি এসে
উচ্চতর পুষ্করিণীর প্রণালীর কাছে ধোপাদের-
ভূমির রাজপথে অবস্থিতি করলেন। ৩ পরে
হিষ্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম নামে রাজপ্রাসাদের
নেতা শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ
নামক ইতিহাস-রচয়িতা বের হয়ে তাঁর কাছে
গেলেন। ৪ রব্‌শাকি তাঁদের বললেন, “তোমরা
হিষ্কিয়কে এই কথা বল, বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ এই কথা বলেন, তুমি যে
সাহস করছো, সে কেমন সাহস? ৫ আমি বলি,
তোমার যুদ্ধের বুদ্ধি ও পরাক্রম কথার কথা মাত্র;
বল দেখি, তুমি কার উপরে নির্ভর করে আমার
বিরুদ্ধে গেলে? ৬ দেখ, তুমি ঐ থেৎলা নলরূপ
লাঠি, অর্থাৎ মিসরের উপরে নির্ভর করছো; কিন্তু
যে কেউ তার উপরে নির্ভর করে, সে তার হাতে
ফুটে তা বিদ্ধ করে; যত লোক মিসরের বাদশাহ্‌
ফেরাউনের উপরে নির্ভর করে, তাদের পক্ষে
সেও সেই রকম। ৭ আর যদি আমাকে বল,
আমরা আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উপর নির্ভর
করি, তবে তিনি কি সেই আল্লাহ্‌ নন, যাঁর
উচ্চস্থলী ও সমস্ত কোরবানগাহ্‌ হিষ্কিয় দূর
করেছে এবং এহুদা ও জেরুশালেমের লোকদের
বলেছে, ‘তোমরা এই কোরবানগাহ্‌র কাছে
সেজ্‌দা করবে’?
৮ তুমি একবার আমার প্রভু আসেরিয়ার
বাদশাহ্‌র কাছে পণ কর; আমি তোমাকে দুই
হাজার ঘোড়া দেব, যদি তুমি ঘোড়সওয়ার দিতে
পার। ৯ তবে কেমন করে আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম
গোলামদের মধ্যে এক জন সেনাপতিকে হটিয়ে
দেবে এবং সমস্ত রথ ও ঘোড়সওয়ারদের জন্য
মিসরের উপরে ভরসা করবে? ১০ বল দেখি,
আমি কি মাবুদের সম্মতি ছাড়া এই দেশ ধ্বংস
করতে এসেছি? মাবুদই আমাকে বলেছেন, তুমি
ঐ দেশে গিয়ে সেটি ধ্বংস কর।”
১১ তখন ইলিয়াকীম, শিব্‌ন্‌ ও যোয়াহ
রব্‌শাকিকে বললেন, আরজ করি, আপনার
গোলামদের কাছে অরামীয় ভাষায় বলুন, কেননা
আমরা তা বুঝতে পারি; প্রাচীরের উপরিস্থ
লোকদের শুনিয়ে আমাদের কাছে ইহুদী ভাষায়
কথা বলবেন না।
১২ কিন্তু রব্‌শাকি বললেন, আমার প্রভু কি
তোমার প্রভুরই কাছে এবং তোমারই কাছে এই
কথা বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন? ঐ যে
লোকেরা তোমাদের সঙ্গে নিজ নিজ বিষ্ঠা খেতে
ও নিজ নিজ মূত্র পান করতে প্রাচীরের উপরে
বসে আছে, ওদেরই কাছে কি তিনি পাঠান নি?
১৩ পরে রব্‌শাকি দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ইহুদী
ভাষায় বলতে লাগলেন, “তোমরা বাদশাহ্‌দের
বাদশাহ্‌ আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র কথা শোন।
১৪ বাদশাহ্‌ এই কথা বলছেন, হিষ্কিয় তোমাদের
ভ্রান্তি না জন্মাক; কেননা তোমাদেরকে রক্ষা
করতে তার সাধ্য নেই। ১৫ আর হিষ্কিয় এই
কথা বলে মাবুদের উপর তোমাদের বিশ্বাস না
জন্মাক যে, মাবুদ আমাদেরকে নিশ্চয়ই উদ্ধার

[৩৬:৫] ২বাদশা ১৮:৭।
[৩৬:৬] ২বাদশা ১৭:৪; ইশা ৮:১২।
[৩৬:৭] জবুর ২২:৮; মথি ২৭:৪৩।
[৩৬:৮] জবুর ২০:৭; ইশা ৩০:১৬।
[৩৬:৯] জবুর ২০:৭; ইশা ৩০:২-৫।
[৩৬:১০] ১বাদশা ১৩:১৮; ইশা ১০:৫-৭।
[৩৬:১১] উজা ৪:৭।
[৩৬:১২] ২বাদশা ৬:২৫; ইহি ৪:১২।
[৩৬:১৩] ২খান্দান ৩২:১৮।
[৩৬:১৪] ২খান্দান ৩২:১৫।
[৩৬:১৫] জবুর ৩:২, ৭।
[৩৬:১৬] মেসাল ৫:১৫।

রচয়িতারাও বাদশাহ্‌র সচিব তথা লেখক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন (১ বাদশাহ্‌ ৪:৩ আয়াত দেখুন)। আরও দেখুন ২ শামু ৮:১৬ আয়াত ও নোট।

৩৬:৪, ১৩ বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌। ২ বাদশাহ্‌ ১৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:৫ আমার বিরুদ্ধে গেলে? বাদশাহ্‌কে প্রদেয় কর পরিশোধ না করার অর্থ ছিল বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা (২ বাদশাহ্‌ ১৭:৪; ১৮:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৬:৬, ৯ মিসরের উপরে নির্ভর করছো। এর সাথে তুলনা করুন ১০:২০ আয়াত।

৩৬:৬ মিসর। ৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বা আরও আগে থেকেই মিসরের সাথে সন্ধি স্থাপন করার জন্য বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় বেশ চাপের মধ্যে ছিলেন (২০:৫; ৩০:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *থেৎলা নলরূপ লাঠি।* মিসরকে আবারও ইহি ২৯:৬-৭ আয়াতে নলখাগড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে (২৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *ফেরাউনের উপরে নির্ভর করে।* তুলনা করুন ৩০:৩, ৭ আয়াত।

৩৬:৭ উচ্চস্থলী ও সমস্ত কোরবানগাহ্‌। বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় এই সকল কোরবানীর স্থান ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, যা প্রায়ই বাল দেবতার পূজা দেবার জন্য ব্যবহৃত হত (২ বাদশাহ্‌ ১৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ২ খান্দান ৩১:১ আয়াত)। *এই কোরবানগাহ্‌।* বাদশাহ্‌ সোলায়মানের এবাদতখানা।

৩৬:৮ দুই হাজার ঘোড়া। একটি সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য যথেষ্ঠ সংখ্যা। ঘোড়া ও রথের মূল্য ছিল অনেক (৩০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *যদি তুমি ঘোড়সওয়ার দিতে পার।* ২ বাদশাহ্‌ ১৮:২৩ আয়াতের নোট দেখুন। *ঘোড়সওয়ার।* সম্ভবত রথারোহী, কারণ ঘোড়সওয়ার বাহিনীর প্রচলন তখনও এই দেশগুলো হয় নি (আয়াত ৯ দেখুন)।

৩৬:১০ মাবুদই আমাকে বলেছেন। মাবুদ আল্লাহ্‌ আশেরিয়াকে ব্যবহার করে ইসরাইলকে শাস্তি দিয়েছেন (১০:৫-৬ আয়াত দেখুন)। কিন্তু এখন আশেরিয়ার পালা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার। ২ খান্দান ৩৫:২১ আয়াত অনুসারে মিসরের ফেরাউন নখো এই যুদ্ধ যাত্রা করার জন্য মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছেন বলে দাবী করেছিলেন।

৩৬:১১ ইলিয়াকীম ... যোয়াহ। আয়াত ৩ ও নোট দেখুন। *অরামীয়।* তৎকালীন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ভাষা (২ বাদশাহ্‌ ১৮:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। ইহুদী ভাষায় বলবেন না। কর্মকর্তারা এই ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন যে, সেনাপতি রব্‌শাকির কথায় লোকদের মনোবল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৩৬:১২ বিষ্ঠা খেতে ... মূত্র পান করতে। জেরুশালেম নগরীর অবরোধ যদি চলতে থাকে তাহলে কী ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে তা বোঝানো হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ৬:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন ১৬ আয়াত ও নোট।

৩৬:১৪ ভ্রান্তি না জন্মাক। এর সাথে তুলনা করুন ৩৭:১০ আয়াত ও নোট।

৩৬:১৬ নিজ নিজ আঙ্গুর ফল ও ডুমুর ফল। সর্বোৎকৃষ্ট সময়ে

BACIB International Bible CHURCH

করবেন, এই নগর কখনও আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র
হস্তগত হবে না।
১৬ তোমরা হিষ্কিয়ের কথা শুনো না; কেননা
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র এই কথা বলেন, তোমরা
আমার সঙ্গে সন্ধি কর, বের হয়ে আমার কাছে
এসো; তাহলে তোমরা প্রত্যেকে জন নিজ নিজ
আঙ্গুর ফল ও ডুমুর ফল ভোজন করতে এবং
নিজ নিজ কূপের পানি পান করতে পারবে;
১৭ পরে আমি এসে তোমাদের নিজের দেশের
মত একটি দেশে, শস্য ও আঙ্গুর-রসের দেশে,
রুটি ও আঙ্গুর-ক্ষেতের দেশে তোমাদের নিয়ে
যাব।
১৮ মাবুদ আমাদের উদ্ধার করবেন, এই কথা
বলে যেন হিষ্কিয় তোমাদেরকে না ভুলায়।
জাতিদের দেবতারা কি কেউ আসেরিয়ার
বাদশাহ্‌র হাত থেকে নিজ নিজ দেশ রক্ষা
করেছে? ১৯ হমাত ও অর্পদের দেবতারা কোথায়?
সফর্বয়িমের দেবতারা কোথায়? ওরা কি আমার
হাত থেকে সামেরিয়াকে রক্ষা করেছে? ২০ ভিন্ন
ভিন্ন দেশের সমস্ত দেবতার মধ্যে কোন্‌ দেবতারা
আমার হাত থেকে নিজেদের দেশ উদ্ধার
করেছে? তবে মাবুদ আমার হাত থেকে
জেরুশালেমকে উদ্ধার করবেন, এই কি সম্ভব?”
২১ কিন্তু লোকেরা নীরব হয়ে থাকলো, তার

[৩৬:১৭] ২বাদশা ১৫:২৯।
[৩৬:১৯] ২বাদশা ১৭:২৪।
[৩৬:২০] হিজ ৫:২; ২খান্দান ২৫:১৫; ইশা ১০:৮-১১; ৩৭:১০-১৩, ১৮-২০; ৪০:১৮; দানি ৩:১৫।
[৩৬:২১] মেসাল ৯:৭-৮; ২৬:৪।
[৩৬:২২] ২বাদশা ১৮:১৮।
[৩৬:২২] ২শামু ৮:১৬।
[৩৭:১] পয়দা ৩৭:২৯; ২খান্দান ৩৪:১৯।
[৩৭:২] ২বাদশা ১৮:১৮।
[৩৭:৩] কাজী ৬:২; ইশা ৫:৩০।
[৩৭:৪] আয়াত ২৩-২৪; ২খান্দান ৩২:১৭।
[৩৭:৬] ইউসা ১:৯; ইশা ৭:৪।

একটি কথারও জবাব দিল না, কারণ বাদশাহ্‌র
এই হুকুম ছিল, যে, তাকে কোন জবাব দিও না।
২২ পরে হিষ্কিয়ের পুত্র রাজপ্রাসাদের নেতা
ইলিয়াকীম, শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র
ইতিহাস-রচয়িতা যোয়াহ নিজ নিজ কাপড় ছিঁড়ে
হিষ্কিয়ের কাছে এসে রব্‌শাকির কথা জানালেন।

হযরত ইশাইয়ার কাছে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের অনুরোধ

৩৭ ১ তা শুনে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় নিজের
কাপড় ছিঁড়ে চট পরে মাবুদের গৃহে
গমন করলেন। ২ আর রাজপ্রাসাদের নেতা
ইলীয়াকীম ও শিব্‌ন লেখককে এবং ইমামদের
প্রধান ব্যক্তিবর্গকে চট পরিয়ে আমোজের পুত্র
ইশাইয়া নবীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ৩ তাঁরা
তাঁকে বললেন, হিষ্কিয় এই কথা বলেন,
আজকের দিন সঙ্কট, অনুযোগ ও অপমানের
দিন, কেননা সন্তানেরা প্রসব-দ্বারে উপস্থিত,
কিন্তু প্রসব করার শক্তি নেই। ৪ জীবন্ত
আল্লাহ্‌কে টিটকারি দেবার জন্য তার মালিক
আসেরিয়া বাদশাহ্‌র প্রেরিত রব্‌শাকি যেসব কথা
বলেছে, হয়তো আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ তা
শুনবেন এবং তাকে সেসব কথার জন্য তিরস্কার
করবেন, যা আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ শুনেছেন;
অতএব যে অবশিষ্টাংশ এখনও আছে, আপনি
তার জন্য মুনাজাত উৎসর্গ করুন।

নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির প্রতীক (১ বাদশাহ্‌ ৪:২৫; মিকাহ্‌ ৪:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; জাকা ৩:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৬:১৭ আমি এসে ... তোমাদের নিয়ে যাব। আশেরীয়রা বিদ্রোহী লোকদের মধ্যে ঐক্য ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য তাদের অধিকাংশকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৫:২৯; ১৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *রুটি ও আঙ্গুর ক্ষেত।* ইসরাইল জাতির দুটি অবিচ্ছেদ্য বিষয় (এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ২৮:৫১; হগয় ১:১১ আয়াত ও নোট)।

৩৬:১৮-২০ সেনাপতির কথাগুলো ১০:৮-১১ আয়াতে আশেরীয়দের বলা অহঙ্কারসূচক কথার প্রতিধ্বনি করে। ২ বাদশাহ্‌ ১৮:৩৩-৩৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:১৯ হমাত ও অর্পদ। ১০:৯ আয়াত দেখুন।

সফর্বয়িম। সম্ভবত এর অবস্থান ছিল উত্তর অরামে, অর্থাৎ বর্তমান সিরিয়ায়, যা বর্তমান হমাৎ থেকে খুব বেশি দূরে অবস্থিত নয়। সফর্বয়িমের বাসিন্দাদের সামেরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যদিও তখনও তারা দেবতা অদম্মেলক ও অনাম্মেলকের পূজা করতো। ২ বাদশাহ্‌ ১৭:২৪, ৩১ আয়াত দেখুন ও ১৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

সামেরিয়া। আশেরীয়রা ধরে নিয়েছিল যে, প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব দেবতা আছে এবং সে কারণে তারা এহুদার দেবতার সাথে তথা আল্লাহ্‌র সাথে সামেরিয়ার দেবতাকে এক করে দেখে নি।

৩৬:২১ লোকেরা নীরব হয়ে থাকলো। আশেরীয়রা আশা করেছিল যে, ৪-২০ আয়াতে বর্ণিত তাদের চালাকি মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে।

৩৬:২২ আয়াত ৩ ও নোট দেখুন। নিজ নিজ কাপড় ছিঁড়ে। ২ বাদশাহ্‌ ১৮:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:১ নিজের কাপড় ছিঁড়ে চট পরে। পয়দা ৩৭:৩৪ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্‌ ১৮:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন। *মাবুদের গৃহ।* বাদশাহ্‌ এই গৃহকে আল্লাহ্‌র এবাদতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ৮:৩৩)। আশেরীয়রা মাবুদের উপরে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের নির্ভরতা সম্পর্কে যে কথা বলেছিল (৩৬:৭, ১৫, ১৮) তা ছিল সত্য (৩৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:২ ইলীয়াকীম ... শিব্‌ন। ৩৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন। ইমামদের প্রধান ব্যক্তিবর্গ। ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২ আয়াতের নোট দেখুন। *আমোজের পুত্র ইশাইয়া নবী।* ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। এই ঘটনায় নবী, ইমাম ও বাদশাহ্‌ একাত্ম হয়েছিলেন।

৩৭:৩ আজকের দিন সঙ্কট ... দিন। ৫:৩০; ২৬:১৬; ৩৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *সন্তানেরা প্রসব-দ্বারে উপস্থিত।* এ কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, সন্তান জন্মদানের মত কষ্টকর সময় এখন ইসরাইল জাতি পার করছে (১৩:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৭:৪ টিটকারি। আয়াত ১৭, ২৩-২৪ দেখুন। *মুনাজাত।* ২ বাদশাহ্‌ ১৯:৪ আয়াত দেখুন। ***অবশিষ্টাংশ।*** জেরুশালেম নগরী প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল (৩৬:১ আয়াত দেখুন এবং ১:৯; ২ বাদশাহ্‌ ১৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ১০:২০-২২ আয়াত ও নোট)।

৩৭:৬ ভয় পেয়ো না। এর সাথে তুলনা করুন ৭:৪ আয়াত; সেই সাথে ৩৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫ তখন বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের গোলামেরা
ইশাইয়ার কাছে উপস্থিত হলেন। ৬ ইশাইয়া
তাঁদের বললেন, তোমাদের মালিককে এই কথা
বল, মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি যা শুনেছ ও যা
বলে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র গোলামেরা আমার
নিন্দা করেছে, সেই সমস্ত কথায় ভয় পেয়ো না।
৭ দেখ, আমি তার মধ্যে একটি রূহ্ দেব এবং সে
কোন সংবাদ শুনবে, শুনে নিজের দেশে ফিরে
যাবে, পরে আমি তারই দেশে তাকে তলোয়ার
দ্বারা নিপাত করবো।
৮ পরে রব্‌শাকি ফিরে গেলেন, গিয়ে দেখতে
পেলেন যে, আসেরিয়ার বাদশাহ্ লিব্‌নার বিপক্ষে
যুদ্ধ করছেন; বস্তুত তিনি লাখীশ্ থেকে প্রস্থান
করেছেন, এই কথা রব্‌শাকি শুনেছেন। ৯ পরে
তিনি ইথিওপিয়া দেশের বাদশাহ্ তির্হকের বিষয়ে
এই সংবাদ শুনলেন যে, তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করার জন্য বের হয়ে এসেছেন। ১০ এই কথা
শুনে তিনি হিষ্কিয়ের কাছে দূত পাঠালেন,
বললেন, তোমরা এহুদার বাদশাহ্ হিষ্কিয়কে এই
কথা বলবে, তোমার বিশ্বাস-ভূমি আল্লাহ্ এই
কথা বলে তোমার ভ্রান্তি না জন্মান যে,
জেরুশালেম আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র হাতে তুলে
দেওয়া হবে না। ১১ দেখ, দেশের সমস্ত স্থান
নিঃশেষে বিনষ্ট করে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌রা সমস্ত

[৩৭:৭] ১খান্দান ৫:২৬।
[৩৭:৮] ইউসা ১০:৩।
[৩৭:৯] ২খান্দান ৩২:১।
[৩৭:১০] ২খান্দান ৩২:১১,১৫।
[৩৭:১১] ইশা ৩৬:১৮-২০।
[৩৭:১২] পয়দা ১১:৩১; ১২:১-৪; প্রেরিত ৭:২।
[৩৭:১৩] ২বাদশা ১৭:২৪।
[৩৭:১৪] ২খান্দান ৩২:১৭।
[৩৭:১৫] ২খান্দান ৩২:২০।
[৩৭:১৬] পয়দা ৩:২৪।
[৩৭:১৭] ইউসা ৩:১০।
[৩৭:১৮] ২বাদশা ১৫:২৯; নহূম ২:১১-১২।
[৩৭:১৯] গালা ৪:৮।
[৩৭:২০] জবুর ৩:২, ৭; মেসাল ২০:২২।

দেশের প্রতি যা যা করেছেন, তা তুমি শুনেছ;
তবে তুমি কি উদ্ধার পাবে? ১২ আমার
পূর্বপুরুষরা যেসব জাতিকে বিনষ্ট করেছেন–
গোষণ, হারণ, রেৎসফ এবং তলঃসর-নিবাসী
আদন-সন্তানেরা– তাদের দেবতারা কি
তাদেরকে উদ্ধার করেছে? ১৩ হমাতের বাদশাহ্,
অর্পদের বাদশাহ্ এবং সফর্বয়িম নগরের, হেনার
ও ইব্বার বাদশাহ্ কোথায়?

বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের মুনাজাত

১৪ হিষ্কিয় দূতদের হাত থেকে পত্রখানি নিয়ে
পাঠ করলেন; পরে হিষ্কিয় মাবুদের গৃহে উঠে
গেলেন এবং মাবুদের সম্মুখে তা মেলে ধরলেন।
১৫ আর হিষ্কিয় মাবুদের কাছে মুনাজাত করলেন,
১৬ বললেন, হে বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্, কারুবীদ্বয়ে আসীন তুমি, কেবল মাত্র
তুমিই দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যের আল্লাহ্; তুমিই
আসমান ও দুনিয়া নির্মাণ করেছ। ১৭ হে মাবুদ,
কান দাও, শোন, হে মাবুদ চোখ উন্মীলন করে
দেখ; জীবন্ত আল্লাহ্‌কে টিটকারি দেবার জন্য
সন্হেরীব যেসব কথা বলে পাঠিয়েছে, তা
শোন। ১৮ সত্যি বটে, হে মাবুদ, আসেরিয়ার
বাদশাহ্‌রা সর্বদেশীয় লোকদের ও তাদের সমস্ত
দেশ বিনষ্ট করেছে, ১৯ এবং তাদের
দেবতাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে, কারণ

৩৭:৭ সংবাদ। ২ বাদশাহ্ ১৯:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *ফিরে যাবে ... তলোয়ার দ্বারা নিপাত করবো।* আয়াত ৩৭-৩৮ দেখুন এবং ৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:৮ লাখীশ্। ৩৬:২ আয়াতের নোট দেখুন। *লিব্‌না।* ২ বাদশাহ্ ৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইউসা ১০:৩১ আয়াতও দেখুন।

৩৭:৯ তির্হক। ইথিওপিয়া দেশের বাদশাহ্। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি একজন শাসনকর্তা ছিলেন (নতুন ফেরাউন শিবিটকুর "সেনাপতি," যিনি আশেরীয় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বাদশাহ্ হিষ্কিয়কে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন)। তিনি ৬৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্ পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এই অংশটি নবী ইশাইয়ার নিঃসন্দেহে ৬৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে লেখেন নি (৩৮ আয়াতের নোট দেখুন), সে কারণে সে সময়টিতে তির্হকের সাথে বাদশাহ্ হিসেবে কথা বলাটা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। ১৮:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৭:১০ আল্লাহ্ ... ভ্রান্তি না জন্মান। ৩৬:১৪-১৫, ১৮ আয়াত দেখুন। ১০-১৩ আয়াতের বার্তা অনেকটা ৩৬:১৮-২০ আয়াতের মতই (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:১২ গোষণ। মেসোপটেমিয়ার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত একটি নগর যেখানে আশেরীয়দের আক্রমণের পর কিছু সংখ্যক ইসরাইলীয় শরণার্থী হিসেবে বসতি স্থাপন করেছিল (২ বাদশাহ্ ১৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।
হারণ। গোষণের পশ্চিমে অবস্থিত একটি নগর যেখানে হযরত ইব্রাহিম কয়েক বছর বসবাস করেছেন (পয়দা ১১:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন)।
রেৎসফ। হারণ ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি নগরী।
আদন। এই নগরীর অবস্থান ছিল ফোরাত নদী ও বালিখ নদীর মধ্যবর্তী স্থানে (২ বাদশাহ্ ১৯:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:১৩ হমাত ... অর্পদ। ১০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *সফর্বয়িম।* ৩৬:১৯; ২ বাদশাহ্ ১৭:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৭:১৪ মাবুদের গৃহ। আয়াত ১ ও নোট দেখুন। *বিস্তার করলেন।* এর সাথে তুলনা করুন ১:১৫ আয়াতে মাবুদের সামনে হাত তুলে মুনাজাত করা (১:১১-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:১৬ বাহিনীগণের মাবুদ। ১৩:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *কারুবীদ্বয়ে আসীন।* ১ শামু ৪:৪; ২ শামু ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন। *দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য।* এর সাথে তুলনা করুন ৪০:১৭ আয়াত ও নোট। *তুমিই আসমান ও দুনিয়া নির্মাণ করেছ।* সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মাবুদ আল্লাহ্‌র ভূমিকাকে ৪০:২৬, ২৮; ৪২:৫; ৪৫:১২ আয়াতেও বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (৪০:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:১৭ কান দাও ... চোখ উন্মীলন করে দেখ। এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ৮:৫২; ২ খান্দান ৬:৪০ আয়াতে বাদশাহ্ সোলায়মানের মুনাজাত। *জীবন্ত আল্লাহ্‌কে টিটকারি দেবার জন্য।* আয়াত ৪ ও নোট দেখুন।

৩৭:১৯ তারা আল্লাহ্ নয়। ৩৬:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *কাঠ ও পাথর।* এর সাথে তুলনা করুন ২:৮; ৪৪:৯-২০ আয়াত ও নোট।

৩৭:২০ তাতে দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য জানতে পারবে। ২ বাদশাহ্ ১৯:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। *কেবল মাত্র তুমিই মাবুদ।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১৬; ৪৩:১১; ৪৫:১৮, ২১-২২ আয়াত; দেখুন হিজ ২০:৩ আয়াতের নোট দেখুন; আরও

BACIB International Bible CHURCH

তারা আল্লাহ্ নয়, কিন্তু মানুষের হাতের কাজ,
কাঠ ও পাথর; এজন্য ওরা তাদেরকে বিনষ্ট
করেছে। [20] অতএব এখন, হে মাবুদ, আমাদের
আল্লাহ্, তুমি তার হাত থেকে আমাদেরকে নিস্তার
কর; তাতে দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য জানতে পারবে
যে, তুমি, কেবল মাত্র তুমিই মাবুদ।
[21] পরে আমোজের পুত্র ইশাইয়া হিষ্কিয়ের
কাছে এই কথা বলে পাঠালেন; ইসরাইলের
আল্লাহ্ মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি আসেরিয়ার
বাদশাহ্ সন্‌হেরীবের বিষয়ে আমার কাছে
মুনাজাত করেছ, [22] মাবুদ তার বিষয়ে যে কথা
বলেছেন, তা এই, “কুমারী সিয়োন-কন্যা
তোমাকে তুচ্ছ ও পরিহাস করছে; জেরুশালেম-
কন্যা তোমার দিকে মাথা নাড়ছে। [23] তুমি কাকে
টিটকারী দিয়েছ? কার নিন্দা করেছ? কার বিরুদ্ধে
উচ্চশব্দ করেছ ও উপরের দিকে চোখ তুলেছ?
[24] ইসরাইলের পবিত্রতমেরই বিরুদ্ধে! তুমি
তোমার গোলামদের দ্বারা প্রভুকে টিটকারি
দিয়েছ, বলেছ, ‘আমি আমার অনেক রথ দিয়ে
পর্বতমালার উঁচু মাথায়, লেবাননের নিভৃত স্থানে
আরোহণ করেছি, আমি তার দীর্ঘকায় এরস গাছ
ও উৎকৃষ্ট সমস্ত দেবদারু কেটে ফেলব, তার
প্রান্তভাগস্থ উচ্চতম স্থানে, উর্বর ক্ষেতের কাননে
প্রবেশ করবো। [25] আমি খনন করে পানি পান
করেছি, আমি আমার পা দিয়ে মিসরের সমস্ত
খাল শুকিয়ে ফেলব।’
[26] তুমি কি শোন নি যে, আমি দীর্ঘকাল আগে
এটি নির্ধারণ করেছিলাম, অনেক কাল আগেই
এটি স্থির করেছিলাম? আমি এখন এটি সিদ্ধ
করলাম, তোমা দ্বারা শীক্তিশালী সমস্ত নগর
বিনাশ করে স্তূপ করলাম। [27] আর সেখানকার
বাসিন্দারা শক্তিহীন, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হল; তারা
ক্ষেতের শাক ও নবীন ঘাস, ছাদের উপরিস্থ ঘাস
ও অপক্ক শস্যবিশিষ্ট ক্ষেতের মত হল। [28] কিন্তু
তোমার বসে থাকা, তোমার বাইরে যাওয়া,
তোমার ভিতরে আসা এবং আমার বিরুদ্ধে
তোমার ক্রোধ প্রকাশ, এই সকল আমি জানি।
[29] আমার বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধের কারণে এবং
তোমার যে অহংকারের কথা আমার কর্ণগোচর
হয়েছে, সেই কারণে আমি তোমার নাসিকায়
আমার আঁকড়া ও তোমার ওষ্ঠে আমার বল্গা
দেব এবং তুমি যে পথ দিয়ে এসেছো, সেই পথ
দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।
[30] আর হে হিষ্কিয়, তোমার জন্য এটি হবে চিহ্ন,
তোমরা এই বছর নিজে থেকে উৎপন্ন শস্য ও
দ্বিতীয় বছর তার মূলোৎপন্ন শস্য ভোজন করবে;
পরে তোমরা তৃতীয় বছরে বীজ বপন করে শস্য
কাটবে এবং আঙ্গুর-ক্ষেত করে তার ফলভোগ

[৩৭:২০] ইউসা ৪:২৪।
[৩৭:২২] আইউ ১৬:৪।
[৩৭:২৩] শুমারী ১৫:৩০; ইশা ৫২:৫; ইহি ৩৬:২০, ২৩; দানি ৭:২৫।
[৩৭:২৪] ১বাদশা ৭:২; ইশা ১৪:৮; ৩৩:৯।
[৩৭:২৫] দ্বি:বি ১১:১০; ইশা ১০:১৪; দানি ৪:৩০।
[৩৭:২৬] প্রেরিত ২:২৩; ৪:২৭-২৮; ১পিতর ২:৮।
[৩৭:২৭] জবুর ১২৯:৬।
[৩৭:২৮] জবুর ২:১।
[৩৭:২৯] ২খান্দান ৩৩:১১।
[৩৭:৩০] লেবীয় ২৫:৪।
[৩৭:৩২] ইশা ১১:১১।
[৩৭:৩২] ইশা ১:৯।

দেখুন দ্বি.বি. ৬:৪ আয়াতের নোট।

৩৭:২২ কুমারী সিয়োন-কন্যা ... জেরুশালেম-কন্যা। জেরুশালেম নগরীকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *মাথা নাড়ছে।* উপহাস করার একটি দেহভঙ্গি (জবুর ২২:৭; ৪৪:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৭:২৩ উপরের দিকে চোখ তুলেছ? এর আগেই আশেরিয়াকে তার সবচেয়ে বড় অপরাধ, অর্থাৎ অহঙ্কারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে (১০:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। *ইসরাইলের পবিত্রতম।* ইসরাইলের আল্লাহ্‌র একটি উপাধি (আয়াত ১:৪ ও নোট দেখুন)।

৩৭:২৪ অনেক রথ। ৩৬:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *উঁচু মাথায় ... আরোহণ করেছি।* এর সাথে তুলনা করুন ১৪:১৩-১৪ আয়াতে ব্যাবিলনের বাদশাহ্ উক্তি। *লেবানন।* ৩৩:৯; ৩৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *উৎকৃষ্ট সমস্ত দেবদারু কেটে ফেলব।* বহু বছর ধরে মেসোপটেমিয়ার বাদশাহ্ লেবাননের উৎকৃষ্ট দেবদারু কাঠ দিয়ে তাঁর রাজকীয় ভবন নির্মাণ করে এসেছেন (২:১৩; ৯:১০; ১৪:৮ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ৫:৮-১০ আয়াত)।

৩৭:২৫ খনন করে পানি পান করেছি। মরুভূমির শুষ্ক ভূমিও তাঁকে দমাতে পারে নি। *মিসরের সমস্ত খাল শুকিয়ে ফেলব।* নীল নদের শাখা নদী ও খালগুলোও কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। তিনি যে ধরনের দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছেন তাতে করে তাঁকে একজন দেবতা বলে মনে হতে পারে। ১১:১৫; ৪৪:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৭:২৬ নির্ধারণ করেছিলাম ... স্থির করেছিলাম ... এখন এটি সিদ্ধ করলাম। জবুর ৩:১০-১১ আয়াত দেখুন। এর সাথে তুলনা করুন ৪০:২১ আয়াত ও নোট। *সমস্ত নগর বিনাশ করে স্তূপ করলাম।* আশেরিয়া ছিল অন্যান্য জাতিদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র বিচারের হাতিয়ার (১০:৫-৬ আয়াত দেখুন এবং ১০:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:২৭ ৪০:৬-৮ আয়াত ও নোট দেখুন; জবুর ৩৭:১-২ আয়াত দেখুন। *ছাদের উপরিস্থ ঘাস।* মধ্য প্রাচ্যের ঘরগুলোর ছাদ ছিল সমতল (এর সাথে তুলনা করুন ২ শামু ১১:২ আয়াত ও নোট)।

৩৭:২৯ তোমার নাসিকায় আমার আঁকড়া। আশেরীয়রা অনেক সময় বন্দীদের নাকে আঁকড়া পরিয়ে দিয়ে নিয়ে যেত (২ বাদশাহ্ ১৯:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *বল্গা।* তুলনা করুন ৩০:২৮ আয়াত।

৩৭:৩০ তোমার জন্য এটি হবে চিহ্ন। ৭:১১, ১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *নিজে থেকে উৎপন্ন শস্য।* ২ বাদশাহ্ ১৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

দ্বিতীয় ... তৃতীয় বছর। ২ বাদশাহ্ ১৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। সম্ভবত খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় বছর শুরু হতে যাচ্ছিল, সে কারণে মোট সময়কাল ছিল ৩৬ মাসেরও কম। ২০:৩ আয়াতে তিন বছরের আরেকটি চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল। *আঙ্গুর-ক্ষেত করে তার ফলভোগ করবে।* ৩৬:১৬ আয়াতে আশেরিয়ার প্রস্তাবের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৭:৩১-৩২ অবশিষ্টাংশ। আয়াত ৪; ১:৯; ২ বাদশাহ্ ১৯:৪, ৩০-৩১ দেখুন ও নোট দেখুন।

৩৭:৩১ মূল বাঁধবে ... ফল দেবে। ৪:২; ১১:১, ১০; ২৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৭:৩২ গভীর আগ্রহ ... সাধন করবে। ৯:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

করবে। ৩১ আর এহুদা কুলে যে জীবিত অবশিষ্ট
লোকেরা আছে, তারা আবার নিচে মূল বাঁধবে ও
উপরে ফল দেবে। ৩২ কেননা জেরুশালেম থেকে
অবশিষ্টেরা, সিয়োন পর্বত থেকে বেঁচে থাকা
লোকেরা বের হবে, বাহিনীগণের মাবুদের গভীর
আগ্রহ তা সাধন করবে।
৩৩ অতএব আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র বিষয়ে মাবুদ
এই কথা বলেন, সে এই নগরে আসবে না,
এখানে তীর মারবে না, ঢাল নিয়ে এর সম্মুখে
আসবে না, এর বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধবে না।
৩৪ সে যে পথ দিয়ে এসেছে, সেই পথ দিয়েই
ফিরে যাবে, এই নগরে আসবে না, মাবুদ এই
কথা বলেন। ৩৫ কারণ আমি আমার জন্য ও
আমার গোলাম দাউদের জন্য এই নগর রক্ষার্থে
এর ঢালস্বরূপ হবো।

বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীবের পরাজয় ও মৃত্যু

৩৬ পরে মাবুদের ফেরেশতা যাত্রা করে
আশেরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার
লোককে হত্যা করলেন; লোকেরা খুব ভোরে
উঠলো, আর দেখ, সমস্তই মৃত লাশ। ৩৭ অতএব
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীব প্রস্থান করলেন
এবং নিনেভেতে ফিরে গিয়ে বাস করলেন।

[৩৭:৩৩] ২শামু ২০:১৫।
[৩৭:৩৫] ইশা ৩১:৫।
[৩৭:৩৫] ইশা ৪৩:২৫; ৪৮:৯, ১১; ইহি ৩৬:২১-২২।
[৩৭:৩৬] হিজ ১২:২৩।
[৩৭:৩৭] ২খান্দান ৩২:১।
[৩৭:৩৮] পয়দা ৮:৪; ইয়ার ৫১:২৭।
[৩৮:১] ২শামু ১৭:২৩।
[৩৮:৩] জবুর ২৬:৩।
[৩৮:৫] ২বাদশা ১৮:৩।
[৩৮:৭] পয়দা ২৪:১৪; ২খান্দান ৩২:৩১; ইশা ৭:১১, ১৪; ২০:৩।

৩৮ পরে তিনি যখন নিজের দেবতা নিষ্রোকের
মন্দিরে প্রণিপাত করছিলেন, তখন অদ্রম্মেলক ও
শরেৎসর নামক তাঁর দুই পুত্র তলোয়ার দ্বারা
তাঁকে আঘাত করলো; পরে তারা অরারট দেশে
পালিয়ে গেল। আর এসর-হদ্দোন নামক তাঁর
পুত্র তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

হিষ্কিয়ের অসুস্থতা

৩৮ ১ সেই সময়ে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক
অসুখ হয়েছিল। আর আমোজের পুত্র
নবী ইশাইয়া তাঁর কাছে এসে বললেন, মাবুদ
এই কথা বলেন, তুমি তোমার বাড়ির ব্যবস্থা
করে রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু হবে, তুমি
বাঁচবে না। ২ তখন হিষ্কিয় দেয়ালের দিকে মুখ
ফিরিয়ে মাবুদের কাছে মুনাজাত করে বললেন,
৩ হে মাবুদ, আরজ করি, তুমি এখন স্মরণ কর;
আমি তোমার সাক্ষাতে বিশ্বস্ততায় ও একাগ্র
চিত্তে চলেছি এবং তোমার দৃষ্টিতে যা ভাল,
তা-ই করেছি। আর হিষ্কিয় ভীষণভাবে
কান্নাকাটি করতে লাগলেন।
৪ তখন ইশাইয়ার কাছে মাবুদের এই কালাম
নাজেল হল, ৫ যাও, হিষ্কিয়কে বল, তোমার
পূর্বপুরুষ দাউদের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা
বলেন, আমি তোমার মুনাজাত শুনলাম; আমি
তোমার চোখের পানি দেখলাম; দেখ, আমি

৩৭:৩৩ জাঙ্গাল। নগর দ্বার ও দেয়াল ভাঙ্গার জন্য ব্যবহৃত বিশাল মুগুর বহন করতে এই বাহন ব্যবহার করা হত (২ শামু ২০:১৫ আয়াত দেখুন)।

৩৭:৩৫ আমার গোলাম দাউদের জন্য। আল্লাহ্‌ দাউদকে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাঁর সিংহাসন দীর্ঘদিন জেরুশালেমে অধিষ্ঠিত থাকবে (৯:৭; ৫৫:৩; ২ শামু ৭:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমার গোলাম।* ৪১:৮-৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:৩৬ মাবুদের ফেরেশতা ... হত্যা করলেন। মাবুদ আল্লাহ্‌ অনেক সময়ই মহামারী সাধনের জন্য তাঁর ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। এর সাথে তুলনা করুন মিসরে প্রত্যেক মিসরীয়ের প্রথমজাত সন্তান হত্যা করার ঘটনা (হিজ ১২:১২-১৩ আয়াত) এবং জেরুশালেমের বিরুদ্ধে ফেরেশতার তলোয়ার উদ্যত হওয়ার ঘটনা (২ শামু ২৪:১৫-১৬ আয়াত দেখুন এবং ২৪:১৬; ১ খান্দান ২১:২২, ২৭ আয়াতের নোট দেখুন)। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হেরোডটাস বলেছেন এই মহামারী ঘটেছিল কালাজ্বর সংক্রমণের কারণে। এই সব সৈন্যদের মৃত্যুর কারণে ১০:৩৩-৩৪ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছিল (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন); ৩০:২১; ৩১:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:৩৭ নিনেভে। আশেরিয়ার রাজধানী (ইউনুস ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৭:৩৮ দেবতা নিষ্রোকের বাড়িতে। বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় মাবুদের গৃহে তথা এবাদতখানায় গিয়ে মুনাজাত করেছেন এবং শক্তি অর্জন করেছেন (আয়াত ১, ৪ দেখুন)। বিশ বছর পরে (৬৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) বাদশাহ্‌ সনহেরীব তাঁর দেবতার মন্দিরে যান এবং তাঁকে হত্যা করা হয় (২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন)। **অরারট।** উরারতু, আশেরিয়ার উত্তরে আর্মেনিয়ায় অবস্থিত একটি অঞ্চল (পয়দা ৮:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *এসর-হদ্দোন।* তিনি ৬৮১-৬৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন (২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩৭ আয়াত ও নোট দেখুন; উযায়ের ৪:২ আয়াত দেখুন)।

৩৮:১ সেই সময়ে। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সনহেরীবের আক্রমণের কয়েক দিন আগে (আয়াত ৬ দেখুন)। **ইশাইয়া।** নবী ইশাইয়ার তাঁর পরিচর্যার এই সময়কালে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন (অধ্যায় ৩৬-৩৯ দেখুন)। *তুমি তোমার বাড়ির ব্যবস্থা করে রাখ।* ২ বাদশাহ্‌ ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার মৃত্যু হবে।* ২ বাদশাহ্‌ ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন। নবী ইলিয়াসও একই ভাবে বিন-হদদের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ৮:৯-১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তুমি বাঁচবে না।* আয়াত ২১ ও নোট দেখুন।

৩৮:২ দেয়াল। সম্ভবত সবচেয়ে কাছের এবাদতখানাটি সেদিকেই অবস্থিত ছিল। *মুনাজাত করে বললেন।* এর সাথে তুলনা করুন ১০-২০ আয়াতে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনমূলক মুনাজাত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৮:৩ একাগ্র চিত্তে চলেছি। বাদশাহ্‌ দাউদের মত (১ বাদশাহ্‌ ১১:৪) বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকার অর্থেই বিশ্বস্ত ছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ১৮:৩-৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩৮:৫ পনের বছর। ৭০১ থেকে ৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ২০:৬ আয়াত ও নোট)।

৩৮:৬ এই নগরকে উদ্ধার করবো। ৩১:৫; ৩৭:৩৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩৮:৭ চিহ্ন। ৭:১১, ১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

তোমার আয়ু পনের বছর বৃদ্ধি করবো, ৬ এবং
আসেরিয়া দেশের বাদশাহ্‌র হাত থেকে তোমাকে
ও এই নগরকে উদ্ধার করবো; আমি এই নগরের
ঢালস্বরূপ হবো।
৭ আর মাবুদ যে কথা বলেছেন, তা যে সফল
করবেন, তার এই চিহ্ন মাবুদ থেকে আপনাকে
দেওয়া যাবে। ৮ দেখ, আহসের সোপানে ছায়া
সূর্যের সঙ্গে ধাপগুলোতে যত ধাপ নেমে গেছে,
আমি তার দশ ধাপ পিছনে ফিরিয়ে দেব। পরে
সূর্য যত ধাপ নেমে গিয়েছিল, তার দশ ধাপ
ফিরে গেল।
৯ এহুদার বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের লেখা; তিনি অসুস্থ
হয়ে যখন অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভ করেন,
তখন তিনি এই কথা লিখেছিলেন।
১০ আমি বললাম, আমার আয়ুর মধ্যাহ্নে আমি
পাতালের তোরণদ্বারে প্রবেশ করবো,
আমার অবশিষ্ট বছরগুলো থেকে বঞ্চিত
হলাম।
১১ আমি বললাম, আমি মাবুদকে জীবিতদের
দেশে তাঁকে আর দেখব না,
দুনিয়ার নিবাসী মানুষকেও আর দেখব না।
১২ ভেড়ার রাখালের তাঁবুর মত আমার আবাস
উঠিয়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া
হল;
আমি তন্তুবায়ের মত আমার আয়ু গুটালাম;
তিনি তাঁত থেকে আমাকে কেটে ফেললেন;
তুমি এক দিবারাত্রের মধ্যে আমাকে শেষ
করলে।
১৩ আমি সকাল পর্যন্ত নীরব থাকলাম;
তিনি সিংহের মত আমার সমস্ত অস্থি চূর্ণ
করলেন;
তুমি এক দিবারাত্রের মধ্যে আমাকে শেষ
করলে।
১৪ তালচোঁচ ও সারসের মত আমি চিঁচিঁ
আওয়াজ করছিলাম,
ঘুঘুর মত কাতরোক্তি করছিলাম;
উপর দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে আমার
চোখ ক্ষীণ হল;
হে মাবুদ, আমি নির্যাতিত, তুমি আমার সহায়
হও।
১৫ আমি কি বলবো? তিনি আমাকে বললেন,
এবং নিজেই সাধন করলেন;
আমার প্রাণের তিক্ততার কারণে অবশিষ্ট সমস্ত
বছর আমি ধীরে ধীরে গমন করবো।
১৬ হে মালিক, এই সকলের দ্বারা লোকেরা
জীবিত থাকে,
কেবল এতেই আমার রূহের জীবন;
আমাকে সুস্থ কর, আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১৭ দেখ, আমার শান্তির জন্যই আমার তিক্ততা,
তিক্ততা উপস্থিত হল;
কিন্তু তুমি প্রেমে আমার প্রাণকে বিনাশকূপ
থেকে উদ্ধার করলে,
তুমি তো আমার সমস্ত গুনাহ্‌ তোমার পিছনে
ফেলেছ।
১৮ পাতাল তো তোমার প্রশংসা-গজল করে না;
মৃত্যু তোমার প্রশংসা করে না;
পাতালবাসীরা তোমার বিশ্বস্ততার অপেক্ষা
করে না।

[৩৮:৮] ইউসা ১০:১৩।
[৩৮:১০] জবুর ১০২:২৪।
[৩৮:১১] আইউব ২৮:১৩; জবুর ১১৬:৯।
[৩৮:১২] ইশা ৩৩:২০; ২করি ৫:১, ৪; ২পিতর ১:১৩-১৪।
[৩৮:১৩] জবুর ৩৭:৭।
[৩৮:১৪] পয়দা ৮:৮; ইশা ৫৯:১১।
[৩৮:১৪] জবুর ৬:৭।
[৩৮:১৫] ২শামু ৭:২০।
[৩৮:১৬] জবুর ১১৯:২৫; ইব ১২:৯।
[৩৮:১৭] রোমীয় ৮:২৮; ইব ১২:১১।
[৩৮:১৮] শুমারী ১৬:৩০; হেদা ৯:১০।
[৩৮:১৯] জবুর ১১৮:১৭; ১১৯:১৭৫।
[৩৮:২০] জবুর ৩৩:২; ৪৫:৮।

৩৮:৮ আহসের সোপান। ২ বাদশাহ্‌ ২০:১১ আয়াতের নোট দেখুন।
সূর্য ... ফিরে গেল। সম্ভবত এই অলৌকিক কাজের পেছনে ছিল আলোর গতি পথ পরিবর্তন। ২ বাদশাহ্‌ ২০:৯-১১ আয়াত ও নোট দেখুন; ইউসা ১০:১২-১৪ আয়াত দেখুন ও ১০:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।
৩৮:১০-২০ দুটি পঙক্তিমালায় বিভক্ত একটি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের গজল, যা জবুর শরীফের বহু গজলের সাথে মিলে যায়। বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় দাউদ ও আসফের গজলগুলো অনেক পছন্দ করতেন (২ খান্দান ২৯:৩০ আয়াত দেখুন)।
৩৮:১০-১৪ বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় তাঁর অতীত জীবনের কষ্টের জন্য কিছুটা অভিযোগ সূচক কথা বলছেন (আয়াত ১)।
৩৮:১১ মাবুদকে। ২৬:৪ আয়াত দেখুন। *জীবিতদের দেশে।* এর সাথে তুলনা করুন জবুর ২৭:১৩ আয়াত ও নোট।
৩৮:১২ আমার আয়ু গুটালাম। এর সাথে তুলনা করুন ৩৪:৪ আয়াতে বর্ণিত আসমান গুটিয়ে ফেলার বর্ণনা (আরও দেখুন ইবরানী ১:১২)।
৩৮:১৩ আমার সমস্ত অস্থি চূর্ণ করলেন। শারীরিক বা রূহানিক দুর্ভোগকে অনেক সময় তীব্র যন্ত্রণা বা শরীরের হাড় ভাঙ্গার সাথে তুলনা করা হয়েছে (জবুর ৬:২; ৩২:৩ আয়াত দেখুন)।
৩৮:১৫-২০ মাবুদ আল্লাহ্‌র সুস্থতা দানের জন্য বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় তাঁর প্রশংসা গৌরব করছেন (আয়াত ৫ দেখুন)।
৩৮:১৫ আমি কি বলবো? বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় অবাক হয়ে ভাবছেন তিনি কী বলে মাবুদ আল্লাহ্‌র গৌরব প্রশংসা করবেন (তুলনা করুন ২ শামু ৭:২০)।
৩৮:১৬ এই সকলের দ্বারা। সম্ভবত এখানে মাবুদ আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও মহতী কাজের বিষয়ে বলা হয়েছে, যদিও তাঁর মহতী কাজের কারণে অনেক মানুষ অসুস্থতা ও সঙ্কটের মত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে পারে।
৩৮:১৭ বিনাশকূপ। কবর (জবুর ৫৫:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমার সমস্ত গুনাহ্‌।* শারীরিক ও রূহানিক সুস্থতা দানকে অনেক সময় এক করে দেখা হয়েছে (৫৩:৪-৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সমস্ত গুনাহ্‌ তোমার পিছনে ফেলেছ।* আল্লাহ্‌ শুধু যে আমাদের গুনাহ্‌ সরিয়ে ফেলেন তা নয়, তিনি তা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যান (জবুর ১০৩:১২; মিকাহ্‌ ৭:১৯), আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে দেন (ইয়ার ৩১:৩৪) এবং অস্তিত্ব বিলীন করে দেন (ইশা ৪৩:২৫; ৪৪:২২; জবুর ৫১:১, ৯; ইয়ার ৫০:২০; প্রেরিত ৩:১৯)।
৩৮:১৮ অপেক্ষা করে না। পুরাতন নিয়মে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল খুব সীমিত, কিন্তু মসীহের সুসমাচার অমরত্ব বা অনন্ত জীবনকে আলোতে নিয়ে এসেছে (২ তীমথি ১:১০)।

১৯ জীবিত, জীবিত লোকই তোমার প্রশংসা-
গজল করবে,
আমি যেমন আজ করছি;
পিতা সন্তানদেরকে তোমার বিশ্বস্ততার কথা
জানাবে।
২০ মাবুদ আমাকে নিস্তার করবেন;
এবং আমরা তারযুক্ত যন্ত্রে কাওয়ালী গাইব,
যত দিন জীবিত থাকি, মাবুদের গৃহে
গাইব।
২১ ইশাইয়া বলেছিলেন, ডুমুরফলের চাপ নিয়ে
ছেঁচে স্ফোটকের উপরে প্রলেপ দেওয়া হোক,
তাতে তিনি বাঁচবেন। ২২ আর হিষ্কিয় বলেছিলেন,
আমি যে মাবুদের গৃহে উঠতে পারব, এর চিহ্ন
কি?

ব্যাবিলনের রাজদূতদের আগমন

৩৯ ১ ঐ সময়ে বলদনের পুত্র ব্যাবি-লনের
বাদশাহ্ মারডক-বলদন হিষ্কিয়ের
কাছে পত্র ও উপঢৌকন-দ্রব্য পাঠালেন, কারণ
তিনি শুনেছিলেন যে, হিষ্কিয় অসুস্থ হয়েছিলেন ও
সুস্থতা লাভ করেছেন। ২ তাতে হিষ্কিয় দূতদের
আগমনে আনন্দিত হলেন এবং নিজের
কোষাগার, রূপা, সোনা, সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য

[৩৮:২২] ২খান্দান ৩২:৩১।
[৩৯:১] ২খান্দান ৩২:৩১।
[৩৯:২] ২খান্দান ৩২:৩১।
[৩৯:৩] দ্বি:বি ২৮:৪৯।
[৩৯:৫] ইশা ৩৮:৪।
[৩৯:৬] কাজী ৬:৪; ২বাদশা ২৪:১৩।
[৩৯:৭] ২বাদশা ২৪:১৫; দানি ১:১-৭।
[৩৯:৮] কাজী ১০:১৫; আইউ ১:২১; জবুর ৩৯:৯।

তেল এবং সমুদয় অস্ত্রাগার ও ধনাগারগুলোর
সমস্ত বস্তু তাদের দেখালেন। এমন কোন সামগ্রী
তাঁর বাড়িতে বা তাঁর সমস্ত রাজ্যে ছিল না যা
হিষ্কিয় তাদেরকে দেখান নি।
৩ পরে নবী ইশাইয়া হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র কাছে
এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ লোকেরা কি
বললো? আর ওরা কোথা থেকে আপনার কাছে
এসেছিল? হিষ্কিয় বললেন, ওরা সুদূর ব্যাবিলন
দেশ থেকে আমার কাছে এসেছে।
৪ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা আপনার বাড়িতে
কি কি দেখেছে? হিষ্কিয় বললেন, আমার বাড়িতে
যা যা আছে, সবই দেখেছে; আমার ধনাগার-
গুলোর মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নেই যা তাদের
দেখাই নি।
৫ ইশাইয়া হিষ্কিয়কে বললেন, বাহিনী-গণের
মাবুদের কালাম শুনুন। ৬ দেখ, এমন সময়
আসছে, যখন তোমার বাড়িতে যা কিছু আছে
এবং তোমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত যা যা আজ
পর্যন্ত রয়েছে, সবই ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হবে;
কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, মাবুদ এই কথা
বলেন। ৭ আর যারা তোমা থেকে উৎপন্ন হবে,
তোমার সেই সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনকে

৩৮:২০ তারযুক্ত যন্ত্রে কাওয়ালী গাইব। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত ও প্রশংসা গজল এবাদতে এক সাথে ব্যবহৃত হত (জবুর ৩৩:১-৩; ১৫০ দেখুন)। *যত দিন জীবিত থাকি, মাবুদের গৃহে গাইব।* বাদশাহ্ দাউদের মত হিষ্কিয়ও (জবুর ২৩:৬) মাবুদের গৃহকে ভালবেসেছিলেন।

৩৮:২১ ডুমুরফলের চাপ ... প্রলেপ দেওয়া হোক। এখানে নবী ইশাইয়া বাদশাহ্ চিকিৎসক দলের উদ্দেশে এ কথা বলেছেন। *ডুমুরফলের চাপ।* প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে ডুমুর ফল ঔষধ তৈরিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। *তাতে তিনি বাঁচবেন।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১। আল্লাহ্ বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের সুস্থতার জন্য করা মুনাজাতের উত্তর দিয়েছিলেন (আয়াত ৫ দেখুন)।

৩৮:২২ চিহ্ন। সম্ভবত বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের স্ফোটক সুস্থ হওয়ার চিহ্ন (আয়াত ২১ দেখুন)।

৩৯:১ ঐ সময়ে। আনুমানিক ৭০৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

মারডক-বলদন। তিনি ৭২১-৭১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং আবারও ৭০৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করেন (২ বাদশাহ্ ২০:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। *ব্যাবিলন।* ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *পত্র ও উপঢৌকন-দ্রব্য পাঠালেন।* মারডক বলদন সম্ভবত আশেরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করার জন্য বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের সাহায্য চাইছিলেন। মারডক বলদন তাঁর রাজত্বকালে বেশ কয়েকবার প্রতিবেশী শত্রু রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। ২ বাদশাহ্ ২০:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:২ রূপা ... সোনা ... ধনাগার। ২ খান্দান ৩২:২৭-২৯, ৩১ আয়াত ও নোট দেখুন। সম্ভবত বাদশাহ্‌র হিষ্কিয়ও আশেরীয়দের হুমকির কারণে ব্যাবিলনের কাছ থেকে সাহায্য যাচঞা করছিলেন (২ বাদশাহ্ ২০:১৩ আয়াত দেখুন)। কিন্তু এই অযাচিত পরিদর্শনের কারণে বস্তুত মারডক বলদনের পরবর্তী শাসকই বেশি লাভবান হয়েছিলেন (আয়াত ৫-৭ দেখুন)।

৩৯:৩ নবী ইশাইয়া। এর আগে আল্লাহ্ বাদশাহ্ আহসের বিরুদ্ধে কথা বলতে ইশাইয়াকে পাঠিয়েছিলেন (৭:৩ আয়াত দেখুন); এর সাথে তুলনা করুন বাদশাহ্ দাউদের প্রতি নবী নাথনের তিরস্কার (২ শামু ১২:১, ৭ আয়াত দেখুন ও ১২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৯:৫ মাবুদের কালাম। ৩৮:৪-৬ আয়াতে বলা আশাপ্রদ বক্তব্যের সাথে তুলনা করুন।

৩৯:৬ ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হবে। নবী ইশাইয়া প্রথমবারের মত ব্যাবিলনকে জেরুশালেম জয়কারী জাতি হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, যদিও ১৪:৩-৪ আয়াতে ব্যাবিলনের বন্দীদশা সম্পর্কে পরোক্ষভাবে কথা বলা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের পুত্র মানাশার দুষ্টতা ছিল এই বন্দীদশার অন্যতম কারণ (২ বাদশাহ্ ২১:১১-১৫ আয়াত দেখুন)। এর সাথে ২ বাদশাহ্ ২০:১৭; ২১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:৭ যারা তোমা থেকে উৎপন্ন হবে। যেমন বাদশাহ্ যিহোয়াখীন (২ বাদশাহ্ ২৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *নপুংসক।* তুলনা করুন দানিয়াল ১:৩-৬ আয়াত, যেখানে এই শব্দটিকে হিব্রু ভাষায় "রাজপ্রাসাদের সভাসদ" বলা হয়েছে (দানি ১:৩), যা অনুবাদ করলে "নপুংসক" বোঝায়। *ব্যাবিলনের বাদশাহ্।* বখতে নাসার।

৩৯:৮ মাবুদের যে কালাম ... তা উত্তম। ২ বাদশাহ্ ২০:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। আমার সময়ে শান্তি ও সত্য থাকবে। ২ বাদশাহ্ ২২:২০ আয়াত ও নোট দেখুন। "শান্তি" কথাটি ৪৮:২২; ৫৭:২১ আয়াতে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, যা শেষ ২৭টি অধ্যায়কে ৩টি ভাগে বিভক্ত করেছে, যার প্রত্যেকটি ভাগে ৯টি করে অধ্যায় রয়েছে (৪০-৪৮; ৪৯-৫৭; ৫৮-৬৬)।

নিয়ে যাওয়া হবে; এবং তারা ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র প্রাসাদে নপুংসক হবে।
৮ তখন হিষ্কিয় ইশাইয়াকে বললেন, আপনি
মাবুদের যে কালাম বললেন, তা উত্তম। তিনি
আরও বললেন, কারণ আমার সময়ে শান্তি ও
সত্য থাকবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি সান্ত্বনার কালাম

৪০ ১ তোমরা সান্ত্বনা দাও, আমার
লোকদেরকে সান্ত্বনা দাও, তোমাদের
আল্লাহ্‌ এই কথা বলেন। ২ জেরুশালেমকে
উৎসাহজনক কথা বল; আর তার কাছে এই কথা
তবলিগ কর যে, তার সৈন্যবৃত্তি সমাপ্ত হয়েছে,
তার অপরাধের মাফ হয়েছে; তার যত গুনাহ্‌,
তার দ্বিগুণ ফল সে মাবুদের হাত থেকে
পেয়েছে।
৩ একজনের কণ্ঠস্বর, সে ঘোষণা করছে,
'তোমরা মরুভূমিতে মাবুদের পথ প্রস্তুত
কর,
মরুভূমিতে আমাদের আল্লাহ্‌র জন্য রাজপথ

[৪০:১] সফ ৩:১৪-১৭; জাকা ১:১৭; ২করি ১:৩।
[৪০:২] ইয়ার ১৬:১৮; ১৭:১৮; জাকা ৯:১২; প্রকা ১৮:৬।
[৪০:৩] মথি ৩:৩; মার্ক ১:৩; ইউ ১:২৩।
[৪০:৪] জবুর ২৬:১২; ইয়ার ৩১:৯।
[৪০:৫] হিজ ১৬:৭; শুমারী ১৪:২১।
[৪০:৫] লূক ২:৩০; ৩:৪-৬।
[৪০:৬] পয়দা ৬:৩; ইশা ২৯:৫।
[৪০:৭] আইউ ৮:১২; ইশা ১৫:৬।
[৪০:৮] ইয়াকুব ১:১০।
[৪০:৯] নহূম ১:১৫; প্রেরিত ১৩:৩২;

সরল কর।
৪ প্রত্যেক উপত্যকা উঁচু করা হবে,
প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত নিচু করা যাবে;
অসমান স্থান সোজা হবে, উঁচু ও নিচু ভূমি
সমতল হবে;
৫ আর মাবুদের মহিমা প্রকাশ পাবে,
আর সমস্ত মানুষ একসঙ্গে তা দেখবে,
কারণ মাবুদ এই কথা বলেছেন।'
৬ এক জনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,
সে বলছে, 'ঘোষণা কর,'
এক জন বললো, 'কি ঘোষণা করবো?'
'মানুষমাত্র ঘাসের মত, তার সমস্ত গৌরব
ক্ষেতের ফুলের মত।
৭ ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুল ম্লান হয়ে পড়ে,
কারণ তার উপরে মাবুদের নিশ্বাস বয়ে যায়;
সত্যিই লোকেরা ঘাসের মত।
৮ ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুল ম্লান হয়ে পড়ে,
কিন্তু আমাদের আল্লাহ্‌র কালাম চিরকাল
থাকবে।'
৯ হে সিয়োনের কাছে সুসংবাদ তবলিগ কারিণী!

৪০:১–৬৬:২৪ ১-৩৫ অধ্যায়ে নবী ইশাইয়া এহুদা ও জেরুশালেমের বিরুদ্ধে আশেরীয়দের হুমকির প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলেছেন। ৩৬-৩৯ অধ্যায়ে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন আশেরীয়দের ব্যর্থতার কথা এবং ব্যাবিলনের ভবিষ্যৎ উত্থানের কথা (ভূমিকা: রচয়িতা দেখুন)।

৪০:১ সান্ত্বনা ... সান্ত্বনা। দুই বার বলার অর্থ হচ্ছে তারা প্রচুর পরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করবেন। দুই বার একটি শব্দকে উল্লেখ করার বিষয়টি আরও দেখা যায় ৫১:৯, ১৭; ৫২:১, ১১; ৫৭:১৪; ৬২:১০ আয়াতে।

৪০:২ এই অংশটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ পাওয়া যায় ২ খান্দান ৩২:৬ আয়াতে, যেখানে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় এহুদাকে "উৎসাহ" দিয়েছিলেন যেন তারা আশেরীয়দের আক্রমণ সত্ত্বেও মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে। *সৈন্যবৃত্তি।* এখানে শব্দটি দিয়ে মূলত কঠোর পরিশ্রম তথা ব্যাবিলনের বন্দীদশা বোঝানো হয়েছে (তুলনা করুন জবুর ১৩৭:১-৬; মাতম ১:১-২, ৯, ১৬-১৭, ২১ আয়াত)। *তার অপরাধের মাফ হয়েছে।* বন্দীদশায় কষ্টভোগ করার মধ্য দিয়ে (লেবীয় ২৬:৪১ আয়াত দেখুন)। *দ্বিগুণ।* পূর্ণ (বা যথেষ্ঠ) শাস্তি। তুলনা করুন ৫১:১৯ আয়াতের "দুটি বিষয়"।

৪০:৩-৫ ৩৫:১-২ আয়াত দেখুন এবং ৩৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:৩ কণ্ঠস্বর। তিনটি কণ্ঠস্বরের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৩, ৬, ৯), যার প্রত্যেকটি দেখাচ্ছে কীভাবে ১ আয়াতে বলা সান্ত্বনা খুব শীঘ্র আসতে চলেছে। ইঞ্জিল শরীফে ৩ আয়াতের কণ্ঠস্বরটিকে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার সাথে মেলানো হয়েছে, যা মথি ৩:৩; লূক ৩:৪; ইউহোন্না ১:২৩ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

প্রথ প্রস্তুত কর। পথের সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করার কথা বলা হয়েছে (তুলনা করুন ৫৭:১৪; ৬২:১০ আয়াত)। ৩-৪ আয়াতের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের একটি বিশেষ প্রথার কথা, যেখানে কোন বিশেষ রাষ্ট্রদূতের আগমনের সময় একজন বার্তাবাহক আগে আগে দৌড়ে গিয়ে তার আগমনের সংবাদ জানাতো। এখানেও একইভাবে জেরুশালেমে মাবুদের প্রবেশের জন্য রাজপথ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। মথি ৩:১-৮ আয়াতে ইয়াহিয়া স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মসীহের পথ প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজন মন পরিবর্তন ও অনুশোচনা। *রাজপথ সরল কর।* ১১:১৬; ৩৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪০:৪ উঁচু ও নিচ ভূমি সমতল হবে। ২৬:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪০:৫ মাবুদের মহিমা প্রকাশ পাবে। পারস্যের বাদশাহ্‌ সাইরাসের মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে ব্যাবিলন থেকে উদ্ধার করেছিলেন (৩৫:৯-১০; ৪৪:২৩-২৪ আয়াত দেখুন) এবং সমস্ত জাতিরা এই উদ্ধারের কাজ দেখতে পাবে (৫২:১০ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন লূক ৩:৬ আয়াত ও নোট)। চূড়ান্তভাবে উদ্ধারকারী আল্লাহ্‌র গৌরব প্রকাশিত হবে ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে (ইউ ১:১৪; ১১:৪; ১৭:৪; ইব ১:৩ আয়াত ও নোট), বিশেষ করে তাঁর পুনরাগমনের মধ্য দিয়ে (মথি ১৬:২৭; ২৪:৩০; ২৫:৩১; প্রকাশিত ১:৭) – কিন্তু সেই সাথে বন্দীদশা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তদের মধ্যেও (১ করি ১০:৩১; ২ করি ৩:১৮; ইফি ৩:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে দেখুন ইশা ৬:৩ আয়াত ও নোট।

৪০:৬, ৮ এর অংশবিশেষ ১ পিতর ১:২৪-২৫ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৪০:৬ দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর (৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *ঘাসের মত।* ৩৭:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ৫১:১২ আয়াত দেখুন। *তার সমস্ত গৌরব ক্ষেতের ফুলের মত।* এমন কি আশেরিয়া ও ব্যাবিলনের মত পরাশক্তিও দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে।

৪০:৮ আমাদের আল্লাহ্‌র কালাম চিরকাল থাকবে। জাতিগণের পরিকল্পনা ও দুরভিসন্ধি কখনোই সাধিত হবে না (৮:১০; জবুর ১১৯:৮৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪০:৯ তৃতীয় কণ্ঠস্বর (৩, ৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *সুসংবাদ।* আল্লাহ্‌ যে তাঁর লোকদেরকে আবার এহুদায় ফিরিয়ে

উঁচু পর্বতে আরোহণ কর;
হে জেরুশালেমের কাছে সুসংবাদ তব-
লিগকারিণী!
সবলে উচ্চৈঃস্বর কর, উচ্চৈঃস্বর কর, ভয়
করো না;
এহুদার নগরগুলোকে বল, দেখ, তোমাদের
আল্লাহ্!
১০ দেখ, সার্বভৌম মাবুদ সপরাক্রমে আসছেন,
তাঁর বাহু তাঁর জন্য কর্তৃত্ব করে;
দেখ, তাঁর সঙ্গে তাঁর দাতব্য বেতন আছে,
তাঁর সম্মুখে তাঁর দাতব্য পুরস্কার আছে।
১১ তিনি ভেড়ার রাখালের মত তাঁর পাল
চরাবেন,
তিনি বাচ্চাগুলোকে বাহুতে সংগ্রহ করবেন
এবং কোলে করে বহন করবেন;
দুগ্ধবতী সকলকে তিনি ধীরে ধীরে
চালাবেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর ভক্তদের আশ্রয়

১২ কে তার হাতের তালুতে জলরাশি মেপেছে,
বিঘত দিয়ে আসমান পরিমাণ করেছে, দুনিয়ার
ধুলা ঝুড়িতে ভরেছে, দাঁড়িপাল্লায় পর্বতমালাকে
ও নিক্তিতে উপপর্বতগুলোকে ওজন করেছে?
১৩ কে মাবুদের রূহের পরিমাণ করেছে? কিংবা
তাঁর মন্ত্রী হয়ে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে? ১৪ তিনি
কার কাছে মন্ত্রণা গ্রহণ করেছেন? কে তাঁকে বুদ্ধি
দিয়েছে ও বিচারপথ দেখিয়েছে, তাঁকে জ্ঞান
শিক্ষা দিয়েছে ও বিবেচনার পথ জানিয়েছে?
১৫ দেখ, জাতিরা কলসের একটি জলবিন্দুর মত,
আর দাঁড়িপাল্লায় লেগে থাকা ধূলিকণার মত
গণ্য; দেখ, তিনি দ্বীপগুলোকে মিহি ধুলার মতই
তোলেন। ১৬ আর লেবাননে জ্বাল দেবার জন্যে
যথেষ্ট জ্বালানী ও পোড়ানো-কোরবানীর জন্য
যথেষ্ট জন্তু নেই। ১৭ তাঁর সম্মুখে সমস্ত জাতি
অবস্তুর মত, তিনি তাদেরকে অসার ও শূন্য জ্ঞান
করেন।
১৮ তবে তোমরা কার সঙ্গে আল্লাহ্‌র তুলনা
করবে? তাঁর সঙ্গে তুলনীয় কি রকম মূর্তি
উপস্থিত করবে? ১৯ শিল্পকর মূর্তি ছাঁচে ঢালে,
স্বর্ণকার তা সোনার পাতে মোড়ে ও তার জন্য
রূপার শিকল প্রস্তুত করে। ২০ যে ব্যক্তি এরকম
উপহার দিতে পারে না, সে এমন কোন কাঠ
মনোনীত করে যা সহজে পচে যায় না; নিজের

রোমীয় ১০:১৫; ১করি ১৫:১-৪। [৪০:১০] মথি ২১:৫; প্রকা ২২:৭। [৪০:১১] ইউ ১০:১১। [৪০:১২] আইউ ১২:১৫; ৩৮:১০। [৪০:১৩] রোমীয় ১১:৩৪; ১করি ২:১৬। [৪০:১৫] দ্বি:বি ৯:২১; ইশা ২:২২। [৪০:১৬] ইব ১০:৫-৯। [৪০:১৭] আইউ ১২:১৯। [৪০:১৮] হিজ ৮:১০; ১শামু ২:২। [৪০:১৯] হিজ ২০:৪। [৪০:২০] ১শামু ১২:২১। [৪০:২১] প্রেরিত ১৪:১৭। [৪০:২২] ২খান্দান ৬:১৮; জবুর ২:৪।

নিয়ে আসছেন এই সুসংবাদ (আয়াত ১০-১১ দেখুন)। ইঞ্জিল শরীফে এই সুসংবাদ বা সুসমাচার বলতে নাজাতের কথা বোঝানো হয়েছে যা ঈসা মসীহ্ তাদের প্রত্যেকের জন্য এনেছেন, যারা তাঁর উপরে ঈমান আনে ও তাঁকে গ্রহণ করে (১ করি ১৫:২-৩; গালা ১:৭; ২:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *দেখ, তোমাদের আল্লাহ্!* মাবুদ আল্লাহ্ জেরুশালেমে ফিরে আসছেন (আয়াত ১০ দেখুন)। এই কথাগুলো বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার বিষয়ে বলা যায় (৫২:৭-৯ আয়াত ও নোট দেখুন), মসীহের প্রথম আগমনের জন্য (মথি ২১:৫) এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ক্ষেত্রেও বলা যায় (৬২:১১; প্রকাশিত ২২:১২ আয়াত দেখুন)। ৩৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪০:১০ তাঁর বাহু তাঁর জন্য কর্তৃত্ব করে। তুলনা করুন ৫১:৯; ৫৯:১৬ আয়াত ও নোট। মাবুদ আল্লাহ্‌কে শক্তিমত্তা ও নম্রতা দুই দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে (আয়াত ১১)।

বেতন ... পুরস্কার। তাঁর উদ্ধারকৃত লোকদেরকে তিনি মেষপালের মত করে নিয়ে আসবেন, যা ১১ আয়াতে দেখা যায় (৬২:১১-১২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪০:১১ ভেড়ার রাখালের মত তাঁর পাল চরাবেন। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৩১:১০; ইহি ৩৪:১১-১৬ আয়াত ও নোট।

৪০:১২-৩১ লোকেরা যেন মাবুদের উপরে নির্ভর করে ও বিশ্বাস স্থাপন করে সেজন্য অনেক সময় বাণীধর্মী প্রশ্ন করা হয়েছে, কারণ মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করতে, শক্তিশালী করতে এবং পুনরায় নিজ অবস্থানে স্থাপন করতে সক্ষম।

৪০:১২ জলরাশি মেপেছে। আইউব ২৮:২৫; ৩৮:৮ আয়াত দেখুন। আইউব ৩৮-৪১ অধ্যায়ে মাবুদ আল্লাহ্ আইউবকে নিজ মহত্বের কথা ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে অভিভূত করেছিলেন। *আসমান পরিমাণ করেছে।* ৪৮:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪০:১৩ রোমীয় ১১:৩৪; ১ করি ২:১৬ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। *মন্ত্রী।* ৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:১৫ জাতিরা ... কলসের একটি জলবিন্দুর মত। ৬ আয়াতের নোট দেখুন। *ধূলিকণা।* ১৭:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; ২৯:৫ আয়াত দেখুন।

৪০:১৬ লেবানন। দেবদারু বা এরস কাঠের জন্য বিখ্যাত বন। *যথেষ্ট জন্তু নেই।* এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১০৪:১৬-১৮ আয়াত ও নোট। কোরবানী ও উৎসর্গ যত পরিমাণেই হোক না কেন তা কখনোই আল্লাহ্‌র মহত্ব অনুসারে যথেষ্ঠ হতে পারে না।

৪০:১৭ অসার ও শূন্য। যদিও তাদের মধ্যে দুনিয়াবী সম্পদ ও জ্ঞানের প্রাচুর্য ছিল (১৩:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪০:১৮-২০ অন্যান্য নবীর মত ইশাইয়াও দেবতাদের মূর্তি পূজা করার অসারতা সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করেছেন। তিনি এই সকল দেব দেবীদেরকে প্রচণ্ডভাবে ব্যঙ্গ, উপহাস ও বিদ্রূপ করেছে, যা ৪৪:৯-২০ আয়াতে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে (উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন; এর সাথে ৪১:৭, ২২-২৪; ৪২:১৭; ৪৬:৫-৭; ৪৮:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪০:১৮ কার সঙ্গে আল্লাহ্‌র তুলনা করবে? আয়াত ২৫ ও নোট দেখুন; ৪৬:৫ আয়াত দেখুন।

৪০:১৯ শিল্পকর ... স্বর্ণকার। ৪১:৭; ৪৪:১০-১২ আয়াত দেখুন। *সোনা ... রূপা।* ২:২০; হাবা ২:১৮-১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪০:২০ কাঠ। ৪৪:১৪-১৬, ১৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *যা সহজে পঁচে যায় না।* ৪১:৭; ৪৬:৭ আয়াত দেখুন।

৪০:২১ আদি থেকে। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্‌র কাজের উপরে অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (৩৭:২৬; ৪১:৪, ২৬ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

৪০:২২ দুনিয়ার সীমাচক্রের উপরে উপবিষ্ট। তুলনা করুন ৬৬:১ আয়াত; আরও দেখুন ৩৭:১৬ আয়াত ও নোট। *চন্দ্রাতপ।* কিংবা বলা যায় “দিগন্ত”। আইউব ২২:১৪; মেসাল

BACIB
International Bible
CHURCH

জন্য এক জন বিজ্ঞ শিল্পকর খোঁজে, যেন সে
এমন একটি মূর্তি প্রস্তুত করে, যা টলবে না।
২১ তোমরা কি জান নি? তোমরা কি শোন নি?
আদি থেকে কি তোমাদেরকে সংবাদ দেওয়া হয়
নি? দুনিয়ার পত্তন থেকে তোমরা কি বোঝ নি?
২২ তিনিই দুনিয়ার সীমাচক্রের উপরে উপবিষ্ট;
সেখানকার বাসিন্দারা ফড়িংস্বরূপ; তিনি
চন্দ্রাতপের মত আসমান বিছিয়ে দেন, আবাস
তাঁবুর মত তা টাঙ্গিয়ে দেন। ২৩ তিনি ভূপতিদের
নাম মুছে ফেলেন, দুনিয়ার বিচারকর্তাদের অসার
বস্তুর মত করেন। ২৪ তারা রোপিত হয় নি, তারা
উপ্ত হয় নি, ভূমিতে তাদের কাণ্ড বদ্ধমূল হয় নি,
অমনি তিনি তাদের উপরে ফুৎকার দেন, তারা
শুকিয়ে যায়, ঘূর্ণিবাতাস তাদেরকে শুকনো খড়ের
মত উড়িয়ে দেয়। ২৫ অতএব তোমরা কার সঙ্গে
আমার উপমা দেবে যে আমি তার মত হব? এই
কথা পবিত্রতম বলেন। ২৬ উপরের দিকে চোখ
তুলে দেখ, ঐ সমস্ত সৃষ্টি কে করেছে? তিনি
বাহিনীর মত সংখ্যা অনুসারে তাদের বের করে
আনেন, সকলের নাম ধরে তাদের আহ্বান
করেন; তাঁর মহাক্ষমতা ও মহাশক্তির জন্য
তাদের একটাও অনুপস্থিত থাকে না।
২৭ হে ইয়াকুব, তুমি কেন বলছো, হে ইসরাইল,
কেন তুমি বলছো, আমার পথ মাবুদের কাছ
থেকে লুকানো, আমার বিচার আমার আল্লাহ্‌
থেকে সরে গেছে? ২৮ তুমি কি জান নি? তুমি কি
শোন নি? অনাদি অনন্ত আল্লাহ্‌, মাবুদ, দুনিয়ার
প্রান্তগুলোর সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না;
তাঁর বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না। ২৯ তিনি
ক্লান্ত ব্যক্তিকে শক্তি দেন ও শক্তিহীন লোকের
বল বৃদ্ধি করেন। ৩০ তরুণেরা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়,
যুবকেরা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়; ৩১ কিন্তু যারা
মাবুদের অপেক্ষা করে, তারা উত্তরোত্তর নতুন
শক্তি পাবে; তারা ঈগল পাখির মত ডানা মেলে
উঁচুতে উঠবে; তারা দৌড়ালে শ্রান্ত হবে না;
তারা হাঁটলেও ক্লান্ত হবে না।

[৪০:২৩] আইউ ১২:১৮।
[৪০:২৪] আইউ ৫:৩।
[৪০:২৫] ১শামু ২:২; ১খান্দান ১৬:২৫।
[৪০:২৬] ২বাদশা ১৭:১৬; নহি ৯:৬।
[৪০:২৭] লূক ১৮:৭-৮।
[৪০:২৮] দ্বি:বি ৩৩:২৭।
[৪০:২৯] পয়দা ১৮:১৪।
[৪০:৩০] ইয়ার ৬:১১; ৯:২১।
[৪০:৩১] লূক ১৮:১।
[৪১:১] জবুর ৩৭:৭; হবক ২:২০; সফ ১:৭; জাকা ২:১৩।
[৪১:২] উজা ১:২।

ইসরাইলের সাহায্যকারী

৮:২৭ আয়াত দেখুন। *আসমান বিছিয়ে ... তাঁবুর মত তা টাঙ্গিয়ে দেন।* ৪২:৫; ৪৪:২৪; ৫১:১৩; জবুর ১০৪:২ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন জবুর ১৯:৪-৬ আয়াত।

৪০:২৩ ভূপতি ... বিচারকর্তা ... অসার বস্তু। আয়াত ১৭; ২:২২ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন ইয়ার ২৫:১৭-২৬; দানি ২:২১ আয়াত।

৪০:২৪ ঘূর্ণিবাতাস ... শুকনো খড়ের মত। ১৭:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪১:১৫-১৬ আয়াত দেখুন।

৪০:২৫ আয়াত ১৮ দেখুন। সম্ভবত কিছু কিছু ইসরাইলীয় সন্দেহের বশে তাদের আল্লাহ্‌কে বন্দীকারী জাতির দেবতাদের সাথে তুলনা করেছিল এবং তারা বিশ্বাস করেছিল যে, এই পরীক্ষায় মাবুদ আল্লাহ্‌ উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছেন। *পবিত্রতম।* ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪০:২৬ সৃষ্টি কে করেছে? আয়াত ২১-২২ ও নোট দেখুন। তাদের বের করে আনেন। আইউব ৩৮:৩২ আয়াতে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টির বিষয়ে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। *বাহিনীর মত সংখ্যা অনুসারে।* আসমানের তারা ও নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে ইসরাইলের লোকেরা পূজা করতো (৪৭:১৩; ইয়ার ১৯:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *নাম ধরে।* জবুর ১৪৭:৪-৬ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদের একটাও অনুপস্থিত থাকে না।* ৩৪:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪০:২৭-৩১ অনেক প্রশংসা গজলের মত এখানে নবী ইশাইয়া আল্লাহ্‌র গৌরব ও মহিমা বর্ণনা করার পর তাঁর মঙ্গলময়তার কথা ঘোষণা করছেন (আয়াত ১২-২৬ দেখুন)। এমন আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে এবং তাদেরকে পুনরায় নিজেদের অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, যারা কেবল তাঁর উদ্ধারের কাজের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। তাদেরকে এখন আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করতে হবে এবং তাঁর কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

৪০:২৭ আমার পথ। জীবনাচরণ ও নৈতিক অবস্থান। *লুকানো ... আমার আল্লাহ্‌ থেকে সরে গেছে?* তুলনা করুন ৪৯:১৪; ৫৪:৮ আয়াত।

৪০:২৮ অনাদি অনন্ত আল্লাহ্‌। ৯:৬ আয়াত দেখুন। *সৃষ্টিকর্তা।* আয়াত ২১-২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *দুনিয়ার প্রান্তগুলো।* ১১:১২ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৫:২৬; ৪১:৯; ৪৩:৬ আয়াত। *সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না।* এর সাথে তুলনা করুন ৪৪:১২ আয়াত।

৪০:৩০ ক্লান্ত ... শ্রান্ত হয়। ৫:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:৩১ অপেক্ষা করে। নির্ভর করা বা বিশ্বাস করা অর্থে বলা হয়েছে (৫:২; ৪৯:২৩ আয়াত দেখুন)। *নতুন শক্তি পাবে।* আক্ষরিক অর্থে "বিনিময়" হবে। ৪১:১ আয়াত ও নোট দেখুন। তাদের মানবীয় দুর্বলতার বিনিময় বা রূপান্তর ঘটবে এবং সেখানে স্থান করে নেবে মাবুদ আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তা (আয়াত ২৯)। *ঈগল পাখি।* ঈগল বিশেষভাবে শক্তি ও সাহসের (জবুর ১০৩:৫ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং গতির জন্য বিখ্যাত (ইয়ার ৪:১৩; ৪৮:৪০ আয়াত দেখুন)।

৪১:১, ৫ উপকূল। দ্বীপ অর্থে বলা হয়েছে (১১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪১:১ নতুন বল পাক। ৪০:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন। জাতিগণ ও তাদের দেবতাদেরকে বলা হচ্ছে যেন তারা ইসরাইলের আল্লাহ্‌র মত একই শক্তিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দেয় (আয়াত ২১-২৪ দেখুন)।

৪১:২ পূর্বদিক থেকে এক জন। মহান বাদশাহ্‌ সাইরাস, পারস্যের বাদশাহ্‌ (৫৫৯-৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), যিনি ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন জয় করেন (আয়াত ১৩:১৭ ও নোট দেখুন) এবং তিনি ইসরাইলীয়দেরকে জেরুশালেমে ফিরে আসার বিষয়ে অনুমতি দান করে আদেশ জারি করেন (উযায়ের ১:১-৪; ৬:৩-৫ আয়াত দেখুন)। আয়াত ২৫; ৪৪:২৮–৪৫:৫, ১৩; ৪৬:১১ আয়াতেও সাইরাসের কথা বলা হয়েছে।

ধর্মশীলতায় তাকে ডেকে। ৪২:৬ আয়াতে মাবুদের গোলামের মত, সাইরাসকে বেছে নেওয়া হয়েছিল আল্লাহ্‌র ধর্মময় ও ন্যায্য পরিকল্পনা সাধনকারী হিসেবে। *বাদশাহ্‌দের উপর তাকে কর্তৃত্ব করাবেন।* যেমন ছিলেন ক্রোইশাস, এশিয়া মাইনরের প্রদেশ লিডিয়ার শাসক। *বাতাসে ওড়া নাড়ার মত।* ১৭:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাঁর ধনুক।* পারসিকরা বিশেষ করে তীর ধনুক চালনায় নামধারী ছিল।

৪১ ১ হে উপকূলগুলো, আমার সাক্ষাতে
নীরব হও; লোকবৃন্দ নতুন বল পাক;
তারা কাছে আসুক, পরে কথা বলুক; আমরা
একত্র হয়ে বিচার করবো। ২ কে পূর্বদিক থেকে
এক জনকে উত্তেজিত করলো? তিনি ধর্মশীলতায়
তাকে ডেকে নিজের অনুগামী করেন; তিনি
জাতিদেরকে তার সম্মুখে দেবেন, বাদশাহ্‌দের
উপর তাকে কর্তৃত্ব করাবেন, তিনি ধূলির মত
তাদেরকে তার তলোয়ারের সম্মুখে দেবেন,
বাতাসে ওড়া নাড়ার মত তার ধনুকের সম্মুখে
দেবেন। ৩ সে তাদের তাড়া করবে, নিরাপদে
অগ্রসর হবে; যে পথে কখনও পদার্পণ করে নি,
সেই পথে যাবে। ৪ এসব কার কৃত, কার
সাধিত? কে বংশ পরম্পরাকে আদি থেকে
আহ্বান করেন? আমি মাবুদ আদি এবং সেই
আমি শেষকালীন লোকদের সহবর্তী।
৫ উপকূলগুলো দৃষ্টিপাত করে ভয় পেল,
দুনিয়ার প্রান্তগুলো ভয়ে কেঁপে উঠলো; তারা
এগিয়ে গিয়ে একত্র হবে। ৬ তারা প্রত্যেকে নিজ
নিজ প্রতিবেশীর সাহায্য করলো, আপন আপন
ভাইকে বললো, সাহস কর। ৭ শিল্পকর
স্বর্ণকারকে আশ্বাস দিল এবং যে লোক হাতুড়ি
দিয়ে সমান করে সে নেহাইর উপরে

[৪১:৩] দানি ৮:৪।
[৪১:৪] ইশা ৪৪:৬; ৪৮:১২; প্রকা ১:৮, ১৭।
[৪১:৫] দ্বি:বি ৩০:৪; ইশা ১১:১২।
[৪১:৬] ইউসা ১:৬।
[৪১:৭] ইশা ৪৪:১৩; ইয়ার ১০:৩-৫।
[৪১:৮] ২খান্দান ২০:৭; ইয়াকুব ২:২৩।
[৪১:৯] দ্বি:বি ৭:৬।
[৪১:১০] পয়দা ১৫:১।
[৪১:১১] হিজ ২৩:২২।
[৪১:১২] আইউ ৭:৮; ইশা ১৭:১৪; ২৯:২০।
[৪১:১৩] জবুর ৭৩:২৩।
[৪১:১৪] পয়দা ১৫:১।
[৪১:১৫] হিজ ১৯:১৮; জবুর ১০৭:৩৩; ইয়ার ৯:১০; ইহি

আঘাতকারীকে জোড়া দেবার বিষয়ে বললো,
উত্তম হয়েছে; এবং প্রেক দিয়ে মূর্তিটা দৃঢ়
করলো, যেন তা না নড়ে।
৮ কিন্তু হে আমার গোলাম ইসরাইল, আমার
মনোনীত ইয়াকুব, আমার বন্ধু ইব্রাহিমের বংশ,
৯ আমি তোমাকে দুনিয়ার প্রান্ত থেকে এনেছি,
দুনিয়ার সীমা থেকে আহ্বান করে বলেছি, তুমি
আমার গোলাম, আমি তোমাকে মনোনীত
করেছি, দূর করে দেই নি। ১০ ভয় করো না,
কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; ব্যাকুল
হয়ো না, কারণ আমি তোমার আল্লাহ্‌; আমি
তোমাকে পরাক্রম দেব; আমি তোমার সাহায্য
করবো; আমি নিজের ধর্মশীলতার ডান হাত
দিয়ে তোমাকে ধরে রাখবো।
১১ দেখ, যারা তোমার উপর রাগ করে, তারা
সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ন হবে; যারা তোমার সঙ্গে
ঝগড়া করে, তাদের কোন চিহ্ন থাকবে না,
বিনষ্ট হবে। ১২ যারা তোমার সঙ্গে বিরোধ করে,
তাদেরকে তুমি খোঁজ করবে, কিন্তু দেখতে পাবে
না; যারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের কোন
চিহ্ন থাকবে না, কোন কিছুর মধ্যে গণ্য হবে
না। ১৩ কেননা আমি মাবুদ তোমার আল্লাহ্‌
তোমার ডান হাত ধরে থাকব; তোমাকে বলবো,

৪১:৪ আদি থেকে। ৪০:২১ আয়াত ও নোট দেখুন।

আদি ... শেষকালীন। যেহেতু মাবুদ আল্লাহ্‌ মানুষের প্রথম প্রজন্ম থেকেই তাদের সাথে আছেন সে কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের সাথেই থাকবেন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ও জাতিগণের ইতিহাসে একমাত্র অনন্তকালীন ও চিরস্থায়ী মাবুদ আল্লাহ্‌ (দেখুন ইব ১৩:৮; প্রকা ১:৮, ১৭; ২:৮; ২১:৬; ২২:১৩ আয়াত)।

৪১:৫-৯ ৫৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সাইরাস এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন যেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন লিডিয়ার বাদশাহ্‌ ক্রোইশাস। এই বর্ণনা জুড়ে উপহাস ও বিদ্রুপের ভঙ্গি বেশ প্রকটভাবে দেখা যায়, বিশেষ ৬-৭ আয়াতের বর্ণিত তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই অসার বলে অভিহিত করা হয়েছে (তুলনা করুন ৪০:১৯-২০ আয়াত)।

৪১:৫ দুনিয়ার প্রান্তগুলো। ১১:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪১:৬ সাহস কর। ৩৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪১:৭ হাতুড়ি। তুলনা করুন ৪৪:১২ আয়াত। *যেন তা না নড়ে।* ৪০:১৮-২০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪১:৮-৯ আমার গোলাম। অধ্যায় ৪১-৫৩ এর একটি বিশেষ সম্বোধন, যার মধ্য দিয়ে কখনো কখনো ইসরাইল জাতিকে বোঝানো হয়েছে আবার কখনো কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এই অংশগুলোর শিরোনামের মধ্য দিয়ে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে তিনি মাবুদ আল্লাহ্‌র রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন, যেমন বলা হয়েছে "আমার গোলাম মূসা" (শুমারী ১২:৭), "আমার গোলাম দাউদ" (২ শামু ৩:১৮; ৭:৫, ৮), "আমার গোলাম নবীরা" (২ বাদশাহ্‌ ১৭:১৩; ইয়ার ৭:২৫)। ৪২:১ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ২০:৩; ২২:২০; ৪২:১, ১৯; ৪৩:১০; ৪৪:১-২, ২১; ৪৫:৪; ৪৯:৩, ৫-৭; ৫০:১০; ৫২:১৩; ৫৩:১১ আয়াত।

৪১:৮ কিন্তু। ৫-৭ আয়াতে বর্ণিত জাতিগণের সাথে তুলনায় ইসরাইল জাতির মোটেও ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই (আয়াত ১০)। *আমার বন্ধু।* পয়দা ১৮:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ২ খান্দান ২০:৭; ইয়াকুব ২:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪১:৯ দুনিয়ার সীমা। আয়াত ৫ দেখুন। সম্ভবত এখানে মেসোপটেমিয়া ও মিসরের কথা বোঝানো হয়েছে (পয়দা ১১:৩১; ১২:১; ১৫:৭; জবুর ১১৪:১-২ আয়াত দেখুন)।

৪১:১০ ভয় করো না ... ব্যাকুল হয়ো না। আয়াত ১৩-১৪; ৪৩:১, ৫ দেখুন; এর সাথে ৩৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। **আমি তোমাকে পরাক্রম দেব ... সাহায্য করবো।** যাকে আল্লাহ্‌ তাঁর পরিচর্যা কাজে আহ্বান করেন তাকে তিনি এভাবেই শক্তি ও সাহায্য যুগিয়ে থাকেন (আয়াত ৯, ১৫-১৬ দেখুন)। *ডান হাত।* শক্তি ও উদ্ধারের হাত (হিজ ১৫:৬, ১২; জবুর ২০:৬; ৪৮:১০; ৮৯:১৩; ৯৮:১ আয়াত দেখুন)।

৪১:১১ তারা সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ন হবে। এর সাথে তুলনা করুন ৪৫:১৭; ৫০:৭; ৫৪:৪ আয়াত। *কোন চিহ্ন থাকবেই না।* আয়াত ১৫-১৬ ও নোট দেখুন।

৪১:১৩ তোমার ডান হাত ধরে থাকব। শক্তি যোগানোর জন্য এবং তারা যেন পড়ে না যায় সে জন্য। *ভয় করো না।* আয়াত ১০ ও নোট দেখুন।

৪১:১৪ হে কীট। এখানে বন্দীদশায় ইসরাইল জাতির অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে (তুলনা করুন আইউব ২৫:৬; জবুর ২২:৬ আয়াত)।

৪১:১৫ শস্য মাড়াই করার নতুন গুঁড়ি। তুলনা করুন ২৮:২৭; আমোস ১:৩ আয়াত ও নোট; মিকাহ্‌ ৪:১৩; হাবা ৩:১২ আয়াত। *পর্বতমালা ... উপপর্বত।* সম্ভবত জাতিগণকে প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয়েছে। *চূর্ণ করবে ... ভুষীর সমান করবে।*

BACIB International Bible CHURCH

ভয় করো না, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।
১৪ হে কীট ইয়াকুব, হে ক্ষুদ্র ইসরাইল, ভয় করো
না; মাবুদ বলেন, আমি তোমাকে সাহায্য করবো;
আর ইসরাইলের পবিত্রতম তোমার মুক্তিদাতা।
১৫ দেখ, আমি তোমাকে ধারালো দাঁতযুক্ত শস্য
মাড়াই করার নতুন গুঁড়ির মত করবো; তুমি
পর্বতমালাকে মাড়াই করে চূর্ণ করবে,
উপপর্বতগুলোকে ভুষির সমান করবে। ১৬ তুমি
তাদের ঝাড়বে, বায়ু তাদেরকে উড়িয়ে নেবে ও
ঘূর্ণিবাতাস তাদের ছিন্নভিন্ন করবে; আর তুমি
মাবুদে উল্লাস করবে, ইসরাইলের পবিত্রতমকে
নিয়ে গর্ব করবে।
১৭ দুঃখী দরিদ্রেরা পানি খোঁজ করে কিন্তু পানি
নেই, তাদের জিহ্বা তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে; আমি
মাবুদ তাদেরকে উত্তর দেব, আমি ইসরাইলের
আল্লাহ্‌ তাদেরকে ত্যাগ করবো না। ১৮ আমি
গাছপালাহীন পাহাড়-শ্রেণীতে নদনদী ও
উপত্যকার মধ্যে স্থানে স্থানে ফোয়ারা সৃষ্টি
করবো; আমি মরুভূমিকে জলাশয় ও শুকনো
ভূমিকে পানির ফোয়ারায় পরিণত করবো।
১৯ আমি মরুভূমিতে এরস, বাবলা, গুলমেঁদি ও
জলপাই গাছ রোপণ করবো; আমি মরুভূমিতে
দেবদারু, তিধর ও তাশূর গাছ একত্র লাগাব;
২০ যেন তারা দেখে, জেনে ও বিবেচনা করে
একেবারে নিশ্চয় বুঝতে পারে যে, মাবুদের হাত
এই কাজ করেছে, ইসরাইলের পবিত্রতম তা সৃষ্টি
করেছেন।

দেবমূর্তির অজ্ঞানতা

২১ মাবুদ বলেন, তোমরা তোমাদের বিবাদ
উপস্থিত কর; ইয়াকুবের বাদশাহ্‌ বলেন, তোমরা
তোমাদের দৃঢ় যুক্তিগুলো কাছে আন। ২২ ওরা
সেসব নিয়ে কাছে আসুক, যা যা ঘটবে,
আমাদের বলুক; আগের বিষয় কি কি তা বল;
তা হলে আমরা বিবেচনা করে তার শেষ জানতে
পারব; কিংবা ওরা আগামী ঘটনাগুলো আমাদের
কর্ণগোচর করুক। ২৩ ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে,
তোমরা তা জানাও; তা করলে তোমরা যে
দেবতা, তা বুঝতে পারব; হ্যাঁ, তোমরা মঙ্গল বা
অমঙ্গল কর, তাতে আমরা বিস্মিত হয়ে একত্রে
তা নিরীক্ষণ করবো। ২৪ দেখ, তোমরা অবস্তু ও
তোমাদের কাজ কিছুই না; যে জন তোমাদের
মনোনীত করে, সে ঘৃণার পাত্র।
২৫ আমি উত্তর দিক থেকে এক ব্যক্তিকে
উত্তেজিত করলাম, সে উপস্থিত; সূর্যোদয়ের দিক
থেকে সে আমার নামে আহ্বান করে; যেমন
কেউ কাদা মাড়ায় ও কুমার যেমন মাটি দলাই-
মলাই করে, তেমনি সে শাসনকর্তাদেরকে
মাড়াবে। ২৬ কে আদি থেকে এর সংবাদ
দিয়েছে, যাতে আমরা জানতে পারি? কে আগে
বলেছে, যাতে আমরা বলতে পারি সে সত্যনিষ্ঠ?
সংবাদদাতা তো কেউই নেই; ঘোষণাকারী তো
কেউই নেই; তোমাদের কথা শুনবার তো কেউই
নেই। ২৭ প্রথমে আমি সিয়োনকে বলবো, দেখ,
এদেরকে দেখ; আর জেরুশালেমকে এক জন
সুসংবাদ-তবলিগকারী দেব। ২৮ আমি চেয়ে
দেখি, কেউই নেই; ওদের মধ্যে মন্ত্রণাদাতা
এমন কেউ নেই যে, আমি জিজ্ঞাসা করলে
একটি কথার উত্তর দিতে পারে। ২৯ দেখ, ওরা
সকলে মিথ্যা, ওদের সমস্ত কাজ অসার, কিছুই
নয়; ওদের ছাঁচে ঢালা সমস্ত মূর্তি বায়ু ও

৩৩:২৮।
[৪১:১৬] ইয়ার ১৫:৭; ৫১:২।
[৪১:১৭] দ্বি:বি ৩১:৬; জবুর ২৭:৯।
[৪১:১৮] ২বাদশা ৩:১৭।
[৪১:১৯] হিজ ২৫:৫, ১০, ১৩।
[৪১:২০] হিজ ৬:৭।
[৪১:২১] ইশা ৪৩:১৫; ৪৪:৬।
[৪১:২২] ইউ ১৩:১৯।
[৪১:২৩] ইয়ার ১০:৫।
[৪১:২৪] ১করি ৮:৪।
[৪১:২৫] উজা ১:২।
[৪১:২৬] ১বাদশা ১৮:২৬; হবক ২:১৮-১৯।
[৪১:২৮] জবুর ২২:১১; ইশা ৫০:২; ৫৯:১৬; ৬৩:৫; ৬৪:৭; ইহি ২২:৩০।
[৪১:২৯] ১শামু ১২:২১।
[৪২:১] মথি ২০:২৮।
[৪২:২] মেসাল ৮:১-৪।

আয়াত ২; ১৭:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।
৪১:১৬ তাদের ছিন্নভিন্ন করবে। প্রতীকী অর্থে বিচারের কথা বোঝানো হয়েছে, যা ইয়ার ৫১:২ আয়াতেও দেখা যায়।
৪১:১৭ দুঃখী দরিদ্রেরা। বন্দীদশা থেকে নিজ দেশে ফেরার পথে ইসরাইল জাতির অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে (তুলনা করুন আয়াত ১৪; ৩২:৭)।
৪১:১৮ নদনদী ... উপত্যকা। ৩০:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন। **মরুভূমিকে জলাশয় ... ফোয়ারায়**। ৩২:২; ৩৫:৬-৭ আয়াত ও নোট দেখুন।
৪১:২০ সৃষ্টি করেছেন। এই ফলবন্ততা ও সমৃদ্ধি মাবুদের নিজ লোকদের জন্য তাঁর সৃষ্টিরই একটি অংশ (৪৮:৭; ৫৭:১৯; ৬৫:১৭-১৮ আয়াত দেখুন)।
৪১:২১-২২ মাবুদ আল্লাহ্‌ জাতিগণকে ও তাদের বিচারে আনবেন (আয়াত ১ ও নোট দেখুন)।
৪১:২২ আগের বিষয়। এর সাথে আল্লাহ্‌ যে সমস্ত কাজ সাধন করেছেন (আয়াত ৪২:৯; ৪৩:৯, ১৮ দেখুন)।
৪১:২৩ মঙ্গল বা অমঙ্গল কর। ৪০:১৮-২০ আয়াতের নোট দেখুন।
৪১:২৪ অবস্তু ... কিছুই না। যে জাতিরা তাদেরকে পূজা করে তাদের মতই। ৪০:১৭; ৪৪:৯ আয়াত দেখুন।
৪১:২৫ উত্তেজিত করলাম। আয়াত ২ ও নোট দেখুন। *উত্তর দিক থেকে।* সম্রাট সাইরাস এসেছিলেন পূর্ব দিক থেকে (আয়াত ২), কিন্তু তিনি তাঁর রাজত্বের শুরুতে ব্যাবিলনের উত্তর দিকে বেশ কিছু রাজ্য জয় করেছিলেন।
৪১:২৬ আদি থেকে। ব্যাবিলনের কাছ থেকে উদ্ধার লাভ সম্পর্কে সংবাদ। *সংবাদদাতা।* নবী ইশাইয়া। ৪০:৯; ৫২:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।
৪১:২৮ এমন কেউ নেই যে ... উত্তর দিতে পারে। ৪৬:৭ আয়াত দেখুন।
৪১:২৯ কিছুই নয়। আয়াত ২৪ দেখুন।
৪২:১-৪ এই অংশটি মথি ১২:১৮-২১ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) যেখানে তা মসীহ্‌কে বোঝাতে বলা হয়েছে।
৪২:১ আমার গোলাম। আয়াত ৪১:৮-৯; জাকা ৩:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের রাজকীয় তথা কূটনৈতিক ভাষা অনুসারে "গোলাম" বলতে অনেক সময় "বিশ্বস্ত দূত" বা "রাজ প্রতিনিধি" বোঝানো হত। *আমার মনোনীত।* ৪১:৮-৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাঁতে প্রীত।* এর সাথে তুলনা করুন লূক ৩:২২ আয়াত। *তাঁর উপরে নিজের রূহ্‌ স্থাপন করলাম।* ১১:১-২ আয়াতে শাখার মত (১১:২ আয়াতের নোট দেখুন)।
৪২:২ চিৎকার করবেন না, উচ্চশব্দ করবেন না। তিনি শান্তি নিয়ে আসবেন (৯:৬ আয়াত দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

ইশাইয়া কিতাবে 'গোলাম' এর ব্যবহার	
ইসরাইল জাতিকে গোলাম বলা হয়েছে:	৪১:৮; ৪২:১৯; ৪৩:১০; ৪৪:১,২,২১; ৪৫:৪; ৪৮:২০
মসীহ্‌কে গোলাম বলা হয়েছে:	৪২:১-১৭; ৪৯:৫-৭; ৫০:১০; ৫২:১৩; ৫৩:১১
বনি-ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্‌কে সেবা করার জন্য, তাঁর কালামের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার জন্য এবং অইহূদী জাতিদের কাছে আলো হওয়ার জন্য একটি বিশেষ কাজ দেওয়া হয়েছিল। গুনাহ্ এবং বিদ্রোহের জন্য তারা ব্যর্থ হয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁর পুত্রকে মসীহ্ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীতে সেই কাজ পূর্ণ করার জন্য।	

আজকের সময়ের মূর্তি পূজা	
ইশাইয়া আমাদের বলেন, "কে দেবতা নির্মাণ করেছে, বা যা উপকারী নয়, এমন মূর্তি ছাঁচে ঢেলেছে?" (৪৪:১০)। আমরা মনে করি যে, মূর্তি হচ্ছে কাঠ অথবা পাথরের তৈরি প্রতিকৃতি, কিন্তু বাস্তবে মূর্তি হচ্ছে প্রকৃতিতে যে কোন কিছু যাকে পবিত্র বলে মূল্য দেওয়া হয়। পাশের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আপনার উত্তর যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যেকোন কিছু অথবা যে কেউ হয়, তাহলে আপনাকে যাচাই করে দেখতে হবে যে, আপনি কাকে অথবা কোন জিনিসের এবাদত করছেন।	১. কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? ২. কার উপর আমি চূড়ান্ত বিশ্বাস রাখি? ৩. চূড়ান্ত সত্যের জন্য আমি কার অনুসন্ধান করি? ৪. নিরাপত্তা এবং সুখের জন্য আমি কার অনুসন্ধান করি? ৫. আমার ভবিষ্যতের দায়িত্বে কে আছেন?

প্রধান মূর্তিসমূহ যা কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লেখ করা হয়েছে

নাম	যেখানে তাদেরকে পূজা করা হত	তারা যেসব বিষয়ের প্রতীকস্বরূপ ছিল	তাদেরকে পূজা করার মধ্যে যা অর্ন্তভুক্ত ছিল
বেল (মারদুক)	ব্যাবিলন	আবহাওয়া, যুদ্ধ, সূর্য দেবতা	পতিতাবৃত্তি, শিশু-কোরবানী
নবো (মারদুকের ছেলে)	ব্যাবিলন	শিক্ষা, জ্যোর্তির্বিদ্যা, বিজ্ঞান	
অষ্টারোৎ (আশেরা)	কেনান	ভালবাসার দেবী, প্রসব এবং উর্বরতার দেবী	পতিতাবৃত্তি
কামোশ	মোয়াব		শিশু-কোরবানী
মোলক	অম্মোন	জাতীয় দেবতা	শিশু-কোরবানী
বাল দেবতা	কেনান	বৃষ্টি, ফসল, শক্তি এবং উর্বরতার প্রতীক	পতিতাবৃত্তি
দাগোন	প্যালেস্টাইন	ফসল, শস্য, কৃষি কার্যে সফলতা	শিশু-কোরবানী

অবস্তুমাত্র।

মাবুদের গোলাম ও তাঁর সাধিত নাজাত

৪২ ১ ঐ দেখ, আমার গোলাম, আমি তাঁকে
ধারণ করি; তিনি আমার মনোনীত,
আমার প্রাণ তাঁতে প্রীত; আমি তাঁর উপরে
নিজের রূহ্ স্থাপন করলাম; তিনি জাতিদের কাছে
ন্যায়বিচার উপস্থিত করবেন। ২ তিনি চিৎকার
করবেন না, উচ্চশব্দ করবেন না, পথে তাঁর স্বর
শোনাবেন না। ৩ তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গবেন না;
ধোঁয়াযুক্ত সল্‌তে নিভিয়ে ফেলবেন না; সত্যে
তিনি ন্যায়বিচার প্রচলিত করবেন। ৪ তিনি
নিস্তেজ হবেন না, নিরুৎসাহ হবেন না, যে পর্যন্ত
না দুনিয়াতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেন; আর
উপকূলগুলো তাঁর ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকবে।
৫ মাবুদ আল্লাহ্, যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন
ও তা বিছিয়ে দিয়েছেন, যিনি ভূতল ও সেখানে
উৎপন্ন সমস্তই বিছিয়েছেন, যিনি এই দুনিয়ার
নিবাসী সকলকে নিশ্বাস দেন ও সেখানে যে সমস্ত
প্রাণী চলাচল করে তাদের রূহ্ দেন, তিনি এই
কথা বলেন, আমি মাবুদ ধর্মশীলতায় তোমাকে
আহ্বান করেছি, ৬ আর আমি তোমার হাত
ধরবো, তোমাকে রক্ষা করবো; এবং তোমাকে
লোকদের নিয়মস্বরূপ ও জাতিদের দীপ্তিস্বরূপ
করে নিযুক্ত করবো; ৭ তুমি অন্ধদের চোখ খুলে
দেবে, তুমি কারাগার থেকে বন্দীদের ও
কারাকূপ থেকে অন্ধকারবাসীদেরকে বের করে
আনবে।
৮ আমি মাবুদ, এ-ই আমার নাম; আমি আমার
গৌরব অন্যকে, কিংবা আমার প্রশংসা খোদাই-
করা মূর্তিগুলোকে দেব না। ৯ দেখ, আগের
বিষয়গুলো সিদ্ধ হল; আর আমি নতুন নতুন
ঘটনা জানাই, ঘটবার আগে তোমাদের তা
জানাই।

মাবুদের মহিমা-গজল

১০ হে সমুদ্রগামীরা ও সাগরস্থ সকলে,
হে উপকূলগুলো ও সেখানকার অধিবাসীরা,
তোমরা মাবুদের উদ্দেশে নতুন গজল গাও,
দুনিয়ার প্রান্ত থেকে তাঁর প্রশংসা গান কর।
১১ মরুভূমি ও সেখানকার সমস্ত নগর উচ্চৈঃস্বর
করুক,
কায়দারের বসতি গ্রামগুলো তা করুক,
শেলা-নিবাসীরা আনন্দ-রব করুক,
পর্বতমালার চূড়া থেকে আনন্দ চিৎকার
করুক;
১২ তারা মাবুদের গৌরব স্বীকার করুক,
উপকূলগুলোর মধ্যে তাঁর প্রশংসা প্রচার

[৪২:৩] আইউ ৩০:২৪।
[৪২:৪] পয়দা ৪৯:১০; মথি ১২:১৮-২১।
[৪২:৫] পয়দা ২:৭; প্রেরিত ১৭:২৫।
[৪২:৬] হিজ ৩১:২; কাজী ৪:১০; ইশা ৪১:৯-১০; ৪৩:১।
[৪২:৭] মথি ১১:৫।
[৪২:৮] হিজ ৩:১৫; ৬:৩।
[৪২:৯] ইশা ৪০:২১; ইহি ২:৪।
[৪২:১০] হিজ ১৫:১।
[৪২:১১] পয়দা ২৫:১৩।
[৪২:১২] ১পিতর ২:৯।
[৪২:১৩] ইউসা ৬:৫; ইয়ার ২৫:৩০; হোশেয় ১১:১০; যেয়েল ৩:১৬; আমোস ১:২; ৩:৪, ৮।
[৪২:১৪] ইষ্টের ৪:১৪; জবুর ৫০:২১।

৪২:৩ থেৎলা নল। দুর্বল মানুষ (জবুর ৭২:২, ৪ আয়াত দেখুন)। আল্লাহ্‌র গোলাম মানুষের জীবন পুনরুজ্জীবিত করবেন।

৪২:৪ নিস্তেজ হবেন না। এর সাথে তুলনা করুন ৪০:২৮ আয়াত। *ন্যায় বিচার।* যথোপযুক্ত বিচার (আয়াত ১ ও নোট দেখুন)। *তাঁর ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকবে।* যেভাবে জাতিগণ ২:২-৪ আয়াতে তাঁর অপেক্ষায় ছিল। এই গোলাম হবেন একজন নতুন মূসা (দ্বি.বি. ১৮:১৫-১৮; প্রেরিত ৩:২১-২৩, ২৬ আয়াত দেখুন)। *উপকূলগুলো।* ১১:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:৫ যিনি আসমান সৃষ্টি ... বিছিয়ে দিয়েছেন। ৪০:২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *নিশ্বাস দেন ... রূহ্ দেন।* তুলনা করুন ৫৭:১৫ আয়াত। *ধর্মশীলতায় তোমাকে আহ্বান করেছি।* এ ধরনের আহ্বান সাইরাসকেও জানানো হয়েছিল (৪১:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪২:৬ আমি তোমার হাত ধরবো। ৪১:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *নিয়মস্বরূপ।* ৪৯:৮ আয়াত দেখুন। বাদশাহ্ মসীহের মধ্য দিয়ে, যিনি হবেন দাউদের সাথে স্থাপিত নিয়মের অধীনের বাদশাহ্ ও নাজাতদাতা (২ শামু ৭:১২-১৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫৫:৩ আয়াত ও নোট)। তিনিই দাউদের নিয়মের পরিপূর্ণতা সাধন করবেন (৯:৭) এবং তিনি তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন চুক্তি স্থাপন করবেন (ইয়ার ৩১:৩১-৩৪; ইবরানী ৮:৬-১৩; ৯:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *লোকদের।* সম্ভবত ইসরাইল জাতি (৪৯:৮; প্রেরিত ২৬:১৭-১৮ আয়াত দেখুন)। *জাতিদের দীপ্তিস্বরূপ।* ৯:২ আয়াতের নোট দেখুন। *দীপ্তি।* ৪৯:৬ আয়াতে শব্দটি নাজাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (তুলনা করুন করুন ৫১:১৪; লূক ২:৩২ আয়াত)।

৪২:৭ চোখ খুলে দেবে। ২৯:১৮; ৩২:৩; ৩৫:৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *কারাগার থেকে বন্দীদের ... বের করে আনবে।* ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে এবং একই সাথে তাদের রূহানিক ও নৈতিক বন্দীত্ব থেকে (৬১:১ আয়াতের সাথে লূক ৪:১৮ আয়াত তুলনা করুন)।

৪২:৮ আমার গৌরব। ৪০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪২:৯ আগের বিষয়গুলো। ৪১:২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *নতুন নতুন ঘটনা।* ইসরাইল জাতির পুনরুদ্ধার (৪৩:১৯)। তুলনা করুন ৪৮:৬ আয়াত।

৪২:১০ নতুন গজল। ৯ আয়াতের এই "নতুন ঘটনা" উদযাপন করার জন্য। *দুনিয়ার প্রান্ত থেকে।* ১১:১২ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪১:৫ আয়াত দেখুন। *উপকূলগুলো।* আয়াত ১২; ১১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪২:১১ মরুভূমি। ৩৫:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *কায়দার।* ২১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *শেলা।* ১৬:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:১২ গৌরব স্বীকার করুক ... প্রশংসা প্রচার করুক। ২৪:১৪-১৬ আয়াত দেখুন।

৪২:১৩ বীর। আল্লাহ্ যেভাবে "লোহিত সাগরে" যুদ্ধ করেছিলেন সেভাবে যুদ্ধ করবেন (হিজ ১৫:৩); ৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাঁর উদ্যোগ।* তুলনা করুন ৯:৭; ৩৭:৩২; ৫৯:১৭; ৬৩:১৫ আয়াত। *মহানাদ করবেন।* যুদ্ধের বিশেষ আওয়াজ, যা শত্রুপক্ষকে ভীত করে তোলে (ইউসা ৬:৫ আয়াত ও নোট দেখুন; ১ শামু ৪:৫-৮ আয়াত দেখুন)।

৪২:১৪ অনেক দিন। ইসরাইল জাতির অবমাননা ও বন্দীদশার সময়। *ক্ষান্ত রয়েছি।* ৬৩:১৫; ৬৪:১২ আয়াত দেখুন। ইউসুফ সম্পর্কেও এই হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যিনি তাঁর ভাইদের বিচার করার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন

করুক।
১৩ মাবুদ বীরের মত যাত্রা করবেন,
যোদ্ধার মত তাঁর উদ্যোগকে উত্তেজিত
করবেন;
তিনি জয়ধ্বনি করবেন, হ্যাঁ, মহানাদ
করবেন;
তিনি দুশমনদের বিরুদ্ধে পরাক্রম
দেখাবেন;
১৪ আমি অনেক দিন চুপ করে আছি, নীরব
আছি, ক্ষান্ত রয়েছি; এখন প্রসবকারিণী স্ত্রীর মত
চিৎকার করে উঠবো; আমি এককালে নিঃশ্বাস
টেনে ফুৎকার করবো। ১৫ আমি পর্বত ও
উপপর্বতগুলোকে ধ্বংস করবো, তার উপরকার
সমস্ত ঘাস শুকিয়ে ফেলব এবং নদনদীকে
উপকূল করবো ও সমস্ত জলাশয় শুকিয়ে ফেলব।
১৬ আমি অন্ধদেরকে তাদের অজানা পথ দিয়ে
নিয়ে যাব; যেসব পথ তারা জানে না, সেসব পথ
দিয়ে তাদেরকে চালাব; আমি তাদের আগে
অন্ধকারকে আলো ও অসমান ভূমিকে সরল
করবো; এ সব আমি করবো, তাদেরকে
পরিত্যাগ করবো না। ১৭ যারা খোদাই-করা
মূর্তিগুলোর উপর নির্ভর করে, যারা ছাঁচে ঢালা
মূর্তিগুলোকে বলে, তোমরা আমাদের দেবতা,
তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তারা ভীষণ
লজ্জিত হবে।
১৮ হে বধির লোকেরা, শোন; হে অন্ধ
লোকেরা, দেখবার জন্য চোখ মেল। ১৯ আমার
গোলাম ছাড়া আর অন্ধ কে? আমার প্রেরিত
দূতের মত বধির কে? আমার বন্ধুর মত অন্ধ
কে? মাবুদের গোলামের মত অন্ধ কে? ২০ তুমি
অনেক বিষয় দেখছ, কিন্তু মন দিচ্ছ না; তার
কান খোলা রয়েছে, কিন্তু সে শুনে না। ২১ মাবুদ
তাঁর ধর্মশীলতার অনুরোধে তাঁর ব্যবস্থাকে মহৎ
ও মহিমান্বিত করতে প্রীত হলেন।

ইসরাইলের অবাধ্যতা

২২ তবুও এই লোকেরা অপহৃত ও লুণ্ঠিত; তারা
সকলে গর্তে ফেলা হয়েছে ও কারাগারে লুকিয়ে
রাখা হয়েছে; তারা অপহৃত হয়েছে, উদ্ধারকর্তা
কেউ নেই; লুণ্ঠিত হয়েছে, কেউ বলে না,
ফিরিয়ে দাও। ২৩ তোমাদের মধ্যে কে এতে
সর্তকতার সঙ্গে মনযোগ দেবে? কে শুনে
ভাবীকালের জন্য মনযোগ দেবে? ২৪ কে
ইয়াকুবকে লুণ্ঠিত হতে দিয়েছে, ইসরাইলকে
অপহারকদের হাতে দিয়েছে? তিনি কি মাবুদ
নন, যাঁর বিরুদ্ধে আমরা গুনাহ্ করেছি, যাঁর
পথে লোকেরা গমন করতে অসম্মত ছিল, তাঁর
শরীয়ত মানত না? ২৫ সেজন্য তিনি তার উপরে
তাঁর ক্রোধের তাপ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ঢেলে
দিলেন; তাতে তার চারদিকে আগুন জ্বলে
উঠলো, কিন্তু সে জানলো না; আগুন তার গায়ে
লাগল, তবুও সে মনোযোগী হল না।

ইসরাইলের একমাত্র উদ্ধারকর্তা

[৪২:১৫] জবুর ১০৭:৩৩।
[৪২:১৬] ইয়ার ৩১:৮-৯; লূক ১:৭৮-৭৯।
[৪২:১৭] হিজ ৩২:৪।
[৪২:১৮] ইশা ৩৫:৫।
[৪২:১৯] ইশা ৪৩:৮; ইহি ১২:২।
[৪২:২০] ইশা ৬:৯-১০; ৪৩:৮; ইয়ার ৫:২১; ৬:১০।
[৪২:২১] ২করি ৩:৭।
[৪২:২২] কাজী ৬:৪; ২বাদশা ২৪:১৩।
[৪২:২৩] দ্বি:বি ৩২:২৯; জবুর ৮১:১৩।
[৪২:২৪] ইউসা ১:৭; জবুর ১১৯:১৩৬; ইয়ার ৪৪:১০।
[৪২:২৫] ২বাদশা ২২:১৩।
[৪৩:১] পয়দা ২:৭।
[৪৩:২] পয়দা ২৬:৩; হিজ ১৪:২২।

(পয়দা ৪৩:৩১; ৪৫:১ আয়াত দেখুন)। ৩০:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪২:১৫ ধ্বংস করবো ... শুকিয়ে ফেলব। ৩৫:১-২; ৪১:১৮ আয়াতের বিপরীত। *নদনদীকে উপকূল করবো।* সম্ভবত ভ্রমণকে আরও সহজতর করার জন্য। ৩৭:২৫; ৪৪:২৭ আয়াত দেখুন।

৪২:১৬ অন্ধদেরকে। ইসরাইল জাতি (আয়াত ১৯-২০ দেখুন)। *অসমান ভূমিকে সরল করবো।* ২৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদেরকে পরিত্যাগ করবো না।* তুলনা করুন ৪০:২৭; ৪৯:১৪; ৫৪:৮ আয়াত।

৪২:১৮ বধির লোকেরা ... অন্ধ লোকেরা। ৬:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪২:১৯ আমার গোলাম। ইসরাইল। ৪১:৮-৯ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার প্রেরিত দূতের মত।* সাধারণত নবীদের ক্ষেত্রে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকে (দেখুন হগয় ১:১৩; তুলনা করুন ইশা ৪৪:২৬; মালাখি ৩:১ আয়াত)।

৪২:২১ ব্যবস্থাকে মহৎ ও মহিমান্বিত করতে প্রীত হলেন। বিশেষ করে মূসার শরীয়ত, যা সিনাই পর্বতে আল্লাহ্ প্রদান করেছিলেন (হিজ ৩৪:২৯)।

৪২:২২ অপহৃত হয়েছে ... লুণ্ঠিত হয়েছে। আশেরীয় বাহিনীর দ্বারা (১০:৬ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং ব্যাবিলনীয় বাহিনীর দ্বারা (৩৯:৬ আয়াত দেখুন)। *গর্তে ... কারাগারে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।* আয়াত ৭ ও নোট দেখুন। এর সাথে তুলনা করুন কাজী ৬:২-৪ আয়াত।

৪২:২৪ কে ইয়াকুবকে ... অপহারকদের হাতে দিয়েছে? ব্যাবিলনীয় বাহিনী ইসরাইল জয় করেছিল এ কারণে নয় যে, তাদের দেবতারা ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্‌র চেয়ে শক্তিশালী ছিল (৪০:১৭-১৮; ১ বাদশাহ্ ২০:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন), কিন্তু যেন মাবুদ এর মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদেরকে শাস্তি দিতে পারেন।

৪২:২৫ ক্রোধের তাপ ... ঢেলে দিলেন। ইসরাইল জাতি মাবুদের দিনের স্বাদ আগেই পেয়ে গিয়েছিল (দেখুন ৫:২৫; ৯:১২, ১৭, ২১; ১০:৩ ৩৪:২ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ইয়ার ১০:২৫ আয়াত)।

৪৩:১ তোমার সৃষ্টিকর্তা ... নির্মাণকর্তা। আল্লাহ্ যেভাবে প্রথম নারী ও পুরুষকে নির্মাণ করেছিলেন সেভাবেই তিনি ইসরাইল জাতিকেও নির্মাণ করেছিলেন (পয়দা ১:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ইশা ৪৩:৭, ১৫, ২১; ৪৪:২, ২৪ আয়াত)। *ভয় করো না।* ৪১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমি তোমাকে মুক্ত করেছি।* ৩৫:৯; ৪১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। এই ক্রিয়াপদটি ২৯:২২; ৪৪:২২-২৩; ৪৮:২০ আয়াতেও ব্যবহৃত হয়েছে (তুলনা করুন হিজ ১৫:১৩ আয়াত)। *তোমার নাম ধরে ... ডেকেছি।* আল্লাহ্ ইসরাইলকে বেছে নিয়েছেন যেন সে বিশেষ উপায়ে তাঁর সেবা ও পরিচর্যা কাজ করতে পারে। ৪৫:৩-৪ আয়াত দেখুন (সাইরাস)। হিজ ৩১:২; ৩৫:৩০ আয়াতে এই কথাটির হিব্রু ভাষায় অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে “মনোনীত”।

৪৩:২ পানি ... নদ-নদী। সম্ভবত এখানে “লোহিত সাগর” পার হওয়ার (হিজ ১৪:২১-২২) এবং জর্ডান নদী পার হওয়ার (ইউসা ৩:১৪-১৭) একটি দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। তুলনা

BACIB International Bible CHURCH

৪৩ ১ কিন্তু এখন, হে ইয়াকুব, তোমার
সৃষ্টিকর্তা, হে ইসরাইল, তোমার
নির্মাণকর্তা মাবুদ এই কথা বলেন, ভয় করো না,
কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করেছি, আমি
তোমার নাম ধরে তোমাকে ডেকেছি, তুমি
আমার। ২ তুমি যখন পানির মধ্য দিয়ে গমন
করবে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব; যখন নদ
-নদীর মধ্য দিয়ে গমন করবে, সেসব তোমাকে
ডুবিয়ে দেবে না; যখন আগুনের মধ্য দিয়ে
চলবে, তুমি পুড়বে না, তার শিখা তোমার উপরে
জ্বলবে না। ৩ কেননা আমি মাবুদ তোমার
আল্লাহ্‌, ইসরাইলের পবিত্রতম, তোমার
নাজাতদাতা; আমি তোমার মুক্তির মূল্য হিসেবে
মিসর, তোমার পরিবর্তে ইথিওপিয়া ও সবা দেশ
দিয়েছি। ৪ তুমি আমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য ও সম্ভ্রান্ত,
আমি তোমাকে মহব্বত করেছি, সেজন্য আমি
তোমার পরিবর্তে মানুষদেরকে ও তোমার প্রাণের
পরিবর্তে জাতিদেরকে দেব। ৫ ভয় করো না,
কেননা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; আমি পূর্ব
দিক থেকে তোমার বংশকে আনবো ও পশ্চিম
দিক থেকে তোমাকে সংগ্রহ করবো; ৬ আমি
উত্তর দিক্‌কে বলবো, ছেড়ে দাও; দক্ষিণ
দিক্‌কেও বলবো, আট্‌কে রেখো না; আমার
পুত্রদেরকে দূর থেকে ও আমার কন্যাদেরকে
দুনিয়ার প্রান্ত থেকে এনে দাও; ৭ যে কেউ
আমার নামে আখ্যাত, যাকে আমি আমার
গৌরবের জন্য সৃষ্টি করেছি সেই ব্যক্তিকে এনে
দাও, আমি তাকে নির্মাণ করেছি, আমি তাকে
গঠন করেছি।
৮ বের কর সেই অন্ধ জাতিকে, যার চোখ আছে;
সেই বধিরদেরকে, যাদের কান আছে। ৯ সমস্ত
জাতি একত্র হোক, লোকবৃন্দ সমবেত হোক;
তাদের মধ্যে কে এর সংবাদ দিতে পারে ও
আগের বিষয় আমাদেরকে শোনাতে পারে? তারা
নিজেদের সাক্ষীদের উপস্থিত করুক, তাতে তারা
সঠিক বলে প্রমাণিত হবে; অথবা তারা শুনুক ও
বলুক যে, এই কথা সত্যি। ১০ মাবুদ বলেন,
তোমরাই আমার সাক্ষী এবং আমার মনোনীত
গোলাম; যেন তোমরা জানতে ও আমাতে
বিশ্বাস করতে পার এবং বুঝতে পার যে, আমিই
তিনি; আমার আগে কোন আল্লাহ্‌ নির্মিত হয় নি
এবং আমার পরেও হবে না। ১১ আমি, আমিই

[৪৩:৩] হিজ ১৪:৩০; কাজী ২:১৮; জবুর ৩:৮।
[৪৩:৪] প্রকা ৩:৯।
[৪৩:৫] পয়দা ১৫:১; ইশা ৪৪:২।
[৪৩:৬] ইশা ৬০:৪; ইহি ১৬:৬১; ২করি ৬:১৮।
[৪৩:৭] জবুর ৮৬:৯।
[৪৩:৮] ইশা ৪২:২০; ইহি ১২:২।
[৪৩:৯] ইশা ৪১:২৬।
[৪৩:১০] ইউসা ২৪:২২।
[৪৩:১১] হিজ ৬:২; ইশা ৪২:৮।
[৪৩:১২] দ্বি:বি ৩২:১২।
[৪৩:১৩] জবুর ৯০:২।
[৪৩:১৪] হিজ ১৫:১৩; আইউ ১৯:২৫।

করুন জবুর ৬৬:৬, ১২। *যখন আগুনের মধ্য দিয়ে চলবে।* শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে (দানি ৩:২৫-২৭)। তুলনা করুন ৪২:২৫ আয়াত।

৪৩:৩ ইসরাইলের পবিত্রতম। ১:৪; ৪১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

নাজাতদাতা। যিনি মিসর বা ব্যাবিলনের অত্যাচার থেকে ও গুনাহ্‌র রূহানিক উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করেন (দেখুন ১৯:২০; ২৫:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩৩:২২; ৩৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪৩:১১-১২; ৪৫:১৫, ২১-২২; ৪৯:২৫; ৬০:১৬; ৬৩:৮-৯ আয়াত দেখুন)। "ইশাইয়া" নামের অর্থ হচ্ছে "মাবুদই নাজাতদাতা"।

মুক্তির মূল্য। পারসিকরা মিসর, কূশ ও সাবা দেশ দখল করেছিল এবং সম্ভবত এটি ছিল ইসরাইলের প্রতি পারসিকদের দয়ার মূল্য (৪১:২ আয়াতের নোট দেখুন; তুলনা করুন ইহি ২৯:১৯-২০ আয়াত)।

কূশ। ১৮:১ আয়াতের নোট দেখুন। *সাবা।* কূশের কাছে (তুলনা করুন ৪৫:১৪ আয়াত) বা সাবার কাছে (জবুর ৭২:১০) অবস্থিত একটি দেশ। সম্ভবত এর অবস্থান ছিল দক্ষিণ আরবে (পয়দা ১০:৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ইহি ২৭:২১-২২ আয়াতও দেখুন) কিংবা পূর্ব আফ্রিকায়।

৪৩:৫ ভয় করো না। ৪১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *পূর্ব দিক।* বিশেষ করে আশেরিয়া ও ব্যাবিলন। ১১:১১-১২ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১০৭:৩ আয়াত। পশ্চিম দিক। উদাহরণস্বরূপ ১১:১১ আয়াতের উপকূল বা দ্বীপ (এর সাথে ২৪:১৪-১৫; ৪৯:১২ আয়াত দেখুন)।

৪৩:৬ উত্তর দিক। উদাহরণস্বরূপ হমাৎ (১০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ১১:১১)। *দক্ষিণ দিক।* মিসর। *দুনিয়ার প্রান্ত।* ১১:১২ আয়াতের নোট দেখুন (এর সাথে তুলনা করুন ৪১:৫; ৪২:১০ আয়াত)।

৪৩:৭ আমার নামে আখ্যাত। আল্লাহ্‌র লোকেরা। *আমি তাকে নির্মাণ করেছি ... গঠন করেছি।* আয়াত ১ ও নোট দেখুন।

৪৩:৮ অন্ধ ... বধির। সম্ভবত এখানে ইসরাইল জাতির কথা বোঝানো হয়েছে (৬:১০ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪২:১৮- ২০)।

৪৩:৯-১৩ আদালতের দৃশ্যপট; আরও দেখুন ৪১:২১-২২ আয়াত।

৪৩:৯ সমুদয় জাতি ... লোকবৃন্দ সমবেত হোক। ৪১:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *সংবাদ।* ৪১:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *আগের বিষয়।* ৪১:২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *সাক্ষী।* এর আগে মূর্তি বা দেব দেবতাদের সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেগুলো যথার্থতা প্রমাণের জন্য (৪১:২৬ আয়াত দেখুন)।

৪৩:১০ তোমরাই আমার সাক্ষী। আয়াত ১২; ৪৪:৮ আয়াত দেখুন। ইসরাইলের পক্ষে আল্লাহ্‌র কৃত সমস্ত কাজ তাঁর বিশেষ নাজাত দানকারী ও উদ্ধারকারী ক্ষমতা প্রকাশ করে। নিজেদের সাক্ষী। ৪১:৮-৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৩:১১ ৪৪:৬, ৮; ৪৫:৫-৬, ১৮, ২১-২২; ৪৬:৯ আয়াতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি পুনরুক্তি করা হয়েছে (এর সাথে দ্বি.বি. ৩২:৩৯ আয়াতও দেখুন)। *নাজাতদাতা।* আয়াত ২ ও নোট দেখুন।

৪৩:১২ বিজাতীয় দেবতা। এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ৩২:১২, ১৬ আয়াত। ইসরাইল জাতি ক্রমাগতভাবে অন্য দেবতাদের পূজা করে যাচ্ছিল (কাজী ২:১২-১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সাক্ষী।* আয়াত ১০ ও নোট দেখুন।

৪৩:১৩ আয়াত ১১ দেখুন। *আমার হাত থেকে উদ্ধারকারী কেউ নেই।* এই উক্তিটি দ্বি.বি. ৩২:৩৯ আয়াতের সদৃশ।

৪৩:১৪ মুক্তিদাতা। ৪১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *ইসরাইলের পবিত্রতম।* ১:৪; ৪১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *ব্যাবিলন।* ১৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

মাবুদ; আমি ছাড়া আর কোন নাজাতদাতা নেই।
১২ আমিই সংবাদ দিয়েছি, নাজাত করেছি,
ঘোষণা করেছি, কোন বিজাতীয় দেবতা
তোমাদের মধ্যে ছিল না; অতএব তোমরাই
আমার সাক্ষী, এই কথা মাবুদ বলেন, আর
আমিই আল্লাহ্‌। ১৩ এই দিন থেকে আমিই তিনি
এবং আমার হাত থেকে উদ্ধারকারী কেউ নেই;
আমি কাজ করবো, কে তা অন্যথা করবে?
১৪ মাবুদ, তোমাদের মুক্তিদাতা, ইসরাইলের
পবিত্রতম, এই কথা বলেন, আমি তোমাদেরই
জন্য ব্যাবিলনে লোক পাঠিয়েছি, তাদের সকলকে
পালিয়ে যাওয়া লোকদের মত করে নিয়ে আসব,
কল্‌দীয়দেরকে তাদের আনন্দগানের জাহাজে
করে আনবো। ১৫ আমিই মাবুদ, তোমাদের
পবিত্রতম, ইসরাইলের সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের
বাদশাহ্‌।
১৬ যিনি সমুদ্রে ও প্রচণ্ড জলরাশিতে পথ করে
দেন, ১৭ যিনি রথ, ঘোড়া, সৈন্য ও বীরদেরকে
বাইরে নিয়ে আসেন, – তারা এক সঙ্গে পড়ে
যায়, আর উঠতে পারবে না, তারা পাটের মত
মিট্‌মিট্‌ করতে করতে নিভে যায়– ১৮ সেই মাবুদ
এই কথা বলেন, তোমরা আগের সমস্ত কাজ মনে
করো না, পুরানো সমস্ত কাজকর্মের কথা
আলোচনা করো না। ১৯ দেখ, আমি একটি নতুন
কাজ করবো তা এখনই অঙ্কুরিত হবে; তোমরা
কি তা জানবে না? এমন কি, আমি মরুভূমির
মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।
২০ বন্য জন্তুরা, শিয়াল ও উট পাখিরা আমার
গৌরব করবে; কেননা আমি মরুভূমির মধ্যে
পানি ও মরুভূমিতে নদনদী যোগাই, আমার
লোকবৃন্দ, আমার মনোনীত লোকদের পান
করাবার জন্যই যোগাই; ২১ সেই যে লোকবৃন্দকে
আমি নিজের জন্য সৃষ্টি করেছি, তারা আমার
প্রশংসা তবলিগ করবে।
২২ কিন্তু হে ইয়াকুব, আমাকে তুমি ডাক নি; হে
ইসরাইল, তুমি আমার বিষয়ে ক্লান্ত হয়েছ।
২৩ তুমি আমার কাছে তোমার পোড়ানো-
কোরবানীর ছাগল-ভেড়া আন নি, তোমার
কোরবানী দ্বারা আমার সম্মান কর নি। আমি
কোরবানীর বিষয়ে তোমাকে ভারগ্রস্ত করি নি,
ধূপের বিষয়ে তোমাকে ক্লান্ত করি নি। ২৪ তুমি
আমার জন্য টাকা দিয়ে বচ ক্রয় কর নি, তোমার
কোরবানীর মেদে আমাকে তৃপ্ত কর নি; কিন্তু
তোমার গুনাহ্‌ দ্বারা আমাকে গোলামীর কাজ
করিয়েছ, তোমার অপরাধগুলো দ্বারা আমাকে
ক্লান্ত করেছ।

[৪৩:১৫] ইশা ৪১:২১।
[৪৩:১৬] হিজ ১৪:২৯; ১৫:৮; ইশা ১১:১৫।
[৪৩:১৭] জবুর ৭৬:৫-৬।
[৪৩:১৮] ইশা ৪১:২২।
[৪৩:১৯] ২করি ৫:১৭; প্রকা ২১:৫।
[৪৩:২০] জবুর ১৪৮:১০।
[৪৩:২১] পয়দা ২:৭।
[৪৩:২২] ইউসা ২২:৫; ইশা ১:১৪।
[৪৩:২৩] হিজ ২৯:৪১।
[৪৩:২৪] হিজ ৩০:২৩।
[৪৩:২৫] মার্ক ২:৭; লূক ৫:২১; প্রেরিত ৩:১৯।
[৪৩:২৬] ইশা ১:১৮।
[৪৩:২৭] পয়দা ১২:১৮।
[৪৩:২৮] শুমারী ৫:২৭; দ্বি:বি ১৩:১৫; ইশা

৪৩:১৫ সৃষ্টিকর্তা। আয়াত ১ ও নোট দেখুন। *বাদশাহ্‌।* আল্লাহ্‌কে দ্বি.বি. ৩৩:৫ আয়াতে “যিশুরূণের বাদশাহ্‌” বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ১ শামু ৮:৭ আয়াত)।

৪৩:১৬-১৭ এখানে সমুদ্র অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে (আয়াত ২ ও নোট দেখুন)। ফেরাউনের রথ ও ঘোড়সওয়ারেরা ইসরাইলের আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (৫১:১০; হিজ ১৪:২৮; ১৫:১-৫, ১০ আয়াত দেখুন)।

৪৩:১৭ পাটের মত ... নিভে যায়। এর সাথে তুলনা করুন ৪২:৩ আয়াত।

৪৩:১৮-১৯ পুরানো সমস্ত কাজকর্ম ... নতুন কাজ। ৪১:২২; ৪২:৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৩:১৯ মরুভূমির মধ্যে পথ। ৩৫:৮; ৪০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *মরুভূমিতে নদনদী।* আয়াত ২০; ৩২:২ ও নোট দেখুন। এর সাথে তুলনা করুন ৪২:১৫ আয়াত ও নোট।

৪৩:২০ শিয়াল ও উট পাখি। মরুভূমিতে বাসকারী প্রাণীরা (১৩:২১-২২; ৩৪:১৩-১৫; ৩৩:৭ আয়াত দেখুন)।

৪৩:২১ লোকবৃন্দ ... আমার প্রশংসা তবলিগ করবে। তুলনা করুন ৪২:১২ আয়াত।

৪৩:২২-২৪ ইসরাইলীয়রা অনেক কোরবানী ও নৈবেদ্য উপহার হিসেবে এনেছিল বটে (১:১১-১৫ আয়াত ও নোট দেখুন), কিন্তু তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ ছিল না।

৪৩:২২ ডাক নি ... ক্লান্ত হয়েছ। ইসরাইলীয়দের মুনাজাত আন্তরিক ছিল না (তুলনা করুন জবুর ৬৯:৩ আয়াত)।

৪৩:২৩ ভারগ্রস্ত করি নি ... ক্লান্ত করি নি। আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের কাছ থেকে খুব বেশি বা অসহনীয় কিছু চান না।

৪৩:২৪ বচ। ধূপ নৈবেদ্য দেওয়ার সময় এটি প্রয়োজন হত (আয়াত ২৩ দেখুন), সেই সাথে সোলায়মান ৪:১৪; ইয়ার ৬:২০ আয়াতও দেখুন। *মেদ।* ৩৪:৬ আয়াত দেখুন। গোলামীর কাজ করিয়েছ ... ক্লান্ত করেছ।

৪৩:২৫ সমস্ত অধর্ম মার্জনা করি ... গুনাহ্‌ মনে রাখবো না। ইসরাইল জাতির যে শাস্তি লাভ করার কথা ছিল তা সে পাবে না (আয়াত ২৮), কারণ আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় লোকদেরকে সব সময় ক্ষমা করতে ও ফিরিয়ে নিয়ে আসতে আগ্রহী (১:১৮; ৪৪:২২-২৩ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৪০:২ আয়াত ও নোট)।

৪৩:২৬ আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও। মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে আদালতে দাঁড় করিয়েছেন, যেমনটা তিনি ৪১: ২১-২২ আয়াতে জাতিগণের ক্ষেত্রে করেছেন।

৪৩:২৭ আদিপিতা। হতে পারে (১) আদম (সমগ্র মানব জাতির আদি পিতা; পয়দা ৫:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে লূক ৩:২৩-৩৮ আয়াত দেখুন), (২) ইব্রাহিম (যাঁর মাধ্যমে ইসরাইল জাতির সূচনা হয়েছিল; ৫১:২ আয়াত দেখুন) কিংবা (৩) ইয়াকুব (আরও নিকটতম আদি পিতা, তুলনা করুন আয়াত ২২, ২৮)। প্রত্যেকেই গুনাহ্‌গার, যা এই গুনাহ্‌গার প্রজন্মের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। *তোমার মুখপাত্ররা।* সম্ভবত ইমামেরা ও নবীরা।

৪৩:২৮ নাপাক করলাম ... বিদ্রূপের হাতে তুলে দিলাম। এর সাথে ৩৪:২ আয়াতের নোটও দেখুন। ইসরাইলের যে সকল নগরী এভাবে মূর্তিপূজার চর্চা করবে তাদের সকলেরই একই পরিণতি হবে (দ্বি.বি. ১৩:১২-১৫)। জেরুশালেম নগরী ব্যাবিলনীয়দের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ২৫:৮-৯) তাদের মূর্তিপূজার কারণে (ইহি ৭:১৫-২২ আয়াত)।

২৫ আমি, আমিই আমার নিজের অনুরোধে
তোমার সমস্ত অধর্ম মার্জনা করি, তোমার সমস্ত
গুনাহ্ মনে রাখবো না। ২৬ আমাকে স্মরণ করিয়ে
দাও; এসো, আমরা পরস্পর বিচার করি; তুমি
যেন নির্দোষ বলে প্রমাণিত হও, সেজন্য নিজের
কথা বল। ২৭ তোমার আদিপিতা গুনাহ্ করলো,
তোমার মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম করেছে।
২৮ এজন্য আমি পবিত্র স্থানের ইমামদেরকে
নাপাক করলাম এবং ইয়াকুবকে অভিশাপে ও
ইসরাইলকে বিদ্রূপের হাতে তুলে দিলাম।

মনোনীত ইসরাইল

৪৪ ১ কিন্তু হে আমার গোলাম ইয়াকুব, হে
আমার মনোনীত ইসরাইল, তুমি এখন
শোন। ২ যিনি তোমাকে গঠন করেছেন, গর্ভ
থেকে তোমাকে নির্মাণ করেছেন ও তোমার
সাহায্য করবেন, সেই মাবুদ এই কথা বলেন, হে
আমার গোলাম ইয়াকুব, হে আমার মনোনীত
যিশুরূণ, ভয় করো না। ৩ কেননা আমি পিপাসিত
ভূমির উপরে পানি এবং শুকনো স্থানের উপরে
পানিপ্রবাহ ঢেলে দেব; আমি তোমার বংশের
উপরে আমার রূহ্, তোমার সন্তানদের উপরে
আমার দোয়া ঢেলে দেব। ৪ পানির স্রোতের ধারে
যেমন বাইশী গাছ, তেমনি ঘাসের মধ্যে তারা
অঙ্কুরিত হবে। ৫ এক জন বলবে, আমি মাবুদের;
আর এক জন ইয়াকুবের নামে অভিহিত হবে;
এবং আর এক জন নিজের হাতে লিখবে 'আমি
মাবুদের' ও ইসরাইল নাম গ্রহণ করবে।
৬ মাবুদ, ইসরাইলের বাদশাহ্, তার মুক্তিদাতা,
বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, আমিই

৪২:২৪; জাকা ৫:৩।
[৪৪:১] পয়দা ১৬:১১।
[৪৪:২] জবুর ১৪৯:২।
[৪৪:৩] যোয়েল ৩:১৮; ইউ ৪:১০।
[৪৪:৪] আইউ ৫:২৫; জবুর ৭২:১৬।
[৪৪:৫] জবুর ১১৬:১৬; ইয়ার ৫০:৫।
[৪৪:৬] প্রকা ১:৮, ১৭।
[৪৪:৭] দ্বি:বি ৩২:৩৯।
[৪৪:৮] পয়দা ৪৯:২৪।
[৪৪:৯] হিজ ২০:৪; লেবীয় ১৯:৪।
[৪৪:১০] ইয়ার ১০:৫; প্রেরিত ১৯:২৬।
[৪৪:১১] ২বাদশা ১৯:১৮।
[৪৪:১২] প্রেরিত ১৭:২৯।
[৪৪:১৩] জবুর ১১৫:৪-৭।
[৪৪:১৪] ইশা ৪১:১৯।
[৪৪:১৫] হিজ ২০:৫; প্রকা ৯:২০।

আদি, আমিই অন্ত, আমি ছাড়া আর কোন
আল্লাহ্ নেই। ৭ আমার মত কে ডাকবে ও তা
জানাবে এবং আমার জন্য তা বিন্যাস করবে–
যখন থেকে আমি পুরানো দিনের লোকদের
স্থাপন করেছিলাম? আর যা যা আসছে এবং যা
যা ঘটবে, তারা তা আগেই বলুক। ৮ তোমরা
ভয়ে কেঁপো না বা ভয় করো না; আমি কি
পূর্বকাল থেকে তোমাদেরকে শুনাই নি ও জানাই
নি? আর তোমরাই আমার সাক্ষী। আমি ছাড়া
আর কোন আল্লাহ্ কি আছে? আর কোন শৈল
নেই, আমি আর কাউকেও জানি না।

মূর্তিপূজার নির্বুদ্ধিতা

৯ খোদাই-করা মূর্তির নির্মাতারা সকলে অবস্তু,
তাদের মূল্যবান বস্তুগুলো উপকারী নয়; এবং
তাদের নিজের সাক্ষীরা দেখে না, জানে না, যেন
তারা লজ্জিত হয়। ১০ কে দেবতা নির্মাণ করেছে,
বা যা উপকারী নয়, এমন মূর্তি ছাঁচে ঢেলেছে?
১১ দেখ, তার সমস্ত সহায় লজ্জিত হবে; সেই
শিল্পকরেরা মানুষ মাত্র, তারা সকলে একত্র
হোক, উঠে দাঁড়াক; তারা একেবারে কম্পান্বিত
ও লজ্জিত হবে।
১২ কর্মকার অস্ত্র তৈরি করে, তপ্ত অঙ্গারে পরিশ্রম
করে, হাতুড়ি দ্বারা তা গড়ে, নিজের বলবান বাহু
দ্বারা তা প্রস্তুত করে; আবার সে ক্ষুধিত হয়ে
দুর্বল হয়, পানি পান না করে ক্লান্ত হয়।
১৩ ছুতার মিস্ত্রি সুতা দিয়ে মাপে, সে কলম দ্বারা
তার আকৃতি লিখে, তাতে রেঁদা বুলায়, কম্পাস
দিয়ে তার আকার নির্ধারণ করে এবং পুরুষের
আকৃতি ও মানুষের সৌন্দর্য অনুসারে তা নির্মাণ

৪৪:১-২ আমার গোলাম। ৪১:৮-৯ আয়াত ও নোট দেখুন।
৪৪:২ তোমাকে গঠন করেছেন। ৪৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *গর্ভ থেকে।* আয়াত ২৪ দেখুন। এখানে সৃষ্টিকর্তার মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে (এর সাথে ৪৯:৫; ইয়ার ১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ভয় করো না।* আয়াত ৮; ৪১:১০ ও নোট দেখুন। যিশুরূণ। *ইসরাইল* (আয়াত ১ দেখুন); এই আয়াত ব্যতীত শব্দটি শুধুমাত্র দ্বি.বি. ৩২:১৫; ৩৩:৫, ২৬ আয়াতে পাওয়া যায়।
৪৪:৩ পানি ... পানিপ্রবাহ ঢেলে দেব। ৩০:২৫; ৩২:২; ৩৫:৬-৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ৪১:১৮ আয়াত দেখুন। **আমার রূহ্ ... ঢেলে দেব।** ৩২:১৫; যোয়েল ২:২৮ আয়াতে তা মসীহী যুগের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে জাকা ১২:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।
৪৪:৪ ঘাস। সমৃদ্ধশালী বৃদ্ধি লাভের একটি প্রতীক, যা ৩৫:৭ আয়াতেও দেখা যায় (তুলনা করুন ৩২:২৭; ৪০:৬-৮ আয়াত)।
৪৪:৫ অভিহিত হবে ... নাম গ্রহণ করবে। ইয়াকুবের সাথে, তথা আল্লাহ্‌র লোকদের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ। ৪৩:৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *নিজের হাতে লিখবে।* সম্ভবত এখানে মালিকানার চিহ্ন বোঝানো হচ্ছে (তুলনা করুন ৪৯:১৬; প্রকা ১৩:১৬) কিংবা আনুগত্যের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে (তুলনা করুন হিজ ১৩:৯, ১৬ আয়াত)।
৪৪:৬ ইসরাইলের বাদশাহ্। ৪৩:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *মুক্তিদাতা।* আয়াত ২৪; ৪১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *আদি ... অন্ত।* ৪১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমি ছাড়া ... আল্লাহ্ নেই।* ৪৩:১১; হিজ ২০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।
৪৪:৭ যা যা ঘটবে ... বলুক। ৪১:২২, ২৬ আয়াত ও নোট দেখুন।
৪৪:৮ তোমরাই আমার সাক্ষী। ৪৩:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *শৈল।* ১৭:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। যেমনটা দেখা যায় আয়াত ২; ৪৩:১১-১৩ আয়াতে, যেখানে নবী ইশাইয়া সম্ভবত হযরত মূসার কাওয়ালীটির উপরে আলোকপাত করেছেন, যেখানে আল্লাহ্‌কে "শৈল" বলা হয়েছে (দ্বি.বি. ৩২:৪, ১৫, ৩০-৩১), কিন্তু জবুর শরীফেও এ ধরনের তুলনা দেখা যায় (জবুর ১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন)।
৪৪:৯-২০ মূর্তিপূজারীদের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে উপহাস (৪০:১৮-২০ আয়াত ও নোট দেখুন)।
৪৪:৯ অবস্তু ... উপকারী নয়। অন্য জাতিরা ও তাদের দেবতাদের মত (৪০:১৭; ৪১:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *লজ্জিত হয়।* তুলনা করুন আয়াত ১১; ৪২:১৭; ৪৫:১৬ আয়াত।
৪৪:১২ দুর্বল হয়। কিন্তু আল্লাহ্ কখনো দুর্বল হন না (৪০:২৮ আয়াত দেখুন)।

করে, যেন তা বাড়িতে বাস করতে পারে।
১৪ কেউ নিজের জন্য এরস গাছ কাটে, তর্সা ও
অলোন গাছ গ্রহণ করে, বনের গাছপালার মধ্যে
কোন শক্তিশালী গাছ মনোনীত করে; সে ঝাউ
গাছ রোপন করে, আর বৃষ্টি তা পালন করে।
১৫ পরে তা জ্বালানি কাঠ হয়ে মানুষের ব্যবহারে
আসে; সে তার কিছু নিয়ে আগুন পোহায়; আব-
ার তুন্দুর তপ্ত করে রুটি তৈরি করে; আবার
একটি দেবমূর্তি নির্মাণ করে তার উপাসনা করে,
একটি মূর্তি নির্মাণ করে তার কাছে ভূমিতে উবুড়
হয়। ১৬ সে তার একটি অংশ আগুনে পোড়ায়,
অন্য অংশ দ্বারা গোশ্‌ত রান্না করে ভোজন করে,
শূল্যমাংস প্রস্তুত করে তৃপ্ত হয়, আবার আগুন
পোহায়ে বলে, আহা, আমি আগুন পোহালাম,
আগুনের তাপ নিলাম! ১৭ আর সে তার অবশিষ্ট
অংশ দ্বারা একটি দেবতা, নিজের জন্য একটি
মূর্তি নির্মাণ করে, সে তার কাছে ভূমিতে উবুড়
হয় প্রণাম করে এবং তার কাছে প্রার্থনা করে
বলে, আমাকে উদ্ধার কর, কেননা তুমি আমার
দেবতা। ১৮ তারা জানে না ও বিবেচনা করে না;
কেননা তিনি তাদের চোখ বন্ধ করেছেন, তাই
তারা দেখতে পায় না; তাদের অন্তর বন্ধ
করেছেন, তাই তারা বুঝতে পারে না। ১৯ কেউই
মনে করে না, কারো এমন জ্ঞান বা বুদ্ধি নেই যে
বলবে, আমি এর একটি অংশ আগুনে পুড়িয়েছি,
আবার এর তপ্ত অঙ্গারে রুটি তৈরি করেছি, আমি
শূল্যমাংস প্রস্তুত করে ভোজন করেছি, তবে এর
অবশিষ্ট অংশ দ্বারা কি ঘৃণার বস্তু নির্মাণ করবো?
কাঠের খণ্ডকে কি সেজদা করবো? ২০ সে
ভস্মভোজী, মন্ত্রমুগ্ধ অন্তর তাকে ভ্রান্ত করেছে,
সে তার প্রাণ উদ্ধার করতে পারে না এবং এও
বলে না যে, আমার ডান হাতে কি মিথ্যা কথা
নেই?

ইসরাইলকে ভুলে যাওয়া হবে না

২১ হে ইয়াকুব, হে ইসরাইল, তুমি এসব স্মরণ
কর, কেননা তুমি আমার গোলাম, আমি
তোমাকে গঠন করেছি; তুমি আমার গোলাম; হে
ইসরাইল, আমি তোমাকে ভুলে যাব না। ২২ আমি
তোমার সমস্ত অধর্ম কুয়াশার মত, তোমার সমস্ত
গুনাহ্‌ মেঘের মত ঘুচিয়ে দিয়েছি; তুমি আমার
প্রতি ফের, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করেছি।
২৩ হে বেহেশতগুলো, তোমরা আনন্দ-রব কর,
কেননা মাবুদ এই কাজ করেছেন;
হে দুনিয়ার অধঃস্থানগুলো জয়-জয়ধ্বনি
কর;
হে পর্বতমালা, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর,
হে বন ও তার মধ্যেকার সকল গাছপালা,
তোমরাও আনন্দ-গান কর কেননা মাবুদ
ইয়াকুবকে মুক্ত করেছেন,
এবং ইসরাইলের মধ্যে নিজেকে মহিমান্বিত
করবেন।

কাইরাসকে নিয়ে মাবুদের পরিকল্পনা

২৪ তোমার মুক্তিদাতা এবং গর্ভ হতেই তোমার
গঠনকারী মাবুদ এই কথা বলেন, আমি মাবুদ
সর্ববস্তুর নির্মাতা, আমি একাকী আসমান বিস্তার
করেছি, আমি ভূতল বিছিয়েছি; আমার সঙ্গী কে?
২৫ মাবুদ বাচালদের চিহ্নগুলো ব্যর্থ করেন ও
গণকদেরকে পাগল করে তোলেন, তিনি
জ্ঞানবানদেরকে হটিয়ে দেন ও তাদের জ্ঞান
মূর্খতাস্বরূপ করেন। ২৬ তিনি তাঁর গোলামের
কথা সফল করেন ও তাঁর দূতদের মন্ত্রণা সিদ্ধ
করেন; তিনি জেরুশালেমের বিষয়ে বলেন, তা
বসতিবিশিষ্ট হবে, আর এহুদার নগরগুলোর
বিষয়ে বলেন, সেগুলো পুনর্নির্মিত হবে, আর
আমি দেশের উৎসন্ন সমস্ত স্থান আবার তৈরি
করবো। ২৭ তিনি অগাধ পানিকে বলেন, শুকিয়ে
যাও, আমি তোমার নদনদী শুকিয়ে ফেলব।
২৮ তিনি কাইরাসের উদ্দেশে বলেন, আমার
পালরক্ষক, সে আমার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ
করবে। তিনি জেরুশালেমের বিষয়ে বলেন, সে
পুনর্নির্মিত হবে এবং এবাদতখানাকে বলেন,
তোমার ভিত্তিমূল স্থাপিত হবে।

আল্লাহ্‌র হাতিয়ার কাইরাস

৪৫ ১ মাবুদ তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তি
কাইরাসের বিষয়ে এই কথা বলেন,
আমি তার ডান হাত ধরেছি, আমি তার সম্মুখে

[৪৪:১৬] ইশা ৪৭:১৪।
[৪৪:১৭] হিজ ২০:৫; ইশা ২:৮; ইয়ার ১:১৬।
[৪৪:১৮] ইশা ১:৩; ১৬:১২; ইয়ার ৪:২২; ১০:৮, ১৪, ১৪-১৫।
[৪৪:১৯] দ্বি:বি ২৭:১৫।
[৪৪:২০] আইউ ১৫:৩১; রোমীয় ১:২১-২৩, ২৮; ২থিষ ২:১১।
[৪৪:২১] ইশা ৪৬:৮; জাকা ১০:৯।
[৪৪:২২] ২শামু ১২:১৩; ২খান্দান ৬:২১; প্রেরিত ৩:১৯।
[৪৪:২৩] ১খান্দান ১৬:৩১; জবুর ১৪৮:৭।
[৪৪:২৪] আইউ ১৯:২৫; ইশা ৪৩:১৪।
[৪৪:২৫] জবুর ৩৩:১০।
[৪৪:২৬] ইশা ৫৯:২১; জাকা ১:৬।
[৪৪:২৭] ইশা ১১:১৫; ১৯:৫; প্রকা ১৬:১২।
[৪৪:২৮] ২খান্দান ৩৬:২২; ইশা ৪১:২।
[৪৫:১] জবুর ৪৫:৭।
[৪৫:২] হিজ ২৩:২০।
[৪৫:৩] ২বাদশা ২৪:১৩; ইয়ার ৫০:৩৭; ৫১:১৩।

৪৪:১৬ ভোজন করে … আগুন পোহায়ে। কাঠ দিয়ে অন্যান্য স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি প্রতিমা নির্মাণও করা হত (আয়াত ১৯ দেখুন)।

৪৪:১৯ ঘৃণার বস্তু। মাবুদ দেবতাদের মূর্তি ঘৃণা করেন (দ্বি.বি. ২৭:১৫ আয়াত দেখুন)।

৪৪:২১ আমার গোলাম। আয়াত ১-২; ৪১:৮-৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৪:২৪ মুক্তিদাতা। ৪১:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৪:২৫ বাচালদের চিহ্নগুলো। অর্থাৎ ভণ্ড নবীদের চিহ্ন। দ্বি.বি. ১৩:১-৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৪:২৮ কাইরাস। ৪১:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *পালরক্ষক।* অনেক সময় শাসনকর্তাদের ও বাদশাহ্‌দেরকে এই সম্বোধনে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

৪৫:১ তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তি। "মসীহ্‌" নামটি এসেছে এই শব্দের হিব্রু প্রতিরূপ থেকে। এখানে বিদেশী একজন শাসক কাইরাসকে "অভিষিক্ত ব্যক্তি" সম্বোধন করা হচ্ছে, ঠিক যেভাবে ৪৪:২৮ আয়াতে তাঁকে পালরক্ষক বলা হয়েছে; কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁকে বাদশাহ্‌ হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যা তাঁর জাতি ইসরাইলের মঙ্গলের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল। এভাবেই বাদশাহ্‌ বখতে নাসারকেও "আমার গোলাম" বলা হয়েছিল (ইয়ার ২৫:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ২৭:৬; ৪৩:১০)।

৪৫:৩ যেন তুমি জানতে পার। আল্লাহ্‌র কাজই তাঁর শক্তির পরিচয় বহন করে (এর সাথে তুলনা করুন ইহি ৬:৭; ৭:২৭ আয়াত)।

BACIB
International Bible
CHURCH

নানা জাতিকে পরাজিত করবো, আর
বাদশাহ্‌দের রাজপোশাক খুলে ফেলবো; আমি
তার আগে সমস্ত কবাট মুক্ত করবো, আর
তোরণদ্বারগুলো বন্ধ থাকবে না। ২ আমি তোমার
অগ্রভাগে গমন করে উঁচু-নিচু স্থান সমান করবো,
আমি ব্রোঞ্জের কবাট ভেঙ্গে ফেলব ও লোহার
হুড়কা কেটে ফেলবো। ৩ আর আমি তোমাকে
অন্ধকার জায়গায় রাখা ধনকোষ ও গুপ্ত স্থানে
সঞ্চিত ধন-সম্পদ দেব, যেন তুমি জানতে পার,
আমি মাবুদই তোমার নাম ধরে ডাকি, আমি
ইসরাইলের আল্লাহ্‌। ৪ আমার গোলাম ইয়াকুবের
ও আমার মনোনীত ইসরাইলের জন্য আমি
তোমার নাম ধরে তোমাকে ডেকেছি; তুমি
আমাকে না জানলেও তোমাকে উপাধি দিয়েছি।
৫ আমিই মাবুদ, আর কেউ নয়; আমি ছাড়া অন্য
আল্লাহ্‌ নেই; তুমি আমাকে না জানলেও আমি
তোমাকে শক্তিশালী করবো; ৬ যেন সূর্যোদয়ের
স্থান থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত লোকে জানতে
পারে যে, আমি ছাড়া অন্য আর কেউ নেই;
আমিই মাবুদ, আর কেউ নয়। ৭ আমি আলোর
রচনাকারী ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা, আমি শান্তির
রচনাকারী ও অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা; আমি মাবুদ এই
সকলের সাধনকর্তা।

৮ হে আসমান, উপর থেকে শিশির বর্ষণ কর,
মেঘমালা ধার্মিকতা বর্ষণ করুক;
ভূমি বিদীর্ণ হোক যেন উদ্ধার-ফল উৎপন্ন
হতে পারে,
দুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ধার্মিকতা অঙ্কুরিত করুক
আমি মাবুদ এর সৃষ্টিকর্তা।

৯ ধিক্‌ তাকে, যে তাঁর নির্মাতার সঙ্গে ঝগড়া
করে; সে তো মাটির খোলার মধ্যবর্তী খোলা
মাত্র। মাটি কি কুমারকে বলবে, ‘তুমি কি নির্মাণ
করছো?’ তোমার সৃষ্ট বস্তু কি বলবে, ‘ওর হাত
নেই’? ১০ ধিক্‌ তাকে, যে পিতাকে বলে, ‘তুমি
কি জন্মাচ্ছ?’ কিংবা স্ত্রীলোককে বলে,’ তুমি কি
প্রসব করছো?’
১১ মাবুদ, ইসরাইলের পবিত্রতম ও তার
নির্মাতা এই কথা বলেন, তোমরা আগামী
ঘটনাগুলোর বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা কর;
আমার সন্তানদের ও আমার হাতের কাজের
বিষয়ে আমাকে হুকুম দাও। ১২ আমি দুনিয়া
নির্মাণ করেছি ও দুনিয়ার উপরে মানবজাতির
সৃষ্টি করেছি; আমি আমার হাতে আসমান
বিছিয়ে দিয়েছি এবং আসমানের সমস্ত বাহিনীকে
হুকুম দিয়ে আসছি। ১৩ আমিই ওকে ধর্মশীলতায়
উজ্জীবিত করেছি, আর ওর সকল পথ সমান
করবো; সেই আমার নগরটি গাঁথবে এবং আমার
বন্দী থাকা লোকদের ছেড়ে দেবে, বিনামূল্যে ও
বিনা পুরস্কারেই দেবে, এই কথা বাহিনীগণের
মাবুদ বলেন।
১৪ মাবুদ এই কথা বলেন, মিসরের উপার্জিত
সম্পত্তি ও ইথিওপিয়ার বাণিজ্যের লাভ এবং
দীর্ঘকায় সবায়ীয়রা তোমার কাছে আসবে, তারা
তোমারই হবে; তারা তোমার পশ্চাদ্‌গামী হবে;
শিকলে বাঁধা অবস্থায় আসবে; আর তোমার
কাছে ভূমিতে উবুড় হয়ে এই কথা নিবেদন
করবে, ‘তোমারই মধ্যে আল্লাহ্‌ আছেন, আর
কেউ নয়, আর কোন আল্লাহ্‌ নেই।’
১৫ হে ইসরাইলের আল্লাহ্‌, হে নাজাতদাতা,
সত্যি, তুমি আত্মগোপনকারী আল্লাহ্‌। ১৬ তারা
সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ন হবে, তারা একসঙ্গে
অপমানিত হয়ে চলে যাবে, সেই মূর্তি-
নির্মাতারা! ১৭ কিন্তু ইসরাইল মাবুদ কর্তৃক
অনন্তকালস্থায়ী উদ্ধার পেয়েছে; তোমরা
অনন্তকালেও কখনও লজ্জিত বা বিষণ্ন হবে না।
১৮ কেননা আসমানের সৃষ্টিকর্তা মাবুদ, স্বয়ং
আল্লাহ্‌, যিনি দুনিয়াকে সংগঠন করে নির্মাণ
করেছেন, তা স্থাপন করেছেন ও অনর্থক সৃষ্টি না
করে বাসোপযোগী করে নির্মাণ করেছেন, তিনি
এই কথা বলেন, আমিই মাবুদ, আর কেউ নয়।
১৯ আমি গোপনে অন্ধকারময় দেশের কোন স্থানে
কথা বলি নি; আমি ইয়াকুবের বংশকে এই
কালাম বলি নি যে, ‘তোমরা অনর্থক আমার
খোঁজ কর, আমি মাবুদ ন্যায্য কালাম বলি,

[৪৫:৪] প্রেরিত ১৭:২৩।
[৪৫:৫] দ্বি:বি ৩২:১২; জবুর ১৮:৩১।
[৪৫:৬] জবুর ১১৩:৩।
[৪৫:৭] পয়দা ১:৪; হিজ ১০:২২।
[৪৫:৮] আমোস ৫:২৪; মালা ৪:২।
[৪৫:৯] ১করি ১০:২২।
[৪৫:৯] রোমীয় ৯:২০-২১।
[৪৫:১১] জবুর ৮:৬।
[৪৫:১২] পয়দা ১:১।
[৪৫:১৩] ২খান্দান ৩৬:২২; ইশা ৪১:২।
[৪৫:১৪] ২শামু ৮:২।
[৪৫:১৫] দ্বি:বি ৩১:১৭; জবুর ৪৪:২৪।
[৪৫:১৬] জবুর ৩৫:৪; ইশা ১:২৯।
[৪৫:১৭] রোমীয় ১১:২৬।
[৪৫:১৮] পয়দা ১:১।
[৪৫:১৯] ইয়ার ২:৩১।
[৪৫:২০] জবুর ১১৫:৭; ইয়ার ১০:৫।
[৪৫:২১] জবুর ৪৬:১০; ইশা ৪৬:৯; মার্ক ১২:৩২।

৪৫:৭ অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা … অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা। এ ধরনের অন্ধকার মিসরীয়দেরকে আচ্ছন্ন করেছিল (হিজ ১০:২১-২৩; জবুর ১০৫:২৮ আয়াত দেখুন)।

৪৫:৮ শিশির বর্ষণ কর … ধার্মিকতা বর্ষণ করুক। প্রাচুর্যের চিত্র হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে (হোসিয়া ১০:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ধার্মিকতা।* পারসিক বাদশাহ্‌ মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ সব কিছু আবার ন্যায্য অবস্থানে নিয়ে চলেছেন।

৪৫:৯ মাটি কি কুমারকে বলবে। ২৯:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৬৪:৮; ইয়ার ১৮:৬; এর সাথে রোমীয় ৯:২০-২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৫:১১ ইসরাইলের পবিত্রতম। ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৫:১৩ আমিই ওকে ধর্মশীলতায় উজ্জীবিত করেছি। এখানে বাদশাহ্‌ কাইরাসের কথা বলা হচ্ছে, ৪১:২ আয়াতের নোট দেখুন। *ওর সকল পথ সমান করবো।* অর্থাৎ বাদশাহ্‌ কাইরাস তাঁর লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবেন না (আয়াত ২ দেখুন; আরও দেখুন ৪০:৩ আয়াত ও নোট; তুলনা করুন মেসাল ৩:৬ আয়াত ও নোট)।

৪৫:১৪ উপার্জিত সম্পত্তি … বাণিজ্যের লাভ। ১৮:৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *মিসর … ইথিওপিয়া … সবা।* ১৮:১; ৪৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৫:১৫ আত্মগোপনকারী। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও কার্যক্রম মানুষের বোধগম্যতার বাইরে (৫৪:৮; ৫৫:৮-৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৫:১৭ অনন্তকালস্থায়ীউদ্ধার। এর সাথে তুলনা করুন "অনন্তকালস্থায়ী দয়া", আয়াত ৫৪:৮ দেখুন।

৪৫:২০ তারা কিছুই জানে না … উদ্ধার করতে পারে না। ৪৪:১৭-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *মূর্তির কাঠ।* ৪৪:১৭, ১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

সরলতার কথা বলি।

মূর্তি ব্যাবিলনকে রক্ষা করবে না

২০ হে জাতিদের মধ্য থেকে উত্তীর্ণ লোক
সকল, তোমরা একত্র হয়ে এসো, একসঙ্গে কাছে
এসো, তারা কিছুই জানে না, যারা নিজেদের
মূর্তির কাঠ বয়ে বেড়ায়, যারা এমন দেবতার
কাছে মুনাজাত করে, যে উদ্ধার করতে পারে না।
২১ তোমরা সংবাদ দাও, কথা উপস্থিত কর; হ্যাঁ,
সকলে পরস্পর মন্ত্রণা করুক। আগে থেকে এই
কথা কে জানিয়েছে? সেকাল থেকে কে সংবাদ
দিয়েছে? আমি মাবুদ কি করি নি? আমি ছাড়া
অন্য কোন আল্লাহ্ নেই; আমি ধর্মশীল ও
উদ্ধারকারী আল্লাহ্; আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই।
২২ হে দুনিয়ার শেষ সীমাগুলো, আমার প্রতি
দৃষ্টি করে উদ্ধার লাভ কর, কেননা আমিই
আল্লাহ্, আর কেউ নয়। ২৩ আমি আমার নামে
শপথ করেছি, আমার ধার্মিকতায় আমার মুখ
কথা বলেছে, একটি কালাম, যা ফিরে আসবে
না, বস্তুত আমার কাছে প্রত্যেকে হাঁটু পাতবে,
প্রত্যেক জিহ্বা শপথ করবে। ২৪ লোকে আমাকে
বলবে, কেবল মাবুদেই ধার্মিকতা ও শক্তি আছে;
তাঁরই কাছে লোকেরা আসবে এবং যেসব লোক
তাঁতে বিরক্ত, তারা লজ্জিত হবে। ২৫ মাবুদেই
ইসরাইলের সমস্ত বংশ ধার্মিক বলে গণ্য হবে ও
গৌরব লাভ করবে।

ব্যাবিলনের দেবতাদের পতন

৪৬ ১ বেল নত হল, নবো উবুড় হয়ে
পড়লো;
তাদের মূর্তিগুলো জন্তুদের উপরে ও
পশুদের উপরে;
তোমরা যাদেরকে তুলে নিয়ে বেড়াতে,
তারা বোঝা হল, ক্লান্ত পশুর ভার হল।
২ তারা একসঙ্গে উবুড় হল, নত হয়ে পড়লো,
বোঝা রক্ষা করতে পারল না,
বরং নিজেরা বন্দী হয়ে চলে গেল।
৩ হে ইয়াকুবের কুল, হে ইসরাইলকুলের সমস্ত
অবশিষ্টাংশ,
আমার কথা শোন;
গর্ভ থেকে আমি তোমাদেরকে বহন করে
আসছি,
মায়ের গর্ভ থেকে তোমাদেরকে বহন করে
আসছি।
৪ আর তোমাদের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমি যে সেই
থাকব,
তোমাদের চুল পাকবার বয়স পর্যন্ত আমিই
তুলে বহন করবো;
আমিই নির্মাণ করেছি, আমিই বহন করবো;
হ্যাঁ, আমিই তুলে বহন করবো, রক্ষা করবো।
৫ তোমরা আমাকে কার সদৃশ ও কার সমান
বলবে,
কিংবা কার সঙ্গে আমার উপমা দিলে আমরা
পরস্পর সমান হব?
৬ তারা থলি থেকে সোনা ঢালে,
নিক্তিতে রূপা ওজন করে,
স্বর্ণকারকে বানি দেয়,
আর সে তা দ্বারা একটি দেবতা নির্মাণ করে,
পরে তারা ভূমিতে উবুড় হয়ে সেজ্‌দা করে।
৭ তারা তাকে কাঁধে তুলে বহন করে,
স্বস্থানে বসিয়ে দেয়, তাতে সে দাঁড়িয়ে থাকে,
তার স্থান থেকে সরে না;
আবার এক জন তার কাছে কান্নাকাটি করে,
কিন্তু সে উত্তর দিতে পারে না,
কাউকেও সঙ্কট থেকে নিস্তার করতে পারে
না।
৮ তোমরা এই স্মরণ কর ও পুরুষত্ব দেখাও;
হে অধর্মাচারীরা, মনোযোগ দাও।
৯ সেকালের পুরানো সমস্ত কাজ স্মরণ কর;
কারণ আমিই আল্লাহ্, আর কেউ নয়;
আমি আল্লাহ্, আমার মত কেউ নেই।
১০ আমি শেষ কালের বিষয় আদি কাল থেকে
জানাই,
যে কাজ এখনও করা হয় নি, তা আগে
জানাই,
আর বলি, আমার মন্ত্রণা স্থির থাকবে,
আমি নিজের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করবো।
১১ আমি পূর্ব দিক থেকে হিংস্র পাখিকে,
দূরদেশ থেকে আমার মন্ত্রণার মানুষকে,
আহ্বান করি;
আমি বলেছি, আর আমি সফল করবো;
আমি কল্পনা করেছি, আর আমি সিদ্ধ করবো।
১২ হে কঠিন-চিত্তেরা,
তোমরা যারা ধার্মিকতা থেকে দূরবর্তী,

[৪৫:২২] জাকা ১২:১০।
[৪৫:২৩] জবুর ৬৩:১১; ইশা ১৯:১৮; রোমীয় ১৪:১১; ফিলি ২:১০-১১।
[৪৫:২৪] ইয়ার ৩৩:১৬।
[৪৫:২৫] ইশা ২৪:২৩; ৪১:১৬।
[৪৬:১] ইশা ২১:৯; ইয়ার ৫০:২; ৫১:৪৪।
[৪৬:১] ১শামু ৫:২।
[৪৬:১] ইশা ৪৫:২০।
[৪৬:২] কাজী ১৮:১৭-১৮; ২শামু ৫:২১; ইয়ার ৫১:৪৭।
[৪৬:৩] দ্বি:বি ১:৩১; জবুর ২৮:৯।
[৪৬:৪] দ্বি:বি ৩২:৩৯; ইশা ৪৩:১৩।
[৪৬:৫] হিজ ১৫:১১; আইউ ৪১:১০; ইশা ৪০:১৮, ২৫; ইয়ার ৪৯:১৯।
[৪৬:৬] হিজ ২০:৫; ইশা ৪৪:১৭; হোশেয় ১৩:২।
[৪৬:৭] ১শামু ৫:৩; ইশা ৪১:৭।
[৪৬:৮] ইশা ৪৪:২১।
[৪৬:৯] দ্বি:বি ৩২:৭।
[৪৬:১০] মেসাল ১৯:২১; ইশা ৭:৭, ৯; ৪৪:২৬; অপ ৫:৩৯; ইফি ১:১১।
[৪৬:১১] কাজী ৪:১০; উজা ১:২।
[৪৬:১২] হিজ ৩২:৯; ইশা ৯:৯।
[৪৬:১৩] রোমীয় ৩:২১।
[৪৭:১] আইউ ২:১৩; ইশা ২৯:৪।

৪৫:২২ আমার প্রতি দৃষ্টি করে উদ্ধার লাভ কর। ৪৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ৫৫:৭ আয়াতের আমন্ত্রণও দেখুন।
৪৫:২৫ গৌরব লাভ করবে। এই শব্দটি মূল হিব্রু প্রতিরূপ হচ্ছে অহঙ্কার; ৪১:১৬ আয়াত দেখুন।
৪৬:১ বেল। ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা মারডকের আরেকটি নাম। "বেল" নামটি কেনানীয় "বাল" নামটির সমার্থক এবং এর অর্থ হচ্ছে "প্রভু"।
৪৬:২ বন্দী হয়ে চলে গেল। যারা এই সকল দেবতাদের পূজা করতো তারা নিজেরা বন্দীদশায় চলে যাওয়াতে তারাও বন্দীদশায় গেল।
৪৬:৯ সেকালের পুরানো সমস্ত কাজ। ৪১:২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমার মত কেউ নেই।* ৪৩:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।
৪৬:১১ পূর্ব ... হিংস্র পাখি। কাইরাস, পারস্যের বাদশাহ্ (৪১:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।
৪৬:১৩ ধর্মশীলতা। এখানে শব্দটি নাজাতের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ৪১:২; ৪৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।
৪৭:১ ধূলিতে বস ... ভূমিতে বস। শোক প্রকাশের চিহ্ন

আমার কথা শোন;
১৩ আমি নিজের ধর্মশীলতা কাছে নিয়ে
আসলাম;
তা দূরে থাকবে না, আর আমার উদ্ধারের
বিলম্ব হবে না;
আমার শোভাস্বরূপ ইসরাইলের জন্য আমি
সিয়োনে উদ্ধার স্থাপন করবো।

ব্যাবিলনের পতন

৪৭ ১ হে কুমারী ব্যাবিলন-কন্যে, তুমি
নেমে ধূলিতে বস;
হে কল্‌দীয়দের কন্যে, ভূমিতে বস,
সিংহাসন নেই;
কেননা লোকে তোমাকে আর কোমলা ও
সুখভোগিনী বলে ডাকবে না।
২ যাঁতা নিয়ে শস্য পেষণ কর,
তোমার ঘোমটা খোল, পায়ের কাপড়
তোল,
জঙ্ঘা অনাবৃত কর, পায়ে হেঁটে নদনদী পার
হও।
৩ তোমার নগ্নতা প্রকাশিত হবে,
হ্যাঁ, তোমার লজ্জার বিষয় দৃশ্য হবে;
‘আমি প্রতিশোধ দেব, কারো অনুরোধ
মানব না।’
৪ আমাদের মুক্তিদাতা, তাঁর নাম বাহি-
নীগণের মাবুদ,
তিনি ইসরাইলের পবিত্রতম।
৫ হে কল্‌দীয়দের কন্যে, নীরবে বস, অন্ধকারে
আশ্রয় নেও;
কেননা তুমি আর রাজ্যগুলোর রাণী বলে
আখ্যাতা হবে না।
৬ আমি আমার লোকবৃন্দের উপরে ক্রুদ্ধ
হয়েছিলাম,
আমার অধিকার নাপাক করেছিলাম,
তোমার হাতে তাদের তুলে দিয়েছিলাম;
তুমি তাদের প্রতি রহম কর নি,
তোমার জোয়াল অতি ভারী করে বৃদ্ধ
লোকের উপরে দিয়েছ।
৭ আর তুমি বললে, আমি চিরকাল রাণী
থাকব;
তাই তুমি এসব বিষয়ে মনোযোগ দাও নি,
শেষকালের ফলও বিবেচনা কর নি।
৮ অতএব এখন, হে বিলাসিনী! তুমি এই কথা
শোন,
তুমি নির্ভয়ে বসে আছ, মনে মনে বলছো,
আমিই আছি, আমা ভিন্ন আর কেউ নেই,
আমি বিধবা হয়ে বসবো না, সন্তান হারাবার
ব্যথা পাব না।
৯ কিন্তু সন্তান হারানো ও বিধবা হওয়া,
এই উভয়ই অকস্মাৎ একই দিনে তোমার
প্রতি ঘটবে;
তোমার অনেক মায়াবীত্বর ও নানা রকম
ইন্দ্রজালের প্রাচুর্য থাকলেও
উভয়ই পূর্ণ পরিমাণে তোমার উপরে আসবে।
১০ তুমি তোমার দুষ্টতায় নির্ভর করেছ,
তুমি বলেছ, কেউ আমাকে দেখতে পায় না;
তোমার বিদ্যা ও তোমার জ্ঞান তোমাকে
বিপথগামিনী করেছে;
তুমি মনে মনে বলেছ, আমিই আছি, আমা
ভিন্ন আর কেউ নেই।
১১ এজন্য দুর্দশা তোমার উপরে আসবে,
তুমি তা মন্ত্রবলে দূর করতে পারবে না;
তোমার উপরে বিপদ এসে পড়বে,
তুমি তার প্রতিবিধান করতে পারবে না;
তোমার উপরে হঠাৎ বিনাশ উপস্থিত হবে,
অথচ তুমি তার কিছু জান না।
১২ যে বিবিধ ইন্দ্রজাল ও অনেক মায়াবীত্বের
দরুন
তুমি বাল্যকাল থেকে পরিশ্রম করে আসছ,
এখন সেসব নিয়ে দাঁড়াও;
দেখি, যদি উপকার পাও,
দেখি, যদি ভয় দেখাতে পার।
১৩ তুমি নিজের অনেক মন্ত্রণায় ক্লান্ত হয়েছ;
তবে জ্যোতিষীরা, নক্ষত্রদর্শীরা,
যে দৈবজ্ঞেরা প্রতি মাসে ভবিষ্যদ্বাণী করে
তারা উঠে বলুক,
তোমার প্রতি যা যা ঘটবে, তা থেকে
তোমাকে নিস্তার করুক;
১৪ দেখ, তারা খড়ের মত হল;
আগুন তাদের পুড়িয়ে ফেললো;
তারা আগুনের শিখার বল থেকে নিজ নিজ
প্রাণ উদ্ধার করতে পারবে না;
তা উ“হবার অঙ্গার বা সম্মুখে বসবার আগুন
নয়।
১৫ তুমি যেসব বিষয়ে পরিশ্রম করেছ,

[৪৭:২] হিজ ১১:৫; মথি ২৪:৪১। [৪৭:৩] পয়দা ২:২৫; ইহি ১৬:৩৭; নহূম ৩:৫। [৪৭:৪] আইউ ১৯:২৫। [৪৭:৪] ইশা ৪৮:২; ইয়ার ৫০:৩৪; আমোস ৪:১৩। [৪৭:৫] ইশা ১৩:১৯; প্রকা ১৭:১৮। [৪৭:৬] ২খান্দান ২৮:৯। [৪৭:৭] দানি ৪:৩০। [৪৭:৮] মাতম ১:১; প্রকা ১৮:৭। [৪৭:৯] জবুর ৫৫:১৫; ৭৩:১৯; ১থিষ ৫:৩; প্রকা ১৮:৮-১০। [৪৭:১০] ২বাদশা ২১:১৬; ইশা ২৯:১৫। [৪৭:১০] ইশা ৫:২১। [৪৭:১১] লূক ১৭:২৭। [৪৭:১২] হিজ ৭:১১। [৪৭:১৩] ইয়ার ৫১:৫৮; হবক ২:১৩। [৪৭:১৪] ইশা ১০:১৭; ইয়ার ৫১:৩০, ৩২, ৫৮। [৪৭:১৫] প্রকা ১৮:১১। [৪৮:১] পয়দা ২৯:৩৫। [৪৮:১] ইশা ১৯:১৮।

[৪৮:১] ১শামু ২০:৪২; ইশা ৪৩:৭।

(৩:২৬ আয়াত দেখুন)।

৪৭:৩ তোমার নগ্নতা প্রকাশিত হবে। ইহি ১৬:৩৬ আয়াত দেখুন। ব্যাবিলন আর রাণী থাকবে না (আয়াত ৫, ৭ দেখুন)। তাকে পরিণত করা হবে ক্রীতদাসীতে বা পতিতায়।

৪৭:৫ রাজ্যগুলোর রাণী। আয়াত ১ দেখুন। ব্যাবিলন অত্যন্ত সুন্দর একটি নগরী ছিল (আয়াত ১৩:১৯ ও নোট দেখুন) এবং এটি ছিল সমগ্র বিশ্বের পরাশক্তির কেন্দ্র।

৪৭:৭ আমি চিরকাল রাণী থাকব। এর সাথে তুলনা করুন দানি ৪:৩০ আয়াতে বাদশাহ্ বখতে-নাসারের অহঙ্কারমূলক কথা।

৪৭:১০ কেউ আমাকে দেখতে পায় না। ২৯:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৭:১৩ জ্যোতিষীরা, নক্ষত্রদর্শীরা। ব্যাবিলনীয়রা সম্ভবত অন্য যে কোন জাতির চেয়ে বেশি পরিমাণে এ ধরনের জ্যোতিষী ও তারা গণনাকারীদের উপরে নানা বিষয়ে নির্ভরশীল ছিল (দানি ২:২, ১০ আয়াত দেখুন)।

৪৮:১ ইসরাইল নামে আখ্যাত। তারা ইসরাইল জাতির অংশ (৪৩:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ইসরাইল।* পয়দা ৩২:২৮

সেসব তোমার পক্ষে এরকম হল;
যারা তোমার সঙ্গে যৌবন কাল থেকে
বাণিজ্য করেছে,
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে ভ্রান্ত হল,
তোমার নিস্তারকারী কেউ নেই।

ইসরাইলের প্রতি চেতনাবাক্য

৪৮ ১ হে ইয়াকুবের কুল, এই কথা শোন;
তোমরা তো ইসরাইল নামে
আখ্যাত,
এহুদা-জলাশয় থেকে নিঃসৃত;
তোমরা মাবুদের নাম নিয়ে শপথ করে
থাক,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে থাক,
কিন্তু সত্যে নয় ও ধার্মিকতায় নয়।
২ কারণ তারা পবিত্র নগরের লোক বলে
পরিচয় দেয়,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে;
তাঁর নাম বাহিনীগণের মাবুদ।
৩ আগের বিষয়গুলো আমি সেকাল থেকে
জানি;
সেগুলো আমার মুখ থেকে বের হয়েছিল,
আমি তা জানাতাম;
আমি অকস্মাৎ সাধন করলাম, সেগুলো
উপস্থিত হল।
৪ কারণ আমি জানতাম যে, তুমি অবাধ্য,
তোমার ঘাড় লোহার শলাকার মত,
তোমার কপাল ব্রোঞ্জের;
৫ এজন্য আমি আগে থেকে তোমাকে তার
সংবাদ দিয়েছি,
উপস্থিত হবার আগে তা তোমাকে
শুনিয়েছি;
পাছে তুমি বল, আমার মূর্তি এই করেছে,
আমার খোদাই-করা মূর্তি ও আমার ছাঁচে
ঢালা মূর্তি এই হুকুম দিয়েছে।
৬ তুমি শুনেছ, এ সব দেখ;
তোমরা কি তা জানাবে না?
এখন থেকে আমি তোমাকে নতুন নতুন
কথা শোনাই,
সেসব নিগূঢ়, তুমি জানতে পার নি।
৭ সেসব এখনই সৃষ্ট হল, আগে থেকে ছিল
না;
আজকের আগে তুমি সেসব শোন নি;
পাছে তুমি বল যে, আমি সেসব জানতাম।
৮ তুমি তো শোন নি, জানও নি,
আগে থেকে তোমার কান খোলাও হয় নি;
কেননা আমি জেনেছিলাম, তুমি নিতান্ত
বিশ্বাসঘাতক,
গর্ভ থেকে অধর্মাচারী বলে আখ্যাত।
৯ আমি আমার নামের অনুরোধে ক্রোধ সম্বরণ
করবো,
নিজের প্রশংসার্থে তোমার প্রতি সংযত হব,
তোমাকে উচ্ছেদ করবো না।
১০ দেখ, আমি তোমাকে আগুনে খাঁটি করেছি,
কিন্তু রূপা বলে নয়;
দুঃখরূপ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তোমাকে
পরীক্ষাসিদ্ধ করেছি।
১১ আমি নিজের, কেবল নিজেরই অনুরোধে কাজ
করবো,
কারণ আমার নাম কেন নাপাক হবে?
আমি তো আমার গৌরব অন্যকে দেব না।
১২ হে ইয়াকুব, হে আমার আহূত ইসরাইল,
আমার কথায় কান দাও;
আমিই তিনি, আমি আদি,
আবার আমিই অন্ত!
১৩ আমারই হাত দুনিয়ার ভিত্তিমূল স্থাপন
করেছে,
আমার ডান হাত আসমান বিস্তার করেছে;
আমি তাদেরকে ডাকলে সে সমস্ত একসঙ্গে
দাঁড়ায়।
১৪ তোমরা সকলে একত্র হয়ে শোন,
ওদের মধ্যে কে এই সব বিষয়ে আগেই
সংবাদ দিয়েছে?
মাবুদ ঐ যে ব্যক্তিকে মহব্বত করেন,
সে ব্যাবিলনের সম্বন্ধে তাঁর মনোরথ সিদ্ধ
করবে,
তার বাহু কল্‌দীয়দের উপরে স্থাপিত হবে।
১৫ আমি, আমিই কথা বললাম,
হ্যাঁ, আমি তাকে আহ্বান করেছি,
আমি তাকে আনলাম,
আর সে তার পথে কৃতার্থ হবে।
১৬ তোমরা আমার কাছে এসো,
এই কথা শোন, আমি আদি থেকে গোপনে

[৪৮:২] নহি ১১:১; ইশা ১:২৬; মথি ৪:৫।
[৪৮:৩] ইশা ৪০:২১; ৪৫:২১।
[৪৮:৪] ইশা ৯:৯।
[৪৮:৪] হিজ ৩২:৯; দ্বিঃবি ৯:২৭; প্রেরিত ৭:৫১।
[৪৮:৫] ইয়ার ৪৪:১৫-১৮।
[৪৮:৬] ইশা ৪১:২২; রোমীয় ১৬:২৫।
[৪৮:৭] হিজ ৬:৭।
[৪৮:৮] ইশা ৪১:২৪; মালা ২:১১, ১৪।
[৪৮:৯] ১শামু ১২:২২; ইশা ৩৭:৩৫।
[৪৮:১০] ইশা ১:২৫; জাকা ১৩:৯; মালা ৩:৩; ১পিতর ১:৭।
[৪৮:১১] ১শামু ১২:২২; ইশা ৩৭:৩৫।
[৪৮:১২] প্রকা ১:১৭।
[৪৮:১৩] ইব ১:১০-১২।
[৪৮:১৪] ইয়ার ৫০:৪৫।
[৪৮:১৫] কাজী ৪:১০; ইশা ৪৫:১।
[৪৮:১৬] জাকা ২:৯, ১১।
[৪৮:১৭] আইউ ১৯:২৫; ইশা ৪৯:৭; ৫৪:৮।
[৪৮:১৭] ইশা ৪৭:৪।
[৪৮:১৮] জবুর ১৪৭:১৪; ইশা ৯:৭; ৫৪:১৩; ৬৬:১২।

আয়াত ও নোট দেখুন। *এহুদা।* দক্ষিণ রাজ্যের সর্ব প্রধান গোষ্ঠী। পয়দা ৪৯:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪৮:২ পবিত্র নগর। জেরুশালেম, যেখানে বায়তুল মোকাদ্দস অবস্থিত ছিল (২:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ৫২:১; ৫৬:৭; ৫৭:১৩; ৬৪:১০-১১; ৬৫:১১)। এর সাথে দেখুন ১:২৬; ৪:৩ আয়াত ও নোট; দানি ৯:২৪ আয়াত দেখুন। *ইসরাইলের আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে।* ১০:২০ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৩১:১; ৩৬:৬, ৯; দানি ২৯:৬-৭ আয়াত।

৪৮:৫ আমার মূর্তি এই করেছে। ৪৪:১৭-২০ আয়াতে মূর্তিপূজা সম্পর্কে নবী ইশাইয়ার বলা কঠিন কথাগুলো দেখুন। *খোদাই-করা মূর্তি ... ছাঁচে ঢালা মূর্তি।* কাঠের তৈরি ও ধাতুর তৈরি মূর্তি। ৪৪:১২-১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:১১ আমার নাম কেন নাপাক হবে? জেরুশালেমের পতনের কারণে ও ইসরাইলের লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার কারণে আল্লাহ্‌র নামের প্রতি অসম্মান হচ্ছিল (ইহি ৩৬:২০-২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৮:১৫ আমি তাকে আহ্বান করেছি। কাইরাস (৪১:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

বলি নি;
যে সময় থেকে সেই ঘটনা হচ্ছে,
সেই সময় থেকে আমি সেই স্থানে বর্তমান।
আর এখন সার্বভৌম মাবুদ আমাকে ও তাঁর রূহ্‌কে প্রেরণ করেছেন।
১৭ মাবুদ, তোমার মুক্তিদাতা, ইসরাইলের পবিত্রতম, এই কথা বলেন,
আমি মাবুদ তোমার আল্লাহ্‌,
আমি তোমার উপকারজনক শিক্ষা দান করি,
তোমার গন্তব্য পথে তোমাকে গমন করাই।
১৮ আহা! তুমি কেন আমার হুকুমে মনযোগ দাও নি?
করলে তোমার শান্তি নদীর মত,
তোমার ধার্মিকতা সমুদ্র-তরঙ্গের মত হত;
১৯ আর তোমার বংশ বালুকণার মত হত,
তোমার সন্তান তার কণাগুলোর মত হত,
তার নাম উচ্ছিন্ন হত না ও আমার সম্মুখ থেকে মুছে যেত না।
২০ তোমরা ব্যাবিলন থেকে বের হও;
কল্‌দীয়দের মধ্য থেকে পালিয়ে যাও,
আনন্দগানের রবসহকারে এই প্রচার কর,
এই সংবাদ দাও, দুনিয়ার সীমা পর্যন্ত এই বিষয় উল্লেখ কর;
তোমরা বল, মাবুদ তাঁর গোলাম ইয়াকুবকে মুক্ত করেছেন।
২১ তিনি যখন শুকনো স্থান দিয়ে তাদেরকে নিয়ে গেলেন,
তারা তৃষ্ণার্ত হল না,
তিনি তাদের জন্য শৈল থেকে স্রোত বহালেন;
তিনি শৈল ভেদ করলেন, পানি প্রবাহিত হল।
২২ মাবুদ বলেন, দুষ্ট লোকদের কোনই শান্তি নেই।

মাবুদের গোলাম

৪৯ ১ হে উপকূলগুলো, আমার কালাম শোন;
হে দূরস্থ জাতিরা, কান দাও।
মাবুদ গর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন,
মায়ের গর্ভ থেকে আমার নাম উল্লেখ করেছেন।
২ তিনি আমার মুখ ধারালো তলোয়ারস্বরূপ করেছেন,
তাঁর হাতের ছায়াতে আমাকে লুকিয়ে রেখেছেন,
আমাকে ধারালো তীরস্বরূপ করেছেন,
তাঁর তীর রাখবার খাপের মধ্যে রেখেছেন।
৩ আর তিনি আমাকে বলেছেন 'তুমি আমার গোলাম,
তুমি ইসরাইল, তোমাতেই আমি মহিমান্বিত হব।'
৪ কিন্তু আমি বললাম, আহা! আমি পণ্ডশ্রম করেছি,
শূন্যতা ও অসারতার জন্য আমার শক্তি ব্যয় করেছি;
নিশ্চয়ই আমার বিচার মাবুদের কাছে,
আমার শ্রমের ফল আমার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে।
৫ আর এখন মাবুদ বলেন,
যিনি আমাকে গর্ভ থেকে নির্মাণ করেছেন,
যেন আমি তাঁর গোলাম হয়ে ইয়াকুবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি,
যেন ইসরাইল তাঁর কাছে সংগৃহীত হয়,
বাস্তবিক, মাবুদের দৃষ্টিতে আমি সম্মানিত,
আমার আল্লাহ্‌ আমার বল হয়েছেন;
৬ তিনি বলেন, এটি লঘু বিষয় যে,
তুমি যে ইয়াকুবের বংশগুলোকে উঠাবার জন্য,
ইসরাইলের রক্ষাপ্রাপ্ত লোকদেরকে পুনর্বার আনবার জন্য আমার গোলাম হও,
আমি তোমাকে জাতিদের দীপ্তিস্বরূপ করবো,
যেন তুমি দুনিয়ার সীমা পর্যন্ত আমার উদ্ধারস্বরূপ হও।
৭ যে ব্যক্তি মানুষের অবজ্ঞাত,
লোকবৃন্দের ঘৃণাস্পদ ও শাসনকর্তাদের গোলাম,
তাকে মাবুদ, ইসরাইলের মুক্তিদাতা ও তার পবিত্রতম, এই কথা বলেন,
তোমাকে দেখলে বাদশাহ্‌রা উঠে দাঁড়াবে,

[৪৮:১৯] পয়দা ১২:২। [৪৮:২০] ইশা ৫২:১১; ইয়ার ৪৮:৬; ৫০:৮; ৫১:৬, ৪৫; জাকা ২:৬-৭; প্রকা ১৮:৪। [৪৮:২১] শুমারী ২০:১১; ইশা ৩৫:৬। [৪৮:২২] আইউ ৩:২৬।
[৪৯:১] ইশা ৪৪:২৪; ৪৬:৩; মথি ১:২০। [৪৯:২] জবুর ৬৪:৩; ইফি ৬:১৭; প্রকা ১:১৬। [৪৯:৩] ইশা ২০:৩; জাকা ৩:৮। [৪৯:৪] লেবীয় ২৬:২০; ইশা ৫৫:২; ৬৫:২৩। [৪৯:৫] জবুর ১৩৯:১৩; গালা ১:১৫। [৪৯:৬] ইশা ২৬:১৮; ৫৫:৫; জাকা ৮:২২; লূক ২:৩২। [৪৯:৬] দ্বি:বি ৩০:৪; জবুর ৪৮:১০; মথি ২৮:১৯; ইউ ১১:৫২; প্রেরিত ১৩:৪৭। [৪৯:৭] উজা ১:২; ইশা ৫২:১৫। [৪৯:৮] ইশা ৪১:১০; ২করি ৬:২।

৪৮:১৮ তোমার শান্তি নদীর মত ... ধার্মিকতা সমুদ্র-তরঙ্গের মত। প্রাচুর্যপূর্ণ ও উপচে পড়া "শান্তি" ও "মঙ্গলের" প্রবাহ; আরও দেখুন ৪৫:৮; আমোস ৫:২৪ আয়াত ও নোট।

৪৮:২০ ব্যাবিলন থেকে বের হও ... পালিয়ে যাও। যদিও ইহুদীদের পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না (৫২:১২ আয়াত দেখুন), তথাপি তাদেরকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হল যেন ব্যাবিলনের উপরে নেমে আসা বিচার ও শাস্তির হাত থেকে তারা রেহাই পায় (এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ১৮:৪)। এখানেই নবী ইশাইয়া শেষ বারের মত নিজ মুখে ব্যাবিলন নামটি উচ্চারণ করছেন।

৪৯:১ উপকূলগুলো। কিংবা "দ্বীপ"। ৪২:৪ আয়াতে উপকূলগুলো মাবুদের গোলামের শিক্ষায় কান দিয়েছিল ও প্রত্যাশা করেছিল।

৪৯:৬ পয়দা ১২:১-৩; হিজ ১৯:৫-৬ আয়াতের সাথে এই আয়াতটিকে মিলিয়ে কখনো কখনো "পুরাতন নিয়মের মহান আদেশ" হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং প্রেরিত ১৩:৪৭ আয়াতে প্রেরিত পৌল ও বার্নাবাস সম্ভবত এই আয়াতটিকেই উদ্ধৃত করেছিলেন।

তোমাকে জাতিদের দীপ্তিস্বরূপ করবো। ৯:২; ৪২:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; প্রেরিত ২৬:২৩। প্রভু ঈসা মসীহ্‌ এই দুনিয়ার আলো (লূক ২:৩০-৩২; ইউহোন্না ৮:১২; ৯:৫) এবং ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে অবশ্যই তাঁর আলো প্রতিফলন করতে হবে

নেতৃবর্গরা সেজ্‌দা করবে;
মাবুদের জন্যই করবে, তিনি তো
বিশ্বসনীয়;
ইসরাইলের পবিত্রতমের জন্য করবে,
তিনি তো তোমাকে মনোনীত করেছেন।

ইসরাইলের উদ্ধার

৮ মাবুদ এই কথা বলেন,
আমি প্রসন্নতার সময়ে তোমার মুনাজাতের
উত্তর দিয়েছি,
উদ্ধারের দিনে তোমার সাহায্য করেছি;
আর আমি তোমাকে রক্ষা করবো,
তোমাকে লোকবৃন্দের সন্ধিরূপে দিয়েছি;
তাতে তুমি দেশের উন্নতি সাধন করবে,
ধ্বংস হয়ে যাওয়া অধিকারগুলো আবার
অধিকারে আনবে;
৯ তুমি বন্দীদেরকে বলবে, বের হও;
যারা অন্ধকারে আছে, তাদেরকে বলবে
প্রকাশিত হও।
তারা পথে পথে চরবে,
গাছপালাহীন উঁচুস্থান তাদের চরাণিস্থান
হবে।
১০ তারা ক্ষুধিত বা পিপাসিত হবে না;
তপ্ত বালুকা বা রৌদ্র দ্বারা আহত হবে না;
কেননা যিনি তাদের প্রতি দয়াকারী,
তিনি তাদেরকে চরাবেন,
পানির ফোয়ারার কাছে নিয়ে যাবেন।
১১ আর আমি আমার সমস্ত পর্বত রাস্তা বানাব,
আর আমার সমস্ত রাজপথ উঁচু করা হবে।
১২ দেখ, এরা দূর থেকে আসবে;
আর দেখ, ওরা উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে
আসবে;
আর এই লোকেরা সীনীম দেশ থেকে
আসবে।
১৩ আসমান, আনন্দ-রব কর, দুনিয়া, উল্লসিত
হও;
পর্বতমালা, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর;
কেননা মাবুদ তাঁর লোকদেরকে সান্ত্বনা
দিয়েছেন,
আর তাঁর দুঃখীদের প্রতি করুণা করবেন।
১৪ কিন্তু সিয়োন বললো, মাবুদ আমাকে ত্যাগ
করেছেন,
প্রভু আমাকে ভুলে গেছেন।
১৫ স্ত্রীলোক কি আপন স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলে
যেতে পারে?
আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি কি স্নেহ

[৪৯:৯] ইশা ৪২:৭; ৬১:১; লূক ৪:১৯।
[৪৯:১০] জবুর ১২১:৬; প্রকা ৭:১৬।
[৪৯:১১] ইশা ৪০:৪; ইয়ার ৩১:৯।
[৪৯:১২] ইশা ৫৯:১৯; মথি ৮:১১।
[৪৯:১৩] জবুর ৯৬:১১।
[৪৯:১৪] জবুর ৯:১০; ৭১:১১; ইশা ২৭:৮।
[৪৯:১৬] পয়দা ৩৮:১৮; হিজ ২৮:৯।
[৪৯:১৮] শুমারী ১৪:২১; ইশা ৪৫:২৩; ৫৪:৯; ৬২:৮; রোমীয় ১৪:১১।
[৪৯:১৮] ইশা ৫২:১; ৬১:১০; ইয়ার ২:৩২।
[৪৯:১৯] লেবীয় ২৬:৩৩; ইশা ৫৪:১, ৩; ৬০:১৮; ৬২:৪।
[৪৯:২০] ইশা ৫৪:১-৩; জাকা ২:৪; ১০:১০।
[৪৯:২১] জবুর ১৪২:৪; ইশা ৫১:১৮; ইয়ার ১০:২০।
[৪৯:২২] পয়দা ১৫:২।
[৪৯:২৩] পয়দা ২৭:২৯; প্রকা ৩:৯।
[৪৯:২৩] জবুর ৩৭:৯; ১৩০:৫।
[৪৯:২৪] মথি ১২:২৯; মার্ক ৩:২৭; লূক ১১:২১।
[৪৯:২৫] ইয়ার ৫০:৩৩-৩৪; মার্ক ৩:২৭।

করবে না?
বরং তারা ভুলে যেতে পারে,
তবুও আমি তোমাকে ভুলে যাব না।
১৬ দেখ, আমি আমার হাতের তালুতে তোমার
আকৃতি এঁকেছি,
তোমার প্রাচীর সর্বদা আমার সম্মুখে আছে।
১৭ তোমার পুত্রেরা ত্বরা করছে,
তোমার উৎপাটনকারী ও উৎসন্নকারীরা
তোমার মধ্য থেকে বের হবে।
১৮ তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ,
এরা সকলে একত্র হয়ে তোমার কাছে
আসছে।
মাবুদ বলেন, আমার জীবনের কসম,
তুমি গহনার মত এগুলোকে পরিধান করবে,
বিয়ের কনের গহনার মত এগুলোকে ধারণ
করবে।
১৯ কারণ তোমার উৎসন্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত
স্থানগুলোর
এবং তোমার নষ্ট দেশের বিষয় বলছি;
এখন তুমি নিবাসীদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হবে
এবং যারা তোমাকে গ্রাস করেছিল,
তারা দূরে থাকবে।
২০ তোমার বিরহের সময়ের সন্তানেরা
এর পরে তোমার কর্ণগোচরে বলবে,
আমার পক্ষে এই স্থান সঙ্কীর্ণ;
সরে যাও, আমাকে বাস করতে দাও।
২১ তখন তুমি মনে মনে বলবে,
আমার এই সকলকে কে জন্ম দিয়েছে?
আমি তো সন্তানহীনা ও বন্ধ্যা,
নির্বাসিতা ও পরিভ্রমণকারিণী ছিলাম;
এদেরকে কে প্রতিপালন করেছে;
দেখ, আমি একাকিনী অবশিষ্টা ছিলাম,
এরা কোথায় ছিল?
২২ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমি জাতিদের প্রতি আমার হাত
তুলব,
লোকবৃন্দের প্রতি আমার নিশান উঠাবো,
তাতে তারা তোমার পুত্রদেরকে কোলে করে,
তোমার কন্যাদের কাঁধে করে এনে দেবে।
২৩ আর বাদশাহ্‌রা তোমার রক্ষণাবেক্ষণকারী
পালক
ও তাদের রাণীরা তোমার ধাত্রী হবে;
তারা ভূমিতে মুখ রেখে তোমার কাছে সেজ্‌দা
করবে,
ও তোমার পায়ের ধূলি চাটবে;

(মথি ৫:১৪)।
৪৯:৯ বন্দীদেরকে। অর্থাৎ বন্দীদশায় থাকা ইসরাইলীয়রা। ৪২:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।
৪৯:১৬ হাতের তালুতে তোমার আকৃতি এঁকেছি। যেভাবে ইসরাইলের গোষ্ঠীগুলোর নাম পাথরে খোদাই করে মহা ইমামের এফোদে ঝুলিয়ে রাখা হত আল্লাহ্‌র প্রতি স্মারক হিসেবে (হিজ ২৮:৯-১২ আয়াত দেখুন)।
৪৯:২১ সন্তানহীনা ও বন্ধ্যা। ৫৪:১ আয়াতে ইসরাইল জাতিকে বন্ধ্যা নারী হিসেবে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (তুলনা করুন জবুর ১১৩:৯ আয়াত ও নোট)।

BACIB
International Bible
CHURCH

আর তুমি জানতে পারবে, আমিই মাবুদ;
যারা আমার অপেক্ষা করে,
তারা লজ্জিত হবে না।
২৪ বীর থেকে কি যুদ্ধে ধৃত প্রাণী হরণ করা যায়?
কিংবা ন্যায়বানের বন্দীদেরকে কি মুক্ত করা যায়?
২৫ মাবুদ এই কথা বলেন,
অবশ্য বীরের বন্দীদেরকে হরণ করা যাবে,
ও ভয়ংকর লোকের ধৃত প্রাণীকে মুক্ত করা যাবে;
কারণ তোমার প্রতিবাদীর সঙ্গে আমিই ঝগড়া করবো,
আর তোমার সন্তানদেরকে আমিই উদ্ধার করবো।
২৬ আর আমি তোমার জুলুমবাজদেরকে তাদেরই গোশ্‌ত ভোজন করাব;
তারা নতুন আঙ্গুর-রসের মত নিজ নিজ রক্ত খেয়ে মাতাল হবে;
আর মানুষ মাত্র জানতে পারবে যে, আমিই মাবুদ তোমার উদ্ধারকর্তা,
তোমার মুক্তিদাতা, ইয়াকুবের এক বীর।

৫০

১ মাবুদ এই কথা বলেন,
আমি যে তালাক-নামা দ্বারা তোমাদের মাকে ত্যাগ করেছি,
তার সেই তালাক-নামা কোথায়?
কিংবা আমার মহাজনদের মধ্যে কার কাছে তোমাদের বিক্রি করেছি?
দেখ, তোমাদের অপরাধের দরুন তোমাদের বিক্রি করা হয়েছে,
এবং তোমাদের অধর্মের দরুন তোমাদের মা পরিত্যক্তা হয়েছে।
২ আমি আসলে কেউ উপস্থিত হল না কেন?
আমি ডাকলে কেউ উত্তর দিল না কেন?
আমার হাত কি এমন সংকীর্ণ হয়েছে যে,
আমি মুক্ত করতে পারি না?
আমার কি উদ্ধার করার ক্ষমতা নেই?
দেখ, আমি ধমক সমুদ্র শুকিয়ে ফেলি,

[৪৯:২৬] শুমারী ২৩:২৪; ইয়ার ২৫:২৭; নহূম ১:১০; ৩:১১; প্রকা ১৬:৬। [৪৯:২৬] আইউ ১৯:২৫; ইশা ৪৮:১৭। [৫০:১] দ্বি:বি ২৪:১; হোশেয় ২:২; মথি ১৯:৭; মার্ক ১০:৪। [৫০:২] ১শামু ৮:১৯; ইশা ৪১:২৮। [৫০:৩] হিজ ১০:২২; ইশা ৫:৩০। [৫০:৪] হিজ ৪:১২। [৫০:৫] ইহি ২:৮; ২৪:৩; মথি ২৬:৩৯; ইউ ৮:২৯; ১৪:৩১; ১৫:১০; প্রেরিত ২৬:১৯; ইব ৫:৮। [৫০:৬] শুমারী ১২:১৪; মাতম ৩:৩০; মথি ২৬:৬৭; মার্ক ১০:৩৪। [৫০:৭] ইয়ার ১:১৮; ১৫:২০; ইহি ৩:৮-৯। [৫০:৮] জবুর ৩৪:১৮। [৫০:৯] রোমীয় ৮:১, ৩৪। [৫০:১০] মেসাল ১:৭। [৫০:১১] ইশা ১:৩১; ইয়াকুব ৩:৬।

নদনদী মরুভূমিতে পরিণত করি,
সেখানকার সমস্ত মাছ পানির অভাবে দুর্গন্ধযুক্ত হয়,
পিপাসায় মারা পড়ে।
৩ আমি আসমানকে কালিমা পরাই,
চট তার আচ্ছাদন করি।

মাবুদের গোলামের ধৈর্য

৪ আল্লাহ্‌ সার্বভৌম মাবুদ শিক্ষাগ্রাহীদের জিহ্বা দিয়েছেন,
কিভাবে ক্লান্ত লোককে কালাম দ্বারা সুস্থির করতে হয়;
যেন আমি বুঝতে পারি,
তিনি প্রতি প্রভাতে জাগিয়ে দেন,
আমার কান সজাগ করেন,
যেন আমি শিক্ষার্থীদের মত শুনতে পাই।
৫ সার্বভৌম মাবুদ আমার কান খুলে দিয়েছেন
এবং আমি বিরুদ্ধাচারী হই নি,
পিছিয়ে যাই নি।
৬ আমি প্রহারকদের প্রতি আমার পিঠ,
যারা দাড়ি উপড়িয়েছে,
তাদের প্রতি আমার গাল পেতে দিলাম,
অপমান ও থুথু থেকে আমার মুখ আচ্ছাদন করলাম না।
৭ কারণ সার্বভৌম মাবুদ আমার সাহায্য করবেন,
সেজন্য আমি ভীষণ ভয় পাই নি,
সেজন্য চকমকি পাথরের মত আমার মুখ স্থাপন করেছি,
আমি জানি যে লজ্জিত হব না।
৮ যিনি আমাকে ধার্মিক করেন, তিনি নিকটবর্তী;
কে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?
এসো, আমরা একত্র দাঁড়াই;
কে আমার প্রতিবাদী?
সে আমার কাছে আসুক।
৯ দেখ, সার্বভৌম মাবুদ আমার সাহায্য করবেন,
কে আমাকে দোষী করবে?
দেখ, তারা সকলে কাপড়ের মত পুরানো হয়ে যাবে,
পোকা তাদের খেয়ে ফেলবে।

৫০:১ তালাক-নামা। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইলে এই তালাক-নামা দিতে হত (দ্বি.বি. ২৪:১-৪; মথি ১৯:৩; মার্ক ১০:২, ৫-৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। ইয়ার ৩:৮ আয়াত অনুসারে আল্লাহ্‌ ইসরাইলের উত্তরের রাজ্যকে তার তালাক-নামা দিয়েছিলেন এবং ইশা ৫৪:৬-৭ আয়াত এ কথা নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্‌ এহুদাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন (৬২:৪ আয়াত দেখুন)।

৫০:২ আমি আসলে ... আমি ডাকলে। তাঁর গোলামরূপ নবীদের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে ডেকেছেন ও তাদের মধ্যে এসেছেন (ইয়ার ৭:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *কেউ উত্তর দিল না।* ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র আহ্বানের প্রতি পুরোপুরি বধির ছিল (আয়াত ৬:১০ ও নোট দেখুন)।

৫০:৪ কালাম দ্বারা সুস্থির করতে হয়। ৪২:৩ আয়াতে আল্লাহ্‌র গোলাম দুর্বলদের সহায় হয়েছেন (তুলনা করুন ৪৯:২ আয়াত)। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৩১:২৫ আয়াত।

৫০:৫ কান খুলে দিয়েছেন। বাধ্যতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে (১:১৯; জবুর ৪০:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *বিরুদ্ধাচারী হই নি।* ইসরাইলের মত (১:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ১:২০)।

৫০:৬ প্রহারকদের প্রতি আমার পিঠ ... পেতে দিলাম। সাধারণত অপরাধীদেরকে প্রহার করা হত (তুলনা করুন মেসাল ১০:১৩; ১৯:২৯; ২৬:৩; মথি ২৭:২৬; ইউ ১৯:১)।

৫০:৯ কে আমাকে দোষী করবে? এর সাথে তুলনা করুন রোমীয় ৮:৩৪ আয়াতে পৌলের বক্তব্য।

১০ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে,
যে মাবুদকে ভয় করে,
যে তাঁর গোলামের কথা শোনে?
যে অন্ধকারে চলে, যার আলো নেই,
সে মাবুদের নামে ভরসা করুক,
তাঁর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করুক।
১১ দেখ, আগুন জ্বালাচ্ছ ও শিখামণ্ডলে
নিজেদের বেষ্টন করছো যে তোমরা,
তোমরা সকলে নিজেদের আগুনের
আলোতে,
নিজেদের প্রজ্বলিত মশালের আলোতে গমন
কর।
আমার হাত থেকে তোমরা যে ফল পাবে
তা হল,
তোমরা যন্ত্রনার মধ্যে শয়ন করবে।

ইসরাইলের প্রতি সান্ত্বনার কথা

৫১ ১ তোমরা, যারা ধার্মিকতার অনুগামী,
যারা মাবুদের খোঁজ করছো, তোমরা
আমার কথায় কান দাও; তোমাদের যে শৈল
থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে ও যে কূপের ছিদ্র
থেকে খুঁড়ে তোলা হয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত
কর। ২ তোমাদের পিতা ইব্রাহিম ও তোমাদের
প্রসবকারিণী সারার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; ফলত
যখন সে একাকী ছিল, তখন আমি তাকে ডেকে
দোয়াযুক্ত ও বহুবংশ করলাম। ৩ বস্তুত মাবুদ
সিয়োনকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, তিনি তার সমস্ত
উৎসন্ন স্থানকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তার
মরুভূমিকে আদনের মত ও তার শুকনো ভূমিকে
মাবুদের বাগানের মত করেছেন; তার মধ্যে
আমোদ ও আনন্দ, প্রশংসা-গজল ও সঙ্গীতের
ধ্বনি পাওয়া যাবে।
৪ হে আমার লোকেরা, আমার কথায়
মনোযোগ দাও; হে আমার জনবৃন্দ, আমার
কালামে কান দাও; কেননা আমার কাছ থেকে
ব্যবস্থা বের হবে, আমি জাতিদের আলোর জন্য
আমার বিচার স্থাপন করবো। ৫ আমার
ধর্মশীলতা নিকটবর্তী, আমার উদ্ধার করার কাজ
শুরু হচ্ছে এবং আমার বাহু জাতিদের বিচার
নিষ্পন্ন করবে; উপকূলগুলো আমারই অপেক্ষায়
থাকবে ও আমার বাহুতে প্রত্যাশা রাখবে।
৬ তোমরা আসমানের প্রতি চোখ তুলে দৃষ্টিপাত
কর, অধঃস্থিত ভূমণ্ডলও নিরীক্ষণ কর; কেননা
আসমান ধোঁয়ার মত অদৃশ্য হয়ে যাবে, দুনিয়া
কাপড়ের মত পুরানো হয়ে যাবে এবং
সেখানকার বাসিন্দারা সেরকম ভাবে মারা
পড়বে; কিন্তু আমার উদ্ধার অনন্তকাল থাকবে,
আমার ধর্মশীলতা বিনষ্ট হবে না।
৭ তোমরা যারা ধার্মিকতা জান, যে লোকদের
অন্তরে আমার ব্যবস্থা আছে, তোমরা আমার
কথায় কান দাও; মানুষের টিট্‌কারিতে ভয় করো
না, তাদের বিদ্রূপকে ভয় করো না। ৮ কেননা
কীট তাদেরকে কাপড়ের মতই খেয়ে ফেলবে ও
কৃমিরা তাদের ভেড়ার লোমের মত খেয়ে
ফেলবে; কিন্তু আমার ধর্মশীলতা অনন্তকাল ও
আমার উদ্ধার পুরুষানুক্রমে থাকবে।
৯ জাগ, জাগ, বল পরিধান কর, হে মাবুদের
বাহু;
জাগ, যেমন পূর্বকালে, সেকালের বংশ
পরম্পরায় জেগেছিলে,
তুমিই কি রহবকে কুচি কুচি করে কাট নি,
প্রকাণ্ড জলচরকে বিদ্ধ কর নি?
১০ তুমিই কি সমুদ্র, মহাজলধির পানি শুকিয়ে
ফেল নি,
সমুদ্রের গভীর স্থানকে কি পথ কর নি,
যেন মুক্তি পাওয়া লোকেরা পার হয়ে যায়?
১১ মাবুদের উদ্ধার করা লোকেরা ফিরে আসবে,
আনন্দগান সহকারে সিয়োনে আসবে
এবং তাদের মাথায় নিত্যস্থায়ী আনন্দের মুকুট
থাকবে;
তারা আমোদ ও আনন্দ লাভ করবে,
এবং খেদ ও আর্তস্বর দূরে পালিয়ে যাবে।
১২ আমি, আমিই তোমাদের সান্ত্বনাকর্তা। তুমি
কে যে, মানুষকে ভয় করছো, সে তো মরে
যাবে; এবং মানুষের সন্তানকে ভয় করছো, সে
তো ঘাসের মত অল্পক্ষণ স্থায়ী। ১৩ আর তোমার
নির্মাতা মাবুদকে ভুলে গিয়েছ, যিনি আসমান
বিছিয়েছেন, দুনিয়ার ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন;
এবং তুমি সমস্ত দিন অবিরত জুলুমবাজদের

[৫১:১] দ্বি:বি ৭:১৩; ১৬:২০; জবুর ৯৪:১৫; রোমীয় ৯:৩০-৩১।
[৫১:২] পয়দা ১৭:৬; রোমীয় ৪:১৬; ইব ১১:১১।
[৫১:৩] জবুর ৫১:১৮।
[৫১:৩] ইয়ার ১৭:২৬; ৩০:১৯; ৩৩:১১।
[৫১:৪] হিজ ৬:৭; জবুর ৫০:৭।
[৫১:৫] পয়দা ৪৯:১০; জবুর ৩৭:৯।
[৫১:৬] জবুর ৩৭:২০; ১০২:২৬; মথি ২৪:৩৫; লূক ২১:৩৩; ২পিতর ৩:১০।
[৫১:৭] জবুর ১১৯:৩৯; মথি ৫:১১; লূক ৬:২২; প্রেরিত ৫:৪১।
[৫১:৮] আইউ ১৩:২৮; ইয়াকুব ৫:২।
[৫১:৯] কাজী ৫:১২।
[৫১:১০] হিজ ১৪:২২; জাকা ১০:১১; প্রকা ১৬:১২।
[৫১:১১] জবুর ১০৯:২৮; ইয়ার ৩০:১৯; সফ ৩:১৪।
[৫১:১২] ২করি ১:৪।
[৫১:১৩] আইউ ৮:১৩।
[৫১:১৫] হিজ ১৪:২১।
[৫১:১৬] হিজ ৪:১২, ১৫।
[৫১:১৭] কাজী ৫:১২; ইশা ৫২:১।

৫১:১ আমার কথায় কান দাও। আয়াত ৪, ৭ দেখুন। *যারা ধার্মিকতার অনুগামী।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৭; দ্বি.বি. ১৬:২০; মেসাল ১৫:৯। *শৈল।* ইব্রাহিম (আয়াত ২)। অন্যান্য স্থানে আল্লাহ্‌কে "শৈল" বলা হয়েছে (১৭:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫১:৩ সান্ত্বনা। ৪৯:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *আদনের মত।* ৩৫:১-২ আয়াত দেখুন। এখানে আদন উদ্যানের সমৃদ্ধ ফলশালী ভূমির সাথে মরুভূমির অনুর্বর ও রুক্ষ ভূমির তুলনা করা হয়েছে, যা যোয়েল ২:৩ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৫১:৫ আমার ধর্মশীলতা নিকটবর্তী। বন্দীদশা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য। চূড়ান্তভাবে মসীহের মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতির কাছে নাজাত আসবে। ৪৬:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫১:৯ হে মাবুদের বাহু। আল্লাহ্‌র শক্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চিহ্ন (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৫)। ৩০:৩০; ৫০:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ৫২:১০; ৫৩:১; ৬৩:১২ আয়াত দেখুন।

৫১:১৬ আমার কালাম। দেখুন আয়াত ৭, "আমার ব্যবস্থা"। ৪৯:২ আয়াতের গোলামের মত লোকেরা আল্লাহ্‌র কথায় সাড়া দিচ্ছে (তুলনা করুন ৫৯:২১; ইউসা ১:৮)। *আমার হাতের ছায়া।* ৪৯:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *আসমান রোপণ ... দুনিয়ার ভিত্তিমূল স্থাপন করি।* আয়াত ১৩ ও নোট দেখুন।

ক্রোধ হেতু ভয় পাচ্ছ, যখন সে বিনাশ করতে
প্রস্তুত হয়েছে? জুলুমবাজের ক্রোধ কোথায়?
জুলুম থেকে শীঘ্রই মুক্ত হবে; ১৪ সে মরে গিয়ে
কূপে নেমে যাবে না, আর তার খাদ্যের অভাব
হবে না। ১৫ আমি তো মাবুদ, তোমার আল্লাহ্‌,
আমি সমুদ্রকে আলোড়িত করলে তার তরঙ্গ
কল্লোল-ধ্বনি করে; বাহিনীগণের মাবুদ, এই
আমার নাম। ১৬ আর আমি আমার কালাম
তোমার মুখে রাখলাম, আমার হাতের ছায়ায়
তোমাকে আচ্ছাদন করলাম। আমার উদ্দেশ্যে,
আসমান রোপন করি, দুনিয়ার ভিত্তিমূল স্থাপন
করি এবং সিয়োনকে বলি, তুমি আমার লোক।

১৭ জাগ, জাগ, উঠে দাঁড়াও,
হে জেরুশালেম,
তুমি মাবুদের হাত থেকে
তাঁর ক্রোধের পানপাত্রে পান করেছ,
মত্ততাজনক বড় পানপাত্রে পান করেছ,
তলানি চেটে খেয়েছে।

১৮ এই পুরী যেসব শিশু সন্তান প্রসব করেছে,
তাদের মধ্যে তাকে নিয়ে যাবার কেউই নেই;
যেসব শিশু সন্তান প্রতিপালন করেছে, তাদের
মধ্যে এর হাত ধরবার কেউ নেই। ১৯ এই দু’টি
বিষয় তোমার প্রতি ঘটেছে; কে তোমার জন্য
মাতম করবে? ধ্বংস ও বিনাশ, দুর্ভিক্ষ ও
তলোয়ার; আমি কিভাবে তোমাকে সান্ত্বনা দেব?
২০ জালে আটকা পড়া হরিণের মত তোমার শিশু
সন্তানরা মূর্চ্ছিত হয়েছে, প্রতি সড়কের মাথায়
পড়ে আছে; তারা মাবুদের গজবে, তোমার
আল্লাহ্‌র তিরস্কারে পরিপূর্ণ।
২১ অতএব তুমি এই কথা শোন, হে দুঃখিনী,
তুমি মত্তা, কিন্তু আঙ্গুর-রসে নয়; ২২ তোমার
সার্বভৌম মাবুদ, তোমার আল্লাহ্‌, যিনি তাঁর
লোকদের পক্ষ সমর্থনকারী, তিনি এই কথা
বলেন, দেখ, আমি মত্ততাজনক পান পাত্র,
আমার ক্রোধরূপ বড় পানপাত্র, তোমার হাত
থেকে নিলাম; সেই পানপাত্রে তুমি আর পান
করবে না। ২৩ আর আমি তোমার সেই
জুলুমবাজদের হাতে তা তুলে দেবো, যারা

[৫১:১৮] আইউ ৩১:১৮; ইশা ৪৯:২১।
[৫১:১৯] ইশা ৪৯:১৩; ৫৪:১১; ইয়ার ১৫:৫; নহূম ৩:৭।
[৫১:২০] ইশা ৫:২৫; ইয়ার ১৪:১৬; মাতম ২:১৯।
[৫১:২১] ইশা ২৯:৯।
[৫১:২২] ইয়ার ২৫:১৫; ৫১:৭; হবক ২:১৬; মথি ২০:২২।
[৫১:২৩] জবুর ৬৬:১২; মীখা ৭:১০।
[৫২:১] নহি ১১:১; ইশা ১:২৬; মথি ৪:৫; প্রকা ২১:২।
[৫২:২] জবুর ৯:১৪।
[৫২:৩] ১পিতর ১:১৮।
[৫২:৪] পয়দা ৪৬:৬।
[৫২:৫] রোমীয় ২:২৪।
[৫২:৬] হিজ ৬:৩।
[৫২:৭] ২শামু ১৮:২৬; ইশা ৪০:৯; রোমীয় ১০:১৫।
[৫২:৮] ১শামু ১৪:১৬; ইয়ার ৬:১৭; ৩১:৬; ইহি ৩:১৭; ৩৩:৭।
[৫২:৮] জাকা ৮:৩।
[৫২:৯] জবুর ৯৮:৪; ইশা ৩৫:২।
[৫২:১০] ২খান্দান ৩২:৮; জবুর ৪৪:৩।
[৫২:১১] ২করি ৬:১৭।

তোমার প্রাণকে বলেছে, ‘হেঁট হও, আমরা
তোমার উপর দিয়ে গমন করি,’ আর তুমি ভূমির
মত ও সড়কের মত পথিকদের কাছে তোমার
পিঠ পেতে দিয়াছ।

সিয়োন আনন্দ করুক

৫২ ১ জাগ, জাগ, হে সিয়োন বল পরিধান
কর;
পবিত্র নগরী জেরুশালেম, তোমার সমস্ত
সুন্দর পোশাক পরিধান কর,
কেননা এখন থেকে তোমার মধ্যে খৎনা-না-
করানো বা নাপাক লোক
আর প্রবেশ করবে না।
২ শরীরের ধুলা ঝেড়ে ফেল,
হে জেরুশালেম,
উঠ, উপবেশন কর;
হে বন্দী সিয়োন-কন্যে,
তোমার ঘাড়ের বাঁধনগুলো খুলে ফেল।
৩ কারণ মাবুদ এই কথা বলেন, তোমাকে
বিনামূল্যে বিক্রি করা হয়েছিলে, আর
বিনামূল্যেই মুক্ত হবে। ৪ কেননা সার্বভৌম মাবুদ
এই কথা বলেন, আমার লোকেরা আগে মিসরে
প্রবাস করার জন্য সেই স্থানে নেমে গিয়েছিল;
আবার আশেরিয়া অকারণে তাদের প্রতি জুলুম
করলো। ৫ আর মাবুদ বলেন, এখন এই স্থানে
আমার কি আছে? কেননা আমার লোকেরা
বিনামূল্যে নীত হয়েছে। মাবুদ বলেন, তাদের
কর্তারা চিৎকার করছে এবং আমার নাম সমস্ত
দিন অবিরত নিন্দিত হচ্ছে। ৬ এজন্য আমার
লোকেরা আমার নাম জানবে, এজন্য তারা
সেদিন জানবে যে, আমিই কথা বলছি; দেখ,
এই আমি।
৭ আহা! পর্বতমালার উপরে,
তারই চরণ কেমন শোভা পাচ্ছে,
যে সুসংবাদ তবলিগ করে, শান্তি ঘোষণা
করে,
মঙ্গলের সুসংবাদ তবলিগ করে,
উদ্ধার ঘোষণা করে, সিয়োনকে বলে,
তোমার আল্লাহ্‌ রাজত্ব করেন।

৫১:২১ হে দুঃখিনী। জেরুশালেম (৫৪:১১ আয়াত দেখুন)। *তুমি মত্তা।* আল্লাহ্‌র ক্রোধের পানপাত্রে পান করার কারণে (আয়াত ১৭ দেখুন)।

৫২:১ জাগ, জাগ। ৫১:৯, ৭ আয়াত দেখুন। *সুন্দর পোশাক।* সম্ভবত ইমামদের কারুকাজ করা আলখেল্লা, যা পবিত্র নগরী জেরুশালেমের ইমামেরা ব্যবহার করতেন। ৪৯:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *পবিত্র নগরী।* ৪৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন। খৎনা-না-করানো বা নাপাক লোক। *বিদেশী হানাদার বাহিনী।* ৩৫:৮; কাজী ১৪:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫২:৫ এই আয়াতের অংশবিশেষ রোমীয় ২:২৪ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। *বিনামূল্যে।* আয়াত ৩ দেখুন। *আমার নাম ... নিন্দিত হচ্ছে।* এই বন্দীদশার কারণে অসহায় জেরুশালেমের জন্য আল্লাহ্‌র অসম্মান হয়েছে (ইহি ৩৬:২০-২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন ৩৭:২৩-২৪ আয়াতে আশেরিয়ার কুফরী।

৫২:৬ আমার নাম জানবে। ৪৯:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন। সেদিন। ব্যাবিলনের কাছ থেকে উদ্ধার লাভের দিন। ১০:২০, ২৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫২:৭ তারই চরণ ... যে সুসংবাদ তবলিগ করে। এখানে একজন সংবাদদাতার কথা বলা হচ্ছে যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ নিয়ে দৌড়ে এসে অপেক্ষারত বাদশাহ্‌ ও জনগণের কাছে পৌঁছে দিত (২ শামু ১৮:২৬; নাহুম ১:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। এখানে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার সংবাদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে (১১-১২ আয়াত দেখুন; ৪০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪১:২৭)।

৫২:১১ ২ করিন্থীয় ৬:১৭ আয়াতে এই আয়াতের অংশবিশেষ

BACIB
International Bible
CHURCH

৮ শোন, তোমার প্রহরীদের স্বর!
তারা উচ্চধ্বনি করছে,
তারা একসঙ্গে আনন্দগান করছে,
কেননা মাবুদ যখন সিয়োনে ফিরে আসেন,
তখন তারা প্রত্যক্ষ দেখবে।
৯ হে জেরুশালেমের সমস্ত উৎসন্ন স্থান,
উচ্চরব কর, একসঙ্গে আনন্দগান কর,
কেননা মাবুদ তাঁর লোকদের সান্ত্বনা দিয়েছেন,
তিনি জেরুশালেমকে মুক্ত করেছেন।
১০ মাবুদ সর্বজাতির দৃষ্টিতে
তাঁর পবিত্র বাহু অনাবৃত করেছেন;
আর দুনিয়ার সমুদয় প্রান্ত
আমাদের আল্লাহ্‌র উদ্ধার দেখবে।
১১ চল চল, সেই স্থান থেকে বের হও,
নাপাক কোন বস্তু স্পর্শ করো না,
ওর মধ্য থেকে বের হও;
হে মাবুদের পাত্র-বাহকেরা, তোমরা পাক-পবিত্র হও।
১২ কেননা তোমরা ত্বরান্বিত হয়ে বাইরে যাবে না,
পালিয়ে যাবে না;
কারণ মাবুদ তোমাদের আগে আগে যাবেন,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ তোমাদের পিছন দিকের রক্ষক হবেন।

মাবুদের গোলামের কষ্ট ও সম্মান

১৩ দেখ, আমার গোলাম কৃতকার্য হবেন; তিনি
উচ্চ ও উন্নত ও মহামহিম হবেন। ১৪ মানুষের
চেয়ে তাঁর আকৃতি, মানব সন্তানদের চেয়ে তাঁর
রূপ বিকারপ্রাপ্ত বলে যেমন অনেকে তাঁর বিষয়ে
হতবুদ্ধি হত, ১৫ তেমনি তিনি অনেক জাতিকে
আশ্চর্যান্বিত করবেন, তাঁর সম্মুখে বাদশাহ্‌রা মুখ
বন্ধ করবে; কেননা তাদের কাছে যা বলা হয় নি,
তারা তা দেখতে পাবে; তারা যা শোনে নি, তা
বুঝতে পারবে।

৫৩ ১ আমরা যা শুনেছি, তা কে বিশ্বাস করেছে?
মাবুদের বাহু কার কাছে প্রকাশিত হয়েছে?
২ কারণ তিনি তাঁর সম্মুখে চারার মত
এবং শুকনো ভূমিতে উৎপন্ন মূলের মত বেড়ে উঠলেন;
তাঁর এমন রূপ বা শোভা নেই যে,
তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করি
এবং এমন আকৃতি নেই যে, তাঁকে ভালবাসি।
৩ তিনি অবজ্ঞাত ও মানুষের ত্যাজ্য,
ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হলেন;
লোকে যা থেকে মুখ আচ্ছাদন করে,
তার মত তিনি অবজ্ঞাত হলেন,
আর আমরা তাঁকে মান্য করি নি।
৪ সত্যি, আমাদের যাতনাগুলো তিনিই তুলে নিয়েছেন,
আমাদের ব্যথাগুলো তিনি বহন করেছেন;
তবু আমরা মনে করলাম,
তিনি আহত, আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত।
৫ কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের জন্য বিদ্ধ,
আমাদের অপরাধের জন্য চূর্ণ হলেন;
আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁর উপরে বর্তিল
এবং তাঁর ক্ষতগুলো দ্বারা আমাদের আরোগ্য হল।
৬ আমরা সকলে ভেড়াগুলোর মত ভ্রান্ত হয়েছি,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথের দিকে ফিরেছি;
আর মাবুদ আমাদের সকলের অপরাধ
তাঁর উপরে বর্তিয়েছেন।
৭ তিনি নির্যাতিত হলেন,
তবু দুঃখভোগ স্বীকার করলেন,
তিনি মুখ খুললেন না;
ভেড়ার বাচ্চা যেমন হত হবার জন্য নীত হয়,
ভেড়ী যেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়,
তেমনি তিনি মুখ খুললেন না।
৮ তিনি জুলুম ও বিচার দ্বারা দূরীকৃত হলেন;
তৎকালীন লোকদের মধ্যে কে এই কথা আলোচনা করলো যে,
তিনি জীবিতদের দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হলেন?

[৫২:১২] হিজ ১২:১১। [৫২:১৩] ইউসা ১:৮; ইশা ৪:২; ২০:৩। [৫২:১৪] লেবীয় ২৬:৩২; আইউ ১৮:২০। [৫২:১৫] লেবীয় ১৪:৭; ১৬:১৪-১৫। [৫৩:১] ইশা ২৮:৯; রোমীয় ১০:১৬। [৫৩:২] ২বাদশা ১৯:২৬; আইউ ১৪:৭; ইশা ৪:২। [৫৩:৩] জবুর ৬৯:২৯। [৫৩:৪] মথি ৮:১৭। [৫৩:৫] হিজ ২৮:৩৮; জবুর ৩৯:৮; ইউ ৩:১৭; রোমীয় ৪:২৫; ১করি ১৫:৩; ইব ৯:২৮। [৫৩:৬] ১শামু ৮:৩; ইশা ৫৬:১১; ৫৭:১৭; মীখা ৩:৫। [৫৩:৭] মার্ক ১৪:৬১; ১পিতর ২:২৩। [৫৩:৮] মার্ক ১৪:৪৯। [৫৩:৯] মথি ২৭:৩৮; মার্ক ১৫:২৭; লূক ২৩:৩২; ইউ ১৯:১৮। [৫৩:১০] ইশা ৪৬:১০; ৫৫:১১; প্রেরিত ২:২৩। [৫৩:১১] ইউ ১০:১৪-১৮।

উদ্ধৃত করা হয়েছে। চল, চল। ৪০:১ আয়াত দেখুন। *নাপাক বস্তু।* সম্ভবত এখানে পৌত্তলিক ধর্মের বস্তুর কথা বলা হচ্ছে (তুলনা করুন পয়দা ৩১:১৯; ৩৫:২ আয়াত দেখুন)।

৫২:১৪ অনেকে তাঁর বিষয়ে হতবুদ্ধি হত। বিশেষত যখন তারা ক্রুশে মসীহের মৃত্যুবরণ অবলোকন করেছিল। এর সাথে তুলনা করুন টায়ার নগরী ধ্বংস পাবার পর প্রতিক্রিয়া (ইহি ২৭:৩৫ আয়াত)।

৫৩:১ ইউহোন্না ১২:৩৮ আয়াতে এর পুরো অংশ এবং রোমীয় ১০:১৬ আয়াতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে। *আমরা যা শুনেছি।* নাজাত সম্পর্কিত সুসমাচার, যা ইসরাইল জাতিকে ও অন্যান্য জাতিদের কাছে নবীদের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে (৫২:৭, ১০ আয়াত দেখুন)। *মাবুদের বাহু।* ৫১:৯ আয়াত দেখুন।

৫৩:৪ এই আয়াতটি মথি ৮:১৭ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে মসীহের সুস্থতার পরিচর্যা দানের কাজ সম্পর্কে আমরা দেখি।

৫৩:৮ জুলুম ও বিচার দ্বারা। প্রভু ঈসা মসীহ্‌ ন্যায্য বিচার পান নি।

৫৩:৯ দুষ্টদের সঙ্গে। প্রভু ঈসা মসীহ্‌কে এমনভাবে হত্যা করা হয়েছিল ও কবর দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি অন্যান্য অপরাধী ও গুনাহ্‌গারদের সমপর্যায়ের ছিলেন।

৫৩:১১ প্রাণের শ্রমফল। এখানে মসীহের পুনরুত্থানের বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে; ১ করি ১৫:৪ আয়াত দেখুন। “প্রাণ” কথাটি সম্পর্কে আরও জানার জন্য আইউব ৩৩:৩০ আয়াত ও নোট; জবুর ৪৯:১৯; ৫৬:১৩ আয়াত দেখুন।

আমার জাতির অধর্মের দরুনই তাঁর উপরে
আঘাত পড়লো।
৯ আর লোকে দুষ্টদের সঙ্গে তাঁর কবর নিরূপণ
করলো,
এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হলেন,
যদিও তিনি দৌরাত্ম্য করেন নি,
আর তাঁর মুখে ছলনার কথা ছিল না।
১০ তবুও তাঁকে চূর্ণ করতে মাবুদেরই
মনোবাসনা ছিল;
তিনি তাঁকে যাতনাগ্রস্ত করলেন,
তাঁর প্রাণ যখন দোষ-কোরবানী করবে,
তখন তিনি আপন বংশ দেখবেন, দীর্ঘায়ু
হবেন
এবং তাঁর হাতে মাবুদের মনোরথ সিদ্ধ
হবে;
১১ তিনি তাঁর প্রাণের শ্রমফল দেখবেন, তৃপ্ত
হবেন;
আমার ধার্মিক গোলাম নিজের জ্ঞান দিয়ে
অনেককে ধার্মিক করবেন,
এবং তিনিই তাদের অপরাধগুলো বহন
করবেন।
১২ এজন্য আমি মহানদের মধ্যে তাঁকে অংশ
দেব,
তিনি পরাক্রমীদের সঙ্গে লুটদ্রব্য ভাগ
করবেন,
কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য তাঁর প্রাণ ঢেলে
দিলেন,
তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন;
আর তিনিই অনেকের গুনাহের ভার তুলে
নিয়েছেন
এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করছেন।

লোকদের প্রতি মাবুদের অনন্ত মহব্বত

৫৪ ১ মাবুদ এই কথা বলেন, "হে বন্ধ্যা
স্ত্রীলোক, যে কখনও সন্তান জন্ম দেয়
নি, তুমি আনন্দগান কর, যার কখনও প্রসব-
বেদনা উঠে নি, তুমি উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান ও
আনন্দ-চিৎকার কর; কেননা সধবার সন্তানের
চেয়ে অনাথার সন্তান বেশি, মাবুদ এই কথা
বলেন। ২ তুমি তোমার তাঁবুর স্থান বিস্তৃত কর,
তোমার শিবিরের পর্দা বিস্তারিত হোক, ভয় করো
না; তোমার দড়িগুলো লম্বা কর, তোমার সমস্ত
গোঁজ দৃঢ় কর। ৩ কেননা তুমি ডানে ও বামে

[৫৩:১২] হিজ ১৫:৯; জবুর ১১৯:১৬২; লূক ১১:২২।

[৫৪:১] পয়দা ৩০:১।
[৫৪:২] পয়দা ২৬:২২; ইশা ২৬:১৫; ৪৯:১৯-২০।
[৫৪:৩] আইউ ১২:২৩; ইশা ১৪:২; ৬০:৪-১১।
[৫৪:৩] ইশা ৪৯:১৯।
[৫৪:৪] ইয়ার ৩০:১০; যোয়েল ২:২১।
[৫৪:৫] জবুর ৯৫:৬; ১৪৯:২; ইশা ৫১:১৩।
[৫৪:৬] ইয়ার ৪৪:২; হোশেয় ১:১০।
[৫৪:৭] আইউ ১৪:১৩; ইশা ২৬:২০।
[৫৪:৮] জবুর ১০২:১৩; ইশা ১৪:১; হোশেয় ২:১৯।
[৫৪:৯] পয়দা ৮:২১।
[৫৪:১০] জবুর ৪৬:২; প্রকা ৬:১৪।
[৫৪:১১] ১খান্দান ২৯:২; প্রকা ২১:১৮।
[৫৪:১২] প্রকা ২১:২১।
[৫৪:১৩] ইশা ২৮:৯; মীখা ৪:২; ইউ ৬:৪৫; ইব ৮:১১।
[৫৪:১৪] ইয়ার ৩০:২০।
[৫৪:১৫] ইশা ৪১:১১-১৬।
[৫৪:১৬] ইশা ১৩:৫।

বিস্তৃত হবে, তোমার বংশ জাতিদের দেশ দখল
করবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলোতে লোক
বসাবে।
৪ ভয় করো না, কেননা তুমি লজ্জা পাবে না;
বিষণ্ন হয়ো না, কেননা তুমি অপ্রতিভ হবে না;
কারণ তুমি তোমার যৌবনের অপমান ভুলে
যাবে,
আর তোমার বৈধব্যের দুর্নাম স্মরণে থাকবে
না।
৫ কেননা তোমার নির্মাতা তোমার স্বামী,
তাঁর নাম বাহিনীগণের মাবুদ;
আর ইসরাইলের পবিত্রতম তোমার
মুক্তিদাতা,
তিনি সমস্ত দুনিয়ার আল্লাহ্ বলে আখ্যাত
হবেন।
৬ কারণ পরিত্যক্তা ও রূহে দুঃখিতা স্ত্রীর মত,
কিংবা দূরীকৃতা যৌবনকালের স্ত্রীর মত হয়েছ,
কিন্তু মাবুদ তোমাকে আবার ডেকেছেন; এই
কথা তোমার আল্লাহ্ বলেন।
৭ আমি ক্ষণকালের জন্য তোমাকে ত্যাগ করেছি,
কিন্তু মহা করুণায় তোমাকে আশ্রয় দেব।
৮ আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এক নিমেষমাত্র তোমার কাছ
থেকে আমার মুখ লুকিয়েছিলাম, কিন্তু
অনন্তকালস্থায়ী দয়াতে তোমার প্রতি করুণা
করবো, এই কথা তোমার মুক্তিদাতা মাবুদ
বলেন।
৯ বস্তুত আমার কাছে এসব নূহের দিনগুলোর
মত; কারণ আমি যেমন শপথ করেছি যে, নূহের
জলরাশি আর ভূতল প্লাবিত করবে না, তেমনি
এই শপথ করলাম যে, তোমার প্রতি আর ক্রুদ্ধ
হব না, তোমাকে আর ভর্ৎসনাও করবো না।
১০ বস্তুত পর্বতমালা সরে যাবে, উপ-পর্বতগুলো
টলবে; কিন্তু আমার অটল মহব্বত তোমার কাছ
থেকে সরে যাবে না এবং আমার শান্তি-নিয়ম
টলবে না; যিনি তোমার প্রতি অনুকম্পা করেন,
সেই মাবুদ এই কথা বলেন।
১১ হে দুঃখিনী, হে ঝড়ে আলোড়িতা, সান্ত্বনা-
বঞ্চিতা, দেখ, আমি উজ্জ্বল পাথর দিয়ে
তোমাকে তৈরি করবো, নীলকান্তমণি দ্বারা
তোমার ভিত্তিমূল স্থাপন করবো; ১২ আর
পদ্মরাগমণি দ্বারা তোমার আলিসা ও সূর্যকান্তমণি
দ্বারা তোমার তোরণদ্বারগুলো ও মনোহর পাথর

৫৪:১ প্রেরিত পৌল এই আয়াতটিকে সারা এবং নিয়মের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, যেখানে "উর্ধ্বস্থিত জেরুশালেমকে" উপস্থাপন করা হয়েছে (গালা ৪:২৬-২৭; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৪:৪ কেননা তুমি লজ্জা পাবে না … অপ্রতিভ হবে না। ২৯:২২ আয়াত ও নোট দেখুন; ৪৫:১৭। *যৌবনের অপমান ভুলে যাবে।* সম্ভবত মিসরের গোলামির কথা বোঝানো হয়েছে। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৩১:১৯; ইহি ১৬:৬০।

৫৪:৬-৭ পরিত্যক্তা ও রূহে দুঃখিতা স্ত্রী। বন্দীদশায় ইসরাইল জাতির অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করা হয়েছে (৪৯:১৪; ৫০:১ আয়াত ও নোট; ৬২:৪ আয়াত দেখুন)।

৫৪:১১ হে দুঃখিনী। এখানে বিধ্বস্ত জেরুশালেম নগরীর কথা বোঝানো হয়েছে। ৫১:২১ আয়াত দেখুন। *ঝড়ে আলোড়িতা।* ২৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৪:১৩ ইউহোন্না ৬:৪৫ আয়াতে আংশিকভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। *মাবুদের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে।* যেভাবে মাবুদ ৫০:৪ আয়াতে তাঁর গোলামকে শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন।

৫৪:১৭ যে কোন জিহ্বা … দোষী করবে। যেভাবে ৫০:৮-৯

BACIB International Bible CHURCH

দ্বারা তোমার সমস্ত পরিসীমা নির্মাণ করবো।
১৩ আর তোমার সন্তানেরা সকলে মাবুদের কাছ
থেকে শিক্ষা পাবে, আর তোমার সন্তানদের পরম
শান্তি হবে। ১৪ তুমি ধার্মিকতায় স্থিরীকৃত হবে;
তুমি জুলুম থেকে দূরে থাকবে, বস্তুত তুমি ভয়
পাবে না; এবং ত্রাস থেকে দূরে থাকবে, বাস্তবিক
তা তোমার কাছে আসবে না। ১৫ দেখ, কেউ যদি
তোমাকে আক্রমণ করে, তা আমা থেকে হবে
না; যে তোমাকে আক্রমণ করবে, সে তোমার
কারণেই মারা পড়বে।
১৬ দেখ, যে কর্মকার জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতাস
দেয়, আর তার কাজের জন্য অস্ত্র গঠন করে,
আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি, বিনাশ করার জন্য
নাশকের সৃষ্টিও আমিই করেছি। ১৭ যে কোন অস্ত্র
তোমার বিরুদ্ধে গঠিত হয়, তা সার্থক হবে না;
যে কোন জিহ্বা বিচারে তোমার প্রতিবাদিনী হয়,
তাকে তুমি দোষী করবে। মাবুদের গোলামদের
এই অধিকার এবং আমার কাছ থেকে তাদের
এই ধার্মিকতা লাভ হয়, মাবুদ এই কথা বলেন।

নাজাত গ্রহণ করার দাওয়াত

৫৫ ১ হে পিপাসিত সমস্ত লোক,
তোমরা পানির কাছে এসো;
যার টাকা নেই, আসুক;
তোমরা এসো, খাদ্য ক্রয় কর, ভোজন কর;
হ্যাঁ, এসো, বিনা টাকায় খাদ্য,
বিনা মূল্যে আঙ্গুর-রস ও দুধ ক্রয় কর।
২ কেন অখাদ্যের জন্য টাকা খরচ করছো,
যাতে তৃপ্তি নেই, তার জন্য স্ব স্ব শ্রমফল
দিচ্ছ?
শোন, আমার কথা শোন, উত্তম খাবার
ভোজন কর,
পুষ্টিকর দ্রব্যে তোমাদের প্রাণ আপ্যায়িত
হোক।
৩ কান দাও, আমার কাছে এসো;
শোন, তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে;

[৫৫:১] মেসাল ৯:৫; ইশা ৩৫:৭; মথি ৫:৬; লূক ৬:২১; ইউ ৪:১৪; ৭:৩৭।
[৫৫:২] জবুর ২২:২৬; হেদা ৬:২; ইশা ৪৯:৪; ইয়ার ১২:১৩; হোশেয় ৪:১০; ৮:৭; মীখা ৬:১৪; হগয় ১:৬।
[৫৫:৩] জবুর ৭৮:১।
[৫৫:৪] প্রকা ১:৫।
[৫৫:৫] ইশা ৪৪:২৩।
[৫৫:৬] দ্বি:বি ৪:২৯; ২খান্দান ১৫:২; ইশা ৯:১৩।
[৫৫:৭] ২খান্দান ৭:১৪; ৩০:৯; ইহি ১৮:২৭-২৮।
[৫৫:৮] ফিলি ২:৫; ৪:৮।
[৫৫:৯] আইউ ১১:৮; জবুর ১০৩:১১।
[৫৫:১০] লেবীয় ২৫:১৯; আইউ ১৪:৯; জবুর ৬৭:৬।
[৫৫:১১] দ্বি:বি ৩২:২; ইউ ১:১।
[৫৫:১২] জবুর ৯৮:৪; ইশা ৩৫:২।
[৫৫:১৩] জবুর ১০২:১২।
[৫৬:১] জবুর ১১:৭; ইয়ার ২২:৩।
[৫৬:২] জবুর ১১৯:২।

আর আমি তোমাদের সঙ্গে একটি নিত্যস্থায়ী
নিয়ম করবো,
দাউদের প্রতি কৃত অটল রহম স্থির করবো।
৪ দেখ, আমি তাকে জাতিদের সাক্ষী হিসেবে,
জাতিদের নায়ক ও হুকুমদাতা হিসেবে নিযুক্ত
করলাম। ৫ দেখ, তুমি যে জাতিকে জান না,
তাকে আহ্বান করবে; যে জাতি তোমাকে জানত
না, সে তোমার কাছে দৌড়ে আসবে; এটা
তোমার আল্লাহ্ মাবুদের জন্য, ইসরাইলের
পবিত্রতমের হেতু ঘটবে, কেননা তিনি তোমাকে
মহিমান্বিত করেছেন।
৬ মাবুদের খোঁজ কর, যখন তাঁকে পাওয়া যায়,
তাঁকে ডাক, যখন তিনি কাছে থাকেন;
৭ দুষ্ট তার পথ, অধার্মিক তার সঙ্কল্প ত্যাগ
করুক;
এবং সে মাবুদের প্রতি ফিরে আসুক,
তাতে তিনি তার প্রতি করুণা করবেন;
আমাদের আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে আসুক,
কেননা তিনি প্রচুররূপে মাফ করবেন।
৮ কারণ মাবুদ বলেন, আমার সমস্ত সঙ্কল্প ও
তোমাদের সমস্ত সঙ্কল্প এক নয় এবং তোমাদের
সমস্ত পথ ও আমার সমস্ত পথ এক নয়।
৯ কারণ ভূতল থেকে আসমান যত উঁচু,
তোমাদের পথ থেকে আমার পথ ও তোমাদের
সঙ্কল্প থেকে আমার সঙ্কল্প ততটাই উঁচু।
১০ বাস্তবিক যেমন বৃষ্টি বা হিম আসমান থেকে
নেমে আসে, আর সেখানে ফিরে যায় না, কিন্তু
ভূমিকে পানি দান করে ফলবতী ও অঙ্কুরিত করে
এবং বপনকারীকে বীজ ও ভক্ষককে খাবার
দেয়, আমার মুখনির্গত কালাম তেমনি হবে;
১১ তা নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে
না, কিন্তু আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন করবে
এবং যে জন্য তা প্রেরণ করি, সেই বিষয়ে সিদ্ধ
হবে।
১২ কারণ তোমরা আনন্দ সহকারে বাইরে যাবে

আয়াত অনুসারে আল্লাহ্‌র গোলামের বিরুদ্ধে কোন ধরনের বিচার আনা হবে না।

৫৫:১ বন্দীদশায় থাকা সমস্ত লোকদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন তারা ফিরে আসে এবং আগের মত নিজ নিজ অবস্থান ফিরে পায়। *পিপাসিত।* প্রাথমিকভাবে এখানে রূহানিক পিপাসার কথা বোঝানো হয়েছে (৪১:১৭; ৪৪:৩; জবুর ৪২:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন; ৬৩:১ আয়াত দেখুন)। *পানি।* রূপকার্থে রূহানিক সঞ্জীবনীর কথা বোঝানো হয়েছে।

৫৫:৫ যে জাতিকে ... আহ্বান করবে। সিয়োনের কাছে এবং আল্লাহ্‌র জাতি ইসরাইলের কাছে অন্য সকল জাতিকে আকৃষ্ট করা ও আহ্বান করা কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যতম প্রধান একটি পাঠ্য বিষয়বস্তু (এর সাথে তুলনা করুন ২:২-৪; ৫:১৪; জাকা ৮:২২ আয়াত ও নোট)।

৫৫:৭ দুষ্ট তার পথ ... ত্যাগ করুক। আয়াত ১:১৬ দেখুন। *মাবুদের প্রতি ফিরে আসুক।* ৪৩:২৫; ৪৪:২২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৫:১১ তা নিষ্ফল হয়ে ... আসবে না। বিশেষত ৩, ৫, ১২ আয়াতের ওয়াদা। এছাড়া ৯:৮; জবুর ১০৭:২০ আয়াতে কালামকে মাবুদ আল্লাহ্‌র দূত হিসেবেও দেখা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৫:১২ আনন্দ সহকারে বাইরে যাবে। ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার ঘটনাটিকে পটভূমি হিসেবে দেখা হয়েছে (৩৫:১০; ৫২:৯-১২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫৫:১৩ কাঁটাগাছ ... দেবদারু ... কাঁটাঝোপ ... গুলমেঁদি। এর আগে নবী ইশাইয়া ইসরাইল জাতি উৎসন্ন হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার বিপরীত (৫:৬; ৩২:১৩ আয়াত দেখুন)।

৫৬:১ ন্যায়বিচার ... ধার্মিকতার প্রকাশ। জবুর ১১৯:১২১ আয়াত ও নোট দেখুন। *উদ্ধার ... ধার্মিকতা।* ৪৫:৮; ৪৬:১৩; ৫১:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৬:২ বিশ্রামবার পালন করে। আয়াত ৪, ৬ দেখুন। যেভাবে মিসরের বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে আসার পর বিশ্রামবার

এবং শান্তিতে তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া
হবে।
পর্বত ও উপপর্বতগুলো তোমাদের সমক্ষে
উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করবে
এবং ক্ষেতের সমস্ত গাছ হাততালি দেবে।
১৩ কাঁটাগাছের পরিবর্তে দেবদারু,
কাঁটাঝোপের পরিবর্তে গুলমেঁদি উৎপন্ন
হবে;
আর তা মাবুদের কীর্তিস্বরূপ হবে,
লোপহীন নিত্যস্থায়ী চিহ্ন হবে।

মাবুদের প্রতি আসক্তদের জন্য উদ্ধার

৫৬ ১ মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
ন্যায়বিচার রক্ষা কর, ধার্মিকতার
অনুষ্ঠান কর, কেননা আমার উদ্ধার আগতপ্রায়
এবং আমার ধার্মিকতার প্রকাশ সন্নিকট। ২ ধন্য
সেই ব্যক্তি, যে এরকম আচরণ করে এবং সেই
মানব সন্তান, যে তা দৃঢ় করে রাখে, যে বিশ্রাম-
বার পালন করে, নাপাক করে না এবং সমস্ত
দুষ্কর্ম থেকে নিজের হাত রক্ষা করে।
৩ আর মাবুদের প্রতি আসক্ত বিজাতি-সন্তান
এই কথা না বলুক যে, মাবুদ তাঁর লোকবৃন্দ
থেকে আমাকে নিশ্চয়ই বিভক্ত করবেন এবং
নপুংসক না বলুক, দেখ, আমি একটি শুকনো
গাছ। ৪ কেননা মাবুদ এই কথা বলেন যে, যে
নপুংসক আমার বিশ্রামবার পালন করে, আমার
সন্তোষজনক বিষয় মনোনীত করে ও আমার
নিয়ম দৃঢ় করে রাখে, ৫ তাদেরকে আমি আমার
গৃহের মধ্যে ও আমার প্রাচীরের ভিতরে
পুত্রকন্যার চেয়ে উত্তম স্থান ও নাম দেব; আমি
তাদেরকে লোপহীন অনন্তকালস্থায়ী নাম দেব।
৬ আর যে বিজাতি-সন্তানেরা মাবুদের পরিচর্যা

[৫৬:৩] হিজ ১২:৪৩; জাকা ৮:২০-২৩।
[৫৬:৪] ইয়ার ৩৮:৭।
[৫৬:৪] হিজ ৩১:১৩।
[৫৬:৫] শুমারী ৩২:৪২।
[৫৬:৬] হিজ ১২:৪৩।
[৫৬:৭] রোমীয় ১২:১; ফিলি ৪:১৮; ইব ১৩:১৫।
[৫৬:৮] ইউ ১০:১৬।
[৫৬:৯] ইয়ার ১২:৯।
[৫৬:১০] ইয়ার ৬:১৭; ৩১:৬।
[৫৬:১১] ইয়ার ২৩:১; ইহি ৩৪:২।
[৫৬:১২] জবুর ১০:৬; লূক ১২:১৮।
[৫৭:১] জবুর ১২:১; ইহি ২১:৩।
[৫৭:২] দানি ১২:১৩।
[৫৭:৩] হিজ ২২:১৮; মালা ৩:৫।
[৫৭:৪] ইশা ১:২।
[৫৭:৫] দ্বি:বি ১২:২; ২বাদশা ১৬:৪।
[৫৭:৬] ২বাদশা ১৭:১০; ইয়ার ৩:৯; হবক ২:১৯।
[৫৭:৭] ইয়ার ৩:৬; ইহি ৬:৩; ১৬:১৬; ২০:২৯।

করার জন্য, তাঁর নামের প্রতি মহব্বত দেখাবার
জন্য ও তাঁর গোলাম হবার জন্য মাবুদের প্রতি
আসক্ত হয়, অর্থাৎ যে কেউ বিশ্রামবার পালন
করে, নাপাক করে না ও আমার নিয়ম দৃঢ় করে
রাখে, ৭ তাদেরকে আমি আমার পবিত্র পর্বতে
আনবো এবং আমার মুনাজাত-গৃহে আনন্দিত
করবো; তাদের পোড়ানো-কোরবানী ও অন্য
সমস্ত কোরবানী আমার কোরবানগাহ্‌র উপরে
কবুল করা হবে, যেহেতু আমার গৃহ সর্বজাতির
মুনাজাত-গৃহ বলে আখ্যাত হবে।
৮ সার্বভৌম মাবুদ, যিনি ইসরাইলের দূরীকৃত
লোকদেরকে সংগ্রহ করেন, তিনি বলেন, আমি
আরও বেশি সংগ্রহ করে তার সংগৃহীত
লোকদের সঙ্গে যোগ করবো।

ইসরাইলের প্রহরীদের দোষের কথা

৯ হে মাঠের সমস্ত পশু, হে সমস্ত বন্যপশু, গ্রাস
করতে এসো। ১০ তার প্রহরীরা অন্ধ, সকলেই
অজ্ঞান; তারা সকলে বোবা কুকুর, ঘেউ ঘেউ
করতে পারে না; তারা শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে ও
ঘুমাতে ভালবাসে। ১১ সেই কুকুরেরা পেটুক,
তাদের কখনও তৃপ্তি বোধ হয় না; আর এরা
বিবেচনা-বিহীন পালক; সকলে নির্বিশেষে নিজ
নিজ পথের দিকে ফিরেছে, নিজ নিজ লাভের
চেষ্টা করছে। ১২ প্রত্যেক জন বলে, চল, আমি
আঙ্গুর-রস আনি, আমরা সুরাপানে মাতাল হব
এবং যেমন আজকের দিন, তেমনি
আগামীকালও হবে; তা আরও ভাল দিন হবে।

ইসরাইলের নিষ্ফল মূর্তিপূজা

৫৭ ১ ধার্মিক বিনষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কেউ সেই
বিষয়ে মনোযোগ করে না;
আল্লাহ্‌ভক্ত ব্যক্তিরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু

স্থাপনের মধ্য দিয়ে (হিজ ২০:৮-১০ আয়াতের নোট দেখুন) সিনাই পর্বতের স্থাপিত নিয়মের চিহ্ন নির্ধারণ করা হয়েছিল (হিজ ৩১:১৩-১৭ আয়াত ও নোট দেখুন), সেভাবে আল্লাহ্‌র এই উদ্ধারের কাজও (৫৫:১২) তাঁর প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা স্থাপনের জন্য ইসরাইল জাতিকে নতুন করে সুযোগ দান করেছে, যা বিশ্রামবার পালনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় (৫৮:১৩; ৬৬:২৩; ইয়ার ১৭:২১-২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ইহি ২০:২০-২১)।

৫৬:৫ প্রাচীরের ভিতরে ... নাম দেব। অবশালোম একটি স্মারক স্তম্ভ বা প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন যেহেতু তাঁর কোন জীবিত পুত্র সন্তান ছিল না (২ শামু ১৮:১৮)। *নাম।* ৫৫:১৩ আয়াতে এই হিব্রু শব্দটির অর্থ খ্যাতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫৬:৭ আমার পবিত্র পর্বতে। ২:২-৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাদের পোড়ানো-কোরবানী ... আমার কোরবানগাহ্‌র উপরে কবুল করা হবে।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৬০:৭; আরও দেখুন ১:১১-১৩ আয়াত। *আমার গৃহ সর্বজাতির মুনাজাত-গৃহ।* প্রভু ঈসা মসীহ্‌ এই আয়াতটি মার্ক ১১:১৭ আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন (১ বাদশাহ্‌ ৮:৪১-৪২ আয়াত দেখুন)।

৫৬:১০ প্রহরীরা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীরা (ইহি ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ইশা ৫২:৮ আয়াতের নোট)। *অন্ধ ... ঘুমাতে ভালবাসে।* এর সাথে তুলনা করুন ২৯:৯-১০ আয়াত। *বোবা কুকুর।* ভেড়ার পাল পাহাড়া দেয় এমন প্রহরী কুকুর (তুলনা করুন আইউব ৩০:১ আয়াত)।

৫৬:১১ বিবেচনা-বিহীন পালক। সম্ভবত এখানে শাসনকর্তাদের কথাও বলা হচ্ছে। এর সাথে তুলনা করুন ইহি ৩৪:২-৫ আয়াত ও নোট। *সকলে নির্বিশেষে নিজ নিজ পথের দিকে ফিরেছে।* ৫৩:৬ আয়াত দেখুন।

৫৬:১২ আঙ্গুর-রস ... সুরা। এর সাথে তুলনা করুন ২৮:৭ আয়াতে নবী ও ইমামদের আচরণ। *আগামীকালও ... আরও ভাল দিন হবে।* এর সাথে তুলনা করুন লূক ১২:১৯ আয়াতে মূর্খ ধনীর কথা।

৫৭:১ বিপদের সম্মুখ ... নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হূলদা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, ধার্মিক বাদশাহ্‌ ইউসিয়া এই আঘাতের আগেই মৃত্যুবরণ করবেন (২ বাদশাহ্‌ ২২:১৯-২০ আয়াত)।

৫৭:৫ এলা গাছ। বর্তমানে যা ওক গাছ হিসেবে পরিচিত। এর কাঠ ছিল পবিত্র (১:২৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৭:৬ উপত্যকা। সম্ভবত হিন্নোম উপত্যকা (ইয়ার ৭:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পানীয় নৈবেদ্য।* এই সকল পৌত্তলিক পানীয় সংক্রান্ত অনুষ্ঠান বেশ জনপ্রিয় ছিল।

৫৭:৭ উঁচু ও তুঙ্গ পর্বত। এ ধরনের বহু উঁচু (হিজ ৬:৩ আয়াত

কেউ বিবেচনা করে না। তবুও বিপদের সম্মুখ
থেকে ধার্মিককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ২ সে
শান্তিতে প্রবেশ করে; সরল পথগামীরা প্রত্যেকে
নিজ নিজ বিছানার উপরে বিশ্রাম করে।
৩ কিন্তু, হে জাদুকারিণীর পুত্ররা, জেনাকারী ও
পতিতার বংশ, তোমরা এগিয়ে এখানে এসো।
৪ তোমরা কাকে উপহাস কর? কাকে দেখে মুখ
বাঁকা কর ও জিহ্বা বের কর? তোমরা কি
অধর্মের সন্তান ও মিথ্যাবাদীর বংশ নও?
৫ তোমরা এলা গাছগুলোর মধ্যে সমস্ত সবুজ
গাছের তলে কামনায় জ্বলে ওঠো, তোমরা নানা
উপত্যকায় ও শৈল-ফাটলের তলে নিজ নিজ
বালকদেরকে জবেহ্ করে থাক।
৬ উপত্যকার মসৃণ পাথরগুলোর মধ্যে তোমার
অংশ, সেগুলোই তোমার অধিকার; তাদেরই
উদ্দেশে তুমি পানীয় দ্রব্য ঢেলেছ, নৈবেদ্য উৎসর্গ
করেছ। এই সমস্ত দেখে আমি কি ক্ষান্ত হব?
৭ তুমি উঁচু ও তুঙ্গ পর্বতের উপরে তোমার বিছানা
পেতেছ; সেই স্থানেও তুমি কোরবানী করতে
উঠেছিলে; ৮ আর তোমার প্রতীক দরজা ও
চৌকাঠের পিছনে রেখেছ; কেননা তুমি আমাকে
ছেড়ে আর এক জনকে পেয়ে কাপড় খুলে
পালঙ্কে উঠেছ, নিজের বিছানা বৃদ্ধি করে ওদের
সঙ্গে নিয়ম করেছ, ওদের বিছানা দেখে তা
ভালবেসেছ। ৯ আর তুমি তেল মেখে বাদশাহ্‌র
কাছে গমন করেছিলে, প্রচুর সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার
করেছিলে, দূরদেশে তোমার দূতদেরকে প্রেরণ
করেছিলে এবং পাতাল পর্যন্ত নিজেকে অবনত
করেছিলে। ১০ বেশি যাতায়াতের দরুন তুমি
পথশ্রান্তা হয়েছিলে, তবুও 'আশা নেই' এমন

[৫৭:৮] ইহি ১৬:২৬; ২৩:৭।
[৫৭:৯] লেবীয় ১৮:২১; ১বাদশা ১১:৫।
[৫৭:১০] ১শামু ২:৪।
[৫৭:১১] ২বাদশা ১:১৫; মেসাল ২৯:২৫; ইশা ৭:২।
[৫৭:১২] ইহি ১৬:২; মীখা ৩:২-৪, ৮।
[৫৭:১৩] ইয়ার ২২:২০; ৩০:১৫।
[৫৭:১৪] ইয়ার ১৮:১৫।
[৫৭:১৫] দ্বি:বি ৩৩:২৭; জবুর ৯০:২।
[৫৭:১৬] জবুর ৫০:২১।
[৫৭:১৭] ইয়ার ৮:১০।
[৫৭:১৮] দ্বি:বি ৩২:৩৯; ২খান্দান ৭:১৪; ইশা ৩০:২৬।
[৫৭:১৯] ইব ১৩:১৫।
[৫৭:২০] আইউ ১৮:৫-২১।
[৫৭:২১] ইহি ১৩:১৬।
[৫৮:১] হিজ ২০:১৮।
[৫৮:২] ইশা ৪৮:১; তীত ১:১৬; ইয়াকুব ৪:৮।

কথা বল নি; তোমার হাতের নাড়ী টের পেয়েছে,
এজন্য তুমি ক্লান্ত হও নি।
১১ বল দেখি, কার কাছ থেকে এমন ত্রাসযুক্ত ও
ভীত হয়েছ যে, মিথ্যা কথা বলছো? এবং
আমাকে ভুলে গিয়েছ, মনে স্থান দাও নি? আমি
কি চিরকাল ধরে নীরব থাকি নি, তাই বুঝি
আমাকে ভয় কর না? ১২ আমি তোমার
ধার্মিকতার তত্ত্ব আর তোমার সমস্ত কাজ দেখাব!
সেসব তোমার উপকারী হবে না। ১৩ তুমি যখন
সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি কর, তখন তোমার
সঞ্চিত মূর্তিরা তোমাকে উদ্ধার করুক। কিন্তু
বায়ু তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, একটি নিশ্বাস
সেগুলোকে নিয়ে যাবে; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার
শরণাপন্ন সে দেশের অধিকার পাবে ও আমার
পবিত্র পর্বত অধিকার করবে।

মাবুদের সাহায্যের ওয়াদা

১৪ আর বলা হবে,
উঁচু কর, উঁচু কর, পথ পরিষ্কার কর,
আমার লোকদের পথ থেকে সমস্ত বাধা দূর
কর।
১৫ কেননা যিনি উঁচু ও উন্নত, যিনি অনন্তকাল-
নিবাসী, যাঁর নাম "পবিত্র", তিনি এই কথা
বলেন, আমি উর্ধ্বলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস
করি, চূর্ণ ও নম্র রূহ্ সম্পন্ন মানুষের সঙ্গেও বাস
করি, যেন নম্র লোকদের রূহ্ ও চূর্ণ লোকদের
হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি। ১৬ কারণ আমি প্রতিদিন
ঝগড়া করবো না, সব সময় ক্রোধ করবো না;
করলে রূহ্ এবং আমার নির্মিত সমস্ত প্রাণী,
আমার সম্মুখে মূর্চ্ছা যাবে। ১৭ তার লোভরূপ
অপরাধে আমি ক্রুদ্ধ হলাম ও তাকে আঘাত

ও নোট দেখুন) বা তুঙ্গ পার্বত্য স্থান (ইহি ২২:৯ আয়াত) কেনানে দেখা যেত।

৫৭:৯ তেল। জলপাই তেল, যা বিশেষভাবে সুগন্ধির জন্যও ব্যবহার করা হত। সোলায়মান ৪:১০ আয়াত দেখুন, যেখানে হিব্রু ভাষায় "তেল" শব্দটিকে "সুগন্ধি" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে।

৫৭:১১ এমন ত্রাসযুক্ত ও ভীত। তারা সাধারণ নশ্বর মানুষকে ভয় করেছিল (৫১:১২ আয়াত দেখুন)।

৫৭:১৩ তোমার সঞ্চিত মূর্তিরা তোমাকে উদ্ধার করুক। ৪৪:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *বায়ু তাদেরকে ... নিশ্বাস সেগুলোকে নিয়ে যাবে।* মূর্তিগুলো কখনোই তাদের এবাদতকারীর চেয়ে কোন অংশে বেশি শক্তিশালী নয়। *আমার শরণাপন্ন।* ২৫:৪ আয়াত দেখুন।

৫৭:১৪ উঁচু কর। ৪০:১ আয়াতের নোট দেখুন। *পথ পরিষ্কার কর।* ৪০:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৭:১৫ যিনি উঁচু ও উন্নত। ৬:১; ৫২:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও তুলনা করুন ৩৩:৫ আয়াত।

৫৭:১৮ তাকে সুস্থ করবো। আয়াত ১৯; ৬:১০; ৩০:২৬; ইয়ার ৩:২২ আয়াত দেখুন। আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে ক্ষমা করবেন ও পুনরুদ্ধার করবেন। *পথপ্রদর্শক হব।* তুলনা করুন ৪০:১১; ৪২:১৬; ৪৯:১০ আয়াত। *সান্ত্বনারূপ ধন দেব।* ৪৭:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৭:১৯ শান্তি, শান্তি। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ারমিয়া ৬:১৩-১৪ (এর সাথে ৬:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *দূরবর্তী।* সম্ভবত অ-ইহুদীরা বা বন্দীদশায় থাকা ইহুদীরা। প্রেরিত পৌল সম্ভবত এই আয়াতগুলোকে মাথায় রেখেই ইফিষীয় ২:১৭ আয়াতটি লিখেছিলেন।

৫৭:২০ আলোড়িত সমুদ্রের মত। ইয়ার ৪৯:২৩ আয়াত দেখুন। *স্থির হতে পারে না।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ২।

৫৭:২১ এই আয়াতটি প্রায় ৪৮:২২ আয়াতের মতই ভাব প্রকাশ করে (৩৯:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫৮:১ শিংগার আওয়াজের মত। তুর পাহাড়ে শিংগার আওয়াজের সঙ্গে আল্লাহ্‌র জোরালো কণ্ঠের তুলনা করা হয়েছে (হিজ ১৯:১৯; ২০:১৮-১৯)। *বিদ্রোহ।* ১:২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *গুনাহ্।* ১:৪ আয়াত; ৫৮:১২-১৩ আয়াত দেখুন।

৫৮:২ আমারই খোঁজ করে। ৫৫:৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। ১:১১ আয়াতে সচরাচর যে সব কোরবানী দেওয়া হত তার সঙ্গে তুলনা করুন। *আল্লাহ্‌র ক্রোধ কাছে এসে গেছে।* একই রকম ভণ্ডামির বিষয় ২৯:১৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে

করলাম, আমার মুখ লুকিয়ে ক্রোধ করলাম,
তবুও সে বিমুখ হয়ে তার মনের মত পথে
চললো। ১৮ আমি তার সমস্ত পথ দেখেছি, আর
তাকে সুস্থ করবো; আমি তার পথপ্রদর্শকও হব
এবং তাকে ও তার শোকাকুলদেরকে সান্ত্বনারূপ
ধন দেব। আমি ওষ্ঠাধরের ফল সৃষ্টি করি;
১৯ শান্তি, শান্তি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয়েরই,
মাবুদ এই কথা বলেন; হ্যাঁ, আমি তাকে সুস্থ
করবো! ২০ কিন্তু দুষ্টরা আলোড়িত সমুদ্রের মত,
তা তো স্থির হতে পারে না ও তার পানিতে পাঁক
ও কাদা ওঠে। ২১ আমার আল্লাহ্‌ বলেন, দুষ্ট
লোকদের কোন কিছুতেই শান্তি নেই।

সত্যিকারের রোজা

৫৮ ১ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর, স্বর সংযত
করো না, তূরীর মত উচ্চধ্বনি কর;
আমার লোকদেরকে তাদের অধর্ম, ইয়াকুবের
কুলকে তাদের সমস্ত গুনাহ্‌ জানাও। ২ তারা তো
প্রতিদিন আমারই খোঁজ করে, আমার পথ
জানতে ভালবাসে; যে জাতি ধার্মিকতার অনুষ্ঠান
করে ও তার আল্লাহ্‌র শাসন ত্যাগ করে নি, এমন
জাতির মত আমাকে ধর্মশাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
করে, আল্লাহ্‌র কাছে আসতে ভালবাসে। ৩ আর
বলে, ‘আমরা রোজা রেখেছি, তুমি কেন
দৃষ্টিপাত কর না? আমরা নিজ নিজ প্রাণকে দুঃখ
দিয়েছি, তুমি কেন তা জান না?’ দেখ,
তোমাদের রোজার দিনে তোমরা সুখের চেষ্টা ও
নিজ নিজ কর্মচারীদের প্রতি দৌরাত্ম্য করে থাক;
৪ দেখ, তোমরা ঝগড়া ও কলহের জন্য এবং
নাফরমানীর মুষ্টি দ্বারা আঘাত করার জন্য রোজা
করে থাক। তোমরা এভাবে রোজা রাখলে
ঊর্ধ্বলোকে নিজেদের স্বর শোনাতে পারবে না।
৫ আমার মনোনীত রোজা কি এই রকম?
মানুষের তার নিজের প্রাণকে দুঃখ দেবার দিন
কি এই রকম? নল-খাগড়ার মত মাথা হেঁট করা
এবং চট ও ভস্ম পেতে বসা রোজা? এটাকে কি
তুমি মাবুদের প্রসন্নতার দিন ও তাঁর মনোনীত
রোজা বল?
৬ নাফরমানীর শিকলগুলো খুলে দেওয়া,
জোয়ালের বাঁধন মুক্ত করা এবং দলিত
লোকদেরকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেওয়া ও
প্রত্যেক জোয়াল ভেঙ্গে ফেলা কি নয়? ৭ ক্ষুধিত
লোককে তোমার খাদ্য বণ্টন করা, যে
দুঃখীদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের
বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া, এ কি নয়? উলঙ্গকে

[৫৮:৩] লেবীয় ১৬:২৯।
[৫৮:৪] ১বাদশা ২১:৯-১৩; ইশা ৫৯:৬; ইয়ার ৬:৭; ইহি ৭:১১; মালা ২:১৬।
[৫৮:৫] জাকা ৭:৫।
[৫৮:৬] যেয়েল ২:১২-১৪।
[৫৮:৭] আইউ ২২:৭; ইহি ১৮:১৬; লূক ৩:১১।
[৫৮:৮] আইউ ১১:১৭; ইশা ৯:২।
[৫৮:৯] জবুর ৫০:১৫।
[৫৮:১০] দ্বি:বি ১৫:৭-৮।
[৫৮:১১] জবুর ৪৮:১৪; ইশা ৪২:১৬; ৪৮:১৭।

(এই অংশের নোট দেখুন)।

৫৮:৩ রোজা রেখেছি ... রোজার দিনে। ৬ আয়াত দেখুন; আত্মত্যাগের সময়, নিজেকে নম্র করা এবং গুনাহ্‌র জন্য মন পরিবর্তন করা। জেরুশালেমের পতনের পর রোজার দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছেল (লেবীয় ১৬:২৯ আয়াত দেখুন ও এছাড়া জাকারিয়া ৮:১৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। *আমরা নিজেদের অবনত করেছি।* তুলনা করুন ২ খান্দান ৭:১৪; ১ বাদশাহ্‌ ২১:২৯ আয়াত। *তুমি দৃষ্টিপাত কর নি।* মালাখি ৩:১৪ আয়াতে একই রকম আচরণ দেখতে পাওয়া যায় (এই আয়াতের নোট দেখুন, তুলনা করুন লূক ১৮:১২ আয়াত)। তোমাদের কর্মচারীদের তোমরা শোষণ করেছ। ৩:১৪-১৫ আয়াত; ১০:২ আয়াত দেখুন।

৫৮:৪ ঊর্ধ্বলোকে নিজেদের স্বর শোনাতে। এই রকম ভণ্ডামিপূর্ণ ধর্মীয় কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে মুনাজাতকে বাধা প্রদান করেছিল (১:১১-১৫; ৫৯:২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৫৮:৫ রোজা ... নিজেদের নম্র করা। মথি ৬:১৬-১৮ আয়াত দেখুন। *নলখাপড়ার মত।* দুর্বলতা এবং নম্রতার চিহ্ন (৪২:৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *চট ও ভস্ম ... রোজা।* পয়দা ৩৭:৩৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; উযা ৮:২৩; ১০:৬; যোয়েল ১:১৩-১৪; ইউনুস ৩:৫-৬; প্রকাশিত ১১:৩ আয়াত দেখুন। *মনোনীত।* এই শব্দটি সচরাচর কোরবানীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে (৫৬:৭; ৬০:৭; লেবীয় ১:৩ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন রোমীয় ১২:১ আয়াত)।

৫৮:৬ নাফরমানীর শিকলগুলো। ইহুদী গোলামরা যথার্থভাবে মুক্ত হয়েছিল – তাদের মালিক কর্তৃক তাদের আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল (ইয়ার ৩৪:৮-১১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *জোয়াল।* দেখুন আয়াত ৯; ৯:৪; ১০:২৭ আয়াত, যেখানে আশেরিয়া কর্তৃক জোয়াল চাপানোর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। *জুলুম।* ১:১৭ আয়াত দেখুন।

৫৮:৭ ক্ষুধিত লোককে তোমার খাদ্য ... বণ্টন করা ... আশ্রয় দেওয়া ... কাপড় দেওয়া। খাঁটি ধার্মিকতার বাহ্যিক প্রমাণ। আইউব ৩১:১৭-২০; ইহি ১৮:৭, ১৬ আয়াত দেখুন। ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ মানুষের সঙ্গে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ নিজেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখিয়েছেন মথি ২৫:৩৪-৪০ আয়াতে (উক্ত অংশের নোট দেখুন)। *রক্ত এবং মাংস।* সম্ভবত নিকট আত্মীয়ের সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (পয়দা ৩৭:২৭ আয়াত দেখুন), কিন্তু ২ শামু ৫:১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৫৮:৪ আলো। আনন্দ, সমৃদ্ধি ও নাজাত মাবুদ কর্তৃক আনীত হয়েছে (৯:২; ৬০:১-৩; জবুর ২৭:১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *সুস্থতা।* ৫৭:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *তোমার আগে আগে ... তোমাদের অগ্রগামী দূত থাকবে।* ৫২:১২ আয়াত ও নোট দেখুন। মাবুদ তাদের রক্ষা করবেন এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। *মাবুদের মহিমা।* সম্ভবত মরুভূমির মেঘ স্তম্ভ ও আগুনের স্তম্ভ উল্লেখ করা হয়েছে (৪:৫-৬ আয়াত; হিজ ১৩:২১; ১৪:২০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫৮:৯ মাবুদ উত্তর দেবেন। ৩০:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *এই যে আমি।* ৬৫:১ আয়াত দেখুন। *অঙ্গুলির তর্জন।* হয় ঘৃণা বা দোষারোপের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (মেসাল ৬:১২-১৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *বিদ্বেষপূর্ণ কথা।* মেসাল ২:১২; ৬:১২, ১৭, ১৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৫৮:১০ ক্ষুধার্ত ... দুঃখার্ত। ৬-৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *আলো।* ৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৮:১১ পথ দেখাবেন। ৫৭:১৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। প্রয়োজন। পার্থিব ও রূহানিক উভয় (৩২:২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *তপ্ত বালুকার ভূমি।* ৩৫:৭; ৪৯:১০ আয়াত দেখুন। *পানির সেচ দেওয়া বাগান।* ১:৩০ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে জেরুশালেম ছিল পানিবিহীন বাগান। *ফোয়ারা ... শুকায় না।* ইয়ারমিয়া ১৫:১৮ আয়াতের সঙ্গে অমিল রয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। ইউহোন্না ৪:১০, ১৪ আয়াতে ঈসা মসীহ্‌ যে জীবন্ত পানি দিতে চেয়েছেন তার সঙ্গে তুলনা

দেখলে তাকে কাপড় দান করা, তোমার আত্মীয়
-স্বজনকে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক না হওয়া, এ
কি নয়? ৮ এই কাজ করলে অরুণের মত তোমার
আলো প্রকাশ পাবে, তোমার সুস্থতা শীঘ্রই
অঙ্কুরিত হবে; আর তোমার ধার্মিকতা তোমার
অগ্রগামী হবে; মাবুদের মহিমা তোমার পশ্চাদ্বর্তী
হবে। ৯ সেই সময়ে তুমি ডাকবে ও মাবুদ উত্তর
দেবেন; তুমি আর্তনাদ করবে ও তিনি বলবেন,
এই যে আমি।
যদি তুমি নিজের মধ্য থেকে অত্যাচারের
জোয়াল, অঙ্গুলির তর্জন ও অধর্মের কথা দূর কর,
১০ আর যদি ক্ষুধিত লোককে তোমার প্রাণের ইষ্ট
খাবার দাও ও দুঃখার্ত প্রাণীকে আপ্যায়িত কর,
তবে অন্ধকারে তোমার আলো উদিত হবে ও
তোমার অন্ধকার মধ্যাহ্নের সমান হবে। ১১ আর
মাবুদ নিয়ত তোমাকে পথ দেখাবেন, মরুভূমিতে
তোমার প্রাণ তৃপ্ত করবেন ও তোমার সমস্ত অস্থি
বলবান করবেন, তাতে তুমি পানির সেচ দেওয়া
বাগানের মত হবে এবং এমন পানির ফোয়ারার
মত হবে, যার পানি শুকায় না। ১২ তোমার
বংশীয় লোকেরা পুরাকালের উৎসন্ন সমস্ত স্থান
নির্মাণ করবে; তুমি বহু পুরুষ আগের সকল
ভিত্তির উপর গেঁথে তুলবে এবং ভগ্নস্থান-
সংস্কারক ও বসতি-স্থানের রাস্তাগুলোর
উদ্ধারকর্তা বলে আখ্যাত হবে।
১৩ তুমি যদি বিশ্রামবার লঙ্ঘন থেকে নিজেকে
নিবৃত্ত কর, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজের
অভিলাষের চেষ্টা না কর, যদি বিশ্রামবারকে
আমোদদায়ক ও মাবুদের পবিত্র দিনকে
গৌরবান্বিত কর এবং তোমার নিজের কাজ
সাধন না করে, নিজের অভিলাষ অনুযায়ী চেষ্টা
না করে, নিজের কথা না বলে যদি তা
গৌরবান্বিত কর, ১৪ তবে তুমি মাবুদে আমোদিত
হবে এবং আমি তোমাকে দুনিয়ার
উচ্চস্থলীগুলোর উপর দিয়ে আরোহণ করাব এবং
তোমার পিতা ইয়াকুবের অধিকার ভোগ করাব,
কারণ মাবুদের মুখ এই বলেছে।

ইসরাইলের গুনাহ্

৫৯ ১ দেখ, মাবুদের হাত এমন সংকীর্ণ
নয় যে, তিনি উদ্ধার করতে পারেন
না; তাঁর কান এমন ভারী নয় যে, তিনি শুনতে
পান না; ২ কিন্তু তোমাদের অপরাধগুলো
তোমাদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ সৃষ্টি
করেছে, তোমাদের সমস্ত গুনাহ্ তোমাদের থেকে
তাঁর শ্রীমুখ আচ্ছাদন করেছে, এজন্য তিনি
শোনেন না। ৩ বস্তুত তোমাদের হাত রক্তে ও
তোমাদের অঙ্গুল অপরাধে নাপাক হয়েছে,
তোমাদের ঠোঁট মিথ্যা কথা বলেছে, তোমাদের

[৫৮:১২] নহি ২:১৭।
[৫৮:১৩] হিজ ২০:৮।
[৫৮:১৪] আইউ ২২:২৬।
[৫৯:১] ইশা ৪১:২০।
[৫৯:১] ইশা ৫০:২।
[৫৯:২] ইয়ার ৫:২৫; ইহি ৩৯:২৩।
[৫৯:৩] জবুর ৭:৩।
[৫৯:৪] আইউ ৪:৮; ইশা ২৯:২০; ইয়াকুব ১:১৫।
[৫৯:৫] আইউ ৮:১৪।
[৫৯:৬] জবুর ৫৫:৯; মেসাল ৪:১৭; ইশা ৫৮:৪।
[৫৯:৭] রোমীয় ৩:১৫-১৭।
[৫৯:৮] রোমীয় ৩:১৫-১৭।
[৫৯:৯] আইউ ১৯:৮; জবুর ১০৭:১৪; ইশা ৫:৩০; ৮:২০; লূক ১:৭৯।

করুন (উক্ত অংশের নোট দেখুন)।

৫৮:১২ পুরাকালের উৎসন্ন ... বহু পুরুষ আগের সকল ভিত্তি। ৪৪:২৬, ২৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; ৬১:৪; ইহি ৩৬:১০; আমোস ৯:১১, ১৩-১৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *ভগ্ন দেয়ালের মেরামত।* উযা ৪:১২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। এছাড়া নহিমিয়া ২:১৭ আয়াতে নহিমিয়ার কাজের সঙ্গে তুলনা করুন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৮:১৩ বিশ্রামবার। ৫৬:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমার পবিত্র দিন।* আল্লাহ্‌র জন্য আলাদা করা দিন (হিজ ৩:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আনন্দ।* তারা মাবুদে (জবুর ৩৮:৪) এবং তাঁর শরীয়তে নিজেদেরকে আনন্দিত করেছিল (জবুর ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তোমার নিজের পথে চলেছ।* সম্ভবত ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে (আমোস ৮:৫ আয়াত দেখুন)।

৫৮:১৪ মাবুদের আনন্দ। ৬১:১০ আয়াত দেখুন। উচ্চস্থলীগুলোর উপর দিয়ে আরোহণ করাব। এই ভাবে দেশ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ৩৩:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ইবরানী ৩:৯ আয়াত ও নোটও দেখুন। *উত্তরাধিকারের পর্ব।* প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য ভোগ করবে (দ্বি.বি. ৩২:১৩-১৪)। *মুখ ... কথা বলেছে।* ৪০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৯:১ হাত ... এমন সঙ্কীর্ণ নয়। ৫১:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *এমন ভারী নয় যে শুনতে পান না।* ৩০:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৯:২ শ্রীমুখ আচ্ছাদন করেছেন ... তিনি শোনেন না। ১:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৯:৩-৪ মিথ্যা কলা বলেছে ... নাফরমানীর কথা বলে। আয়াত ১৩ দেখুন এবং ২৮:১৫ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন হোসিয়া ৪:২ আয়াত ও নোট।

৫৯:৩ রক্ত দ্বারা রঞ্জিত। দেখুন আয়াত ৭; ১:১৫, ২১; ইহি ৭:২৩; এছাড়া ইহি ১৮:৪, ২১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৯:৪ ধার্মিকতার অভিযোগ ... যুক্তি প্রদর্শন করে না। দরিদ্র এবং অসহায় লোকেরা ন্যায় বিচার পায় না (দেখুন আয়াত ১৪; ১:১৭-২৩; ৫:৭, ২৩ আয়াত)। **গর্ভে অনিষ্ট ... অন্যায় প্রসব করে।** আইউব ১৫:৩৫ আয়াতের সঙ্গে মিল রয়েছে (এই অংশের নোট দেখুন) তুলনা করুন ইশা ৩৩:১১; জবুর ৭:১৪ আয়াত।

৫৯:৫ মাকড়সার জাল। এটি কত দুর্বল এবং ভঙ্গুর তা সে বিষয়ে আয়াত ৩ ও আইউব ৮:১৪-১৫ আয়াতে জোর দেওয়া হয়েছে।

৫৯:৬ দৌরাত্মের কাজ। আয়াত ৩ দেখুন; এর সাথে ইয়ার ৬:৭; ইহি ৭:১১ আয়াতও দেখুন।

৫৯:৭-৮ গুনাহ্‌র সার্বজনীনতা দেখাতে গিয়ে পৌল রোমীয় ৩:১৩-১৭ আয়াতে যে কথা বলেছেন তা এই আয়াতগুলো থেকে উদ্ধৃতি হিসেবে নিয়েছেন।

৫৯:৭ তাদের পা দুষ্কর্মের ... নির্দোষের রক্তপাত করতে তরান্বিত হয়। এই বাক্যটি মেসাল ১:১৬ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে (উক্ত অংশের নোট দেখুন)। *অধর্মের চিন্তা।* আল্লাহ্‌র চিন্তা সকল ভিন্ন (৫৫:৭-৯ আয়াত দেখুন)। *হিংস্রতার কাজ।* ৬০:১৮ আয়াতের সঙ্গে এর অমিল রয়েছে।

৫৯:৮ শান্তির পথ। তুলনা করুন ২৬:৩, ১২; ৫৭:২০-২১; লূক ১:৭৯ আয়াত। *পথ বাঁকা করেছে।* বিপজ্জনক (কাজীগণ ৫:৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৫৯:৯ বিচার ... ধার্মিকতা। এখানে এবং ১৪ আয়াতে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। আয়াত ৪ দেখুন ও নোট দেখুন;

BACIB International Bible CHURCH

জিহ্বা নাফরমানীর কথা বলে। [৪] কেউ
ধার্মিকতায় অভিযোগ করে না, কেউ সত্যে যুক্তি
প্রদর্শন করে না; তারা অবস্তুতে নির্ভর করে ও
মিথ্যা বলে, গর্ভে অনিষ্ট ধারণ করে ও অন্যায়
প্রসব করে। [৫] তারা কালসাপের ডিম ফুটায় ও
মাকড়সার জাল বুনে; যে তাদের ডিম খায়, সে
মারা পড়ে, তা ফুটলে কালসাপ বের হয়।
[৬] তাদের জালের সুতায় কাপড় হবে না, তাদের
কাজে তারা আচ্ছাদিত হবে না, তাদের সমস্ত
কাজ অধর্মের কাজ, তাদের হাতে দৌরাত্ম্যের
কাজ থাকে। [৭] তাদের পা দুষ্কর্মের দিকে দৌড়ে
যায়, তারা নির্দোষের রক্তপাত করতে ত্বরান্বিত
হয়; তাদের সমস্ত চিন্তা অধর্মের চিন্তা, তাদের
পথে ধ্বংস ও বিনাশ থাকে। [৮] তারা শান্তির পথ
জানে না, তাদের পথে বিচার নেই; তারা
নিজেদের পথ বাঁকা করেছে; যে কেউ সেই পথে
যায়, সে শান্তি কি তা জানে না।
[৯] এজন্য বিচার আমাদের থেকে দূরে থাকে,
ধার্মিকতা আমাদের সঙ্গ ধরতে পারে না; আমরা
আলোর অপেক্ষা করি, কিন্তু দেখ, অন্ধকার;
আলোর অপেক্ষা করি, কিন্তু অন্ধকারে ভ্রমণ

[৫৯:১০] দ্বি:বি ২৮:২৯; মাতম ৪:১৪; সফ ১:১৭।
[৫৯:১১] পয়দা ৮:৮; জবুর ৭৪:১৯; ইয়ার ৪৮:২৮; ইহি ৭:১৬; নহূম ২:৭।
[৫৯:১২] উজা ৯:৬।
[৫৯:১৩] শুমারী ১১:২০; মেসাল ৩০:৯; মথি ১০:৩৩; তীত ১:১৬।
[৫৯:১৪] ইয়ার ৩৩:১৬।
[৫৯:১৫] ইয়ার ৭:২৮; ৯:৫; দানি ৮:১২।
[৫৯:১৭] ইফি ৬:১৪; ১থিষ ৫:৮।
[৫৯:১৮] ইশা ৩৪:৮; মথি ১৬:২৭।
[৫৯:১৯] মথি ৮:১১।

করি। [১০] আমরা অন্ধ লোকদের মত দেওয়ালের
জন্য হাতড়াই, চোখহীন লোকদের মত
হাতড়াই; যেমন সন্ধ্যাবেলা তেমনি মধ্যাহ্নে
আমরা হোঁচট খাই, মৃতদের মত আমরা অন্ধকার
-স্থানে থাকি। [১১] আমরা সকলে ভল্লুকের মত
গর্জন করি, ঘুঘুর মত দারুণ মাতম করি; আমরা
বিচারের অপেক্ষা করি, কিন্তু তা নেই; উদ্ধারের
অপেক্ষা করি, কিন্তু তা আমাদের থেকে
দূরবর্তী।
[১২] কেননা তোমার সাক্ষাতে আমাদের অধর্ম
অনেক হয়েছে, আমাদের গুনাহ্গুলো আমাদের
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে; ফলে আমাদের সমস্ত
অধর্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, আর আমরা
নিজেদের অপরাধগুলো জানি; [১৩] সেগুলো অধর্ম
ও মাবুদকে অস্বীকার, তার আল্লাহ্‌র পিছনে চলা
থেকে বিমুখ হওয়া, উপদ্রবের ও বিদ্রোহের
কথাবার্তা, মিথ্যা কথা দিলে ধারণ ও দিল থেকে
বের করণ। [১৪] আর ন্যায়বিচারকে পিছনে হটিয়ে
দেওয়া হয়েছে এবং ধার্মিকতা দূরে দাঁড়িয়ে
রয়েছে; বস্তুত চকে সত্য হোঁচট খেয়ে পড়েছে ও
সরলতা প্রবেশ করতে পায় না। [১৫] সত্য হারিয়ে

১:২১ আয়াত দেখুন। *আমাদের ... আমরা।* নবী ইশাইয়া লোকদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে এক হিসেবে দেখিয়েছেন। *আমরা আলোর অপেক্ষা করি ... কিন্তু।* দেখুন ১১ আয়াত; ৫:২ আয়াতের নোট তুলনা করুন। *অন্ধকার ... ঘন ছায়া।* একই রকম ভাষার বর্ণনা করার অবস্থা ঘটেছিল যখন আশেরিয়া ইসরাইল জাতিকে অবরোধ করেছিল (দেখুন ৫:৩০; ৮:২১-২২; ৯:১-২ আয়াত)। ৫৮:৮ আয়াতে এর অমিল রয়েছে।

৫৯:১০ আমরা অন্ধ লোকের মত দেওয়ালের জন্য হাতড়াই ... মধ্যাহ্নে আমরা হোঁচট খাই। অবাধ্যতার জন্য অভিশাপের পূর্ণতার বিষয়টি দ্বি.বি. ২৮:২৯ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। তুলনা করুন আইউব ৫:১৪ আয়াত। *শক্তিশালী।* সম্ভবত দুশমনেরা বা নিপীড়নকারীরা।

৫৯:১১ ভালুকের মত গর্জন। অধীর অপেক্ষা এবং হতাশাগ্রস্ত।

৫৯:১২ অধর্ম ... গুনাহ্গুলো ... অপরাধগুলো। মন্দ চিন্তা এবং মন্দ কাজের জন্য পুরাতন নিয়মের অতি সাধারণ তিনটি হিব্রু শব্দ (জবুর ৩২:৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *অধর্ম অনেক।* ৫৮:১ আয়াত দেখুন। *আমরা নিজেদের অপরাধগুলো জানি।* উযায়েরের মত (উযা ৯:৬-৭) নবী ইশাইয়াও লোকদের গুনাহ্ স্বীকার করেছেন।

৫৯:১৩ বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা। ৪৬:৮; ৪৮:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমাদের ফিরে আসা।* ১:৪ আয়াত দেখুন। উপদ্রব। ৩০:১২ আয়াত দেখুন। *মিথ্যা কথা বলা।* ৩-৪ আয়াত দেখুন।

৫৯:১৪ ন্যায় বিচার ... সত্য। মেসাল ৮:১–৯:১২ আয়াতে উল্লিখিত প্রজ্ঞার আদর্শের প্রতিরূপের সঙ্গে তুলনা করুন (৮:১-৩৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *ধার্মিকতা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।* ৯ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন; ৪৬:১৩ আয়াতের সঙ্গে অমিল রয়েছে (এই অংশের নোট দেখুন)।

৫৯:১৫ লুণ্ঠিত হচ্ছে। ৩২:৭ আয়াত দেখুন।

৫৯:১৬ এমন কেউ নেই। সাহায্য করতে (৬৩:৫ আয়াত দেখুন, সমগ্র আয়াতের সাথে মিল রয়েছে।) ইহি ২২:৩০ আয়াত ও নোট দেখুন। ৫২:১৪ আয়াতে উল্লিখিত গোলামের প্রতিক্রিয়া দেখুন। *মধ্যস্থ।* ৫৩:১২ আয়াতে উল্লিখিত গোলামের মধ্যস্থতার সঙ্গে তুলনা করুন (এই অংশের নোট দেখুন)। তাঁর হাত উদ্ধারের কাজ করেছে (৫১:৯; ৫২:১০ আয়াত দেখুন)। উদ্ধারের কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার জন্য ৪৩:৩; ৪৯:৮; ৫২:৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৯:১৭ পরিচ্ছদের ... উদ্যোগ পরিহিত হলেন। জবুর ১০৯:২৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *তাঁর ধর্মশীলতাস্বরূপ বুকপাটা।* ইফি ৬:১৪ আয়াতে উল্লিখিত শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে ঈমানদারদের যুদ্ধে সাজ পোশাকের সঙ্গে মাবুদের যুদ্ধের সাজ পোশাকের তুলনা করা হয়েছে (এই অংশের নোট দেখুন)। *প্রতিশোধ স্বরূপ পোশাক।* ৬৩:১-৩ আয়াতে উল্লিখিত রক্ত মাখানো পোশাকের সাথে তুলনা করুন। ৩৪:৮ আয়াতেও আল্লাহ্‌র প্রতিশোধের বর্ণনা রয়েছে (এই অংশের নোট দেখুন); ৬৩:৪। এটি মাবুদের দিনের চিত্র বহন করে (৩৪:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আগ্রহ।* আল্লাহ্‌র আগ্রহপূর্ণ মহব্বত (৯:৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; ৩৭:৩২; ৪২:১৩)।

৫৯:১৮ বিপক্ষদের ... দুশমনদের। আল্লাহ্ লোকদের বিচার করবেন, কিন্তু দুষ্ট ইহুদীদেরও শাস্তি দেবেন (৬৫:৬-৭; ৬৬:৬; ইয়ার ২৫:২৯ আয়াত দেখুন)। কেবল অবশিষ্টাংশরাই দোয়া লাভ করবে (আয়াত ২০ দেখুন; এছাড়া ১:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *উপকূলগুলো।* ১১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫৯:১৯ পশ্চিম দেশীয়রা ... সূর্যোদয় স্থানের লোকেরা। আল্লাহ্ তাঁর লোকদের সাহায্য করার জন্য তাঁর উদ্ধারের কাজ সকল জাতি দেখতে পাবে (৪০:৫; ৪৫:৬; ৫২:১০ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *প্রবল বন্যা।* "প্রবল বন্যার" মত মাবুদের আগমন অনিবার্য (৩০:২৮), যা দুশমনদের ধ্বংস করে দেবে।

গেছে, দুষ্কর্মত্যাগী লোক লুণ্ঠিত হচ্ছে। আর
মাবুদ দৃষ্টিপাত করলেন, ন্যায়বিচার না থাকাতে
অসন্তুষ্ট হলেন।
১৬ তিনি দেখলেন, সেখানে এমন কেউ নেই
দেখে অবাক হলেন, কারণ সেখানে
অনুরোধকারীও কেউ নেই; এই জন্য তাঁরই বাহু
তাঁর জন্য উদ্ধার সাধন করলো, তাঁরই ধর্মশীলতা
তাঁকে তুলে ধরলো। ১৭ তিনি ধর্মশীলতারূপ
বুকপাটা বাঁধলেন, মাথায় উদ্ধাররূপ শিরস্ত্র ধারণ
করলেন, তিনি প্রতিশোধরূপ পোশাক পরলেন,
পরিচ্ছদের মত উদ্যোগ-পরিহিত হলেন।
১৮ লোকদের কাজ যেমন, তদনুসারেই তিনি
প্রতিফল দেবেন; তার বিপক্ষদের ক্রোধরূপ, তার
দুশমনদের প্রতিশোধরূপ দণ্ড দেবেন;
উপকূলগুলোকে অপকারের প্রতিফল দেবেন।
১৯ তাতে পশ্চিম দেশীয়েরা মাবুদের নাম ভয়
করবে, সূর্যোদয়স্থানের লোকেরা তাঁর প্রতাপ
থেকে ভয় পাবে; কারণ তিনি এমন প্রবল বন্যার
মত আসবেন, যা মাবুদের বায়ু দ্বারা তাড়িত।
২০ আর এক জন মুক্তিদাতা আসবেন, সিয়োনের
জন্য, ইয়াকুবের মধ্যে যারা অধর্ম থেকে ফিরে
আসে তাদের জন্য, মাবুদ এই কথা বলেন।
২১ মাবুদ বলেন, তাদের সঙ্গে আমার নিয়ম এই,
আমার রূহ্‌, যিনি তোমাতে অবস্থিতি করেছেন ও
আমার সমস্ত কালাম, যা আমি তোমার মুখে
দিয়েছি, সেসব তোমার মুখ থেকে, তোমার
বংশের মুখ থেকে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের
মুখ থেকে আজ থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত কখনও
দূর করা যাবে না; মাবুদ এই কথা বলেন।

প্রকৃত ইসরাইলের কুশল, পবিত্রতা ও সুখ

৬০ ১ উঠ, আলোকিত হও, কেননা
তোমার আলো উপস্থিত,
মাবুদের মহিমা তোমার উপরে উদিত হল।
২ কেননা, দেখ, অন্ধকার দুনিয়াকে,
ঘোর অন্ধকার জাতিদেরকে আচ্ছন্ন করছে,
কিন্তু তোমার উপরে মাবুদ উদিত হবেন
এবং তাঁর মহিমা তোমার উপরে দৃষ্ট হবে।

[৫৯:২০] আইউ ১৯:২৫; ইশা ৬০:১৬; ৬৩:১৬।
[৫৯:২১] পয়দা ৯:১৬; দ্বি:বি ২৯:১৪; ইশা ৪২:৬।
[৬০:১] হিজ ১৬:৭; ইশা ৪:৫; প্রকা ২১:১১।
[৬০:২] ১শামু ২:৯; জবুর ৮২:৫; ১০৭:১৪; ইশা ৮:২০।
[৬০:৩] ইশা ৪৪:৫; ৪৫:১৪; মথি ২:১-১১; প্রকা ২১:২৪।
[৬০:৪] ইশা ১১:১২।
[৬০:৫] হিজ ৩৪:২৯।
[৬০:৬] কাজী ৬:৫।

৫৯:২০ মুক্তিদাতা। ৪১:১৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *সিয়োনের জন্য।* বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার মধ্যে, কিন্তু আরও পরিপূর্ণভাবে মসীহের মধ্যে (রোমীয় ১১:২৬-২৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। দেখুন ৩৫:৪; ৪০:৯; ৫২:৭ আয়াত ও নোট। তুলনা করুন জাকারিয়া ৮:৩ আয়াত। *যারা ... অধর্ম থেকে ফিরে আসে।* ১:২৭-২৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩০:১৫; ৩১:৬; এছাড়া আরও দেখুন ইহি ১৮:৩০-৩২ আয়াত ও নোট।

৫৯:২১ নিয়ম। "নতুন নিয়ম" হল সবচেয়ে উপযুক্ত বর্ণনা (৪২:৬; ইয়ার ৩১:৩১-৩৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *আমার রূহ্‌।* দেখুন ১১:২; ৩২:১৫; ইহি ৩৬:২৭; ইউহোন্না ১৬:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *তোমার ... তোমার ... তোমার ... তোমার।* হিব্রু ভাষায় এর উচ্চারণ এক বচনে রয়েছে, কিন্তু সম্ভবত তা সমষ্টিগত অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে – সিয়োনের লোকেরা। *আমার কালাম ... তোমার মুখে দিয়েছি।* এতে ইসরাইল আল্লাহ্‌র যথার্থ লোক হতে পারবে (৫১:১৬; ইয়ার ৩১:৩৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *অনন্তকাল তোমার মুখে থাকবে।* দেখুন ইউসা ১:৮ আয়াত।

৬০:১-২ মহিমা। সম্ভবত পরোক্ষভাবে মেঘস্তম্ভকে বুঝানো হয়েছে; কিন্তু এটি ছিল আল্লাহ্‌র উদ্ধার কাজের মহিমা প্রকাশের এক নতুন ঘোষণা (৫৮:৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। এছাড়া ৩৫:২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৬০:১ আলো। ৫৮:৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। এখানে মাবুদ নিজেকে আলো হিসেবে প্রকাশ করেছেন (দেখুন ১৯-২০ আয়াত)।

৬০:২ অন্ধকার। এটি হল বিষণ্নতা, কষ্ট, গুনাহ্‌ ও বিচারের প্রতীক (দেখুন ৮:২২; ৯:২; ৫৯:৯ আয়াত)।

৬০:৩ জাতিদের আগমন ঘটবে। ৫, ১০-১২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। এই বিষয়টি প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে ২:২-৪ আয়াতে (উক্ত অংশের নোট দেখুন)। *আরো।* ৪২:৬; ৪৯:৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬০:৪ প্রথম দুই লাইন ৪৯:১৮ আয়াতের শুরুর অংশের সাথে প্রায় মিলে যায়, শেষ দুই লাইন ৪৯:২২ আয়াতের শেষ অংশের সাথে মিলে যায় (এই অংশের নোট দেখুন)। ঐ অংশে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই অংশে আরও বেশি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। *দূর থেকে।* দেখুন আয়াত ৯; ৪৯:১২ আয়াত ও নোট।

৬০:৫ সমুদ্রের দ্রব্যরাশি। জাতিদের ঐশ্বর্য দ্বারা জেরুশালেম ধনবান হবে (দেখুন আয়াত ১১; ৬১:৬; ৬৬:১২ আয়াত; এছাড়া দেখুন ১৮:৭; ২৩:১৮; ৪৫:১৪ আয়াত ও নোট)। সরুব্বাবিলের এবাদত গৃহের জন্য বাদশাহ্‌ দারিয়ুসের অর্থ প্রদানের বিষয়টির আংশিক পূর্ণতা হতে পারে (উযায়ের ৬:৮-৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী মসীহী রাজ্যের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন; যেখানে অন্যরা মণ্ডলীতে অ-ইহুদীদের প্রবেশের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন (২:২-৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। তবুও অন্যরা মনে করেন যে, এই তিনটি সবগুলো একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত বা সম্পূরক ধারণা। দেখুন প্রকাশিত ২১:২৬ (নতুন জেরুশালেম)। এছাড়া আরও দেখুন হগয় ২:৭; জাকা ১৪:১৪ আয়াত ও নোট।

৬০:৬ উটের বহর তোমার সমগ্র দেশ আবৃত করবে। দ্রব্য সামগ্রী বয়ে আনা বহরের মত। এটি খুব বোঝাই করা অবস্থায় উটের উপর ছিল যা কোন এক সময় মাদীয়রা ইসরাইল থেকে লুট করে এনেছিল (দেখুন ৯:৪; কাজী ৬:১-৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *মাদিয়ান।* কটূরার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করা ইব্রাহিমের পুত্র (পয়দা ২৫:২)। মাদিয়ানীয়রা জর্ডান অববাহিকার মরুভূমিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াত। *ঐফা।* মাদিয়ানের একজন পুত্র। (পয়দা ২৫:২)। *সাবা।* দক্ষিণ আরবের সমৃদ্ধশালী দেশ। সম্ভবত তা বর্তমান ইয়েমেন (পয়দা ২৫:৩; ১ বাদশাহ্‌ ১০:১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *সোনা এবং কুন্দুরু।* সাবার রাণী সোলায়মান বাদশাহ্‌র কাছে সোনা এবং সুগন্ধিদ্রব্য নিয়ে এসেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১০:২)। ইয়ার ৬:২০ আয়াতে সাবার সুগন্ধি ধূপের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তুলনা করুন জবুর ৭২:১০; মথি ২:১১ আয়াত। *মাবুদের প্রশংসা তবলিগ করবে।* ১ বাদশাহ্‌ ১০:৯ আয়াতে উল্লিখিত রাণীর

৩ আর জাতিরা তোমার আলোর কাছে আগমন
করবে,
বাদশাহ্‌রা তোমার অরুণোদয়ের আলোর
কাছে আসবে।
৪ তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ,
ওরা সকলে একত্র হয়ে তোমার কাছে
আসছে;
তোমার পুত্ররা দূর থেকে আসবে,
তোমার কন্যাদের কোলে করে আনা হবে।
৫ তখন তুমি তা দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হবে,
তোমার অন্তর স্পন্দিত ও বিকশিত হবে;
কেননা সমুদ্রের দ্রব্যরাশি তোমার দিকে
ফিরিয়ে আনা যাবে,
জাতিদের ঐশ্বর্য তোমার কাছে আসবে।
৬ তোমাকে আবৃত করবে উটের বহর,
মাদিয়ান ও ঐফার দ্রুতগামী সমস্ত উট;
সাবা দেশ থেকে সকলেই আসবে;
তারা সোনা ও কুন্দুরু আনবে
এবং মাবুদের প্রশংসার সুসংবাদ তবলিগ
করবে।
৭ কায়দারের সমস্ত ভেড়ার পাল তোমার কাছে
একত্রীকৃত হবে,
নবায়োতের ভেড়াগুলো তোমার পরিচর্যা
করবে;
আমার কোরবানগাহ্‌র উপরে কোরবানী
হিসেবে তাদের কবুল করা হবে,
আর আমি নিজের ভূষণস্বরূপ গৃহ বিভূষিত
করবো।
৮ ওই কারা উড়ে আসছে,
মেঘের মত, নিজ নিজ খোপের দিকে
কবুতরের মত?
৯ সত্যিই উপকূলগুলো আমার অপেক্ষা করবে,
তর্শীশের সমস্ত জাহাজ অগ্রগামী হবে,
দূর থেকে তোমার সন্তানদের আনবে,
তাদের রূপা ও সোনার সঙ্গে আনবে,
তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের নামের জন্য,
ইসরাইলের পবিত্রতমের জন্য,
কেননা তিনি তোমাকে মহিমান্বিত করেছেন।
১০ আর বিজাতি-সন্তানেরা তোমার প্রাচীর
গাঁথবে,
তাদের বাদশাহ্‌রা তোমার পরিচর্যা করবে;
কেননা আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে প্রহার
করেছি,
কিন্তু অনুগ্রহে তোমার প্রতি করুণা করলাম।
১১ আর তোমার তোরণদ্বারগুলো সব সময় খোলা
থাকবে,
দিনে বা রাতে কখনও বন্ধ থাকবে না;
জাতিদের ঐশ্বর্য তোমার কাছে আনা যাবে,
আর তাদের বাদশাহ্‌দেরকেও সঙ্গে আনা
যাবে।
১২ কারণ যে জাতি বা রাজ্য তোমার গোলামী
স্বীকার না করবে,
তা বিনষ্ট হবে;
হ্যাঁ, সেই জাতিরা নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।
১৩ লেবাননের গৌরব তোমার কাছে আসবে,
দেবদারু, তিধর ও তাশূর গাছ একত্র আসবে,
আমার পবিত্র স্থান বিভূষিত করার জন্য
আসবে,

[৬০:৭] ইশা ১৮:৭; ইহি ২০:৪০; ৪৩:২৭; সফ ৩:১০।
[৬০:৮] ইশা ১৯:১।
[৬০:৯] পয়দা ১০:৪; ইশা ২:১৬।
[৬০:১০] উজা ১:২; প্রকা ২১:২৪।
[৬০:১১] জবুর ২৪:৭; ইশা ৬২:১০; মীখা ২:১৩; প্রকা ২১:২৫।
[৬০:১২] পয়দা ২৭:২৯; জবুর ১১০:৫; দানি ২:৩৪।
[৬০:১৩] উজা ৩:৭।
[৬০:১৪] পয়দা ২৭:২৯; ইশা ২:৩; প্রকা ৩:৯।
[৬০:১৫] জবুর ১২৬:৫; ইশা ৬৫:১৮।
[৬০:১৬] পয়দা ৪৯:২৪; জবুর ১৩২:২।

কথার তুলনা করুন (উক্ত অংশের নোট দেখুন)।
৬০:৭ কায়দারের ভেড়ার পাল। ২১:১৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *নবায়োত।* ইসমাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র (পয়দা ২৫:১৩)। এই নামটি সম্ভবত পরবর্তী নবায়োতীয় রাজ্যের জন্য সংরক্ষিত ছিল। *পরিচর্যা।* দেখুন আয়াত ১০; ৫৬:৬ আয়াত। *কোরবানী হিসেবে কবুল করা।* দেখুন ৫৬:৭; ৫৮:৫ আয়াত ও নোট।
৬০:৯ উপকূলের লোকদের তত্ত্বাবধান করবেন। ১১:১১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *তর্শীশের সমস্ত জাহাজ।* ২:১৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *তোমার সন্তানদের আনবে।* ৪৯:২২ আয়াত ও নোট দেখুন। *রূপা ও সোনা।* তর্শীশের সমস্ত জাহাজ তিন বছর পর পর এই সব দ্রব্য বাদশাহ্‌ সোলায়মানের কাছে নিয়ে আসত (১ বাদশাহ্‌ ১০:২২)। *ইসরাইলের পবিত্রতম।* দেখুন আয়াত ১৪; ১:৪ ও নোট দেখুন। *উপহার দিয়ে ... সমৃদ্ধশালী করবে।* ৫৫:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।
৬০:১০ বিজাতীয় ... বাদশাহ্‌রা। দেখুন ১২, ১৪ আয়াত; ৪৯:৭, ২৩; ৬১:৫ আয়াত। *তোমার প্রাচীর গাঁথবে।* খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৪ অব্দে বাদশাহ্‌ আর্টাজারেক্স আদেশ জারি করেন যেন নহিমিয়া জেরুশালেমের প্রাচীর পুনরায় গাঁথবার জন্য জেরুশালেমে যেতে পারেন (নহি ২:৮)। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী অ-ইহুদী ঈমানদারদের মাধ্যমে এবাদতখানা পুনরায় গাঁথবার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন (প্রেরিত ১৫:১৪-১৬)। *কেননা ক্রুদ্ধ হয়ে ... করুণা করলাম।* ৫৪:৭-৮ আয়াত ও নোট দেখুন।
৬০:১১ তোরণদ্বারগুলো ... সব সময় খোলা থাকবে। নতুন জেরুশালেমের তোরণগুলোর মত (প্রকা ২১:২৫)। *ঐশ্বর্য।* আয়াত ৫ ও নোট দেখুন।
৬০:১২ জাতিরা নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ইসরাইলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা ১১:১৪; ১৪:২; ৪৯:২৩ আয়াতেও দেখা যায় (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১০, ১৪)।
৬০:১৩ লেবাননের গৌরব। লেবাননের বিখ্যাত এরস কাঠ, যা বাদশাহ্‌ সোলায়মানের এবাদতখানা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল, এর সাথে রয়েছে দেবদারু গাছ (১ বাদশাহ্‌ ৫:১০, ১৮)। এর সাথে ৩৫:২ আয়াতও দেখুন। সোলায়মানের গৌরবময় রাজত্বের দিন ফিরে আসবে। *দেবদারু, তিধর ও তাশূর গাছ।* ৪১:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।
৬০:১৫ পরিত্যক্তা ও ঘৃণিতা। ৬:১১-১২; ৬২:৪; ইয়ার ৩০:১৭ আয়াত দেখুন। *গর্ব ... আনন্দ।* ৪:২ আয়াত ও নোট দেখুন।
৬০:১৬ বাদশাহ্‌দের স্তন চুষবে। জেরুশালেম সবচেয়ে ভাল পরিচর্যা লাভ করবে, জাতিগণের ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে (আয়াত ৫)। *ইয়াকুবের এক বীর।* ৪৯:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

এবং আমি আমার চরণের স্থান গৌরবান্বিত
করবো।
১৪ আর যারা তোমাকে দুঃখ দিত,
তাদের সন্তানেরা হেঁট হয়ে তোমার কাছ
আসবে;
এবং যারা তোমাকে হেয়জ্ঞান করতো,
তারা সকলে তোমার পদতলে সেজ্‌দা
করবে,
আর তোমাকে বলবে, এটি মাবুদের নগরী,
এটি ইসরাইলের পবিত্রতমের সিয়োন।
১৫ তুমি পরিত্যক্তা ও ঘৃণিতা ছিলে,
তোমার মধ্য দিয়ে কেউ যাতায়াত করতো
না,
তার পরিবর্তে আমি তোমাকে চিরস্থায়ী
গর্বের পাত্র,
বহু পুরুষ পরম্পরার আনন্দের পাত্র
করবো।
১৬ আর তুমি জাতিদের দুধ পান করবে,
এবং বাদশাহ্‌দের স্তন চুষবে;
আর জানবে যে, আমি মাবুদই তোমার
উদ্ধারকর্তা,
তোমার মুক্তিদাতা, ইয়াকুবের এক বীর।
১৭ আমি ব্রোঞ্জের পরিবর্তে সোনা এবং লোহার
পরিবর্তে রূপা আনবো,
কাঠের পরিবর্তে ব্রোঞ্জ ও পাথরের পরিবর্তে
লোহা আনবো;
আর আমি শান্তিকে তোমার অধ্যক্ষ্য করবো,
ধার্মিকতাকে তোমার শাসনকর্তা করবো।
১৮ আর শোনা যাবে না– তোমার দেশে
উপদ্রবের কথা,
তোমার সীমার মধ্যে ধ্বংস ও বিনাশের কথা;
কিন্তু তুমি তোমার প্রাচীরের নাম ‘উদ্ধার’
রাখবে,
তোমার তোরণদ্বারের নাম ‘প্রশংসা’ রাখবে।

আল্লাহ্‌ হলেন সিয়োনের মহিমা

১৯ সূর্য আর দিনে তোমার জ্যোতি হবে না,
আলোর জন্য চন্দ্রও তোমাকে জ্যোৎস্না দেবে
না,
কিন্তু মাবুদই তোমার চিরকালের জ্যোতি
হবেন,
তোমার আল্লাহ্‌ই তোমার ভূষণ হবেন।
২০ তোমার সূর্য আর অস্তমিত হবে না,
তোমার চন্দ্র আর ডুবে যাবে না;
কেননা মাবুদ তোমার চিরকালের জ্যোতি
হবেন
এবং তোমার শোকের দিন সমাপ্ত হবে।

[৬০:১৭] ১বাদশা ১০:২১। [৬০:১৮] লেবীয় ২৬:৬; ২শামু ৭:১০; ইশা ৯:৪। [৬০:১৯] জবুর ৩৬:৯; ১১৮:২৭; প্রকা ২২:৫। [৬০:২০] ইশা ৩০:১৯; ৩৫:১০; প্রকা ৭:১৭। [৬০:২১] ইশা ৪:৩; ২৬:২; প্রকা ২১:২৭। [৬০:২২] পয়দা ১২:২; দ্বিঃবি ১:১০।

[৬১:১] ইশা ১১:২; ২করি ৩:১৭। [৬১:১] আইউ ৫:১৬; মথি ১১:৫; লূক ৭:২২।

[৬১:২] আইউ ৫:১১; লূক ৬:২১।

৬০:১৭ সোনা ... রূপা। বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সময়ে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা পাওয়া যেত (১ বাদমাহ্‌ ১০:২১, ২৭ আয়াত দেখুন)। সে কারণে ভবিষ্যৎ জেরুশালেমে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ধাতুগুলো পাওয়া যাবে, সেই সাথে সবচেয়ে কঠিন ধাতুগুলোও পাওয়া যাবে (যেমন, লোহা ও ব্রোঞ্জ)। এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৯:১০। *শান্তি ... ধার্মিকতা।* ৯:৭ আয়াত অনুসারে মসীহী বাদশাহ্‌র আমলে এ দুটি বিষয় সব সময় অবস্থান করবে (হিব্রু ভাষায় ধার্মিকতা বলতে অনেক সময়ই মঙ্গল বোঝানো হয়ে থাকে)। ৪৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৬০:১৮ আর শোনা যাবে না ... উপদ্রবের কথা। তুলনা করুন ৫৪:১৪ আয়াত। *ধ্বংস ও বিনাশ।* ৫১:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *প্রাচীরের নাম ‘উদ্ধার’ রাখবে।* ২৬:১ আয়াত দেখুন।

৬০:১৯ সূর্য ... চন্দ্র। প্রকাশিত ২১:২৩; ২২:৫ আয়াত অনুসারে নতুন জেরুশালেমের জন্য আর সূর্য ও চাঁদের আলো প্রয়োজন হবে না, যেহেতু আল্লাহ্‌ এবং মেষশাবক হবেন সেখানকার “চিরকালের জ্যোতি”।

৬০:২০ সূর্য আর অস্তমিত হবে না। সেখানে আর কখনো রাত হবে না (তুলনা করুন প্রকা ২২:৫ আয়াত)। বরং সেখানে থাকবে শুধু আনন্ত ও নাজাতের জ্যোতি (৫৮:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৬০:২১ লোকেরা সকলে ধার্মিক হবে। সেখানে শুধুমাত্র উদ্ধার পাওয়া লোকেরা থাকবে (৪:৩; ৩৫:৮; প্রকা ২১:২৭ আয়াত দেখুন)। *চিরকালের জন্য দেশ অধিকার করবে।* তারা সেখানে পূর্ণ রহমত ও দোয়া লাভ করবে (৪৯:৮ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ৫৭:১৩; ৬১:৭; জবুর ৩৭:১১, ২২ আয়াতও দেখুন)। *আমার রোপিত তরুর শাখা।* তুলনা করুন ৫:২, ৭ আয়াতের আঙ্গুর লতা। *আমার হাতের কাজ।* আল্লাহ্‌ যেন তাদেরকে কুমোরের মত কাদা মাটি দিয়ে গড়েছেন (৬৪:৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ২৯:২৩; ৪৫:১১ আয়াত)। *আমার মহিমা প্রকাশিত হয়।* এরাই হল আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী কাজের সাক্ষ্য। ৪৯:৩; ৬১:৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩৫:২; ৪০:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬০:২২ যে ছোট ... হাজার হয়ে উঠবে। ৫১:২; ৫৪:৩ আয়াত ও নোট দেখুন। লেবীয় ২৬:৮ আয়াতেও এ ধরনের দোয়া উচ্চারণ করা হয়েছে। *তা দ্রুত সম্পন্ন করবো।* তুলনা করুন ৫:১৯ আয়াত, যেখানে একই হিব্রু শব্দ ব্যবহার করে “ত্বরা” অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৬১:১-২ ঈসা মসীহ্‌ এই আয়াতের কথাগুলোকে নাসরতের সমাজগৃহে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন (লূক ৪:১৬-২০ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন মথি ১১:৫ আয়াত)।

৬১:১ রূহ্‌ আমাতে ... করেন। ইশাইয়ার প্রতি এই উক্তি সীমিত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু মসীহী পরিচর্যাকারী হলেন এর প্রধান লক্ষ্য (তুলনা করুন এর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে ৪২:১ আয়াতে; ১১:২; ৪৮:১৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *সার্বভৌম মাবুদ।* ৫০:৪-৫, ৭, ৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *আমাকে অভিষেক করেছেন।* ৪৫:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *সুসংবাদ।* ৪০:৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *নম্র।* তুলনা করুন ১১:৪; ২৯:১৯। *ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বেঁধে দিই।* ৩০:২৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *বন্দীদের জন্য মুক্তির কথা প্রচার।* লেবীয় ২৫:১০ আয়াতে উল্লিখিত জুবিলী বছরে মুক্তির ঘোষণা (৪৯:৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; এছাড়া আরও দেখুন লূক ৪:১৯ আয়াত এবং নোট)।

৬১:২ মাবুদের প্রসন্নতার বছর। ৪৯:৮ আয়াতে উল্লিখিত “উদ্ধারের দিনের” সঙ্গে (এখানকার নোট দেখুন) এবং ৬৩:৪ আয়াতে উল্লিখিত “আমার মুক্ত লোকদের বছর” এই কথার

২১ আর তোমার লোকেরা সকলে ধার্মিক হবে,
তারা চিরকালের জন্য দেশ অধিকার করবে,
তারা আমার রোপিত তরুর শাখা, আমার
হাতের কাজ,
যেন আমার মহিমা প্রকাশিত হয়।
২২ যে ছোট, সে হাজার হয়ে উঠবে,
যে ক্ষুদ্র, সে বলবান জাতি হয়ে উঠবে;
আমি মাবুদ যথাকালে তা দ্রুত সম্পন্ন করবো।

মুক্তিদাতার ঘোষণা ও তাঁর লোকদের সুখ

৬১ ১ সার্বভৌম মাবুদের রূহ্‌ আমাতে
অবস্থিতি করেন, কেননা নম্রদের কাছে
সুসংবাদ তবলিগ করতে মাবুদ আমাকে অভিষেক
করেছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন
আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বেঁধে দিই;
যেন বন্দী লোকদের কাছে মুক্তি ও কারাগারে
আটক লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি;
২ যেন মাবুদের প্রসন্নতার বছর ও আমাদের
আল্লাহ্‌র প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করি; যেন
সমস্ত শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতে পারি; ৩ যেন
সিয়োনের শোকার্ত লোকদের বর দিই, যেন
তাদেরকে ভস্মের পরিবর্তে সৌন্দর্যের তাজ,
শোকের পরিবর্তে আনন্দের তেল, অবসন্ন রূহের
পরিবর্তে প্রশংসারূপ পরিচ্ছদ দান করি; তাই
তাদের বলা হবে ধার্মিকতার গাছ, মাবুদ তাদের
রোপন করেছেন তাঁর গৌরব প্রকাশের জন্য।
৪ তারা পুরাকালের ধ্বংসপ্রাপ্ত সমস্ত স্থান নির্মাণ
করবে, আগেকার দিনের উৎসন্ন সমস্ত স্থান
গেঁথে তুলবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর, বহু পুরুষ
আগের উৎসন্ন সমস্ত স্থান নতুন করবে। ৫ আর
বিদেশীরা দাঁড়িয়ে তোমাদের পাল চরাবে,
বিজাতি-সন্তানেরা তোমাদের শস্য-ক্ষেতের
কৃষক ও তোমাদের আঙ্গুর-ক্ষেতের পাইটকারী
হবে। ৬ কিন্তু তোমরা মাবুদের ইমাম বলে
আখ্যাত হবে, লোকে তোমাদেরকে আমাদের
আল্লাহ্‌র পরিচারক বলবে; তোমরা জাতিদের
ঐশ্বর্য ভোগ করবে ও তাদের প্রতাপে গর্ব
করবে। ৭ তোমাদের লজ্জার পরিবর্তে দ্বিগুণ
অংশ হবে; অপমানের পরিবর্তে লোকেরা নিজ
নিজ অধিকারে আনন্দধ্বনি করবে, সেজন্য
নিজেদের দেশে দ্বিগুণ অংশ পাবে; তাদের
আনন্দ চিরস্থায়ী হবে। ৮ কেননা আমি মাবুদ

[৬১:৩] ইয়ার ৩১:১৩; মথি ৫:৪। [৬১:৪] ইশা ৪৪:২৬; ৫১:৩; ৬৫:২১; ইহি ৩৬:৩৩; আমোস ৯:১৪; জাকা ১:১৬-১৭। [৬১:৫] ইশা ১৪:১-২; ৫৬:৬। [৬১:৬] হিজ ১৯:৬; ১পিতর ২:৫। [৬১:৭] দ্বি:বি ২১:১৭; ইশা ৪০:২। [৬১:৮] জবুর ১১:৭; ইশা ১:১৭; ৫:১৬। [৬১:৯] পয়দা ১২:২; দ্বি:বি ২৮:৩-১২। [৬১:১০] জবুর ২:১১; ইশা ৭:১৩; ২৫:৯; হবক ৩:১৮; লূক ১:৪৭। [৬১:১১] পয়দা ৪৭:২৩; ইশা ৫৮:১১।

সঙ্গে মিল রয়েছে। এই বিষয়ে মসীহ্‌ তাঁর উদ্ধৃতি শেষ করেছেন (লূক ৪:১৯-২০); সম্ভবত এর কারণ হল তাঁর দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত "প্রতিশোধের দিন" সম্পন্ন হবে না। *প্রতিশোধের দিন।* ৩৪:২, ৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *সমস্ত শোকার্তকে সান্ত্বনা দেওয়া।* ৪৯:১৩; ৫৭:১৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। আরও দেখুন ৬৬:১০; ইয়ারমিয়া ৩১:১৩; মথি ৫:৪ আয়াত।

৬১:৩ তাদের ... প্রশংসার পোশাক দিতে পারি। জবুর ১০৯:২৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *সৌন্দর্যের তাজ।* "পাগড়ি" (ইহিস্কেল ২৪:১৭ আয়াতে হিব্রুতে এই শব্দ অনুবাদ করা হয়েছে) অথবা পাগড়ির মত মেয়েদের মাথার কাপড়। ৩:২০ আয়াতে উল্লিখিত সুন্দর ললাট ভূষণ জেরুশালেমের মেয়েরা হারাবে। *আনন্দের তেল।* যে কোন আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠানে জলপাই তেল দিয়ে অভিষেক করা একটি সাধারণ বিষয় ছিল (দেখুন জবুর ২৩:৫; ৪৫:৭ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন ১০৪:১৫; ১৩৩:১-২; তুলনা করুন ২ শামু ১৪:২)। এছাড়া আরও দেখুন ১:৬ আয়াত এবং নোট। *প্রশংসার পোশাক।* ৫৯:১৭ আয়াতে উল্লেখ্য "প্রতিশোধের পোশাকের" সঙ্গে এবং বিসাদৃশ্য রয়েছে। *সততার এলোন গাছ।* ১:৩০ আয়াতে উল্লিখিত এলোন গাছের সঙ্গে বিসাদৃশ্য রয়েছে। মাবুদ তা লাগিয়েছেন যেন তাদের মধ্য দিয়ে তাঁর গৌরব প্রকাশ পায়।

৬১:৪ পুরানো দিনের ধ্বংস হওয়া স্থানগুলো ... শহরগুলো আবার নতুন করে গাঁথবে। ৫৮:১২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬১:৫ অন্য জাতির লোকেরা ... বিদেশীরা। দেখুন ১৪:১-২; ৫৬:৩; ৬০:১০ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬১:৬ মাবুদের ইমাম। দেখুন ৬৬:২১ আয়াত। প্রকৃত ইসরাইলীয়রা অ-ইহুদীদের মধ্যে "ইমামদের রাজ্য" হবে (দেখুন হিজ ১৯:৬; জাকা ৩:১-১০; ১ পিতর ২:৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *খেদমতকারী।* ইমাম। ১ বাদশাহ্‌ ৮:১১ আয়াত দেখুন, যেখানে খেদমতকারী শব্দটির হিব্রু অনুবাদ করা হয়েছে। *জাতিদের ধন সম্পদ।* ৬০:৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬১:৭ লজ্জার ... অসম্মানের। ৪৫:১৭; ৫৪:৪ আয়াত দেখুন। *দুই গুণ ভাগ।* প্রথমজাত সন্তান উত্তরাধিকারের দ্বিগুণ অংশ গ্রহণ করবে (দ্বি.বি. ২১:১৭; ২ বাদশাহ্‌ ২:৯; জাকা ৯:১২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। ইসরাইলীয়দের "দ্বিগুণ" শাস্তি পাওয়ার ঘটনা থেকে এটি সম্পূর্ণ বিপরীত (৪০:২)। *চিরস্থায়ী আনন্দ।* ৩৫:১০; ৫১:১১; তুলনা করুন জবুর ১৬:১১।

৬১:৮ ন্যায় বিচার ভালবাসি। তুলনা করুন ৩০:১৮; ৫৯:১৫। *ডাকাতি এবং অন্যায়।* ইসরাইলীয়রা তার উদ্ধারকারীর দ্বারা সেবা লাভ করেছে। তুলনা করুন ৪২:২৪; ৫৯:১৮। *চিরস্থায়ী ব্যবস্থা।* সম্ভবত নতুন ব্যবস্থা (৫৫:৩; ৫৯:২১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। তুলনা করুন ইয়ার ৩১:৩৫-৩৭; ৩২:৪০ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৬১:৯ যাদের মাবুদ দোয়া করেছেন। দেখুন ৪৪:৩; ৬৫:২৩ আয়াত দেখুন এবং পয়দা ১২:১-৩ আাতে ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞার বিষয় দেখুন (এছাড়া এই অংশের নোটও দেখুন)।

৬১:১০ সিয়োন সম্ভবত এই উক্তিকারী। তিনি আমাকে উদ্ধারের কাপড় ... পোশাকে সাজিয়েছেন। জবুর ১০৯:২৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *উদ্ধারের কাপড়।* ৩ আয়াত; ৫২:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *ইমামের মাথার মত।* যার মাথায় তাজ অথবা পাগড়ি দেওয়া হয়েছে (৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *বর ... তার অরংকার দিয়ে সাজিয়েছে।* ৪৯:১৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬১:১১ অঙ্কুর ... বৃদ্ধি করে। তুলনা করুন ৫৫:১০ আয়াত। *ধার্মিকতা এবং প্রশংসা অঙ্কুরিত করবেন।* ৪৫:৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

ন্যায়বিচার ভালবাসি, অধর্মযুক্ত অপহরণ ঘৃণা
করি; আর আমি সত্যে তাদের কাজের ফল দেব
ও তাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী একটি নিয়ম করবো।
৯ আর তাদের বংশ জাতিদের মধ্যে ও তাদের
সন্তানেরা লোকবৃন্দের মধ্যে পরিচিত হবে;
দেখামাত্র সকলে তাদেরকে চিনবে যে, তারা
মাবুদের দোয়াপ্রাপ্ত বংশ।
১০ ‘আমি মাবুদে অতিশয় আনন্দ করবো,
আমার প্রাণ আমার আল্লাহ্‌কে নিয়ে উল্লাস
করবে; কেননা বর যেমন ইমামের সাজ-
পোশাকের মত টুপি পরে, কন্যা যেমন তার
রত্নরাজি দ্বারা নিজেকে অলঙ্কৃতা করে, তেমনি
তিনি আমাকে উদ্ধারের কাপড় পরিয়েছেন,
ধার্মিকতার কোর্তায় আচ্ছাদন করেছেন।’
১১ বস্তুত ভূমি যেমন তার অঙ্কুর বের করে, বাগান
যেমন নিজের মধ্যে উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত করে,
তেমনি আল্লাহ্‌ মালিক সমস্ত জাতির সাক্ষাতে
ধার্মিকতা ও প্রশংসা অঙ্কুরিত করবেন।

জেরুশালেমের নতুন নাম

৬২ ১ সিয়োনের জন্য আমি নীরব থাকব না,
জেরুশালেমের জন্য ক্ষান্ত থাকব না,
যতক্ষণ আলোর মত তার ধার্মিকতা, জ্বলন্ত
প্রদীপের মত তার উদ্ধার প্রকাশিত না হয়।
২ আর জাতিরা তোমার ধার্মিকতা ও সমস্ত
বাদশাহ্‌ তোমার প্রতাপ দর্শন করবে; এবং তুমি
একটি নতুন নামে আখ্যাত হবে, যা মাবুদের মুখ
নির্ণয় করবে। ৩ আর তুমি মাবুদের হাতে একটা
জাঁকজমকপূর্ণ মুকুট, তোমার আল্লাহ্‌র হাতে
একটা রাজমুকুট হবে। ৪ লোকে তোমাকে আর
পরিত্যক্তা বলবে না এবং তোমার ভূমিকে আর
ধ্বংসস্থান বলবে না; কিন্তু তুমি হিফ্‌সী বা ওতে
আমার প্রীতি ও তোমার ভূমি বিয়ূলা বা বিব-
াহিতা নামে আখ্যায়িত হবে? কেননা মাবুদ
তোমাতে প্রীত এবং তোমার ভূমি বিবাহিতা
হবে। ৫ বস্তুত যুবক যেমন কুমারীকে বিয়ে করে,
তেমনি তোমার পুত্ররা তোমাকে বিয়ে করবে;
এবং বর যেমন কন্যাতে আমোদ করে, তেমনি
তোমার আল্লাহ্‌ তোমাতে আমোদ করবেন।
৬ হে জেরুশালেম, আমি তোমার প্রাচীরের
উপরে প্রহরীদেরকে নিযুক্ত করেছি; তারা দিনে
বা রাতে কখনও নীরব থাকবে না। ৭ তোমরা,
যারা মাবুদকে স্মরণ করে থাক, তোমরা ক্ষান্ত
থেকো না এবং তাঁকেও ক্ষান্ত থাকতে দিও না,
যে পর্যন্ত তিনি জেরুশালেমকে স্থাপন না করেন
ও দুনিয়ার মধ্যে প্রশংসার পাত্র না করেন।
৮ মাবুদ তাঁর ডান হাত ও তাঁর বলবান বাহু তুলে

[৬২:১] ইষ্টের ৪:১৪; জবুর ৫০:২১; ৮৩:১।
[৬২:২] পয়দা ৩২:২৮; ইশা ১:২৬; প্রকা ২:১৭; ৩:১২।
[৬২:৩] ইশা ২৮:৫; ১থিষ ২:১৯।
[৬২:৪] লেবীয় ২৬:৪৩।
[৬২:৫] দ্বি:বি ২৮:৬৩; ইয়ার ৩১:১২; সফ ৩:১৭।
[৬২:৬] ইব ১৩:১৭।
[৬২:৭] মথি ১৫:২১-২৮; লূক ১৮:১-৮।
[৬২:৮] দ্বি:বি ২৮:৩০-৩৩।
[৬২:৯] দ্বি:বি ১২:৭; যেয়েল ২:২৬।
[৬২:১০] জবুর ২৪:৭। ১১:১০।
[৬২:১১] দ্বি:বি ৩০:৪।

৬২:১ চুপ করে … শান্ত হয়ে থাকব না। আয়াত ৬; ৪২:১৪; ৫৭:১১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। ৬৪:১২; ৬৫:৬; এছাড়া দেখুন জবুর ২৮:১। *উদ্ধারের … পক্ষে।* ৪৬:১৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন (এখানে “পক্ষে” কথাটি হিব্রুতে “নির্দোষিতা” হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে)। *ভোর।* তুলনা করুন ৫৮:৮ আয়াত।

৬২:২ জাতিরা … মহিমা দেখবে। ৫২:১০ আয়াত দেখুন; এছাড়া দেখুন ৪০:৫ আয়াত; ৬০:৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *তোমার।* জেরুশালেমের (১, ৬ আয়াত দেখুন)। নতুন নাম। নতুন মর্যাদা প্রকাশ পাবে (৬, ১২ আয়াত দেখুন; এছাড়া দেখুন ১:২৬; ৬০:১৪; পয়দা ৩২:২৮ আয়াত ও নোট)।

৬২:৩ জাঁকজমকপূর্ণ মুকুট। ২৮:৫ আয়াতে উল্লেখ আছে যে, মাবুদ হলেন তাঁর লোকদের জন্য “শোভার মুকুট” স্বরূপ (তুলনা করুন জাকারিয়া ৯:১৬)।

৬২:৪ পরিত্যক্তা … দূরীকৃতা। ৫৪:৬-৭ আয়াত; ৬০:৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *হিফ্‌সীবা।* দেখুন হিষ্কিয়ের স্ত্রীর নাম (২ বাদশাহ্‌ ২১:১ আয়াত)। *বিউলা।* বিবাহিতা। ইসরাইলের সঙ্গে মাবুদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হবে। ৫০:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৬২:৫ তোমাকে বিয়ে করবে। ৪৯:১৭ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৬২:৬ পাহারাদার। সম্ভবত এরা (বিশেষ করে নবীরা; ৫৬:১০ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন) সংবাদদাতার কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল (৫২:৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *কখনোও চুপ করে থাকবে না।* তারা মুনাজাত করবে যে, আল্লাহ্‌ চুপ থাকবেন না (আয়াত ১ দেখুন), কিন্তু জেরুশালেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। *নিজেদের বিশ্রাম দিও না।* শরীয়ত-সিন্দুকের জন্য একটি স্থান খুঁজে পাওয়ার জন্য দাউদের গভীর মুনাজাতের বিষয়টি তুলনা করুন (জবুর ১৩২:১-৫)।

৬২:৭ দুনিয়ার প্রশংসা। তুলনা করুন ইয়ার ৩৩:৯; সফনিয় ৩:১৯-২০; ৬০:৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৬২:৮ কসম খেয়েছে। তুলনা করুন ৪৫:২৩; ৫৪:৯। *কুদরতীর হাত।* ৫১:৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *তোমার শস্য … তোমার শত্রুদের … বিদেশীয়রা আর কখনো খাবে না।* লেবীয় ২৬:১৬; দ্বি.বি. ২৮:৩৩ আয়াতে হযরত মূসা শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এছাড়া দেখুন ৫২:১ আয়াত ও নোট; ইয়ার ৫:১৭ আয়াত।

৬২:৯ ফসল খাবে … রস খাবে। আমার পবিত্র জায়গায়। উৎসবের সময় অথবা যখন তারা মাবুদের কাছে দশ ভাগের এক ভাগ নিয়ে আসবে (লেবীয় ২৩:৩৯-৪০; দ্বি.বি. ১৪:২২-২৬)।

৬২:১০ এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। ৪০:১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। দরজা। সম্ভবত ব্যাবিলনের (তুলনা করুন ৪৮:২০; মিকাহ্‌ ২:১২-১৩)। *পথ প্রস্তুত কর … রাজপথ তৈরি কর।* ৪০:৩; ৪৯:১১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *সব পাথর সরিয়ে দাও।* ৫৭:১১ আয়াত দেখুন। *নিশান।* ৫:২৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬২:১১ দুনিয়ার শেষ সীমা। ১১:১২ আয়াত দেখুন; ৪৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *সিয়োন কন্যা।* জেরুশালেমের প্রতিরূপ (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *তোমার উদ্ধারকর্তা আসছেন!* ৪০:৯; ৪৩:৩; জাকা ৯:৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; মথি ২১:৫। *পুরস্কার … পাওনা।* ৪০:১০ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; তুলনা করুন প্রকাশিত কালাম ২২:১২।

কসম খেয়েছেন, নিশ্চয় আমি খাদ্যের জন্য
তোমার দুশমনদেরকে তোমার গম আর দেব না
এবং বিজাতি সন্তানেরা তোমার পরিশ্রম দ্বারা
প্রস্তুত তোমার আঙ্গুর-রস আর পান করতে পাবে
না; ৯ কিন্তু যারা তা সঞ্চয় করবে তারাই ভোজন
করবে, আর মাবুদের প্রশংসা করবে; এবং যারা
তা সংগ্রহ করবে, তারাই আমার পবিত্র প্রাঙ্গণে
পান করবে।

১০ তোমরা অগ্রসর হও, তোরণদ্বার দিয়ে
অগ্রসর হও,
লোকদের জন্য পথ প্রস্তুত কর,
উঁচু কর, রাজপথ উন্নত কর, সমস্ত পাথর
সরিয়ে ফেল,
জাতিদের জন্য নিশান তুলে ধর।
১১ দেখ, মাবুদ দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত এই বাণী
শুনিয়েছেন,
তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার
উদ্ধার উপস্থিত;
দেখ, তাঁর সঙ্গে তাঁর দাতব্য বেতন আছে,
তাঁর সম্মুখে তাঁর দাতব্য পুরস্কার আছে।
১২ আর তাদেরকে বলা যাবে,
'পবিত্র লোক', 'মাবুদের মুক্ত করা লোক';
এবং তোমাকে বলা যাবে, 'খুঁজে পাওয়া
নগরী',
'অপরিত্যক্তা নগরী'।

আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ নেবার দিন

৬৩ ১ উনি কে, যিনি ইদোম থেকে
আসছেন,
রক্তরঞ্জিত পোশাক পরে বস্রা থেকে আসছেন?
উনি কে, যিনি তাঁর পরিচ্ছদে মহিমান্বিত,
তাঁর মহা শক্তিতে চলে আসছেন?
'এ আমি, যিনি ধর্মশীলতায় কথা বলেন,
ও যিনি উদ্ধার করণে বলবান।'
২ আপনার কোর্তা রক্তমাখা কেন?
আপনার পোশাক কুণ্ডে আঙ্গুরদলনকারীর
পোশাকের মত কেন?
৩ 'আমি কুণ্ডের আঙ্গুর একাকী দলন করেছি,
জাতিদের মধ্যে কেউই আমার সঙ্গে ছিল না।
আমি ক্রোধে তাদেরকে দলন করলাম,
ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরকে মাড়াই করলাম;
আর তাদের রক্তের ছিটা আমার পোশাকে
লাগল,
আমার সমস্ত কাপড় কলঙ্কিত করলাম।
৪ কেননা প্রতিশোধের দিন আমার হৃদয়ে
রয়েছে,
ও আমার মুক্ত লোকদের বছর আসল।
৫ আমি দেখলাম, কিন্তু সহকারী কেউ ছিল না;
আমি আশ্চর্য হলাম, কেননা সহায় কেউ ছিল
না;
তাই আমারই বাহু আমার জন্য উদ্ধার সাধন
করলো,
ও আমার কোপই আমাকে তুলে ধরলো।

[৬২:১২] পয়দা ৩২:২৮।
[৬৩:১] ২খান্দান ২৮:১৭; ইশা ১১:১৪।
[৬৩:২] পয়দা ৪৯:১১।
[৬৩:৩] কাজী ৬:১১; প্রকা ১৪:২০।
[৬৩:৪] ইশা ১:২৪; ইয়ার ৫০:১৫।
[৬৩:৫] ২বাদশা ১৪:২৬; ইশা ৪১:২৮।
[৬৩:৬] ইশা ২৯:৯; মাতম ৪:২১।
[৬৩:৭] হিজ ১৮:৯।
[৬৩:৮] হিজ ১৪:৩০; ইশা ২৫:৯।
[৬৩:৯] দ্বি:বি ৭:৭-৮; উজা ৯:৯; ইশা ৪৮:২০।

৬২:১২ পবিত্র লোক। দেখুন ৪:৩; হিজ ১৯:৬ আয়াত ও নোট। *মুক্তি।* ৩৫:৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *খুঁজে পাওয়া ... আর দূরীকৃতা থাকবে না* (আয়াত ৪)।

৬৩:১ ইদোম। ২১:১১; ৩৪:৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। এখানে ইদোমকে সেই দুনিয়ার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র লোকদের ঘৃণা করতো। *বস্রা।* ৩৪:৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *লাল রংয়ে রাঙ্গানো।* মসীহের "রক্তে ডোবানো" কাপড়ের তুলনা করুন (প্রকাশিত ১৯:১৩; এই বিষয়ে এখানে নোট দেখুন) যা তিনি তাঁর দ্বিতীয় আগমনে যুদ্ধ করার সময় পরবেন। *বিজয় ঘোষণা করছে, মহাশক্তিতে উদ্ধার করবে।* ৪৫:৮; ৫৯:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৩:২ কেন . . .। ইশাইয়ার একটি প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন। *আঙ্গুর মাড়াই।* ১৬:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৩:৩ আঙ্গুর কুণ্ডের দলন। বিচারের প্রতীক (মাতম ১:১৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; যোয়েল ৩:১৩; প্রকাশিত ১৪:১৯; ১৯:১৫)। *আমি ক্রোধে ... ক্রুদ্ধ হয়ে।* মাবুদের দিনে। ৬ আয়াত দেখুন; ১৩:৩; ৩৪:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৩:৪ প্রতিশোধের দিন ... আমার মুক্ত লোকদের বছর। ৬১:২ আয়াত ও নোট দেখুন। বিচারের দিন শত্রুদের বোঝানো হবে যে, ঐ একই সময়ে আল্লাহ্‌র লোকদের মুক্ত করা হবে। ৩৫:৯; ৪১:১৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৩:৫ ৫৯:১৬ আয়াত দেখুন (সমগ্র আয়াতের সঙ্গে সদৃশ) এবং নোট দেখুন। *কোপ।* ৫৯:১৬ আয়াতে "ধর্মশীলতা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা হল তাঁর ক্রোধের ফল।

৬৩:৬ তাদের মাতাল করলাম। "তাঁর ক্রোধের পানপাত্রে" পান করেছে (দেখুন ৫১:১৭ আয়াত ও নোট)। *তাদের রক্তপাত করলাম।* এখানে যুদ্ধের বিষয়টি ৩৪:৬ আয়াত অনুসারে কোরবানীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৬৩:৭–৬৪:১২ ইশাইয়ার মুনাজাত; যেখানে চাওয়া হয়েছে যেন মাবুদ যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে যেন মুক্তির কাজ সম্পন্ন করেন – জেরুশালেমে দেয়ালের উপর মাবুদের নিয়োগকৃত একজন প্রহরীর মত (৬২:৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। জাতীয় শোকের সঙ্গে এর মিল রয়েছে (যেমন জবুর ৪৪ অধ্যায় দেখুন)।

৬৩:৭ দয়া। ইসরাইলের সঙ্গে তাঁর ব্যবস্থাতে যেভাবে তিনি স্থির হয়ে আছেন তেমনি আল্লাহ্‌র অটল মহব্বত প্রকাশ পেয়েছে (জবুর ৬:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *প্রচুর মঙ্গলজনক বিষয়।* তুলনা করুন ইউসা ২১:৪৫; ১ বাদশাহ্‌ ৮:৬৬। করুণা। ৫৪:৭-৮, ১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৩:৮ আমার লোক। ওরা এমন সন্তান যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ও সত্যে স্থির রয়েছে। কিন্তু ১:২-৪ আয়াত দেখুন। *মুক্তিদাতা।* ৪৩:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৩:৯ তাদের সকল দুঃখে ... দুঃখিত হতেন। মিসরে থাকাকালীন দুঃখভোগের সময় এবং কাজীগণের সময়ে কষ্টভোহের চিত্র সম্ভবত তুলে ধরা হয়েছে (কাজীগণ ১০:১৬)। *তাঁর উপস্থিতির ফেরেশতা।* দেখুন হিজ ২৩:২০-২৩; ৩৩:১৪-১৫। *উদ্ধার।* ৪১:১৪; ৪৩:১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *তুলে ... বহন করতেন।* পিতার মত (দেখুন দ্বি.বি, ১:৩১;

BACIB International Bible CHURCH

৬ আর আমি ক্রোধে জাতিদেরকে দলন
করলাম,
ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরকে মাতাল করলাম,
মাটিতে তাদের রক্তপাত করলাম।’

মাবুদের করুণা স্মরণ করা

৭ আমি মাবুদের নানা রকম অটল মহব্বত
ঘোষণা করবো; মাবুদ আমাদের যেসব করুণা
করেছেন এবং তাঁর নানা রকম বিশ্বস্ততার
মহব্বত অনুসারে ইসরাইল-কুলের যে প্রচুর মঙ্গল
করেছেন, সেই অনুসারে আমি মাবুদের প্রশংসা
করবো। ৮ কারণ তিনি বললেন, ওরা অবশ্য
আমার লোক, ওরা এমন সন্তান, যারা মিথ্যা
আচরণ করবে না; এভাবে তিনি তাদের
মুক্তিদাতা হলেন। ৯ তাদের সকল দুঃখে তিনি
দুঃখিত হতেন, তাঁর উপস্থিতির ফেরেশতা
তাদেরকে উদ্ধার করতেন; তিনি তাঁর প্রেমে ও
তাঁর স্নেহে তাদেরকে মুক্ত করতেন এবং
পুরাকালের সমস্ত দিন তাদেরকে তুলে বহন
করতেন। ১০ কিন্তু তারা বিদ্রোহী হয়ে তাঁর পাক-
রূহ্‌কে শোকাকুল করতো, তাতে তিনি ফিরে
তাদের দুশমন হলেন, নিজে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ
করতে লাগলেন। ১১ তখন তাঁর লোকেরা পুরা-
কাল, মূসার কাল স্মরণ করে বললো, তিনি
কোথায়, যিনি তাঁর পালের রক্ষকদের সহকারে
তাদেরকে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন?
তিনি কোথায়, যিনি তাদের অন্তরে তাঁর পাক-
রূহ্‌ রেখেছিলেন, ১২ যিনি মূসার দক্ষিণে তাঁর
মহিমান্বিত বাহু গমন করিয়েছিলেন, যিনি তাঁর
চিরস্থায়ী নাম স্থাপনের জন্য তাদের সম্মুখে পানি
দু’ভাগ করেছিলেন, ১৩ যিনি তাদেরকে
মরুভূমিতে [ধাবমান] ঘোড়ার মত সমুদ্রের মধ্য
দিয়ে গমন করিয়েছিলেন, হোঁচট খেতে দেন নি?
১৪ পশুপাল যেমন উপত্যকায় নেমে যায়, তেমনি
মাবুদের রূহ্‌ তাদেরকে বিশ্রাম করিয়েছিলেন;
নিজের মহিমান্বিত নাম স্থাপনের জন্য তুমি
তোমার লোকদেরকে তেমনি করে নিয়ে
গিয়েছিলে।
১৫ তুমি বেহেশত থেকে অবলোকন কর, তোমার
পবিত্রতার ও তোমার মহিমার বসতি থেকে
দৃষ্টিপাত কর। তোমার গভীর আগ্রহ ও তোমার
বিক্রমের কাজগুলো কোথায়? আমার প্রতি
তোমার অন্তরস্থ বাৎসল্যের ও তোমার স্নেহের
স্বর সরিয়ে রেখেছ। ১৬ তুমি তো আমাদের
পিতা; যদিও ইব্রাহিম আমাদেরকে জানেন না ও
ইসরাইল আমাদেরকে স্বীকার করেন না, তবুও
তুমি মাবুদ আমাদের পিতা, অনাদিকাল থেকে

[৬৩:১০] জবুর ৭৮:১৭; ইহি ২০:৮; প্রেরিত ৭:৩৯-৪২।
[৬৩:১১] হিজ ১৪:২২, ৩০।
[৬৩:১২] পয়দা ৪৯:২৪; হিজ ৩:২০।
[৬৩:১৩] দ্বি:বি ৩২:১২।
[৬৩:১৪] হিজ ৩৩:১৪; দ্বি:বি ১২:৯।
[৬৩:১৫] দ্বি:বি ২৬:১৫; মাতম ৩:৫০।
[৬৩:১৬] হিজ ৪:২২; ইউ ৮:৪১।
[৬৩:১৭] পয়দা ২০:১৩।
[৬৩:১৮] দ্বি:বি ৪:২৬; ১১:১৭।
[৬৩:১৯] ইয়ার ১৪:৯।
[৬৪:১] জবুর ১৮:৯; ১৪৪:৫।
[৬৪:২] জবুর ৯৯:১; ১১৯:১২০; ইয়ার ৫:২২; ৩৩:৯।

৩২:১০-১২ আয়াত)।

৬৩:১০ বিদ্রোহ করেছে। মরুভূমিতে (১:২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ৩০:১; শুমারী ২০:১০; জবুর ৭৮:৪০-৫৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *তাঁর পাক-রূহ্‌কে দুঃখ দিত।* দেখুন জবুর ৫১:১১; ১০৬:৩৩ আয়াত ও নোট; তুলনা করুন ইশা ১১:১-২; ৪২:১; ইফি ৪:৩০ আয়াত ও নোট। *তাদের শত্রু হলেন।* ৪৩:২৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৩:১১ সমুদ্র। “লোহিত সাগর” (৫০:২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; ৫১:১০ আয়াত দেখুন)। *মেষপালক।* হযরত মূসা। *পাক-রূহ্‌।* জবুর ৫১:১১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। মূসা এবং ৭০ জন বৃদ্ধ নেতার উপরে পাক রূহ্‌ ছিলেন (শুমারী ১১:১৭, ২৫)। এছাড়া দেখুন ১৪ আয়াত।

৬৩:১২ মহিমান্বিত বাহু। ৫১:৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; হিজ ১৫:১৬ আয়াত দেখুন। *পানি দু’ভাগ করেছিলেন।* দেখুন হিজ ১৪:২১; তুলনা করুন ইশা ১১:১৫; ৫১:১০ আয়াত। *চিরস্থায়ী চিহ্ন।* ৫৫:১৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৩:১৩ সমুদ্র। “লোহিত সাগর” (দেখুন ১৫:৫, ৮; জবুর ১০৬:৯ আয়াত)। কিন্তু জর্ডান নদী পার হবার সময় হয়তো তারা একই রকম সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল (ইউসা ৩:১৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৬৩:১৪ উপত্যকা। পশুর চরাণি স্থান এবং পানির খোঁজে। *বিশ্রাম দিয়েছিলেন।* তারা কেনানে প্রতিজ্ঞাত দেশ হিসেবে বাসস্থান খুঁজে পেয়েছিল (দেখুন দ্বি.বি. ১২:৯; ইউসা ১:১৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ২১:৪৪ আয়াত দেখুন)।

৬৩:১৫ বেহেশত থেকে। দেখুন ৬:১ আয়াত। *আগ্রহ।* দেখুন ৯:৭; ৪২:১৩ আয়াত ও নোট। *অন্তরস্থ বাৎসল্যের।* নরম ভাব ও মমতা। তুলনা করুন হোশেয় ১১:৮ আয়াত। *সরিয়ে রেখেছ।* ৪২:১৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৩:১৬ পিতা। ৬৪:৮ আয়াত দেখুন; দ্বি.বি. ৩২:৬। *ইব্রাহিম জানেন না।* যদিও তাদের মানব পিতারা তাদের ত্যাগ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের কখনও ত্যাগ করবেন না (৪৯:১৪-১৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। *মুক্তিদাতা।* ৪১:১৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৩:১৭ আমাদের ঘুরে বেড়াতে দিচ্ছ। যখন ইসরাইল বিপথে গিয়েছিল (৫৩:৬ আয়াত দেখুন), তখন আল্লাহ্‌ তাদের ঘুরে বেড়াতে দিয়েছিলেন। *আমাদের অন্তর কঠিন করেছ।* তাদের অন্তর কঠিন ছিল (দেখুন ৬:১০; জবুর ৯৫:৮ আয়াত) এবং মাবুদ এই অবস্থাকে অনুমোদন দিয়েছিলেন (৬:১০ আয়াত দেখুন; হিজ ৪:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *গোলামদের।* প্রকৃত ঈমানদার (৫৪:১৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৬৩:১৮ শত্রুরা। ব্যাবিলনীয়রা। *তোমার পবিত্রস্থান পায়ে মাড়িয়েছে।* জবুর ৭৪:৩-৮ আয়াতে এর সুস্পষ্ট চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন); তুলনা করুন ইশা ৬৪:১১ আয়াত। যদিও এটি ছিল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা, কিন্তু আল্লাহ্‌র সম্মান ও গৌরব এখানে নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে (তুলনা করুন ৪৮:১১ আয়াত)।

৬৩:১৯ তাদের নামে ডাকা হয়েছে। দেখুন ৪৩:৭ আয়াত ও নোট।

৬৪:১ আসমান চিরে। আসমানকে তাঁবুর পর্দার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই বিষয়ের জন্য এবং বিচার ও উদ্ধারের সময় আল্লাহ্‌র আগমনের মহাজাগতিক প্রতিক্রিয়ার আরও বর্ণনার জন্য দেখুন কাজী ৫:৪-৫ আয়াত; জবুর ১৮:৭-১৫; ১৪৪:৫; নাহূম ১:৫; হাবা ৩:৩-৭ আয়াত ও নোট।

৬৪:২ তোমার নাম জানতে দাও। ৩০:২৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

আমাদের মুক্তিদাতা, এই তোমার নাম। ১৭ হে
মাবুদ, তুমি কেন আমাদেরকে তোমার পথ ছেড়ে
ভ্রান্ত হতে দিচ্ছ? তোমাকে ভয় না করতে
আমাদের অন্তকরণকে কেন কঠিন করছো? তুমি
তোমার গোলামদের, তোমার অধিকারস্বরূপ
বংশদের জন্য ফিরে এসো। ১৮ তোমার পবিত্র
লোকেরা অল্পকালমাত্র তাদের অধিকার ভোগ
করেছে; আমাদের দুশমনরা তোমার পবিত্র স্থান
পদতলে দলিত করেছে। ১৯ তুমি যাদের উপরে
কখনও কর্তৃত্ব কর নি ও তোমার নাম যাদের
উপরে কীর্তিত হয় নি, আমরা তাদের সমান
হয়েছি।

৬৪ ১ আহা, তুমি আসমান বিদীর্ণ করে
নেমে এসো, পর্বতমালা তোমার
সাক্ষাতে ভয়ে কেঁপে উঠুক; ২ যেমন আগুন
ডালপালা জ্বালিয়ে দেয়, যেমন আগুন পানি
ফুটায় তেমনি তোমার বিপক্ষদের কাছে তোমার
নাম প্রকাশ কর; তোমার সাক্ষাতে জাতিরা কেঁপে
উঠুক। ৩ যখন তুমি ভয়ানক কাজ করেছিলে, যার
অপেক্ষা আমরা করি নি, তখন তুমি নেমে
এসেছিলে, তোমার সাক্ষাতে পর্বতমালা কেঁপে
উঠেছিল। ৪ কারণ পুরাকাল থেকে লোকে শুনে
নি, কানে অনুভব করে নি, চোখে দেখে নি যে,
তোমা ভিন্ন আর কোন আল্লাহ্‌ আছেন, যিনি তাঁর
অপেক্ষাকারীর পক্ষে কাজ করে থাকেন। ৫ যে
জন আনন্দপূর্বক সঠিক কাজ করে, যারা তোমার
পথে তোমাকে স্মরণ করে, সে সকলের সঙ্গে
তুমি সাক্ষাৎ করে থাক; দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ,
আর আমরা গুনাহ্‌ করেছি, বহুকাল থেকে এই
অবস্থাতে আছি, তবে আমরা কি উদ্ধার পাব?
৬ আমরা তো সকলে নাপাক ব্যক্তির মত হয়েছি,
আমাদের সব ধার্মিকতা মলিন কাপড়ের সমান;
আর আমরা সকলে পাতার মত শুকিয়ে গিয়েছি,
আমাদের অপরাধগুলো বায়ুর মত আমাদেরকে
উড়িয়ে নিয়ে যায়। ৭ আবার, কেউ তোমার নামে
ডাকে না, তোমাকে ধরতে উৎসুক হয় না;
কেননা তুমি আমাদের থেকে তোমার মুখ
লুকিয়েছ, আমাদের অপরাধের হাতে
আমাদেরকে গলে যেতে দিচ্ছ।
৮ কিন্তু এখন, হে মাবুদ, তুমি আমাদের পিতা;
আমরা মাটি, আর তুমি আমাদের কুমার; আমরা
সকলে তোমার হাতের কাজ। ৯ হে মাবুদ, বিষম
ক্রুদ্ধ হয়ো না, চিরকাল অপরাধ মনে রেখো না;
ফরিয়াদ করি, দেখ, দৃষ্টি কর, আমরা সকলে

[৬৪:৩] জবুর ৬৫:৫।
[৬৪:৪] ১করি ২:৯।
[৬৪:৫] ইশা ২৬:৮।
[৬৪:৬] লেবীয় ৫:২; ১২:২।
[৬৪:৭] দ্বিঃবি ৩১:১৮; ইশা ১:১৫; ৫৪:৮।
[৬৪:৮] ইশা ২৯:১৬; রোমীয় ৯:২০-২১।
[৬৪:৯] জবুর ১০০:৩; ইশা ৫১:৪।
[৬৪:১০] দ্বিঃবি ২৯:২৩।
[৬৪:১১] লেবীয় ২৬:৩১; জবুর ৭৪:৩-৭।
[৬৪:১২] পয়দা ৪৩:৩১; জবুর ৭৪:১০-১১।
[৬৫:১] হোশেয় ১:১০; রোমীয় ৯:২৪-২৬; ১০:২০।

৬৪:৩ ভয়ানক কাজ। দেখুন ৬৬:৩, ৫-৭ আয়াত ও নোট।

৬৪:৪ তৈরি হয় নি ... অন্য কোন দেবতা থাকবে না। ৪৩:১১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *তার জন্য অপেক্ষা করছেন।* দেখুন ৩০:১৮ আয়াত; এছাড়া আরও দেখুন ৪০:৩১ আয়াত ও নোট।

৬৪:৫ ন্যায় কাজ কর। দেখুন ৫৬:১ আয়াত। *ভীষণ রাগ করে আছ।* ৯:১২, ১৭, ২১ আয়াত ও নোট দেখুন। নির্বাসনে আল্লাহ্‌র ক্রোধ শেষ সীমায় পৌছেঁছিল। *উদ্ধার।* বা "মুক্তি" (৪৩:৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৬৪:৬ নাপাক। ভয়ানক রোগে আক্রান্ত একজন ব্যক্তির মত আনুষ্ঠানিক ভাবে নাপাক হয়েছে (৬:৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে আরও দেখুন লেবীয় ৪:১২; ১১:২; ১৩:৪৫-৪৬ আয়াত ও নোট; তুলনা করুন লেবীয় কিতাবের ভূমিকা: ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু)। *ধার্মিকতার কাজ।* ৫৭:১২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *নোংরা কাপড়।* মহিলাদের ঋতুস্রাবের সময় যখন সে "নাপাক" অবস্থায় থাকতো তখন সে এই পোশাক ব্যবহার করতো (পয়দা ৩১:৩৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; লেবীয় ১৫:১৯-২৪; ইহি ৩৬:১৭ আয়াত দেখুন)। *শুকিয়ে যাওয়া পাতার মত।* একই উপমা ১:৩০ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। *বাতাসের মত।* যা তুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় (১৭:১৩; ৪০:২৪; জবুর ১:৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৬৪:৭ কেউ তোমাকে ডাকে না। অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্টের সময় আন্তরিকভাবে মুনাজাত করার জন্য মাবুদ আহ্বান জানালেন (যেমন ২ খান্দান ৭:১৪ আয়াত দেখুন)। *তোমার মুখ লুকিয়েছ।* ১:১৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৪:৮ পিতা। ৬৩:১৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *মাটি ... কুমার।* দেখুন ২৯:১৬; ইয়ার ১৮:৬ আয়াত ও নোট। *তোমার হাতের কাজ।* ৬০:২১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৪:৯ বিষম ক্রুদ্ধ হয়ো না। ৫৪:৭-৮ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে এই ভাবে তিনি আর ক্রুদ্ধ হবেন না (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *আমাদের অপরাধ মনে রেখো না।* ৪৩:২৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; ইয়ার ৩১:৩৪; মিকাহ্‌ ৭:১৮ আয়াত। *তোমার লোক।* দেখুন ৬৩:১৭-১৯; জবুর ৭৯:১৩ আয়াত।

৬৪:১০ সমস্ত পবিত্র নগর। এই কারণে তা পবিত্র যে, ইসরাইল "পবিত্র দেশ" ছিল (জাকারিয়া ২:১২ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন জবুর ৭৮:৫৪ আয়াত)। জেরুশালেমকে সচরাচর "পবিত্র নগর" বলা হত (৪৮:২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *সিয়োন হল একটি বিনষ্ট ভূমি ... ধ্বংসস্থান।* ১:৭-৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; ৬:১১; ইয়ার ১২:১১ আয়াত দেখুন।

৬৪:১১ পবিত্র ও সুশোভন গৃহ। ৬০:৭; ৬৩:১৫ আয়াত দেখুন। *আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।* ইশাইয়া এখানে তাঁর মাতমের চরমে পৌঁছেছেন। ৬৩:১৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৪:১২ তুমি কি ক্ষান্ত ... নীরব থাকবে। দেখুন ৪২:১৪; ৫৭:১১; ৬২:১, ৬-৭ আয়াত ও নোট।

৬৫:১-২ আমার সন্ধান করতে ... আমার উদ্দেশ পেতে দিয়েছি। পৌল এই কথাগুলো ব্যবহার করেছেন রোমীয় ১০:২০-২১ আয়াতে। *যে জাতি ... বিদ্রোহী লোকেরা।* আয়াত ৩ দেখুন; এর সাথে আরও দেখুন ৬:৯-১০ আয়াত ও নোট।

৬৫:১ জিজ্ঞাসা করে নি ... খোঁজ করে নি। এখন মাবুদ আল্লাহ্‌ নবী ইশাইয়ার মুনাজাতের উত্তর দিতে চলেছেন। ইসরাইল মাবুদের কাছে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও লোকেরা ভাসাভাসা ভাবে তাঁকে খোঁজার চেষ্টা করেছে (দেখুন ৫৫:৬; ৫৮:২ আয়াত ও নোট)। *আমাদের নামে মুনাজাত করে নি।* দেখুন ৬৪:৭ আয়াত। *এই যে আমি।* দেখুন ৫৮:৯ আয়াত; তুলনা করুন ৪০:১ আয়াত ও নোট।

তোমার লোক। ১০ তোমার পবিত্র সমস্ত নগর
মরুভূমি হয়ে গেছে, সিয়োন মরুভূমি হয়ে গেছে,
জেরুশালেম ধ্বংসস্থান। ১১ আমাদের
পূর্বপুরুষেরা যেখানে তোমার প্রশংসা করতেন,
আমাদের সেই পবিত্র ও সুশোভন গৃহ আগুনে
পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের মনোরম
সমস্ত বস্তু ধ্বংস হয়েছে। ১২ হে মাবুদ, এসব
দেখেও তুমি কি ক্ষান্ত থাকবে? তুমি কি নীরব
থাকবে ও আমাদেরকে বিষম দুঃখ দেবে?

আল্লাহ্‌র লোকদের সুখ ও দুশমনদের বিনাশ

৬৫ ১ যারা জিজ্ঞাসা করে নি, আমি
তাদেরকে আমার সন্ধান করতে
দিয়েছি; যারা আমার খোঁজ করে নি, আমি
তাদেরকে আমার উদ্দেশ পেতে দিয়েছি; যে
জাতি আমার নামে আখ্যাত হয় নি, তাকে আমি
বললাম, “দেখ, এই আমি, দেখ এই আমি।”
২ আমি সমস্ত দিন বিদ্রোহী লোকবৃন্দের প্রতি
আমার দু’হাত বাড়িয়েই রয়েছি; তারা নিজ নিজ
কল্পনার অনুসরণ করে কুপথে গমন করে। ৩ সেই
লোকেরা আমার সাক্ষাতে অনবরত আমাকে
অসন্তুষ্ট করে, বাগানের মধ্যে কোরবানী করে,
ইটের উপরে সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালায়। ৪ তারা কবর-
স্থানে বসে, গুপ্ত স্থানে রাত যাপন করে; তারা
শূকরের গোশ্‌ত ভোজন করে ও তাদের পাত্রে
ঘৃণিত মাংসের ঝোল থাকে; ৫ তারা বলে,
স্বস্থানে থাক, আমার কাছে এসো না, কেননা
তোমার চেয়ে আমি পবিত্র। এরা আমার
নাসিকার ধোঁয়া, সমস্ত দিন জ্বলতে থাকা
আগুন।
৬ দেখ, আমার সম্মুখে এই কথা লেখা আছে;
আমি নীরব থাকব না, প্রতিফল দেব; এদের
কোলেই প্রতিফল দেব; ৭ মাবুদ বলেন, আমি
তোমাদের কৃত অপরাধ এবং এর সঙ্গে
তোমাদের পূর্বপুরুষদের কৃত অপরাধগুলোর
প্রতিফল দেব; তারা পর্বতমালার উপরে সুগন্ধি
দ্রব্য জ্বালাত, উপপর্বতগুলোর উপরে আমাকে
টিট্‌কারি দিত, সেজন্য আমি আগে তাদের
কাজের পরিমাণ করে তাদের প্রতিফল দেব।
৮ মাবুদ এই কথা বলেন, আঙ্গুরগুচ্ছে ফলের রস
দেখলে লোকে যেমন বলে, এটি বিনষ্ট করো না,
কেননা এতে বরকত আছে; তেমনি আমি আমার
গোলামদের জন্য করবো, সমুদয় বিনাশ করবো
না। ৯ আর আমি ইয়াকুব থেকে একটি বংশকে

[৬৫:২] জবুর ৭৮:৮; রোমীয় ১০:২১। [৬৫:৩] আইউ ১:১১। [৬৫:৪] লেবীয় ১৯:৩১। [৬৫:৫] মথি ৯:১১; লূক ৭:৩৯; ১৮:৯-১২। [৬৫:৬] লূক ৬:৩৮। [৬৫:৭] হিজ ২০:৫; ইয়ার ৩২:১৮। [৬৫:৮] ইশা ৫:২। [৬৫:৯] শুমারী ৩৪:১৩। [৬৫:১০] প্রেরিত ৯:৩৫। [৬৫:১০] ইউসা ৭:২৬। [৬৫:১১] দ্বি:বি ২৮:২০। [৬৫:১২] মেসাল ১:২৪-২৫; ইশা ৪১:২৮; ৬৬:৪; ইয়ার ৭:২৭।

৬৫:২ একগুঁয়ে লোক। দেখুন ১:২; ৩০:১, ৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *কল্পনা।* ৫৯:৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৫:৩ আমাকে বিরক্ত করছে। দেব দেবতার পূজার দ্বারা (কাজী ২:১২-১৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *আমার মুখোমুখি হয়ে।* অগ্রাহ্য (তুলনা ৩:৮-৯)। *বাগানে বাগানে।* ১:২৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *ধূপ জ্বালাচ্ছে।* যখন তারা আকাশ রাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত (ইয়ার ৪৪:১৭-১৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৬৫:৪ কবরস্থানে বসে। মৃত লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে (৮:১৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; ৫৭:৯; দ্বি.বি. ১৮:১১)। *শূকরের গোশ্‌ত।* নাপাক আচার অনুষ্ঠান তারা মেনে নিয়েছে (৬৬:৩, ১৭ আয়াত দেখুন; লেবীয় ১১:৭-৮ আয়াত)।

৬৫:৫ আমি তোমার চেয়ে পবিত্র। যারা দেবতার পূজার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকে তারা সচরাচর এই বিশ্বাস করে যে, তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (মথি ৯:১১; লূক ৭:৩৯; ১৮:৯-১২ আয়াতে উল্লিখিত ফরীশীদের মনোভাবের এবং আচরণের সঙ্গে তুলনা করুন)।

৬৫:৬ চুপ করে থাকব না। ৬৪:১২ আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর। *পাওনা দেব।* ৫৯:১৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৫:৭ পাহাড়ে পর্বতে ধূপ জ্বালিয়েছে। উঁচু স্থানে বাল দেবতার উদ্দেশে ধূপ জ্বালানোর কথা বলা হয়েছে (দেখুন ৫৭:৭; হোসিয়া ৩:১৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *আমাকে কুফরী করেছে।* দেখুন ইহি ২০:২৭-২৮ আয়াত।

৬৫:৮ আঙ্গুরের থোকা। ইসরাইল জাতি ছিল আঙ্গুরক্ষেত, যেখানে বুনো আঙ্গুর ধরেছে (৫:২, ৪, ৭)। *আমার গোলামদের।* দেখুন আয়াত ৯, ১৩-১৪; ৫৪:১৭ ও নোট। এখানে গোলামদের সঙ্গে অবশিষ্টাংশ লোকদের তুলনা করা হয়েছে (১:৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৬৫:৯ বংশ। ইয়ার ৩১:৩৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *ইয়াকুব ... এহুদা।* যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্য। *আমার পাহাড় পর্বতের অধিকারী হবে।* দেখুন ৪৯:৮; ৬০:২১ আয়াত ও নোট। পাহাড় পর্বতকে সমস্ত দেশ হিসেবে বুঝানো হয়েছে, যেখানে অধিকাংশ স্থানই ছিল পাহাড় পর্বতময় (দেখুন কাজী ১:৯; ইহি ৬:২-৩ আয়াত)। *আমার বাছাই করা লোকেরা।* ৪৮:৮-৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *অধিকারী।* ৫৭:১৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৫:১০ শারোণ। ৩৩:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *আখোর উপত্যকা।* এই উপত্যকা জেরিকোর কাছে অবস্থিত (ইউসা ৭:২৪, ২৬; হোসিয়া ২:১৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। যেহেতু শারোণ এবং আখোর দেশের পশ্চিম এবং পূর্ব প্রান্তে ছিল তাই সম্ভবত এগুলো সমস্ত দেশকে উপস্থাপন করেছে। *আমার ইচ্ছামত চলছে।* আয়াত ১ দেখুন; ৫১:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৫:১১ মাবুদকে ত্যাগ করেছে। দেখুন ১:৪ আয়াত। *পবিত্র পাহাড়।* ২:২-৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *টেবিল সাজিয়েছে ... মেশানো মদে পাত্র ভরেছে।* ভাগ্য দেবীর উদ্দেশে ময়দার পিঠা মদ উৎসর্গ করে। ৫:২২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; তুলনা করুন আয়াত ৩; ইয়ার ৭:১৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *ভাগ্যদেব ... ভাগ্যদেবী।* সৌভাগ্য এবং অদৃষ্টের দেবতা ও দেবী। দেখুন ইউসা ১১:১৭ আয়াত। এখানে “গাদ” কথাটির অর্থ হল “ভাগ্য”।

৬৫:১২ তলোয়ার। ইদোমের মত আল্লাহ্‌র শত্রুদের জন্য পরিকল্পনা (৩৪:৫-৬), কিন্তু ইসরাইলের বিপক্ষরাও কষ্টভোগ করবে (দেখুন ১:২০; ৫৯:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ৬৬:১৬ আয়াত দেখুন)। *ডেকেছিলাম ... জবাব দাও নি।* দেখুন ৫০:২; ২ খান্দান ২৪:১৯ আয়াত ও নোট। *যাতে আমি অসন্তুষ্ট হই তা-ই বেছে নিয়েছে।* ৫৬:৪ আয়াতে উল্লিখিত খোজাদের বিশ্বস্ততার বিষয়টির সঙ্গে বিসদৃশ্য রয়েছে। ১২ আয়াতের শেষ চার লাইনের সঙ্গে ৬৬:৪ আয়াতের মিল রয়েছে।

এবং এহুদা থেকে আমার পর্বতমালার এক জন
অধিকারীকে উৎপন্ন করবো, আমার মনোনীত
লোকেরা তা অধিকার করবে ও আমার
গোলামেরা সেখানে বসতি করবে। ১০ আর
আমার যে লোকবৃন্দ আমার খোঁজ করেছে,
তাদের জন্য শারোণ হবে ভেড়ার পালের খোঁয়াড়
এবং আখোর উপত্যকা হবে গরুর পালের বি-
শ্রাম-স্থান। ১১ কিন্তু তোমরা যারা মাবুদকে ত্যাগ
করছো, আমার পবিত্র পর্বত ভুলে যাচ্ছ, ভাগ্য
দেবতার জন্য টেবিল সাজিয়ে থাক এবং নিরূপণী
দেবীর উদ্দেশে মিশ্র সুরা পূর্ণ করে থাক,
১২ তোমাদেরকে আমি তলোয়ারের জন্য নির্ধারণ
করলাম, আর তোমরা সকলে বধ্য-স্থানে অবনত
হবে; কারণ আমি ডাকলে তোমরা উত্তর দিতে
না, আমি কথা বললে শুনতে না; কিন্তু আমার
দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই করতে এবং যাতে আমি
আনন্দ পাই না, তা-ই তোমরা মনোনীত করতে।
১৩ এজন্য সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমার গোলামেরা ভোজন করবে, কিন্তু
তোমরা ক্ষুধার্ত থাকবে; দেখ, আমার গোলামেরা
পান করবে, কিন্তু তোমরা তৃষ্ণার্ত থাকবে; দেখ,
আমার গোলামেরা আনন্দ করবে, কিন্তু তোমরা
লজ্জিত হবে; ১৪ দেখ, আমার গোলামেরা
অন্তরের সুখে আনন্দরব করবে, কিন্তু তোমরা
অন্তরের দুঃখে কান্নাকাটি করবে এবং রূহের
ক্ষোভে হাহাকার করবে। ১৫ আর তোমরা আমার
মনোনীত লোকদের কাছে তোমাদের নাম
বদদোয়ারূপে রেখে যাবে এবং সার্বভৌম মাবুদ
তোমাকে হত্যা করবেন, আর তিনি তাঁর
গোলামদের অন্য নাম রাখবেন। ১৬ যে ব্যক্তি
দুনিয়াতে নিজেকে দোয়া করবে, সে বিশ্বস্ততার
আল্লাহ্‌র নামে নিজেকে দোয়া করবে; এবং যে
ব্যক্তি দুনিয়াতে শপথ করবে, সে বিশ্বস্ততার
আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবে; কেননা পূর্বকালীন
সমস্ত সঙ্কট লোকে ভুলে যাবে ও আমার দৃষ্টি
থেকে তা লুকাবে।

নতুন আসমান ও নতুন জমিন

১৭ কারণ দেখ, আমি নতুন আসমানের ও নতুন
দুনিয়ার সৃষ্টি করি; এবং আগে যা ছিল, তা
স্মরণে থাকবে না, আর মনে পড়বে না। ১৮ কিন্তু
আমি যা সৃষ্টি করি, তোমরা তাতে চিরকাল
আমোদ ও উল্লাস কর; কারণ দেখ, আমি

[৬৫:১৩] আইউ ১৮:১২; লূক ৬:২৫।
[৬৫:১৪] ইশা ১৫:২; মথি ৮:১২; লূক ১৩:২৮।
[৬৫:১৫] পয়দা ৩২:২৮; প্রকা ২:১৭।
[৬৫:১৬] আইউ ১১:১৬।
[৬৫:১৭] ২করি ৫:১৭; ২পিতর ৩:১৩।
[৬৫:১৮] দ্বি:বি ৩২:৪৩; জবুর ৯৮:১-৯; ইশা ২৫:৯।
[৬৫:১৯] দ্বি:বি ৩০:৯।
[৬৫:২০] পয়দা ৫:১-৩২; ১৫:১৫; হেদা ৮:১৩; জাকা ৮:৪।
[৬৫:২১] ইহি ২৮:২৬; আমোস ৯:১৪।
[৬৫:২২] দ্বি:বি ২৮:৩০।

৬৫:১৩ খাবে ... পানি খাবে। দেখুন ৪১:১৭-১৮; ৪৯:১০ আয়াত। *ক্ষুধায় মরবে ... পিপাসায় থাকবে।* দেখুন ৫:১৩; ৮:২১ আয়াত। *আনন্দ।* ৬১:৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *লজ্জা দেওয়া হবে।* দেখুন ৪২:১৭; ৪৪:৯, ১১ আয়াত।

৬৫:১৪ দিলে আনন্দ ... কাওয়ালী গাইবে। দেখুন ৩৫:১০ আয়াত; ৫৪:১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *ভাঙ্গা দিল।* তারা আল্লাহ্‌র আরোগ্যকরণের কাজ প্রত্যাখ্যান করেছে। দেখুন ৬১:১ আয়াত এবং নোট।

৬৫:১৫ আমার বাছাই করা লোকেরা। ৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। *তাদের বদদোয়ায় ব্যবহার করবে।* বিদ্রোহী ইসরাইলীয়রা এই উদাহরণ ব্যবহার করবে যখন বদদোয়া প্রকাশ পাবে (দেখুন ইয়ার ২৯:২২ আয়াত)। *অন্য নাম।* সম্ভবত ৬২:২ আয়াতের "নতুন নাম" (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৫:১৬ দোয়া চাইবে। দেখুন ৪৮:১; দ্বি.বি. ২৯:১৯ আয়াত। *সত্যময় আল্লাহ্।* আল্লাহ্ তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্ত। হিব্রু শব্দ "সত্য" এখানে আমিন কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন দ্বি.বি. ২৭:১৫; রোমীয় ১:২৫; ১ করি ১৪:১৫-১৭; ২ করি ১:২০; প্রকাশিত ৩:১৪ আয়াত ও নোট)। *কসম খাবে।* ৪৫:২৩ আয়াত দেখুন। সম্ভবত যারা বাল দেবতার নামে শপথ করেছিল তাদের সঙ্গে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (দেখুন ইয়ার ১২:১৬; তুলনা করুন ৬:১৩ আয়াত ও নোট)।

৬৫:১৭ নতুন আসমান ও এক নতুন দুনিয়া। দেখুন ৬৬:২২ আয়াত। নতুন বিষয়গুলোর চরম অবস্থা নবী ইশাইয়া প্রকাশ করেছেন (দেখুন ৪২:৯; ৪৮:৬; ২ পিতর ৩:১৩ আয়াত ও নোট)। *আগের বিষয়গুলো।* আগের বিষয়গুলোর মধ্যে (প্রকা ২১:৪) দুঃখ, কান্না ও ব্যথা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬৫:১৮ খুশি থেকো আর আনন্দ গান কোরো। দেখুন ৬৬:১০; আরও দেখুন ৫১:৩ আয়াত ও নোট। *জেরুশালেম সৃষ্টি করা হবে।* ইউহোন্না "নতুন জেরুশালেমের" সঙ্গে নতুন আসমান ও নতুন জমিনের সংযোগ উল্লেখ করেছেন (প্রকাশিত ২১:১-২)। বন্দীদশার পর পুনঃস্থাপিত জেরুশালেম এবং এই মহান জেরুশালেমকে নির্দেশ করে। ৫৪:১১-১২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। কিন্তু কোন কোন ব্যাখ্যাকারী মনে করেন যে, নতুন আসমান ও নতুন জমিন (আয়াত ১৭) এই শব্দগুচ্ছ এখানে মসীহের হাজার বছরের রাজত্বের সময়কালকে নির্দেশ করেছে (প্রকাশিত ২০:১-৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। ১৮-২৫ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে (তুলনা করুন ১১:১-১০ আয়াত এবং এর সাথে দেখুন ১১:৬-৯ আয়াত ও নোট; অধ্যায় ৩৫)।

৬৫:১৯ উল্লাস করবো ... আমোদ করবো। ৬২:৪-৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *ফোঁপানোর আওয়াজ ... ক্রন্দনের আওয়াজ।* ২৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩৫:১০ আয়াত দেখুন।

৬৫:২০-২৫ ১১:৬-৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৫:২০ বালকই ... এক শত বছর। আদম এবং তাঁর আদি বংশধরদের দীর্ঘ জীবনের সঙ্গে তুলনা করুন। পয়দায়েশ ৫ অধ্যায়ের বংশতালিকা দেখুন (কিন্তু পয়দা ৫:৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৬৫:২১-২২ দ্বি.বি. ২৮:৩০ আয়াতে উল্লেখিত অবিশ্বস্ততার জন্য হযরত মূসার বদদোয়ার সঙ্গে অমিল রয়েছে। আমোস ৫:১১; ৯:১৪ আয়াতের বদদোয়ার সঙ্গে পার্থক্য তুলনা করুন; আরও তুলনা করুন মিকাহ্ ৬:১৫ আয়াত।

৬৫:২১ আঙ্গুর ক্ষেত। ৬২:৮-৯ আয়াত দেখুন।

৬৫:২২ গাছের আয়ু। জবুর ১:৩ আয়াতেও ধার্মিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (এই আয়াতের নোট দেখুন); ৯২:১২-১৪ আয়াত দেখুন। *মনোনীত লোকেরা।* ৪১:৮-৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। দীর্ঘকাল নিজ নিজ হাতের শ্রমফল ভোগ করবে। তুলনা করুন জবুর ৯১:১৬ আয়াত।

জেরুশালেমকে উল্লাসভূমি ও তার লোকদেরকে
আনন্দ-ভূমি করে সৃষ্টি করি। ১৯ আমি
জেরুশালেমে উল্লাস করবো, আমার লোকদেরকে
নিয়ে আমোদ করবো; এবং তার মধ্যে
ফোঁপানোর আওয়াজ কি ক্রন্দনের আওয়াজ আর
শোনা যাবে না। ২০ সে স্থান থেকে অল্প দিনের
কোন শিশু কিংবা অসম্পূর্ণায়ু কোন বৃদ্ধ যাবে না;
বরং বালকই এক শত বছর বয়ঃক্রমে মারা
যাবে; এবং যে কেউ এক শত বছর বয়সের
আগে মারা যাবে সে বদদোয়াগ্রস্ত বলে বিবেচিত
হবে। ২১ আর লোকেরা বাড়ি নির্মাণ করে তার
মধ্যে বসতি করবে, আঙ্গুরক্ষেত প্রস্তুত করে তার
ফল ভোগ করবে। ২২ তারা বাড়ি নির্মাণ করলে
অন্যে বাস করবে না, তারা রোপণ করলে অন্যে
ভোগ করবে না; বস্তুত আমার লোকদের আয়ু
গাছের আয়ুর মত হবে এবং আমার মনোনীত
লোকেরা দীর্ঘকাল নিজ নিজ হাতের শ্রমফল
ভোগ করবে। ২৩ তারা বৃথা পরিশ্রম করবে না,
দুর্দশার জন্য সন্তানের জন্ম দেবে না, কারণ তারা
মাবুদের দোয়াপ্রাপ্ত বংশ ও তাদের সন্তানেরা
তাদের সহবর্তী হবে। ২৪ আর তাদের ডাকবার
আগে আমি উত্তর দেব, তারা কথা বলতে না
বলতে আমি শুনব। ২৫ নেকড়ে বাঘ ও ভেড়ার
বাচ্চা একত্র চরবে, সিংহ বলদের মত বিচালি
খাবে; আর ধূলিই সাপের খাদ্য হবে। তারা
আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানে কোন ক্ষতি
কিংবা বিনাশ করবে না, মাবুদ এই কথা বলেন।

[৬৫:২৩] ইশা ৪৯:৪; ১করি ১৫:৫৮।
[৬৫:২৪] ইশা ৫৫:৬; মথি ৬:৮।
[৬৫:২৫] আইউ ৪০:১৫।
[৬৬:১] ২শামু ৭:৭; ইউ ৪:২০-২১; প্রেরিত ৭:৪৯; ১৭:২৪।
[৬৬:২] ইশা ৪০:২৬; প্রেরিত ৭:৫০; ১৭:২৪।
[৬৬:৩] লেবীয় ১১:৭।
[৬৬:৩] দ্বি:বি ২৭:১৫; ইহি ৮:৯-১৩।
[৬৬:৪] ১শামু ৮:১৯; ইশা ৪১:২৮।
[৬৬:৫] উজা ৯:৪।
[৬৬:৫] ইশা ৪৪:৯; লূক ১৩:১৭।
[৬৬:৬] লেবীয় ২৬:২৮; ইশা ৬৫:৬; যোয়েল ৩:৭।
[৬৬:৭] প্রকা ১২:৫।
[৬৬:৮] ইশা ৪৯:২০।
[৬৬:৯] ইশা ৩৭:৩।
[৬৬:১০] দ্বি:বি ৩২:৪৩; ইশা

আল্লাহ্‌র সার্বজনীন বিচার ও আশা

৬৬ ১ মাবুদ এই কথা বলেন, বেহেশত
আমার সিংহাসন, দুনিয়া আমার
পাদপীঠ; তোমরা আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ
করবে? আমার বিশ্রাম স্থান কোন্‌ স্থান? ২ সমস্ত
কিছুই তো আমার হাতের তৈরি, তাই এসব
উৎপন্ন হল, মাবুদ এই কথা বলেন। কিন্তু এই
ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ যে দুঃখী, ভগ্নরূহ্‌ সম্পন্ন ও
আমার কথায় কাঁপে, তার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত
করবো। ৩ যে ব্যক্তি গরু কোরবানী করে, সে
হত্যা করে; যে ব্যক্তি ভেড়ার বাচ্চা জবেহ্‌ করে,
সে কুকুরের গলা ভেঙ্গে ফেলে; যে ব্যক্তি নৈবেদ্য
কোরবানী করে, সে শূকরের রক্ত দেয়; যে ব্যক্তি
সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, সে মিথ্যা দেবতার শুকরিয়া
করে; হ্যাঁ, তারা নিজ নিজ পথ মনোনীত করেছে
এবং তাদের প্রাণ নিজ নিজ ঘৃণার বস্তুতে প্রীত
হয়; ৪ আমিও তাদের জন্য নানা শাস্তি মনোনীত
করবো এবং তাদের নিজের ত্রাসের বিষয় তাদের
প্রতি ঘটাব; কারণ আমি ডাকলে কেউ উত্তর
দিত না, আমি কথা বললে তারা শুনত না, কিন্তু
আমার দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই সাধন করতো এবং
যাতে আমার প্রীতি নেই তা-ই মনোনীত
করতো।
৫ তোমরা যারা মাবুদের কালামে কেঁপে উঠ,
তোমরা তাঁর কালাম শোন; তোমাদের যে
ভাইয়েরা তোমাদেরকে ঘৃণা করে, আমার নামের
দরুন তোমাদেরকে বের করে দেয়, তারা

৬৫:২৩ বৃথা পরিশ্রম। ৪৯:৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। দুর্ভাগ্য। *মৃত্যু অথবা বন্দীদশার মত।* মাবুদের দোয়া পাওয়া লোকেরা। ৬১:৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৬৫:২৪ তারা ডাকবার আগেই আমি সাড়া দেব। দেখুন ৩০:১৯; ৫৮:৯; জবুর ১১৮:৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; দানি ৯:২০-২৩; মথি ৬:৮ আয়াত দেখুন।

৬৫:২৫ নেকড়ে বাঘ ... ভেড়ার বাচ্চা ... সিংহ। ১১:৬-৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *সাপের খাবার ... ধুলা।* পয়দা ৩:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। সাপ ক্ষতিকর হবে না (১১:৮ আয়াত দেখুন)। *সেগুলো ... পাহাড়ে।* ১১:৯ আয়াতের প্রথম দুই পঙক্তির সাথে মিল রয়েছে।

৬৬:১ সিংহাসন ... পা রাখার জায়গা। ৪০:২০ আয়াত ও নোট দেখুন। *কোথায় ঘর ... ?* বাদশাহ্‌ সোলায়মান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ্‌ মানুষের হাতে গড়া এবাদতগৃহে বাস করতে পারেন না। সেই এবাদত গৃহ জাঁকজমকপূর্ণ হলেও তিনি সেখানে বাস করতে পারেন না (১ বাদশাহ্‌ ৪:২৭ দেখুন ও নোট দেখুন)।

৬৬:২ সব কিছুই তো আমাদের হাতের তৈরি। ৪০:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *নম্র ও ভগ্ন রূহ্‌।* ৫৭:১৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৬:৩ ১:১১-১৪ আয়াতে উল্লিখিত নিষ্ফল কোরবানী সম্পর্কে নবী ইশাইয়ার কঠোর কথার সঙ্গে তুলনা করুন। *কুকুরের গলা ভেঙ্গে ফেলে।* কুকুর হল নাপাক এবং তা কোরবানী দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত না। গাধার বাচ্চার ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত সম্পর্কে হিজ ১৩:১৩ আয়াতের তুলনা করুন। *শূকরদের রক্ত।* ৬৫:৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। কুকুর ও শূকরের উভয় সম্পর্কে উল্লেখ মথি ৭:৬ আয়াত ও ২ পিতর ২:২২ আয়াতেও রয়েছে (উক্ত অংশের নোট দেখুন)। *মূর্তিপূজা করছে।* ৪৪:১৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *ঘৃণার জিনিসপত্রগুলো।* সম্ভবত দেব দেবতাদের মূর্তি (ইয়ার ৪:১ আয়াত দেখুন)।

৬৬:৪ শাস্তি মননীত করব। তুলনা করুন ৬৫:৭ আয়াত। কারণ আমি ডাকলে ... আমাকে যা অসন্তুষ্ট করে তা-ই তারা বেছে নিয়েছে। এই চার লাইনের জন্য ৬৫:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৬:৫ কাঁপ। আয়াত ২ দেখুন। *তোমাদের নিজেদের লোকেরা।* সাহিত্যে "তোমাদের ভাইয়েরা" কথাটির অর্থ হল "তোমাদের ইসরাইলীয় ভাইয়েরা" (প্রেরিত ১১:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আনন্দ ... পাই।* সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে, ৫:১৯; জবুর ২২:৮ আয়াতের সাথে বেশ মিল রয়েছে।

৬৬:৬ শহর। সম্ভবত জেরুশালেম। *তাঁর শত্রুদের যা পাওনা তিনি তা-ই দিচ্ছেন।* ৫৯:১৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ৬৫:৬-৭ আয়াত দেখুন।

৬৬:৭ প্রসব বেদনা ... আগেই। ৫৪:১ আয়াত দেখুন (এবং নোট দেখুন), সিয়োন যেখানে বন্ধ্যা ছিল।

৬৬:৮ এক দিনে ... দেশ জন্ম নিতে পারে? ৪৯:১৯-২০ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৬:৯ প্রসবকাল। ৩৭:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

বলেছে, মাবুদ মহিমান্বিত হোন, যেন আমরা
তোমাদের আনন্দ দেখতে পাই; কিন্তু ওরাই
লজ্জিত হবে। ৬ শোন, নগর থেকে কলহের
আওয়াজ আসছে, এবাদতখানা থেকে স্বর ভেসে
আসছে! সেটি মাবুদের কণ্ঠস্বর, যিনি
দুশমনদেরকে অপকারের প্রতিফল দেন।
৭ ব্যথা উঠবার আগে সিয়োন প্রসব করলো;
তার গর্ভযন্ত্রণার আগে পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।
৮ এমন কথা কে শুনেছে? এমন কাজ কে
দেখেছে? এক দিনে কি কোন দেশের জন্ম হবে?
কোন জাতি কি এক মহূর্তেই ভূমিষ্ঠ হবে? তবুও,
গর্ভযন্ত্রণা হওয়ামাত্র সিয়োন তার সন্তানদেরকে
প্রসব করলো। ৯ আমি প্রসবকাল উপস্থিত করে
কি প্রসব হতে দেব না? মাবুদ এই কথা বলেন।
প্রসব হতে দিচ্ছি যে আমি, আমি কি গর্ভ রোধ
করবো? এই কথা তোমার আল্লাহ্‌ বলেন।
১০ তোমরা যারা জেরুশালেমকে ভালবাস,
তোমরা সকলে তার সঙ্গে আনন্দ কর, তার
বিষয়ে উল্লাস কর; তোমরা যারা তার জন্য
শোকান্বিত, তোমরা সকলে তার সঙ্গে অতিশয়
প্রফুল্ল হও; ১১ যেন তোমরা তার সান্ত্বনারূপ স্তন্য
চুষে তৃপ্ত হও, যেন তাকে দোহন করে তার প্রচুর

২৫:৯; রোমীয় ১৫:১০।
[৬৬:১০] জবুর ২৬:৮।
[৬৬:১১] পয়দা ৪৯:২৫।
[৬৬:১২] জবুর ৭২:৩।
[৬৬:১৩] ১থিষ ২:৭।
[৬৬:১৪] জবুর ৭২:১৬।
[৬৬:১৫] ২বাদশা ২:১১; জবুর ৬৮:১৭।
[৬৬:১৬] ইশা ৩০:৩০; আমোস ৭:৪; মালা ৪:১।
[৬৬:১৭] লেবীয় ১১:৭।
[৬৬:১৮] মেসাল ২৪:২; ইশা ৬৫:২।
[৬৬:১৯] ইশা ১১:১০; ৪৯:২২; মথি ২৪:৩০।
[৬৬:২০] ইয়ার ২৫:২২; ইহি ৩৪:১৩।

প্রতাপে আমোদিত হও।
১২ কারণ মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
তার দিকে নদীর মত শান্তি ও উচ্ছলিত বন্যার
মত জাতিদের প্রতাপ বহাব, তাতে তোমরা
স্তন্য পান করবে, কোলে করে তোমাদেরকে
বহন করা যাবে, হাঁটুর উপরে নাচান যাবে।
১৩ মা যেমন তার পুত্রকে সান্ত্বনা দেয়, তেমনি
আমি তোমাদেরকে সান্ত্বনা দেব; তোমরা
জেরুশালেমে সান্ত্বনা পাবে।
১৪ এসব দেখলে তোমাদের হৃদয় প্রফুল্ল হবে,
তোমাদের সমস্ত অস্থি নবীন ঘাসের মত সতেজ
হবে; এবং মাবুদের হাত তাঁর গোলামদের কাছে
আত্ম পরিচয় প্রকাশ করবে, আর তিনি তাঁর
দুশমনদের প্রতি কুপিত হবেন। ১৫ কারণ দেখ,
মাবুদ আগুনের মধ্যে আগমন করবেন, তাঁর
সমস্ত রথ ঘূর্ণিবাতাসের মত হবে; তিনি
মহাতাপে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবেন, জ্বলন্ত
আগুন দ্বারা তাঁর ভর্ৎসনা প্রকাশ করবেন।
১৬ কেননা মাবুদ আগুন দ্বারা ও তাঁর তলোয়ার
দ্বারা সমস্ত মানুষের সঙ্গে নিজের ঝগড়া নিষ্পন্ন
করবেন; আর মাবুদ কর্তৃক অনেক লোক নিহত
হবে। ১৭ যারা মধ্যবর্তী এক ব্যক্তির পিছনে

৬৬:১০ আনন্দ কর ... খুশি হও। ৬৫:১৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *তোমরা যারা ... তাকে ভালবাস।* তুলনা করুন জবুর ১৩৭:৬ আয়াত। *যারা শোক করছ।* ৫৭:১৯ আয়াত দেখুন; ৬১:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৬:১১ বুকের দুধ খেয়ে সান্ত্বনা পাওয়া। ৬০:১৬ আয়াতে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) উল্লেখ রয়েছে জেরুশালেম জাতিদের দুধ পান করেছে। এখানে অন্যান্য জাতিদেরকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে (তুলনা করুন আয়াত ১২; ৪৯:২৩)।

৬৬:১২ নদীর মত ... শান্তি। ৪৮:১৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। জাতিদের ধন সম্পদ। ৬০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *বন্যার প্রবাহ।* ৮:৭-৮ আয়াতের ধ্বংসাত্মক বন্যার সাথে এর পার্থক্য রয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *তার হাতে।* ৪০:১১ আয়াত দেখুন।

৬৬:১৩ জেরুশালেমে সান্ত্বনা নেমে আসবে। ৪৯:১৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। তুলনা করুন ২ করি ১:৩-৪ আয়াত।

৬৬:১৪ অন্তর আনন্দিত হবে। ৬০:৫ আয়াত দেখুন। *ঘাস।* সাধারণত দুর্বলতার প্রতীক হিসেবে বুঝানো হত। ৩৭:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন; ৫১:১২ আয়াত দেখুন; তবে ৪৪:৪ আয়াতের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। *মাবুদের হাত।* তুলনা করুন ইউসা ৭:৯; ৮:৩১ আয়াত। *গোলামেরা।* ৫৪:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *রাগ।* আয়াত ১৫ দেখুন; ১৩:৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৬৬:১৫-১৬ আগুন। বিচারের প্রতীক (১:৩১ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩০:২৭ আয়াত দেখুন)।

৬৬:১৫ রথগুলো ঘূর্ণিবাতাসের মত। ৫:২১ আয়াত দেখুন; ২ বাদশাহ্‌ ২:১১ আয়াত ও নোট দেখুন; ৬:১৭; জবুর ৬৮:৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *রাগ।* ৩৪:২ আয়াত দেখুন; ৪২:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। *ভর্ৎসনা।* ৫১:২০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৬:১৬ তলোয়ার। দেখুন ২৭:১; ৩১:৮; ৩৫:৫-৬ আয়াত দেখুন এবং জবুর ৭:১২-১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *বিচার সম্পন্ন করবেন।* মাবুদের দিন (২:১১, ১৭, ২০ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ইহি ৩৮:২১-২২ আয়াত)।

৬৬:১৭ নিজেদের পবিত্র ও পাক সাফ করেছে। তাদের পৌত্তলিক ধর্মের কারণে পবিত্র আচার অনুষ্ঠানের আবশ্যক ছিল। *বাগান।* ১:২৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *শূকরের গোশ্‌ত।* ৬৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬৬:১৮ তাদের কাজকর্মগুলো ও কল্পনাগুলো। দুষ্ট ইসরাইলীয়রা পূর্ব পরিচিত হতে পারে। *সমস্ত জাতির ... সংগ্রহ করব।* আয়াত ১:২৯ ও নোট দেখুন। তুলনা করুন যোয়েল ৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন; সফনিয় ৩:৮; জাকা ১২:৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমার মহিমা দর্শন করবে।* তাঁর লোকদের আল্লাহ্‌র উদ্ধারের কাজের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে (৩৫:২-৪ আয়াত দেখুন; ৪০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৬৬:১৯ চিহ্ন। সম্ভবত ১১:১০, ১২ আয়াতে উল্লিখিত নিশান (৫:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন তাঁর দ্বিতীয় আগমনে "মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন," মথি ২৪:৩০)। *যারা বেঁচে থাকবে।* ১৬ আয়াতের বিচারের পর। তুলনা করুন জাকারিয়া ১৪:১৬। *স্পেন।* ২৩:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *লিবিয়বাসী।* মিসরের পশ্চিমে বসবাসকারী লোকেরা। দেখুন নাহূম ৩:৯ আয়াত। *লিডিয়া।* সম্ভবত যে সব লোকেরা এশিয়া মাইনর থেকে এসেছিল (পয়দা ১০:১৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। *তীরন্দাজ।* ইয়ারমিয়া ৪৬:৯ আয়াত দেখুন। *তূবল।* প্রায়ই মেশকের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে (দেখুন পয়দা ১০:২; ইহি ২৭:১৩; ৩৮:২-৩; ৩৯:১ আয়াত ও নোট)। সম্ভবত এটি কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি অঞ্চল। এই সব জাতিদের বিভিন্ন অবস্থানের জন্য মানচিত্র দেখুন। *উপকূল।*

পিছনে বাগানে যাবার জন্য নিজেদের পবিত্র ও
পাক-সাফ করে, শূকরের গোশ্‌ত, ঘৃণ্য দ্রব্য ও
ইঁদুর খায়, তারা একসঙ্গে বিনষ্ট হবে, মাবুদ এই
কথা বলেন।
১৮ আমিই তাদের কাজকর্ম ও কল্পনাগুলো
জানি। সেই সময় উপস্থিত, যখন আমি সমস্ত
জাতির ও সমস্ত ভাষাবাদী লোককে সংগ্রহ
করবো; তারা এসে আমার মহিমা দর্শন করবে।
১৯ আর আমি তাদের মধ্যে একটি চিহ্ন স্থাপন
করবো; এবং তাদের মধ্য থেকে উত্তীর্ণ
লোকদেরকে জাতিদের কাছে, তর্শীশ, পূল ও
তীরন্দাজ লূদ এবং তূবল ও যবনের কাছে, যে
দূরস্থ উপকূলগুলো কখনও আমার খ্যাতি শুনে নি
ও আমার মহিমা দেখে নি, তাদের কাছে প্রেরণ
করবো; এবং তারা জাতিদের মধ্যে আমার
মহিমার কথা ঘোষণা করবে।
২০ আর মাবুদ
বলেন, তারা সর্বজাতির মধ্য থেকে তোমাদের
সমস্ত ভাইকে মাবুদের উদ্দেশে নৈবেদ্য বলে
ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, ডুলি, খচ্চর ও উটে করে
আমার পবিত্র পর্বত জেরুশালেমে আনবে।

[৬৬:২১] হিজ ১৯:৬; ১পিতর ২:৫, ৯।
[৬৬:২২] ইশা ৬৫:১৭; ইব ১২:২৬-২৭; ২পিতর ৩:১৩।
[৬৬:২৩] জবুর ২২:২৯; ইশা ১৯:২১; ৪৪:৫; প্রকা ১৫:৪।
[৬৬:২৪] জবুর ১১০:৬।

১১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমার মহিমার কথা ঘোষণা করবে।* ৪২:১২ আয়াত; ১ খান্দান ১৬:২৪ আয়াত দেখুন।

৬৬:২০ তারা সর্বজাতির মধ্য থেকে ... আনবে। অ-ইহুদীরা অবশিষ্টাংশদের ফিরিয়ে আনবে। (দেখুন ১১:১১-১২; ৪৯:২২; ৬০:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পবিত্র পাহাড়।* ২:২-৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *কোরবানী হিসেবে ... এবাদতখানায় আসবে।* ইসরাইলীয়রা তাদের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ এবং কোরবানীর দ্রব্য নিয়ে আসবে (দ্বি.বি. ১২:৫-৭ আয়াত দেখুন)।

৬৬:২১ তাদের মধ্যে কয়েকজন। এই উদ্ধৃতি হয় ঈমানদার ইহুদী (৬১:৬ আয়াত ও নোট দেখুন) অথবা মণ্ডলীর বা মসীহের রাজ্যের (১ পিতর ২:৫, ৯ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৬৬:২২ নতুন আসমান ও নতুন জমিন। ৬৫:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *নাম এবং বংশধরেরা টিকে থাকবে।* ৪৮:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

ইশাইয়া কিতাবে মসীহের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করা হয়েছে	
আশ্চর্য পরামর্শদাতা	তিনি ব্যতিক্রমী, বিশিষ্ট, এবং তাঁর সমকক্ষ নেই, যিনি সঠিক উপদেশ দেন।
শক্তিশালী আল্লাহ্‌	তিনি নিজেই আল্লাহ্‌।
চিরস্থায়ী পিতা	তিনি অনন্তকালীন; তিনি আল্লাহ্‌ আমাদের পিতা।
শান্তির বাদশাহ্‌	তাঁর শাসন হচ্ছে ন্যায় এবং শান্তির।
নবী ইশাইয়া মসীহ্‌কে বর্ণনা করার জন্য ৯:৬ আয়াতে চারটি নাম ব্যবহার করেছেন। আমাদের কাছে এই নামগুলোর বিশেষ অর্থ আছে।	

BACIB
International Bible
CHURCH